ক্লাইভ কাসলার'র

মে ডে!

অনুবাদ: মখদুম আহমেদ

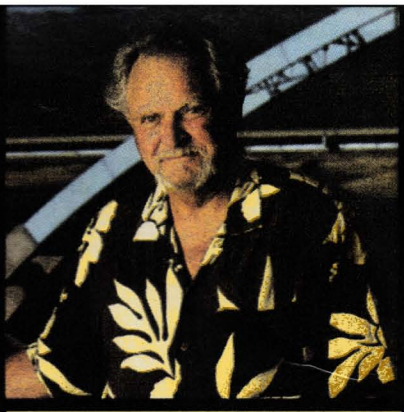

আমেরিকান রোমাঞ্চ উপন্যাসের লেখক ক্লাইভ কাসলারের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ক্যালিফোর্নিয়ায়। প্যাসাডোনিয়া সিটি কলেজে দুই বছর পড়েছিলেন, পরে কোরিয়া যুদ্ধের সময় বিমান বাহিনীতে নাম লেখান। ওখানকার চাকরির মেয়াদ শেষ হতে আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞাপনী সংস্থায় পরিচালক হিসেবে কাজ করেন কাসলার।

১৯৬৫ সাল থেকে লেখালেখি শুরু করেন তিনি, ১৯৭৩-এ আসে তার সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র ডার্ক পিট'কে নিয়ে রচিত প্রথম উপন্যাস *মে ডে!*।

১৯৯৭ সালের মে মাসে তিনি স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক থেকে পি.এইচ.ডি অর্জন করেন।

ক্লাইভ কাসলার, আমেরিকার জাতীয় সামুদ্রিক গবেষণা এবং মেরিন এজেন্সির (ন্যাশনাল আন্ডার ওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সি, সংক্ষেপে, নুমা'র) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এবং তাঁর দুঃসাহসী সহযোগীরা পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় সমুদ্রের তলদেশে থেকে ৬০টির মতো দূর্লভ ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন।

৪০টিরও বেশি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বই।

ক্লাইভ কাসলার'র

মে ডে!

অনুবাদ : মখদুম আহমেদ

ISBN-984827921-9

মে ডে!
(এই বইটি দ্য মেডিটেরিনিয়ান কেইপার নামেও পরিচিত)
মূল : ক্লাইভ কাসলার
অনুবাদ : মখদুম আহমেদ

MAY DAY!
(Also known as **The Mediterranean Caper**)
copyright © 2008 by Clive Cussler

অনুবাদস্বত্ব © ২০০৮ বাতিঘর প্রকাশনী
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৮
প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা),
ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং সম্পাদিত
মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টিং প্রেস, ২৩, শ্রীশ দাস লেন, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০
গ্রাফিক্স : ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, (তৃতীয় তলা) ঢাকা-১১০০
কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : দুইশত টাকা মাত্র

উৎসর্গ:

সিলেটের চমৎকার মানুষ, বিদেশী সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক রিয়াদ আহমেদ ভাইকে—
যার একনিষ্ঠ আগ্রহ ছাড়া এই বই প্রকাশিত হ'তো না!

পূর্বকথা

এ যেনো চুল্লীর আগুন-গরম আবহাওয়া। রবিবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ব্রাডি এয়ারফোর্সের কন্ট্রোল অপারেটর লোকটা জ্বলন্ত সিগারেটের গোড়া থেকে নতুন একটায় আগুন ধরায়। ছোট্ট এয়ার কন্ডিশনারের কাছে মোজা পরা পা-দুটো উঁচু করে ধরে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে, অথচ কিছুই ঘটছে না। আরও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কিছু যে ঘটবে না, তাও সে জানে। একঘেয়েমিটার সেজন্যেই অসহ্য লাগছে তার।

সব রোববারেই এই অবস্থা হয়, এয়ার ট্রাফিক থাকে না বললেই চলে। আজও তার ব্যতিক্রম নয়। সকাল থেকে ব্র্যাডি এয়ারফিল্ড থেকে ল্যান্ড বা টেক-অফ কিছুই হয় নি। আশেপাশে কোথাও এই মুহূর্তে কোনো রকম যুদ্ধাবস্থা নেই বা কোনো রকম আন্তর্জাতিক সংকট মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে নি, কাজেই মিলিটারি এয়ারক্রাফটের আনাগোনা আশা করা যায় না। সিভিল এয়ারলাইন্সের কোনো প্লেন হঠাৎ ল্যান্ড করলেও করতে পারে, স্রেফ রিফুয়েলিঙের জন্যে। এই ধরনের প্লেনে সাধারণত কোনো ভি.আই.পি থাকেন, ইউরোপ বা আফ্রিকার কোনো কনফারেন্সে তাড়াহুড়ো ক'রে যোগ দিতে চলেছেন।

ডিউটিতে আসার পর থেকে ফ্লাইট শিডিউল ব্ল্যাকবোর্ডে এবার নিয়ে বার দশেক তাকালো অপারেটর। আজকের তারিখে কোনো ডিপারচার নেই, এবং একমাত্র আগমনের আনুমানিক সময় লেখা হয়েছে ষোলোশো ত্রিশ ঘণ্টা, এখন থেকে আরও পাঁচ ঘণ্টা পরে।

বয়স কম অপারেটরের, চোখে-মুখে সদা চঞ্চল একটা ভাব মাথাভর্তি সোনালী চুল এলোমেলো হয়ে আছে। তার ইউনিফর্মের আস্তিনে চারটে স্ট্রাইপ সেলাই করা রয়েছে, তার মানে সে একজন স্টাফ সার্জেন্ট। আটানব্বই ডিগ্রি টেমপারেচার, কিন্তু এয়ার কন্ডিশনার থাকায় খাকি ইউনিফর্মের কোথাও ঘামের দাগ ফোটে নি। শার্টের কলার খুলে রেখেছে, গলায় টাইও নেই—এয়ারফোর্সের

নিয়ম-রীতি অনুসারে এটা একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তবে বেসটা যদি গরম আবহাওয়ার কোথাও হয়, সেখানে এধরনের ত্রুটিকে ক্ষমার চোখে দেখা হয়।

ঠাণ্ডা বাতাস যাতে পা বেয়ে ওপর দিকে উঠে আসতে পারে সেজন্যে এয়ার কন্ডিশনারটা অ্যাডজাস্ট ক'রে নিলো সে। মুখের সামনে হাত রেখে একটা হাই তুললো। হাত দুটো মাথার পেছনে বেঁধে চেয়ারের পিঠের ওপর ঢিল ক'রে দিলো শরীরটা, তাকিয়ে থাকলো মেটাল সিলিঙের দিকে। অষ্টাদশী প্রেমিকার মুখ ভেসে উঠলো চোখের সামনে। রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে গভীর, নিবিড় চুমো খাওয়া...আবার কবে আসবে সেই সুযোগ? এক, দুই করে গুণতে শুরু করলো সে। আটান্ন। আজ থেকে আটান্ন দিন পর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাবে সে। বুক পকেটে রাখা কালো লেদার দিয়ে মোড়া নোট-বুকটা হাত দিয়ে একবার স্পর্শ করলো। একটা ক'রে দিন কাটে, একটা ক'রে লাল কালির দাগ পড়ে নোট-বুকের সাদা পাতায়। এক একটা দিন এক একটা যুগের মতো দীর্ঘ লাগে তার। ফুরাতেই চায় না। কিন্তু জানে, একদিন দাগ কাটা শেষ হবে, সেদিন দেশে ফিরে প্রেমিকাকে নিয়ে গাড়িতে চড়বে সে।

নড়েচড়ে বসলো। আবার একটা হাই তুলে জানালার কার্নিশ থেকে অলস ভঙ্গিতে তুলে নিলো বাইনোকুলারটা। গাঢ় রঙের অ্যাসফল্টের রানওয়েতে, উঁচু কন্ট্রোল টাওয়ারের নিচে এক সার দাঁড়িয়ে রয়েছে পার্ক করা এয়ারক্রাফটগুলো। এক এক ক'রে সব ক'টার ওপর চোখ বুলালো সে।

একশো সত্তর বর্গমাইল জায়গা নিয়ে ঈজিয়ান সাগরের বুকে দাঁড়িয়ে আছে থাসোস। পাথর, টিম্বার আর জিশু খৃস্টের জন্মের এক হাজার বছর আগের তৈরি কিছু ধ্বংসাবশেষ নিয়ে এই দ্বীপ। গৃক মেইনল্যান্ড মাত্র ষোলো মাইল দূরে। উনিশশো ষাট সালে যুক্তরাষ্ট্র আর গৃসের সাথে একটা চুক্তি হয়, তারই ফলে এই ব্র্যাডি এয়ারফোর্স বেস্। দশটা এফ ওয়ান হানড্রেড-ফাইভ স্টারফায়ার জেট ছাড়া বেসে স্থায়িভাবে আর মাত্র একজোড়া দৈত্যাকার সি-ওয়ান হানড্রেড থারটিথ্ কার্গোমাস্টার ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন আছে। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে তাকাতে রুপোর তৈরি মোটাসোটা একজোড়া তিমির মতো দেখালো ওগুলোকে, জলন্ত ঈজিয়ান সূর্যের নিচে ঝলমল করছে।

ফিল্ডের ওপর আরেকবার চোখ বুলালো অপারেটর। প্রায় নির্জনই বলা যায়। বেসের বেশির ভাগ লোক পাশের শহর পানাঘিয়ায় বিয়ার খেতে গেছে, কেউ কেউ হয়তো সৈকতে শুয়ে ব'সে উদোম গায়ে রোদ পোহাচ্ছে। কিছু লোক এই গরমে আর বেরুতে সাহস করে নি, ঠাণ্ডা ব্যারাকে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছে। মেইন গেটের কাছে নিঃসঙ্গ একজন এম-পি'কে দেখলো সে। দেখা না

গেলেও, মানুষের উপস্থিতি আরেক জায়গায় টের পাওয়া যায়—মস্ত একটা সিমেন্ট ব্যাংকারের ওপর অনবরত ঘুরে চলেছে রাডার অ্যান্টেনা। ধীরে ধীরে বাইনোকুলার তুলে নীল সাগরের দিকে তাকালো সে। উজ্জ্বল, মেঘমুক্ত দিন, দূরের গৃক মেইনল্যান্ডের খুঁটিনাটি অনেক কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গ্লাস জোড়া পূব দিকে ঘোরালো, চোখ রাখলো দিগন্তরেখার ওপর, যেখানে গাঢ় নীল পানি হালকা নীল আকাশের গায়ে মিশেছে। মিট-ওয়েভের কাঁপন ভেদ ক'রে সামনে চলে গেলো দৃষ্টি, জাহাজের খুদে একটা সাদাটে আকৃতি ধরা পড়লো চোখে। বো-তে লেখা জাহাজের নামটা পড়ার জন্যে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করলো সে। ছোটো ছোটো কালো অক্ষরগুলো কোনো রকমে পড়তে পারা গেলো—ফার্স্ট এটেম্পট্।

নামটা ভালোই! আপন মনে মাথা ঝাঁকালো অপারেটর। জাহাজটার খোলের গায়ে আরও কি যেনো সব লেখা রয়েছে। একটু চেষ্টা করতেই সেগুলো পড়া গেলো। লম্বা, খাড়াভাবে আঁকা চারটে অক্ষর। এন.ইউ.এম.এ.। অক্ষরগুলো চেনা তার, অর্থও জানা আছে। ন্যাশন্যাল আন্ডারওয়াটার মেরিন এজেন্সি। নুমা।

জাহাজের পেছন থেকে আকাশে উঠে পানির ওপর ঝুঁকে পড়েছে প্রকাণ্ড একটা ক্রেন, পানির নিচ থেকে গোলাকার কী যেনো একটা তুলছে ধীরে ধীরে। ক্রেনের চারদিকে ব্যস্ত মানুষের ছুটোছুটিও লক্ষ্য করলো অপারেটর। বেসামরিক লোকজনকেও রোববারে কাজ করতে হয় দেখে খুশি লাগলো তার। এই সময় ইন্টারকম থেকে বেরিয়ে এসে যান্ত্রিক একটা কণ্ঠস্বর চমকে দিলো তাকে।

"হ্যালো কন্ট্রোল টাওয়ার, রাডার বলছি...ওভার!"

বাইনোকুলার রেখে মাইক্রোফোনের বোতামে চাপ দিলো অপারেটর।

"কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে। ব্যাপার কি?"

"এইমাত্র দশ মাইল পশ্চিমে একটা কন্ট্যাক্ট পেলাম।"

"দশ মাইল পশ্চিমে?" প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো অপারেটর। "এতোক্ষণ কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছিলে, রাডার? দশ মাইল পশ্চিম বলতে গেলে দ্বীপের মাঝখানটাকে বোঝায়, প্রায় মাথার ওপর!" ঘাড় ফিরিয়ে প্রকাণ্ড ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকালো সে। এই সময় কোনো শিডিউল ফ্লাইট নেই, জানে, তবু নিশ্চিত হবার জন্যে দেখে নিলো আরেকবার। "পরের বার দয়া ক'রে আরও তাড়াতাড়ি জানাবার চেষ্টা কোরো, কেমন?"

"কোত্থেকে যে হুট ক'রে চলে এলো, বুঝলাম না!" রাডার বাংকার থেকে অবাক সুরে বললো যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর। "তাজ্জব ব্যাপার! গত ছয় ঘণ্টায় কিছুই

দেখা যায় নি স্কোপে। চারদিকে একশো মাইলে মধ্যে একটা শকুন পর্যন্ত ছিলো না! হঠাৎ...!"

"হয় ঘুম তাড়াবার ব্যবস্থা করো, নয়তো বাজ পড়া ইকুইপমেন্টগুলো চেক্ করাও এক্ষুণি," তিক্ত সুরে বললো অপারেটর। মাইকের বোতাম ছেড়ে দিয়ে বাইনোকুলার তুলে নিলো সে। উঠে দাঁড়ালো। ফোকাস অ্যাডজাস্ট ক'রে নিয়ে তাকালো পশ্চিম দিকে।

ছোট্ট একটা কালো বিন্দু মতো দেখালো ওটাকে। খুব নিচু দিয়ে উড়ে আসছে, মনে হলো আরেকটু নিচে নামলে পাহাড় সারির চূড়ার সাথে ধাক্কা খাবে। খুব ধীর গতিতে আসছে, ঘণ্টায় নব্বই মাইলের বেশি নয়। প্রথম কিছুক্ষণ মনে হলো, পাহাড়ের মাথার উপর স্থির হয়ে আছে ওটা, তারপর হঠাৎ করেই একটা আকৃতি পেতে শুরু করলো। একটু বেঁকে গেছে, তাই একটা পাশ পরিস্কার দেখতে পাওয়া গেলো। বাইনোকুলার নামিয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়ালো অপারেটর। চেহারায় অবিশ্বাসের ভাব ফুঁটে উঠেছে। ফোকাস অ্যাডজাস্ট ক'রে আবার যখন তাকালো, সাথে সাথে ঝুলে পড়লো মুখ। উইং আর ফিউজলেজ পরিষ্কার দেখতে পেলো সে। ভুল হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

এক ইঞ্জিনের সিঙ্গেল সিটার প্লেন। ল্যান্ডিং গিয়ারটা স্পোক দিয়ে তৈরি, ভাঁজ করা যায় না। বেরিয়ে থাকা ইন-লাইন সিলিন্ডার হেডটাকে বাদ দিলে ফিউজিলেজটা দেখতে অনেকটা তরল পদার্থের সাবলিল প্রবাহের মতো, ক্রমশ সরু হয়ে গিয়ে খোলা ককপিটের দু'দিকে ফিতের মতো হয়ে গেছে। পুরনো উইন্ডমিলের মতো বাতাস কাটছে কাঠের তৈরি প্রপেলার, প্রাচীন প্লেনটাকে শামুকের গতিতে বয়ে নিয়ে আসছে সোজা ব্র্যাডি এয়ারফিল্ডের দিকে। কাপড়ের মোড়া ডানা দুটোকে বাতাসের ধাক্কায় কাঁপতে দেখলো অপারেটর। দুই ডানার ওপর সাদা স্ট্রাইপ আছে, তাছাড়া প্রপেলারের গোড়া থেকে এলিভেটরের পিছনের ডগা পর্যন্ত গোটা প্লেনটা উজ্জ্বল, চকচকে হলুদ রঙে রঙ করা। কন্ট্রোল টাওয়ারের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলো সেটা। পরিচিত একটা মার্কিং দেখতে পেলো অপরেটর। কালো মলটিজ ক্রস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর প্রতীক চিহ্ন ছিলো ওটা।

অন্য কোনো পরিস্থিতিতে কন্ট্রোল টাওয়ারের মাথা থেকে মাত্র পাঁচ ফুট ওপর দিয়ে কোনো প্লেন উড়ে গেলে নিশ্চয়ই ডাইভ দিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়তো অপারেটর। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এই যান্ত্রিক ভুতটাকে দেখে হতভম্ব বিমূঢ় হয়ে পড়লো সে, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে অটল মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েই থাকলো। টাওয়ারের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় একটা হাত বের করে অপারেটরের উদ্দেশে

নাড়লো পাইলট। ককপিটে বসা পাইলটকে একেবারে কাছ থেকে দেখতে পেলো অপারেটর, গগলস আর লেদার হেলমেটের ভেতর তার মুখের খুঁটিনাটি সব পরিষ্কার ধরা পড়লো চোখে। পাইলটের অপর হাতটাও অপারেটরের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি। জোড়া মেশিনগানের বাটে আঙুল বুলাচ্ছে লোকটা।

ব্যাটা কোনো প্র্যাকটিকাল জোকার নাকি? নাকি গৃক সার্কাস পার্টির কোনো ভাঁড়? এলো কোত্থেকে? একের পর এক প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করলো অপারেটরের মাথার ভেতর, কিন্তু কোনো সদুত্তর মিললো না। আচমকা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো বুক। আলোর দুটো ফোঁটা দেখতে পেলো সে। প্রপেলারের পিছন থেকে বেরিয়ে জ্বলছে, নিভছে। পরমুহূর্তে কন্ট্রোল টাওয়ারের জানালার সমস্ত কাঁচ ঝন ঝন শব্দে ভেঙে ছড়িয়ে পড়লো অপারেটরের চারদিকে।

সময় যেনো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ব্র্যাডি ফিল্ডে। কন্ট্রোল টাওয়ারের গা ঘেঁষে আরও নিচের দিকে নেমে গেলো প্রথম মহাযুদ্ধের ফাইটার, অত্যাধুনিক জেটগুলোর বিরুদ্ধে একাই যুদ্ধ শুরু ক'রে দিলো সে। অপারেটরের বিস্ফারিত চোখের সামনে একের পর এক ফুটো, ঝাঁঝরা হতে থাকলো এফ-ওয়ান হানড্রেড ফাইভ স্টারফায়ার জেটগুলো। প্রাচীন নাইন মিলিমিটারের ঝাঁক ঝাঁক বুলেট অ্যালুমিনিয়ামের মোটা আবরণ ভেদ ক'রে ঢুকে গেলো জেটগুলোর ভেতরে। ট্যাংক ভর্তি জেট ফুয়েলে আগুন ধরলো, প্রায় একই সাথে বিস্ফোরিত হলো তিনটে জেট। লেলিহান আগুনের শিখায় ঢাকা পড়ে গেলো সেগুলো। ফিল্ডের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে বার বার উড়ে গেলো ভৌতিক ফাইটার, খক্ খক্ শব্দের সাথে ছুঁড়ে দিলো ধ্বংসের বীজ। এরপর বিস্ফোরিত হলো একটা সি-ওয়ান হানড্রেড থারটি থ্ কার্গোমাস্টার। বুম করে একটা বিকট আওয়াজের সাথে আকাশের দিকে একশো ফুট ওপরে উঠে গেলো আগুনের লেলিহান শিখা।

টাওয়ারের মেঝেতে পড়ে গেছে অপারেটর, কখন তা সে নিজেও বলতে পারবে না। মাথা তুলে বুকের দিকে তাকালো। রক্তের একটা ধারা গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। অলস ভঙ্গিতে বুক পকেট থেকে কালো নোটবুকটা বের করলো সে। কভারের গায়ে, ঠিক মাঝখানে, নিখুঁত একটা ফুঁটো দেখলো সে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকলো সেটার দিকে। চোখের ঠিক সামনেই কালো একটা পর্দা নেমে আসছে, ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে সব। হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে ইচ্ছে শক্তিটুকু ফেরত পাবার চেষ্টা করলো সে। ব্যথায় কুঁচকে উঠলো তার মুখ, কিন্তু প্রথমবারের চেষ্টাতেই উঠে বসতে পারলো সে। নেশাগ্রস্তের মতো ঢুলছে। চকচকে কাঁচের টুকরোয় ঢাকা পড়ে গেছে মেঝে, ফার্নিচার, রেডিও ইকুইপমেন্ট। কামরার মাঝখানে নিহত একটা যান্ত্রিক পশুর মতো উল্টে পড়ে

রয়েছে এয়ার কন্ডিশনারটা। রেডিওর দিকে আবার তাকালো অপারেটর। অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে ওটা। ধীরে ধীরে ক্রল ক'রে এগোলো সে। নাগালের মধ্যে চলে আসতেই মাইক্রোফোনের হাতলটা মুঠো ক'রে ধরলো। রক্তে ভেজা হাত লেগে পিচ্ছিল হয়ে গেলো হাতল।

চিন্তা করবে, সেই শক্তি ফুরিয়ে গেছে অপারেটরের। বিপদ সংকেত পাঠাবার নিয়মটা যেনো কি? কোনোমতেই স্মরণ করতে পারলো না। এই রকম বিপদের সময় মেসেজের ভাষাটা কি হতে পারে? কিছু একটা বল্, গর্দভ! — নিজেকে গালাগাল দিতে শুরু করলো সে।—যা খুশি! যা মনে আসে!

"যারা শুনতে পাচ্ছেন তাদের সবাইকে বলছি! মে ডে! মে ডে! এটা ব্র্যাডি ফিল্ড। অজ্ঞাত পরিচয় একটা এয়ারক্রাফট আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এটা কোনো মহড়া নয়। আই রিপিট, ব্র্যাডি এয়ার ফিল্ডে হামলা হয়েছে ..."

অধ্যায় ১

মাথা ভর্তি কালো চুলের ওপর হেডসেটটা অ্যাডজাস্ট ক'রে নিলো পিট, তারপর আলতোভাবে ঘোরাতে শুরু করলো রেডিওর চ্যানেল নব। আরও পরিষ্কার, স্পষ্ট আওয়াজ পেতে চাইছে ও। গভীর মনোযোগের সাথে শুনলো কয়েক সেকেন্ড, ওর স্বচ্ছ সাদা কালো চোখের জমিনে ফুটে উঠলো বিস্ময়ের ছাপ। কপালের টান টান চামড়ায় খুদে ভাঁজ পড়লো গোটা তিনেক।

রিসিভার থেকে বেরিয়ে আসা শব্দগুলো বুঝতে পারলো না, তা নয়। আসলে কিছুতেই বিশ্বাস্য ব'লে মেনে নিতে পারলো না। সন্দেহ হলো, শুনতে ভুল করে নি তো? পি.বি.আই ক্যাটালিনার জোড়া ইঞ্জিনের ভোঁতা গর্জন কানের গভীর থেকে বের ক'রে দেবার চেষ্টা করলো ও। গলার আওয়াজটা নিস্তেজ হয়ে আসছে। অথচ ঠিক উল্টোটা ঘটার কথা। রেডিওর ভলিউম কন্ট্রোল ফুল-অন করা রয়েছে। ব্র্যাডি ফিল্ডও খুব কাছে, মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে। এই পরিস্থিতিতে এয়ার ট্রাফিক অপারেটরের গলার আওয়াজ ডার্কের কানে বোমার মতো বিস্ফোরিত হবার কথা। মানেটা কি? পাওয়ার লুজ করছে অপারেটর। নাকি জখম হয়েছে সে? কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করলো পিট, তারপর ডান দিকে হাত বাড়িয়ে মৃদু ধাক্কা দিলো ঘুমন্ত অ্যাল জিওর্দিনোকে।

"অ্যাল!"

চোখ মেললো ক্যাপ্টেন অ্যাল। একটা হাই উঠতে যাচ্ছিলো, সেটাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলো।

"এরই মধ্যে পৌঁছে গেলাম?"

"প্রায়," বললো পিট। "ওই তোমার সামনেই থাসোস।"

হঠাৎ ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো জিওর্দিনোর। "ব্যাপারটা কি? তুমি আমার ঘুম ভাঙালে কেন? আরও মিনিট দশেক..."

"এই মাত্র একটা মেসেজ পেলাম ব্র্যাডি কন্ট্রোল থেকে," বললো পিট। "অচেনা কোনো এয়ারক্রাফট নাকি হামলা চালিয়েছে ওদের ওপর।"

"কি?" বিস্ফোরিত হয়ে উঠলো জিওর্দিনোর চোখ জোড়া। পরমুহূর্তে হা হা ক'রে হেসে উঠলো সে। "বুঝেছি! নিশ্চয়ই কেউ ঠাট্টা করেছে তোমার সাথে।"

শান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো পিট। "মনে হয় না। কন্ট্রোল অপরেটর অভিনয় করলে আরও নাটকীয় হতো গলার সুর।" চিন্তিতভাবে নিচের পানির দিকে তাকালো ও। সাগর থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপর দিয়ে ছুটছে প্লেন। জড়তা এবং আড়ষ্ট ভাব এড়াবার জন্যে শেষ দুশো মাইল একেবারে নিচু দিয়ে উড়ে আসছে ও।

দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে অবিশ্বাস প্রকাশ করতে যাচ্ছিলো অ্যাল, হঠাৎ আবার বড় বড় হয়ে উঠলো তার চোখ জোড়া! "মাই গড!" বিড়বিড় ক'রে বললো সে। বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো দ্বীপের পূব দিকে। "ব্র্যাডি কন্ট্রোল বোধহয় মিথ্যে কথা বলে নি, পিট!"

সাগরের পিঠের ওপর ফুলে থাকা একটা বিশাল স্তূপের মতো দেখালো দ্বীপটাকে। হলুদ সৈকতটাকে ঘিরে রেখেছে সাদা ফেনা। কোথাও জন-মনিষ্যির চিহ্ন নেই, খাঁ খাঁ করছে। সারি সারি পাহাড়, দেখতে গম্বুজের মতো, ঢালের ওপর গাছ-পালা আর সবুজের সমারোহ। থাসোস দ্বীপের পূব প্রান্তে বিরাট একটা কালো ধোঁয়ার পিলার দেখা গেলো, বাতাস না থাকায় খাড়া উঠে গিয়ে আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে। দ্বীপের আরও কাছে পৌঁছুলো ওরা। ধোঁয়ার গোড়ায় কমলা রঙের আগুনের আভাস দেখতে পেলো পিট।

মাইক ধরলো ও হ্যান্ডগ্রিপের গায়ে সাঁটা বোতামে চাপ দিলো দ্রুত। "ব্র্যাডি কন্ট্রোল, ব্র্যাডি কন্ট্রোল, পি-বি-আই-ও এইট-সিক্স বলছি, ওভার।" কলটা আরও দু'বার রিপিট করলো পিট।

"সাড়া নেই?"

"না।"

"তুমি বললে অচেনা এয়ারক্রাফট, তার মানে কি মাত্র একটা?"

"তাই তো বললো," ধোঁয়ার দিকে চোখ রেখে জবাব দিলো পিট।

"মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝ নি না! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারফোর্স বেসের ওপর একটা মাত্র প্লেন হামলা চালিয়েছে, বছরের সেরা রসিকতা ব'লে মনে হয় না?"

কন্ট্রোল কলাম সামান্য একটু পিছিয়ে নিয়ে এলো পিট। "হতে পারে উত্যক্ত কোন গৃক কৃষকের প্রতিশোধ। বেসের জেটগুলো হয়তো তার গরু-ছাগলের পালকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলছিলো। ফুল-স্কেল অ্যাটাক ব'লে মনে হয় না। তাহলে, ওয়াশিংটনের কাছ থেকে খবর পেতাম আমরা। অপেক্ষা ক'রে দেখা যাক কি হয়।" চোখ রগড়ে ঘুম ভাবটা তাড়াবার চেষ্টা করলো ও। "গেট রেডি। প্লেন নিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছি, পাহাড়ের মাথার ওপর চক্কর দেবো, তারপর সূর্য থেকে বেরিয়ে সোজা নিচে নামবো কাছ থেকে দেখার জন্যে।"

"সাবধান, পিট। পৈত্রিক প্রাণটা হারাতে চাই না। ব্র্যাডি ফিল্ডের ওপর ওটা যদি জেট ফাইটার হয়, আর যদি রকেট ছোঁড়ে..."

"তেমন কিছু দেখলে লেজ তুলে পালাবো," বললো পিট। সামনের দিকে থ্রটল ঠেলে দিলো ও, সাথে সাথে বেড়ে গেলো প্র্যাট অ্যান্ড হুইটনি টুইন ইঞ্জিনের গর্জন। কন্ট্রোলের ওপর চঞ্চল প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াতে শুরু করলো ওর হাত দুটো। প্লেনের ভোঁতা নাক সোজাসুজি সূর্য তাক ক'রে উঠে যাচ্ছে। পাহাড়েরর মাথার ওপর উঠে এসে একটা বৃত্ত রচনা ক'রে ঘুরতে শুরু করলো ক্যাটালিনা। দ্রুত কালো ধোঁয়ার দিকে এগোলো ওরা।

হেডসেটের ভেতর হঠাৎ যেনো একটা বিস্ফোরণ ঘটলো, কানে তালা লেগে গেলো ডার্কের। ঝট ক'রে হাত বাড়িয়ে ভলিউম কমিয়ে দিল ও। এর আগে এই লোকেরই গলা শুনেছে, কিন্তু স্বরটা আগের মতো দুর্বল নয়।

"দিস ইজ ব্র্যাডি কন্ট্রোল কলিং। আমরা আক্রান্ত হয়েছি! উই আর আন্ডার অ্যাটাক। কাম ইন...এনি বডি, প্লিজ রিপ্লাই।"

গলার আওয়াজ শুনে দিশেহারা উদভ্রান্ত একজন লোকের ছবি ভেসে উঠলো ডার্কের মনের পর্দায়। সাহায্যের আশায় ব্যাকুল হয়ে আছে।

"ব্র্যাডি কন্ট্রোল, পি-বি-আই ও-এইট-সিক্স। ওভার।"

"থ্যাংক গড"! সশব্দে হাঁপাতে শুরু করলো লোকটা।

"এর আগে তোমার সাড়া পাবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়েছি, ব্র্যাডি কন্ট্রোল।"

"প্রথম দফার হামলায় জখম হয়েছি আমি...জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখন...এখন ঠিক আছি।" কথাগুলো দ্রুত বললো অপারেটর, শব্দগুলো মুখের ভেতর জড়িয়ে গেলো।

"ছয় হাজার ফুট ওপরে, তোমার প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে রয়েছি আমরা," ধীরে ধীরে বললো পিট, কিন্তু পজিশনটা রিপিট করলো না। "তোমার অবস্থা জানাও।"

"আমাদের কোনো ডিফেন্স নেই। গ্রাউন্ডের সবগুলো এয়ারক্রাফট ধ্বংস হয়ে গেছে। সবচেয়ে কাছের ইন্টারসেপটার স্কোয়াড্রন সাতশো মাইল দূরে। সময়মতো পৌছুতে পারবে না ওরা। হেল্প আস, প্লিজ!"

অভ্যেসের দরুণ এদিক ওদিক মাথা নাড়লো পিট। "নেগেটিভ, ব্র্যাডি কন্ট্রোল। আমাদের টপ স্পিড মাত্র একশো নব্বই নট। সাথে এক জোড়া রাইফেল ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই। একটা জেট ফাইটারের সাথে লাগতে যাওয়ার অর্থ হবে আত্মহত্যা করা।"

"জেট নয়! হামলাকারী জেট ফাইটার নয়! আই রিপিট, অ্যাটাকার জেট বোম্বার নয়। ওটা প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার একটা বাইপ্লেন। প্লিজ, হেল্প আস! প্লিজ!"

চকিতে পরস্পরের দিকে একবার তাকালো পিট আর অ্যাল। বিমূঢ়, হতভম্ব দেখালো দু'জনকেই। ঝাড়া দশ সেকেন্ডে কথাই বলতে পারলো না পিট।

"ও-কে, ব্র্যাডি কন্ট্রোল, আমরা আসছি। কিন্তু তার আগে অ্যাটাকারের আইডেন্টিটি আরেক বার চেক্ ক'রে দেখো। ওভার অ্যান্ড আউট।"

জিওর্দিনোর দিকে ফিরলো পিট। চেহারায় কোনো ভাবের প্রকাশ ঘটলো না, শুধু ঠোঁট জোড়া নড়ে উঠলো, "পেছনে গিয়ে সাইড হ্যাচ খোলো। কারবাইন তুলে নিয়ে তাজ্জব ক'রে দাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভূতটাকে। জীবনে আর কখনও এমন সুযোগ পাবে না!"

"বিশ্বাস হচ্ছে না," বললো পিট। "কিন্তু হেসে উড়িয়ে দিতেও পারছি না। গ্রাউন্ডে ওরা মার খাচ্ছে, ঘটনাটা যদি সত্যি হয়, ওদেরকে আমাদের সাহায্য করা দরকার। যাও, তাড়াতাড়ি করো।"

বিড় বিড় করতে করতে কো-পাইলটের সিট ছেড়ে উঠে পড়লো অ্যাল। টলতে টলতে প্লেনের কোমরের কাছে চলে এলো সে। খাড়া করা কেবিনেট থেকে থারটি ক্যালিবারের একটা কারবাইন পাড়লো, রিসিভারে ভরলো পনেরো শটের একটা ক্লিপ। সাইড হ্যাচ খুলতেই গরম বাতাসের ধাক্কা খেলো চোখে মুখে। গানটা আরেকবার চেক্ ক'রে নিয়ে বসে পড়লো। শুরু হলো তার অপেক্ষার পালা। মনে মনে জানে, দক্ষ পাইলটের হাতে রয়েছে প্লেন, সামনে যতো বড় বিপদই থাক না কেন, সেটা কাটাবার সমস্ত কৌশল রপ্ত করা আছে ওর।

ধীরে ধীরে সামনের দিকে কন্ট্রোল কলাম ঠেলে দিয়ে প্লেনটাকে নিচের দিকে গোঁত্তা খাওয়ালো পিট। ব্র্যাডি ফিল্ডের আগুন আর ধোঁয়ার দিকে নেমে যেতে শুরু করলো ক্যাটালিনা। কালো ডায়ালের ওপর অলটিমিটারের সাদা কাঁটা অলস ভঙ্গিতে উল্টো দিকে ঘুরছে, রেজিস্টার করছে অধোগতি। নেমে যাবার কোণাকুণি ভঙ্গিটা আরও খাড়া করলোও, সেই সাথে বিশ বছরের পুরনো এয়ারক্রাফট ঘরঘর ক'রে কাঁপতে শুরু করলো। লো স্পিড রিকনিস্যান্স, ডিপেনডেবিলিটি এবং লং রেঞ্জের কথা মনে রেখে তৈরি করা হয়েছিলো এই প্লেন, হাই স্পিডের জন্যে নয়। মন্থর গতি হলে কি হবে, প্যাসেঞ্জার এবং কার্গো বহন করার জন্যে এর তুলনা ছিলো না সে-যুগে। আরেকটা সুবিধে, পানিতেও ল্যান্ড বা টেক-অফ করতে পারে। এই পি-বি-আই ফ্লাইং বোট নুমার খুব কাজে লাগে। কারণ নুমার বেশিরভাগ অপারেশনই ঘটে গভীর সাগরে।

হঠাৎ কালো ধোঁয়ার গায়ে উজ্জ্বল রঙের একটা আকৃতি দেখতে পেলো পিট। চকচকে হলুদ একটা প্লেন। চেখের পলকে কাত হয়ে যেতে দেখে ওটার হাই ম্যানুভারেবিলিটি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলো পিট। প্রায় সাথে সাথে ডাইভ দিয়ে ধোঁয়ার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলো বাইপ্লেন। তীর অধোগতি মন্থর করার জন্যে থ্রটল পিছিয়ে নিয়ে এলো পিট। ধোঁয়ার ভেতরে থেকে এই মুহূর্তে যদি গুলি করে বাই প্লেন, ক্যাটালিনার ওপর দিয়ে ছুটে যাবে বুলেট। ধোঁয়া ভেদ ক'রে ওপাশে আত্মপ্রকাশ করলো প্রথম মহাযুদ্ধের যান্ত্রিক ভূতটা। পরিস্কার দেখা গেলো, ব্র্যাডি ফিল্ডের ওপর গুলি ছুঁড়ছে।

"কী আশ্চর্য," বিড়বিড় ক'রে বললো পিট। "এ যে দেখছি সেই আদ্যিকালের পুরনো জার্মান অ্যালব্যাট্রস!"

সোজা সূর্যের চোখ থেকে বেরিয়ে এলো ক্যাটালিনা, ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠা বাইপ্লেনের পাইলট দেখতেই পেলো না তাকে। যুদ্ধ যতো কাছে এগিয়ে এলো, ধীর ধীরে ক্ষীণ হাসি ছড়িয়ে পড়লো ডার্কের সারা মুখে। ওর কমান্ড পেয়ে ক্যাটালিনার নাক থেকে গোলা উগড়ে দেবার জন্যে কোনো কামান নেই, মনটা একটু খারাপ হয়ে গেলো। রাডার পেডালে চাপ দিলো ও অ্যালকে সহজে গুলি করার সুযোগ পাইয়ে দেবার জন্যে একটু তেড়ছা হয়ে গেলো ক্যাটালিনা। সগর্জনে নেমে এলো সেটা, বাইপ্লেনের পাইলট দেখতে পায় নি এখনও। ইঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে 'কড়াক' শব্দে বিস্ফোরণ ঘটলো। গুলি করলো অ্যাল।

বাইপ্লেনের পাইলট ওপরে তাকাবার আগেই তার মাথার ওপর পৌছে গেলো ক্যাটালিনা। খোলা ককপিটের ওপর বিরাট ফ্লাইং বোটকে দেখে নিখাদ বিস্ময়ে ঝুলে পড়লো হেলমেট পরা পাইলটের মুখ। সূর্যের প্রখর আলোয় ধাঁধিয়ে গেলো তার চোখ। দু'পক্ষই টের পেলো, পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। শিকারী নিজে এখন শিকারে পরিণত হতে চলেছে। কিন্তু সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয় বাইপ্লেনের পাইলট। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে তিন সেকেন্ডের বেশি লাগলো না তার। বিদ্যুৎগতিতে ডিগবাজি খেতে শুরু ক'রে স্যাঁৎ ক'রে সরে গেলো দূরে। কিন্তু তার আগেই পনেরো শটের ক্লিপটা খালি ক'রে ফেলেছে অ্যাল। বাইপ্লেন যে কয়েক জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফাইটার প্লেন ব্র্যাডি ফিল্ডের ওপর এতোক্ষণ একাই কেরামতি দেখাচ্ছিলো, কিন্তু ধোঁয়ায় ঢাকা আকাশে ফ্লাইং বোটের আবির্ভাব ঘটার সাথে সাথে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেলো। বাইপ্লেনের তুলনায় ক্যাটালিনা অনেক বেশি দ্রুতগতি, কিন্তু অ্যালব্যাট্রসের রয়েছে এক জোড়া মেশিনগান এবং তার

হঠাৎ ওপরে বা নিচে যাওয়ার বা পাশ ফেরার ক্ষিপ্রতাও ক্যাটালিনার চেয়ে বেশি। ফকারের তুলনায় অ্যালব্যাট্রস তেমন সুনাম অর্জন করে নি বটে, কিন্তু উনিশশো ষোলো থেকে আঠারো সাল পর্যন্ত জার্মান ইমপিরিয়াল এয়ার সার্ভিসের পক্ষ নিয়ে ফাইটার হিসেবে কম কৃতিত্ব দেখায় নি সে।

গোটা তিনেক ডিগবাজি খেয়ে সোজা হলো অ্যালব্যাট্রস, ঘুরলো, তারপর সরাসরি নিজের নাক তাক করলো ক্যাটালিনার ককপিটে। ক্যাটালিনাকে দিয়ে শূন্যে একটা লুপ করাবার জন্যে কন্ট্রোল কলাম একেবারে কোলের ওপর টেনে নিয়ে এলো পিট। মনে মনে দোয়া-দরুদ পড়লো, ঈশ্বর, ঝাঁকি খেয়ে ডানা দুটো যেনো ফিউজলেজ থেকে ছিঁড়ে আলাদা না হয়ে যায়! সাবধান হবার কথা, কিংবা স্বীকৃত ফ্লাইং রুলসের কথা ভুলে গেলও। ম্যান-টু-ম্যান কমব্যাটের জন্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে রক্তে। ক্যাটালিনা যখন চিৎ হয়ে যাচ্ছে, নাট-বল্টুর কাঁপনের আওয়াজ পরিস্কার শুনতে পেলো ও। লুপের শেষ প্রান্তটা কোত্থেকে কোথায় যাবে তার কোনো হদিসই বের করতে পারলো না অ্যালব্যাট্রসের পাইলট। বিহ্বল হয়ে পড়লো সে, এবং সুযোগটা পুরোমাত্রায় কাজে লাগালো পিট। লুপ শেষ করেই বাইপ্লেনের দিকে ছুটলো ক্যাটালিনা। ঠিক সোজা নয়, তেড়ছাভাবে। লুপ শেষ করে নি পিট, এই সময় ক্যাটালিনাকে লক্ষ্য ক'রে গুলি করলো বাইপ্লেন। লুপের মধ্যিখান দিয়ে বেরিয়ে গেলো বুলেটগুলো। পরমুহূর্তে দেখা গেলো দুটো প্লেন পরস্পরের দিকে ধেয়ে আসছে।

ট্রেসার বুলেটগুলো দেখতে পেলো পিট। উইন্ডাশল্ডের দশ ফুট নিচে দিয়ে ছুটে গেলো। লোকটা লক্ষ্যভেদে পটু নয়, সেটা আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিলো ওদের জন্যে। একই সরলরেখা ধরে একে অপরের দিকে ছুটছে প্লেন দুটো। তলপেটের ভেতর ঢেউ অনুভব করলো পিট। সম্ভাব্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করলো ও, তারপর নিচু করলো ক্যাটালিনার নাক। সেই সাথে দ্রুত কাত ক'রে নিলো প্লেনটাকে। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে হলেও অ্যালব্যাট্রসের ওপর অনুকূল পজিশনে পৌছুলো ওরা। গুলি করলো অ্যাল। কিন্তু ডাইভ দিয়ে কারবাইনের লাইন অব ফায়ার এড়িয়ে গেলো অ্যালব্যাট্রস। সোজা ফিল্ডের দিকে নাক ক'রে বিদ্যুৎগতিতে খাড়াভাবে নেমে যেতে শুরু করলো সে।

মুহূর্তের জন্যে অ্যালব্যাট্রসকে হারিয়ে ফেললো পিট। তীক্ষ্ম বাঁক নিয়ে ডান দিকে ঘুরলো ও, আকাশের গায়ে চোখ বুলিয়ে খুঁজলো তাকে। ধাক্কাটা অনুভব করার আগেই বিপদটা টের পেয়ে গেলো। সামনে কোথাও অ্যালব্যাট্রসকে দেখতে না পেয়ে ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো ওর বুক, বুঝলো, বাইপ্লেনের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে ও। পরমুহূর্তে বুলেট প্রবাহের মাঝখানে পড়ে গেলো ক্যাটালিনা। ফ্লাইং

বোটের আবরণ ভেদ ক'রে ভেতরে ঢুকে গেলো বুলেট। কিন্তু শেষ মুহূর্তে প্রবাহ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ঝরা পাতার মতো ডাইভ দিয়ে ডিগবাজি খেতে শুরু করলো ক্যাটালিনা। বুলেট লাগলো বটে, কিন্তু তাৎক্ষণিক উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বুলেটের মূল প্রবাহটাকে এড়িয়ে যেতে পারলো পিট।

একটানা আট মিনিট চললো ওদের আকাশ যুদ্ধ। এয়ারফোর্সের লোকেরা ফিল্ডে দাঁড়িয়ে চাক্ষুষ করলো এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ধীরে ধীরে ডগফাইট সরে গেলো পূব দিকে, তারপর শুরু হলো ফাইন্যাল রাউন্ড।

ডার্কের কপালের মসৃণ চামড়ায় মুক্তোর মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। শত্রুকে ছোটো ক'রে দেখছে না ও, তার ক্ষিপ্রতা বরং শঙ্কিত ক'রে তুলেছে ওকে, তবু অস্থির না হয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার পক্ষপাতী ও যতোক্ষণ না বুঝতে পারবে মোক্ষম সময় উপস্থিত হয়েছে তার আগে আঘাত হানতে রাজি নয়। এবং সময়টা যখন এলো সম্পূর্ণ তৈরি তখন পিট।

ওকে ফাঁকি দিয়ে ক্যাটারিনার পেছনে এবং খানিকটা ওপরে উঠে গেছে বাইপ্লেন। ক্যাটালিনার গতি পিট কমালোও না, বাড়ালোও না, যা ছিলো তাই রাখলো। উপস্থিত পজিশন জিতে যাবারই নামান্তর মনে করে ক্যাটালিনার উঁচু টেইল সেকশনের পঞ্চাশ গজের মধ্যে চলে এলো অ্যালব্যাট্রসের পাইলট। কিন্তু বাইপ্লেনের জোড়া মেশিনগান গর্জে ওঠার আগেই থ্রটল পিছিয়ে নিয়ে এসে ফ্ল্যাপগুলো নিচু করে দিলো পিট, গতি কমিয়ে নিয়ে এসে ক্যাটালিনাকে প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেললো শূন্যে। বিস্ময়ের আরেকটা ধাক্কা খেলো বাইপ্লেনের পাইলট। তার মেশিনগানের গুলি ক্যাটালিনার অনেক ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেলো। বাঁক নেবার সময় পেলো না, বাইপ্লেন নিজেও ক্যাটালিনার ওপর দিয়ে ছুটে গেলো সামনের দিকে। এই সুবর্ণ সুযোগ অ্যাল ছাড়বে কেন! প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে তার হাতে গর্জে উঠলো কারবাইন, কয়েক জায়গায় জখম হলো অ্যালব্যাট্রসের ইঞ্জিন। ডার্কের বো'র সামনে কাত হয়ে পড়লো অ্যালব্যাট্রস। একজন বীরের প্রতি আরেকজন বীরের যে সহজাত শ্রদ্ধা থাকে হঠাৎ সেটা ডার্কের অন্তরে উথলে উঠলো—দেখলো খোলা ককপিটে বসা পাইলট এক ঝটকায় তার গগলস কপালে তুলে দিয়ে দ্রুত একটা স্যালুট ঠুকলো ওকে উদ্দেশ্য করে। এরপর হলুদ অ্যালব্যাট্রস আর তার রহস্যময় পাইলট বাঁক নিয়ে ছুটে চললো দ্বীপের ওপর দিয়ে পশ্চিম দিকে, পেছনে রেখে গেলো মোটা কালো ধোঁয়ার একটা ধারা।

শূন্যে প্রায় স্থির হওয়া অবস্থা থেকে নিচের দিকে ডাইভ দিলো ক্যাটালিনা, সেটাকে নিজের আয়ত্তে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্যে কন্ট্রোলের ওপর এক রকম ঝাঁপিয়ে পড়লো পিট। মুহূর্তের জন্যে নার্ভাস হয়ে পড়লো ও। কিন্তু তারপরই

সামলে নিলো পতনটা। এরপর প্লেন নিয়ে আকাশের অনেক ওপরে উঠে এলো ও। এক নাগাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উঠে এসে সোজা করলো ক্যাটালিনাকে, অ্যালব্যাট্রসের খোঁজে চোখ বুলালো দ্বীপ এবং সাগরের বুকে। কই, কোথায়? মলটিজ ক্রস আঁকা হলুদ বাইপ্লেনটা, কোথাও নেই। যেনো বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

এই মুহূর্তে জরুরি কোনো সমস্যা নেই বলেই বোধ হয় ডার্কের মনের ভেতর নানা জল্পনা কল্পনার আনাগোনা শুরু হয়ে গেলো। খুঁত খুঁত ক'রে উঠলো মন। কেন তা ও নিজেও জানে না, অ্যালব্যাট্রসটাকে চেনা চেনা লেগেছে ওর। ভুলে যাওয়া অতীত থেকে যেনো ওর ঘাড় মটকাবার জন্যে বর্তমানে ফিরে এসেছে ভূতটা। তবে অনুভূতিটা যেমন হঠাৎ করে এলো তেমনি হঠাৎ করেই ছেড়ে গেলো ওকে। সারা শরীর ঢিল করে দিয়ে বুক ভরে শ্বাস টানলো ও। উত্তেজনা ঝরে পড়ার সাথে সাথে হালকা হয়ে এলো মন।

"বলো, বীরোত্তম খেতাবটা কখন পাচ্ছি আমি," কেবিনের দোরগোড়ায় দেখা গেলো অ্যালফ্রেড জিওর্দিনোকে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো পিট। দেখলো, জিওর্দিনোর কপালের পাশে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা একটা ক্ষত থেকে অলস গতিতে রক্ত বেরিয়ে আসছে, কিন্তু তার সারা মুখে ছড়িয়ে থাকা হাসিটা বরাবরের মতোই অম্লান।

"রক্ত কিসের?"

এগিয়ে এসে কো-পাইলটের সিটে বসলো অ্যাল। "তার আগে জবাব দাও, কার কাছ থেকে শুনেছো যে ক্যাটালিনা দিয়ে লুপ করা যায়?"

ডার্কের চোখ জোড়া ক্ষীণ একটু আলোকিত হয়ে উঠলো। আমতা আমতা ক'রে বললো, "না...মানে, তখন মনে হলো এছাড়া আর কোনো উপায় নেই... তা, ঘটনাটা কি?"

"ফের যদি কখনও লুপ করার সাধ হয়, তার আগে দয়া ক'রে সাবধান ক'রে দিয়ো প্যাসেঞ্জারকে। কম করেও ডজন খানেক ড্রপ খেয়েছি কেবিনের ভেতর।"

"কিসের সাথে ধাক্কা খেয়ে...?"

"এরপরও জানার কৌতূহল আছে তোমার?"

"না, মানে..."

মুখ হাঁড়ি ক'রে উত্তর দিলো অ্যাল, "আমার কপালও ছেড়ে দেয় নি। টয়লেটের দরজায় পিতলের হাতল ছিলো, এখন সেটা নেই।"

হেসে উঠলো পিট। ওর সাথে যোগ দিলো অ্যালও।

তারপর ধীরে ধীরে গুরুতর পরিস্থিতির থমথমে ভাবটা ফিরে এলো ককপিটের ভেতর। একটানা তেরো ঘণ্টার ওপর প্লেন চালিয়ে আসছে পিট,

তারপর বিনা প্রস্তুতিতে বাইপ্লেনটার সাথে লড়তে গিয়ে রিজার্ভ শক্তি যেটুকু অবশিষ্ট ছিলো তাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত বোধ করলো ও। সুপের মিষ্টি গন্ধ পেলো নাকে, চোখের সামনে দুলতে লাগলো ঠাণ্ডা পানি ঝরা শাওয়ার, ধবধবে সাদা চাদর ঢাকা নরম বিছনা। ককপিট জানালা দিয়ে নিচে ব্র্যাডি ফিল্ডের দিকে তাকালো ও। মনে পড়লো, ওদের গন্তব্য ছিলো ফার্স্ট এটেম্পট্।

"পানিতে নামলে ডুবে যেতে পারে ক্যাটালিনা," বললো ও। "আমাদের খোল কয়েক জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। ব্র্যাডি ফিল্ডেই ল্যান্ড করতে হবে।"

"সেটাই ভালো," বললো অ্যাল। "এতো বেশি গর্ব অনুভ করছি যে, এখন যদি আমাকে পানি সেচতে বাধ্য করা হয়, হয়তো আত্মহত্যা ক'রে বসবো।"

বিধ্বস্ত এয়ারক্রাফটগুলোর ওপর একটা চক্কর দিলো ক্যাটালিনা, তারপর নাক নিচু ক'রে নামতে শুরু করলো রানওয়েতে। টাচ-ডাউনের সময় ঝাঁকি খেলো প্লেন, আগুনের কুণ্ডলিগুলোকে এড়িয়ে অ্যাপ্রনের শেষ প্রান্তে থামলো সেটা। ইগনিশন সুইচ অফ ক'রে দিলো পিট। সিলভার ব্লেডের জোড়া প্রপেলার ঘোরা শেষ ক'রে থামলো এক সময়। ঈজিয়ান সূর্যের রোদ লেগে চকচক করতে লাগলো সেগুলো। কোথাও কোনো শব্দ নেই আর, সব শান্ত স্থির হয়ে আছে। তেরো ঘণ্টা পর এই প্রথম নিস্তব্ধতা নেমে এলো ককপিটের ভেতর, আওয়াজ এবং কাঁপন দুটোই থেমে গেছে। একচুল নড়লো না ওরা, কান এবং সারা শরীরে ধীরে ধীরে সয়ে আসছে নীরব, নিষ্কম্প পরিবেশটা।

পাশের জানালার কাঁচ সরিয়ে বাইরে তাকালো পিট। বেস ফায়ারম্যানরা আগুন আয়ত্তে আনার জন্যে অমানুষিক খাটছে। রোডম্যাপের গায়ে আঁকা অলি-গলি-রাস্তার মতো রানওয়েরে ওপর ছড়িয়ে রয়েছে হোস পাইপ। লোকজন ছুটোছুটি করছে, চড়া গলায় নির্দেশ দিচ্ছে। এফ-ওয়ান হানড্রেড ফাইভ জেটগুলোর আগুন প্রায় নিভিয়ে ফেলা হয়েছে, কিন্তু এখনও দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে একটা কার্গোমাস্টার।

"দেখছো?" জানতে চাইলো অ্যাল।

ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের ওপর ঝুঁকে জিওর্দিনোর দিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো পিট। রানওয়ে ধরে সোজা ওদের দিকে ছুটে আসছে নীল রঙের একটা এয়ার ফোর্স স্টেশন ওয়াগন, তাতে কয়েকজন অফিসারকে দেখা গেলো। গাড়ির পিছু পিছু ছুটে আসছে কম করেও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন এয়ার ফোর্স কর্মী। শুধু ছুটে আসছে বললে কিছুই বলা হয় না। উল্লাসে বিস্ফোরিত হতে দেখা গেলো গোটা দলটাকে। উদ্বাহু নৃত্য করছে সবাই।

"ধন্য মনে হচ্ছে নিজেকে" গম্ভীর সুরে বললো অ্যাল। স্বপ্নেও ভাবি নি আমার কপালে এমন অভ্যর্থনা কমিটি আছে!" একটা রুমাল দিয়ে কপালের

পাশের ক্ষতটা চেপে ধরলো সে। রক্তে লাল হয়ে উঠতে জানালা দিয়ে রানওয়ের ওপর ফেলে দিলো সেটা। মুখ ফিরিয়ে সৈকতের দিকে তাকালো সে। দূর সাগরে হারিয়ে গেলো তার দৃষ্টি, চোহারায় উদাস একটা ভাব ফুটে উঠলো। খানিক পর ডার্কের দিকে ফিরলো সে। "এই যে এই মুহূর্তে এখানে আমরা বসে আছি, সেটা আমাদের নেহাতই সৌভাগ্য, তাই না?"

"হ্যা," মৃদু কণ্ঠে বললো পিট। "ওপরে থাকতে অন্তত বার দুয়েক মনে হয়েছে আমার, বাঁচার কোনো আশা নেই।"

"জানতে ইচ্ছে করে, এসবের মানে কি?"

কৌতূহল ঝিক ক'রে উঠলো ডার্কের চোখেও। হলুদ অ্যালব্যাট্রসই বোধ হয় রহস্যের একমাত্র সূত্র।"

"অমন জ্বলজ্বলে হলুদ রঙের প্লেন জীবনে দেখি নি," বললো অ্যাল। "এই রঙের কি কোনো তাৎপর্য আছে?"

"বোঝা গেলো, এভিয়েশন হিস্ট্রি মন দিয়ে পড়ো নি," কটাক্ষ করলো পিট। "পড়লে মনে থাকতো, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান পাইলটদের যার রুচি মতো প্লেন রঙ করার অনুমতি দেয়া হতো।"

হঠাৎ ব্রেক করায় হড়কে গেলো স্টেশনওয়াগনের চাকা, কংক্রিটের সাথে রাবারের তীব্র ঘষা লাগায় তীক্ষ্ম আওয়াজ উঠলো, বিরাট সিলভার ফ্লাইং বোটের পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো গাড়ি। ভেতরে যেনো বিস্ফোরণ হলো, এক সাথে খুলে গেলো চারটে দরজা। হৈ-হুল্লোড় করতে করতে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো প্যাসেঞ্জাররা। ছুটে এসে প্লেনের অ্যালুমিনিয়াম হ্যাচের গায়ে দমাদম কিল-চড়-ঘুসি মারতে শুরু করলো। অপর দলটাও পৌছুলো। এয়ারক্রাফটাকে ঘিরে ফেললো তারা। উল্লাসের আতিশয্যে গলা ফাটাচ্ছে সবাই। ককপিটের উদ্দেশে হাত নাড়ছে।

নিজের সিটে ব'সে থাকলো পিট, জানালার নিচে দাঁড়ানো লোকগুলোকে উদ্দেশ্য ক'রে হাত নাড়লো। শরীরটা ক্লান্ত এবং অসাড় লাগছে ওর, কিন্তু মাথার ভেতরটা পুরোমাত্রায় সজাগ। স্মৃতির মণিকোঠা থেকে হঠাৎ করেই বেরিয়ে এলো একটা লেখা। বিড় বিড় ক'রে লেখাটা উচ্চারণ করলো পিট—"দি হক অব ম্যাসেডোনিয়া।"

দরজার কাছ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো অ্যাল। "কি বললে?"

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়লো পিট। "না...না, কিছু না!" সিট ছেড়ে উঠে পড়লো ও ।

"চলো, একটু ঘুমাতে পারা যায় কিনা দেখি।"

অধ্যায় ২

কতোক্ষণ ঘুমিয়েছে বলতে পারবে না পিট, চোখ মেলে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না। একবার মনে হলো শুধু একটু তন্দ্রা মতো এসেছিলো, তারপরই সন্দেহ করলো, পাঁচ-সাত ঘণ্টার কম ঘুমায় নি। কেউ যখন বিরক্ত করছে না, আরেকটু ঘুমিয়ে নিতে অসুবিধে কোথায়? চোখ বুজলো ও, এবং আবার ঘুমিয়ে পড়তে শুরু করলো। কিন্তু এবারের ঘুমটা কোনোমতেই গভীর হতে চাইলো না, তন্দ্রা মতো একটা পর্যায়ে স্থির হয়ে থাকলো। এই আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে আবার সেই লেখাটা দেখতে পেলো ও।

ইমপিরিয়াল ওয়ার মিউজিয়ামের গ্যালারি। অনেক ফটোগ্রাফ পাশাপশি ঝুলছে, তার মধ্যে একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ওর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটা ফাইটার প্লেনের পাশে পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন অ্যাভিয়েটর। পরনে ফ্লাইং স্যুট, হাতটা রয়েছে ধবধবে সাদা একটা জার্মান শেফার্ড কুকুরের মাথায়। মুখ আর জিভ দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, কুকুরটা হাঁপাচ্ছে, চোখ তুলে তাকিয়ে আছে পাইলটের দিকে, দৃষ্টিতে প্রভু-ভক্তি এবং প্রশংসা। ফটোর নিচে ক্যাপশন। এই লেখাটাই ওর স্মৃতি মণিকোঠা থেকে উঠে এসেছিলো। ক্যাপশনটা এই রকম

দি হক অব ম্যাসেডোনিয়া

লেফটেনেন্ট কার্ট হেইবার্ট, জ্যাগসডাফেল-এর অধিবাসী, আমেরিকানদের বিরুদ্ধে ম্যাসেডোনিয়া রণক্ষেত্রে টানা ৩২টি বিজয় অর্জন করেছেন। বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম নায়ক তিনি। ১৯১৮ সালের ১৫ই জুলাই প্রতিপক্ষের গুলিতে ঈজিয়ান সাগরে তার মৃত্যু ঘটে ব'লে জনশ্রুতি আছে।

তন্দ্রার ভাবটা চট ক'রে ছুটে গেলো। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে শরীরটাকে উঁচু করলো ও, ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক'রে উঠলো এয়ার ফোর্স কটের মেটাল স্প্রিঙ। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে তুলে নিলো ওমেগা হাতঘড়িটা। চোখের সামনে লিউমিনাস ডায়াল ধরে দেখলো চারটে নয়। উঠে বসলো ও। কট থেকে পা দুটো ঝুলিয়ে দিলো মেঝের দিকে। ঘড়ির পাশেই ঢাকনি চাপা দেয়া কাঁচের গ্লাস, সেটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করলো পানিটুকু। কট থেকে নেমে আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো ও। অ্যালকে সাথে নিয়ে ক্যাটালিনা থেকে রানওয়েতে নামতেই এয়ার বেস অফিসার আর ক্রুরা ওদের পিঠ চাপড়াতে শুরু করে। পিঠের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে ওরা। পেশীতে একটু টান পড়লেই ব্যথায় দম আটকে আসছে। এই কষ্টের মধ্যেও একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো ওর ঠোঁটে। প্রশংসা জিনিসটা সত্যিই ভালো লাগে।

অফিসার্স কোয়ার্টারের জানালা দিয়ে ভেতরে চাঁদের আলো ঢুকে পড়েছে, জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভোর রাতেই হিমের বাতাস লাগলো চোখে-মুখে। বাইরে বেরিয়ে পড়ার জন্যে ছটফট করে উঠলো ওর মনটা। শর্টস জোড়া খুলে দিগম্বর হলো ও, আবছা অন্ধকারে লাগেজ হাতড়ে তছনছ করলো সব। আঙুলের ছোঁয়া দিয়ে চিনতে পারলো সুইম ট্রাঙ্ক। পরলো। তারপর বাথরুমে ঢুকে কাঁধে একটা তোয়ালে ফেলে বেরিয়ে এলো রাতের অন্ধকারে।

চারদিকে গোছা গোছা সাদা ফুলের মতো ফুটে আছে ভুম্যধসাগরের জ্যোছনা। দূর থেকে ভেসে এলো সাগরের হা-হুতাশ। কোমল পরশ দিয়ে ওর মাথার চুলগুলো এলোমেলো ক'রে দিলো ঠাণ্ডা বাতাস। গোটা আকাশ জুড়ে তারার মেলা বসেছে। দূর আকাশটাকে কালো ভেলভেটের মতো লাগলো, তার ওপর সাদা নকশার মতো লম্বা হয়ে আছে ছায়াপথটা।

ধীরে পায়ে এগোলো পিট। অফিসার্স কোয়ার্টার থেকে সরু একটা পথ মেইন গেট পর্যন্ত চলে গেছে। খালি রানওয়ের দিকে চোখ পড়তে কয়েক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ালো ও। রানওয়ের কিনারা চিহ্নিত ক'রে রেখেছে বহু রঙা আলোর অসংখ্য সারি। সারিগুলোর এখানে সেখানে অন্ধকার ফাঁক দেখা গেলো। বুঝলো, সিগন্যাল সিস্টেমের কিছু বালব হামলার সময় নষ্ট হয়েছে। তবে, নাইট ফ্লাইটের পাইলটের জন্যে আলোর প্যাটার্নটা এখনও পাঠযোগ্য। আলোক সারির ফাঁকে গাঢ় রঙের একটা আকৃতি দেখে বুঝলো ও, ওটাই ওদের ক্যাটালিনা। প্রকাণ্ড হাঁসের মতো অ্যাপ্রনের শেষ প্রান্তে বসে আছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে বুলেটগুলো খুব একটা ক্ষতি করতে পারে নি খোলের। ফ্লাইট লাইন মেইন্টেন্যান্স ক্রুরা কথা দিয়েছে সকালে তাদের প্রথম কাজই হবে ক্যাটালিনায় হাত লাগানো।

তবে তিন দিনের আগে কাজটা শেষ করা সম্ভব হবে না। বেস কমান্ডিং অফিসার কর্নেল জেমস লুইস দেরির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে জানিয়েছে, অবশিষ্ট কার্গোমাস্টার আর ক্ষতবিক্ষত জেটগুলো মেরামত করার জন্যে মেইন্টেন্যান্স ক্রুদের ভারি দলটা ব্যস্ত থাকবে। ক্যাটালিনা মেরামত না হওয়া পর্যন্ত এয়ারফোর্স বেসের সম্মানিত মেহমান হিসেবে ব্র্যাডি ফিল্ডে ওদের থেকে যাবার আমন্ত্রণ কর্নেল জেমস লুইসের তরফ থেকেই আসে। নুমার রিসার্চ শিপ ফার্স্ট এটেম্পট্-এর লিভিং কোয়ার্টার তেমন প্রশস্ত নয় ব'লে আমন্ত্রণটা প্রত্যাখ্যান করে নি ওরা। জাহাজ আর তীরের মাঝখানে ওদের সেতু হিসেবে কাজ করবে ফার্স্ট এটেম্পট্-এর হোয়েল বোট।

এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এগোলো পিট। মেইন গেটের মাথার ওপর ফ্লাড লাইট। উজ্জ্বল আলোয় চারদিকে ভেসে যাচ্ছে।

"এই অন্ধকারে সাঁতার কাটবেন?" হঠাৎ একটা মৃদু গলা শুনলো পিট।

গার্ডরুম থেকে এই মাত্র বেরিয়ে এসেছে লোকটা। প্রকাণ্ড গরিলা বললেই চলে। ইউনিফর্ম দেখে বোঝা গেলো, এয়ার পুলিশ। ঠিক সন্দেহ নয়, তবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলো পিটকে।

"ভেঙে যাবার পর ঘুমটা আর এলো না," বলেই বুঝলো পিট, অজুহাতের মতো শোনালো কথাটা।

"দোষ দেয়া যায় না," সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালো এ.পি। "এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটার পর ঘুমাতে পারে কেউ?" প্রসঙ্গটা ঘুম বলেই বোধহয় মস্ত একটা হাই তুললো সে।

"সারা রাত একা পাহাড়ায় থাকা, নিশ্চয়ই বোর ফিল করছো তুমি?" জানতে চাইলো পিট।

"তা আর বলতে," খুঁটিয়ে দেখলো পিটকে তার কোমরে ঝোলা হোলস্টারের কাছে চলে গেলো একটা হাত। হোলস্টারের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে পয়েন্ট ফরটি-ফাইভ কোল্ট অটোমেটিক। "বেস থেকে যদি বেরিয়ে যাবার ইচ্ছে থাকে, আপনার পাসটা বরং দেখতে দিন আমাকে।"

"দুঃখিত। পাস নেই।" ব্র্যাডি ফিল্ডে আসা-যাওয়া করার জন্যে কর্নেল লুইসের কাছ থেকে পাস চেয়ে নিতে ভুলে গেছে পিট।

থমথমে হয়ে উঠলো এয়ার পুলিশের চেহারা। "তাহলে ব্যারাকে ফিরে গিয়ে পাসটা নিয়ে আসুন।" নাকের সামনে থেকে ছোঁ দিয়ে একটা পোকা ধরলো সে, মুঠো খুলে ফেলে দিলো দূরে।

"আমার আসলে কোনো পাসই নেই," বললো পিট, অসহায় ভঙ্গিতে হাসলো একটু।

"আমার সাথে ঠাট্টা করবেন না," গম্ভীর সুরে বললো এ.পি। "পাস ছাড়া গেট দিয়ে কেউ আসা যাওয়া করতে পারে না।"

"আমি পেরেছি।"

এ.পি'র চেহারায় সন্দেহ ফুটে উঠলো। "মানে? কিভাবে?"

"উড়ে।"

কথাটা শোনা মাত্র এ.পি'র চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ ফুটলো। আরেকটা পোকা বসলো তার সাদা ক্যাপে, কিন্তু টেরই পেলো না। পরমুহূর্তে গলার ভেতর থেকে বিস্মিত আওয়াজ বেরিয়ে এলো, "মাই গড! আপনি, স্যার, ওই ক্যাটালিনার পাইলট!"

মৃদু হাসলো পিট। "অভিযোগ সত্য।"

"আপনার সথে হ্যান্ডশেক করার সুযোগ পাই নি ব'লে সেই থেকে আফসোসে মরে যাচ্ছি!" এগিয়ে এসে ডার্কের হাতটা ধরলো এ.পি। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মুখ। "প্লেন চালানোর মধ্যেও যে শিল্প থাকতে পারে, সেটা আপনি, স্যার, আমাদের সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন! যদ্দিন বেঁচে থাকবো মনে থাকবে!"

"আহ্ ছাড়ো, লাগছে!" গরিলার হাতের ভেতর ব্যথা করতে শুরু করেছে ডার্কের আঙুল।

তাড়াতাড়ি ডার্কের হাত ছেড়ে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসলো এ.পি। "দুঃখিত, স্যার। খুব লেগেছে, স্যার? হঠাৎ আপনার সান্নিধ্য পেয়ে এতো খুশি হয়েছি যে..."

এ.পি'র উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বললো পিট, "ধন্যবাদ। কিন্তু দুঃখ কি জানো, অ্যালব্যাট্রসটাকে ফেলতে পারলাম না!"

"পড়ে নি তা আপনি বলতে পারেন না, স্যার! সবাই দেখেছি আমরা, পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাবার সময় গলগল ক'রে ধোঁয়া বেরুচ্ছিলো ওটার গা থেকে।"

"তোমার ধারণা পাহাড়ের ওপারে গিয়ে ক্র্যাশ করেছে ওটা?"

"উঁহুঁ," এদিক ওদিক মাথা নাড়লো এ.পি। "এয়ার পুলিশের গোটা স্কোয়াড্রনকে দিয়ে দ্বীপটা চষে ফেলেছেন কর্নেল লুইস। সবগুলো জিপ পাঠানো হয়েছিলো। দিনের আলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় নি।"

"তাহলে?"

"হয়তো সাগরে পড়ে ডুবে গেছে। কিংবা পড়ার আগে মেইনল্যান্ডে পৌঁছুতে পেরেছিলো। তবে থাসোসে যে নেই এ আমি হলপ ক'রে বলতে পারি।" একটু থেমে হঠাৎ জানতে চাইলো সে, "কন্ট্রোল টাওয়ার অপারেটরের খবর শুনেছেন, স্যার? হাসপাতালে মারা গেছে বেচারা।"

মুখে কথা যোগালো না ডার্কের, শুধু চেহারাটা কেমন যেনো হয়ে গেলো।

"আমি এয়ারম্যান সেকেন্ড ক্লাশ মুডি, স্যার।"

"আমি মেজর পিট।"

হতবাক দেখালো এ.পি'কে। "আপনি অফিসার, স্যার? দুঃখিত, স্যার। জানতাম না! আমি ভেবেছিলাম নুমার আর সবার মতো আপনিও একজন সিভিলিয়ান। ঠিক আছে, স্যার, এবারের মতো পাস ছাড়াই আপনাকে যেতে দিচ্ছি। কিন্তু ফিরে এসে যতো তাড়াতাড়ি পারেন একটা বেস পাস যোগাড় ক'রে নেবেন।"

"অবশ্যই।"

"আটটার সময় আমার জায়গায় অন্য লোক আসবে এখানে," বললো এ. পি। "তার আগে আপনি ফিরে না এলে তাকে আমি আপনার কথা বলে যাবো, তাহলে আর ঢুকতে কোনো অসুবিধে হবে না আপনার।"

"ধন্যবাদ, মুডি। দেখা হলে আবার গল্প করা যাবে তোমার সাথে, কেমন?" হাত নেড়ে বিদায় নিলো পিট। গেট পেরোলো। রাস্তা ধরে এগোলো সাগরের দিকে।

খানিক দূর এসে ডান দিকের একটা সরু পথ ধরলো পিট। মাইল খানেক হেঁটে খুদে একটা ইনলেটের কাছে পৌঁছুলো, ইনলেটের দুদিকে উঁচু হয়ে আছে পাথরের স্তূপ। সরু একটা পায়ে চলা পথ ধরে এগোলো ও। একটু পরই পায়ের নিচে নরম বালির স্পর্শ পেলো। কাঁধ থেকে তোয়ালেটা ফেলে দিয়ে স্রোত-রেখা পর্যন্ত হেঁটে এলো। ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলো একটা ঢেউ, তার মাথার সাদা ঝুঁটি সমানভাবে ছড়িয়ে পড়লো বালির ওপর। মুমূর্ষু ঢেউটা মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত ক'রে আবার ফিরে যেতে শুরু করলো সাগরে। তার ওপর চড়াও হয়ে ছুটে এলো পরবর্তী ঢেউ। বাতাসের তেমন কোনো দাপট নেই, সাগরও শান্ত। চাঁদের আলো লেগে রুপোর মতো ঝকঝক করছে দূরের পানি। সাগর আর আকাশ যেখানে মিলেছে সেই দিগন্ত রেখার কাছে ঘন কাল হয়ে আছে অন্ধকার। ধীরে ধীরে পানিতে নেমে পড়লো পিট। তারপর সাঁতার কাটতে শুরু করলো। তীর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

সাগরের কাছে একা এলেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয় ডার্কের, আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। মনে হলো, আত্মাটা যেনো শরীর থেকে বেরিয়ে পড়েছে, এবং ও যেনো হয়ে উঠেছে আকৃতিহীন পদার্থহীন একটা অস্তিত্ব। কিভাবে যেনো আশ্চর্য পরিষ্কার আর পবিত্র হয়ে উঠলো মনটা, সমস্ত কষ্ট আর পরিশ্রম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করলো যেনো ইন্দ্রিয়গুলো, দূর হয়ে গেলো সমস্ত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা। স্পর্শবোধ এবং ঘ্রাণ শক্তি একরকম হারিয়েই ফেললো বলা যায়, কিন্তু শ্রবণ শক্তি হয়ে উঠলো শতগুণ প্রখর। নীরবতার ভেতর কোনো শব্দ থাকে না, কিন্তু সেই শব্দহীনতাকে কান দিয়ে অনুভব করা যায়। ঠিক তাই করলো পিট। জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা, সমস্ত বিজয়, তার সব ভালবাসা এবং ঘৃণা, এমনকি নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলীন হয়ে গেলো সেই শব্দহীনতার ভেতর।

চিৎ হয়ে মরার মতো পানিতে প্রায় ঘণ্টাখানেক ভেসে থাকলো ও। তারপর ছোটো একটা ঢেউ এসে চাপড় দিলো ওর গায়ে, কয়েক ফোঁটা লোনা পানি ঢুকে গেলো নাকের ভেতর। কয়েকটা হাঁচি দিলো ও, ধীরে ধীরে ফিরে পেলো শারীরিক অনুভূতিগুলো। গতি এবং দিক পরখ ক'রে দেখলো না, চিৎ সাঁতার দিয়ে এগোতে শুরু করলো তীরের দিকে। এক সময় বালির স্পর্শ লাগলো পায়ে। মুখ তুলে আকাশে তাকালো দেখলো, এক এক ক'রে নিভে যেতে শুরু করেছে তারাগুলো, সেই সাথে পূবাকাশে ফুটতে শুরু করেছে নতুন দিনের আলোর আভাস। চোখ বুজে শুয়ে থাকলো সৈকতে।

এইভাবে কেটে গেলো আরও পনেরো মিনিট। কিছুই দেখলো না, কোনো শব্দও পায় নি, কিন্তু হঠাৎ ওর মন কেমন যেনো সচকিত হয়ে উঠলো। যেমন চোখ বুঝে শুয়ে ছিলো তেমনি শুয়ে থাকলো, এক চুল নড়লো না। কিন্তু কিছু একটার উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে ও। কি, জানে না। কোথায়, তাও বলতে পারবে না। ধীরে ধীরে, একটু একটু ক'রে মেলতে শুরু করলো চোখ জোড়া। ছায়া ছায়া একটা মূর্তি দেখতে পেলো, অস্পষ্ট। একটা উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ওর দিকে ঝুঁকে আছে। ভোরের ক্ষীণ আলোয় ভালো ক'রে তাকাতে দেখলো, একটা নারীমূর্তি।

"গুড মর্নিং," বলে বালির ওপর উঠে বসলো পিট।

আঁৎকে ওঠার আওয়াজ পেলো পিট।

"গড, ওহ্ গড!" রুদ্ধশ্বাসে বললো মেয়েটা। মুখের কাছে উঠে গেলো একটা হাত, যেনো চিৎকার ঠেকাতে চাইছে।

আলো খুব কম, তাই মেয়েটার চোখে আতঙ্কের ছাপ দেখতে পেলো না পিট, কিন্তু মনে মনে জানে ছাপটা ওখানে আছে। "দুঃখিত," নরম সুরে বললো ও। "তোমাকে আমি চম্‌কে দিতে চাই নি।"

ধীরে ধীরে হাত নামালো মেয়েটা। মুখের ভাষা ফিরে পেতে আরও আধ মিনিট সময় লাগলো তার। "আমি...আমি ভেবেছিলাম মারা গেছো তুমি!"

"দোষ দিতে পারি না," বললো পিট। "এই ভোর বেলা কাউকে এভাবে শুয়ে থাকতে দেখলে আমিও ঠিক তাই ভাবতাম।"

"হঠাৎ উঠে বসে কথা বলতে শুরু করলে, ভয়ে আমি যে হার্টফেল করি নি সেটাই আশ্চর্য!"

"নিশ্চয়ই চাও না তোমার ভয় দূর করার জন্যে সত্যি সত্যি মারা যাই আমি?" নিজের রসিকতায় হাসতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেলো ও। এতোক্ষণে খেয়াল হলো, মেয়েটা ইংরোজতে কথা বলছে। উচ্চারণটা বৃটিশ, কিন্তু জার্মান সুরের ক্ষীণ ছোঁয়া আছে। "এই যা, পরিচয় করা হয় নি। আমি ডার্ক পিট।"

"আমি টেরি," বললো মেয়েটা। "তুমি বেঁচে আছো দেখে আমি যে কি খুশি হয়েছি, মিঃ পিট!"

মৃদু হেসে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো পিট। "এসো না, বালিতে আমার পাশে বসবে, দু'জন মিলে ডেকে তুলি সূর্যটাকে?"

মিষ্টি জলতরঙ্গের মতো হাসলো টেরি। "ধন্যবাদ। কিন্তু মুশকিল হলো, এখনও তোমাকে আমি ভালো ক'রে দেখতেই পাচ্ছি না। আসলে তুমি কি, জানি না। কি ক'রে বুঝবো তুমি সাগরের কোনো দৈত্য-দানো নও? কি ক'রে বুঝবো, তোমাকে বিশ্বাস করা চলে?"

"তাহলে সত্যি কথাটাই বলি। আমাকে আসলে বিশ্বাস করা চলে না। রোজ ঠিক এই সময় ঠিক এই জায়গায় একটা ক'রে কুমারী মেয়ে আমার হাতে লাঞ্ছিত হয়। তাদের মোট সংখ্যা দু'হাজারের কম হবে না।" পরিচয়ের সূচনাতেই এই রকম একটা রসিকতা একটু হয়তো বাড়াবাড়ি হয়ে গেলো, কিন্তু পিট জানে, কোনো মেয়ের ব্যক্তিত্ব পরখ করার জন্যে এটা খুব কাজ দেয়।

"দু'হাজার এক নম্বর হতে আমার কোনো আপত্তি ছিলো না, কিন্তু মুশকিল হলো আমি কুমারী নই!" আলো যেটুকু ফুটেছে তাতে মেয়েটার হাসির সবটুকু দেখা না গেলেও দু'সারি সাদা দাঁতের বেশ কয়েকটা দেখতে পেলো পিট।

"ওটা কোনো মুশকিলই নয়!" উৎসাহের সাথে বললো পিট। "এসব ব্যাপারে আমি খুব উদার। শুধু একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে বলবো, দু'হাজার এক নম্বর যে ধোয়া তুলসীপাতা নয়, এই তথ্যটা গোপন রাখতে হবে তোমাকে,

তা না হলে দৈত্য-দানব হিসেবে আমার যে খ্যাতি আছে সেটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।"

ছোটো একটা লাফ দিয়ে ডার্কের পাশে, বালির ওপর নেমে এলো টেরি। ওর কাছ থেকে এক হাত দূরে হাঁটু ভাঁজ ক'রে পায়ের পাতার ওপর বসলো সে। এরপরের অনেকটা সময় নিঃশব্দে কেটে গেলো। হাসি থেমে গেছে দু'জনের। বেশির ভাগ সময় তাকিয়ে থাকলো দিগন্তরেখার ওপর। দিনের আলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। লাল হয়ে উঠলো পূর্ব দিগন্ত। মাঝে মধ্যে দিগন্ত রেখার ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এসে পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা। তারপর ওরা দেখলো, লাফ দিয়ে দিগন্তরেখার ওপর উঠে এলো হলুদ একটা বল। একটু পরেই সোনালী আলোয় ঝলমল ক'রে উঠলো প্রকৃতি।

টেরির দিকে তাকালো পিট। ত্রিশের মতো বয়স। রক্ত-রঙা একটা বিকিনি পরে আছে। সেটা খুব বেশি ছোটো নয়, তবে নাভির দু'ইঞ্চি নিচ থেকে শুরু হয়েছে। কাপড়টা সম্ভবত সাটিন, টেরির শরীরের সাথে চামড়ার একটা বহিরাবরণের মতো সেঁটে আছে। শরীরের গঠনটা খুবই ভালো। মসৃণ তলপেট, সরু কোমর, সুগঠিত বুক। পা দুটো লম্বা, মাখনের মতো একটা কোমলতা আছে চামড়ায়। ওর দৃষ্টি আবার ফিরে এলো মুখে। গৃক দেবীর বৈশিষ্ট্য আছে চেহারায়। কিন্তু একটা খুঁতও আছে। কপালের পাশে ছোটো লাল একটা জরুল। যদিও কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল দিয়ে ইচ্ছে করলেই সেটা ঢেকে নিতে পারে টেরি।

হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সে, পিট তাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে দেখে ফিক ক'রে হেসে ফেললো, বললো, "তোমার না সূর্য ওঠা দেখার কথা?"

"সূর্যোদয় অনেক দেখেছি, কিন্তু অ্যাফ্রোডাইটকে এই প্রথম দেখছি।" পিট দেখলো, প্রশংসা শুনে আনন্দ ঝিক্ ক'রে উঠলো টেরির দু'চোখে।

"ফ্ল্যাটারির জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু তোমার একটু ভুল হয়েছে। অ্যাফ্রোডাইট প্রেম আর সৌন্দর্যের গৃক দেবী, কিন্তু আমি মাত্র হাফ গৃক।"

"বাকি অর্ধেক?"

"আমার মা জার্মান ছিলেন।"

"বাবার আদল পেয়েছো, সেজন্যে আমি খুশি!"

কৃত্রিম আতঙ্কে চোখ বিস্ফারিত করলো টেরি। "চাচা যদি এই কথা শোনে রে!"

"খুব রাগী বুঝি?"

"ভীষণ!" তারপর হাসি থামিয়ে বললো, "থাসোসে এই চাচার কাছেই তো এসেছি আমি।"

"ও, তুমি তাহলে এখানে থাকো না?"

"না। আমার জন্ম অবশ্য এখানেই, কিন্তু সেই ছোটোবেলা থেকে মানুষ হয়েছি ইংল্যান্ডে।"

"তারপর?"

ভুরু কুঁচকে তাকালো টেরি, "তারপর মানে?"

"সুন্দরী মেয়েদের গল্প শুনতে ভালো লাগে আমার, আপত্তি না থাকলে শোনাতে পারো," বললো পিট।

"বলার মতো কোনো গল্প নেই আমার," মান গলায় বললো টেরি। "মাথায় ভূত ঢুকেছিলো, আঠেরোয় পা দিতে না দিতে প্রেমে পড়ে বিয়ে ক'রে ফেললাম এক ড্যাশিং গাড়ির সেলস্‌ম্যানকে।"

"গাড়ির দোকানদার আবার ড্যাশিং হয় কী ক'রে!"

পিটের মন্তব্য গায়ে মাখলো না টেরি।

"রেসিং ভালোবাসতো ও। কিন্তু এক বৃষ্টিভেঁজা রাতে রাস্তা ছেড়ে খাদে পড়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায়।"

"কতোদিন আগের ঘটনা?"

"আট বছর।"

রাগের খোঁচা অনুভব করলো পিট নিজের শরীরে। কি একটা অপচয়! এইটুকুন একটা মেয়ে নিহত স্বামীর জন্যে শোক ক'রে ক'রে নিজের জীবনটা বরবাদ ক'রে দিচ্ছে! ভাবা যায়! একটু এগিয়ে, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে সজোরে একটা চড় কষালো ও, মেয়েটার এক গালে।

চমকে উঠলো টেরি। "মারলে কেন, কি করলাম আমি?"

"এক নম্বরের বোকা না হলে এভাবে কেউ ঠকায় নিজেকে?" বললো পিট। "যে লোক মারা গেছে, সে আর কখনো ফিরবে না। কোনো মানে হয় না তার জন্যে শোক ক'রে ক'রে দিন পার ক'রে দেয়ার। তোমার মতো একটা সুন্দরী মেয়ে মৃত কারো জন্যে আফসোস করছে—এর চেয়ে দুঃখজনক কিছু আর হতে পারে না। ভেবে দ্যাখো। জীবনটা নষ্ট করছো।"

অদ্ভুত এক বিহ্বল ভাব ফুটে উঠলো টেরির চেহারায়, যেনো কি হারিয়েছে হঠাৎ তা উপলব্ধি করতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেছে সে। ডার্কের মুখের দিকে ঝাড়া এক মিনিট তাকিয়ে থাকার পর ফিসফিস ক'রে বললো, "এভাবে কোনো দিন ভাবি নি...তুমি, তুমি বোধহয় ঠিকই বলেছো..." হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢাকলো সে। কেঁপে কেঁপে উঠলো খোলা পিঠটা।

বাধা না দিয়ে অনেকক্ষণ টেরিকে কাঁদতে দিলো পিট। এক সময় হাত নামালো সে, পানিতে ভেজা মুখ তুলে তাকালো ডার্কের দিকে। ছলছল চোখে ভয় পাওয়া ছোটো মেয়ের অসহায় দৃষ্টি। তার কাঁধ ধরে আকর্ষণ করতে যাবে পিট, টেরি নিজেই ডার্কের দিকে ঢিল ক'রে দিলো শরীরটাকে। নাকে নাকে ঘষা খেলো, চোখে চোখে তাকিয়ে থাকলো ওরা। কমলার কোষার মতো নরম, ভেজা ভেজা ঠোঁট জোড়া একটু ফাঁক করলো টেরি। চুমো খেলো পিট।

তারপর দু'হাত দিয়ে তাকে বুকে তুলে নিয়ে সৈকত ধরে পাথরের দিকে হাঁটতে শুরু করলো পিট। রোদের আড়ালে চলে এসে ঝুরঝুরে নরম বালির ওপর শুইয়ে দিলো তাকে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলো একজোড়া গাংচিল। একটা লম্বা গলার পাখির দূরের একটা উঁচু পাথর থেকে মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ওদের দিকে। ওদেরকে ঢেকে রাখা ছায়াটা ধীরে ধীরে ছোটো হয়ে এলো। পাথরের আড়াল থেকে একটা ফিশিং বোটকে চলে যেতে দেখলো ওরা। জেলেরা মাছ ধরতেই ব্যস্ত, তীরের দিকে কি হচ্ছে না খেয়াল করার সময় নেই। এক সময় উঠে বসলো পিট। আধবোজা চোখে, সারা মুখে তৃপ্তির হাসি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে টেরি।

"মাফ চাইবো নাকি ধন্যবাদ দাবি করবো, ঠিক বুঝতে পারছি না," মৃদু হেসে বললো পিট।

"দুটোই গ্রহণ করো, প্লিজ," ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো টেরি।

ঝুঁকে টেরির চোখের পাতায় আলতোভাবে চুমো খেলো পিট। "আট বছর ধরে কি হারিয়েছো, বুঝতে পারছো নিশ্চয়?"

"তুমি আমার মন ভালো ক'রে দিয়েছো," ডার্কের একটা হাত তুলে নিয়ে বুকের মাঝখানে চেপে ধরলো টেরি। "বলো, তোমার জন্যে কি করতে পারি আমি?"

"তোমার মন ভালো করার চাকরিটা পেলে মন্দ হতো না," মুচকি হাসলো পিট। "অবশ্য যদি কথা দাও ঘন ঘন মন খারাপ করবে তোমার।"

মিষ্টি জলতরঙ্গের মতো ঝিরঝির ক'রে হাসলো টেরি। "শোনো, সহজে কিন্তু আমার হাত থেকে মুক্তি নেই তোমার। আজ রাতে চাচার বাড়িতে ডিনার খেতে আসছো তুমি।"

"কিন্তু..."

"ভুলে যেয়ো না তুমি আমার ডাক্তার, এবং জেনে রাখো, আজ রাতে আবার আমার মন খারাপ করবে।"

রাজি হয়ে গেলো পিট, "ঠিক আছে, এতো ক'রে যখন বলছো। কখন, কোথায়?"

"ছ'টায় আমার চাচার ড্রাইভারকে ব্র্যাডি এয়ার ফিল্ডের গেটে পাঠিয়ে দেবো, সে তুলে নিয়ে আসবে তোমাকে।"

ডার্কের ভুরু কপালে উঠলো। "জানলে কিভাবে আমি ব্র্যাডি ফিল্ডে আছি?"

"তুমি একজন আমেরিকান। সবাই জানে দ্বীপের সব আমেরিকানই ওখানে থাকে," বললো টেরি। ডার্কের হাতটা নিজের বুক থেকে তুলে গালে চেপে ধরলো সে। "কি রকম আশ্চর্য লাগছে সে আমি তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারবো না, ডার্ক। কি তুমি, কে তুমি কিছুই জানি না, অথচ না চাইতেই সব উজাড় ক'রে দিলাম! কল্পনাতেও ছিলো না এই রকম একটা কিছু আমার জীবনে ঘটতে পারে। এবার তোমার সম্পর্কে সব কথা বলো আমাকে। কি কাজ করো তুমি এয়ার ফোর্সে? প্লেন ওড়াও? তুমি কি একজন অফিসার?"

চেহারায় সিরিয়াস একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করলো পিট। "আমি আসলে বেসের গারবেজ কালেক্টর। আবর্জনা, বাতিল জিনিস ইত্যাদি থেকে বেসকে হালকা রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে। সোজা কথায় জমাদার।"

অবিশ্বাসে চোখ দুটো বড় বড় ক'রে তুললো টেরি, বললো, "ধ্যাৎ, তুমি ঠাট্টা করছো! এই রকম স্মার্ট একজন লোক গারবেজ কালেক্টর হতেই পারে না! আর যদি হও-ও, আমি মাইন্ড করবো না। তুমি নিশ্চয়ই সার্জেন্ট?"

"উঁহুঁ," বললো পিট। "কোনো কালেও আমি সার্জেন্ট ছিলাম না।"

হঠাৎ ছোটো কিন্তু উজ্জ্বল একটা আলো ঝিক্ ক'রে উঠতে দেখলো পিট, প্রায় দুশো ফুট দূরে, মাথাচাড়া দিয়ে থাকা পাথরের স্তূপের কাছে। সম্ভবত চকচকে কিছুতে রোদ লেগেছিলো। সেদিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলো ও, কিন্তু আর কিছু দেখলো না।

টেরির শরীর ছুঁয়ে আছে ডার্কের হাত, টের পেলো আড়ষ্ট হয়ে উঠলো মেয়েটার পেশী। "কি ব্যাপার, পিট?"

"না, কিছু না," চোখ ফিরিয়ে টেরির দিকে তাকালো ও, হাসলো একটু। "পানিতে কি যেনো একটা ভাসতে দেখলাম, কিন্তু ভালো করে দেখার আগেই গায়েব হয়ে গেলো।" ঝুঁকে চুমো খেলো টেরির কপালে। "এসো, গোসল সেরে নিই। অনেক আবর্জনা জমা হয়ে পড়ে আছে বেসে, আমি না গেলে কোনো কাজই হবে না।"

"আমিও ফিরবো। এতোক্ষণ না দেখে চাচা বোধহয় ছটফট করছে।"

সাগরে গিয়ে নামলো দু'জন। সাঁতার কাটলো।

"আজকের ব্যাপার কতোটা জানবেন চাচা?" জানতে চাইলো পিট। "কি বলবে, আমি এমন দাওয়াই দিয়েছি যে, এতো দিনের খারাপ মন এক নিমেষে ভালো হয়ে গেছে?"

"মাথা খারাপ!" খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো টেরি। ডার্কের হাত ধরে উঠে এলো সাগর থেকে, তারপর হাতটা ছেড়ে দিয়ে টেনেটুনে ঠিকঠাক ক'রে নিলো বিকিনিটা।

মুচকি হেসে জানতে চাইলো পিট, "বলতে পারো, কোনো পুরুষের সাথে শোবার আগে মেয়েরা অমন আড়ষ্ট হয়ে থাকে কেন? অথচ পরে সাবলীল আর মুক্ত হরিণীর মতো উচ্ছল হয়ে ওঠে!"

হালকা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো টেরি। "আমার ধারণা, সেক্স আমাদের সমস্ত ক্ষোভ আর নৈরাশ্য ঝরিয়ে দেয়, তাই।"

"সুন্দর বলেছো!" টেরির একটা হাত ধরলো পিট। "চলো, বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই তোমাকে।"

"হাঁটতে হাঁটতে ব্যথা ধরে যাবে তোমার পায়ে। লিমিনাস ছাড়িয়ে অনেক দূর পাহাড়ে আমার চাচার ভিলা।"

"লিমিনাসটা কোথায়?"

"ওপরে উঠে যাওয়া রাস্তা ধরে ছ'মাইল গেলে ছোটো একটা গ্রাম পাবে, ওটাই লিমিনাস।"

খুদে ইনলেটটাকে পেছনে রেখে সরু পথ ধরে ধীরে ধীরে এগোলো ওরা। খানিক দূর আসতে একটা গাড়ি দেখলো পিট। ওপেন-টপ-মিনি-কুপার। বৃটিশ রেসিং কার, ধুলোর আবরণের ভেতর সবুজ রঙটা কোনোমতে টের পাওয়া যায়।

"ওই যে, আমার গ্র্যান্ড প্রি রেসিং কার।"

"তোমার?"

"গতমাসে লন্ডনে কিনেছি। লি হার্ভে থেকে সারাটা রাস্তা ওটা ছুটিয়েই তো পৌঁছেছি এখানে।"

"বুড়ো চাচার সাথে কদ্দিন আছো আর?" জানতে চাইলো পিট।

"তিন মাসের ছুটি আছে, কাজেই ছ'সপ্তা এখান থেকে নড়ছি না। রওনা হবো বোট নিয়ে, গাড়ি চালিয়ে কন্টিনেন্ট পাড়ি দেয়ার মধ্যে মজা আছে, কিন্তু সাংঘাতিক খাটুনি!"

মিনি-কুপারের দরজা খুলে ধরলো পিট। গায়ে গা ঘষে ভেতরে ঢুকলো টেরি সিটে বসে একটা হাত রাখলো স্টিয়ারিং হুইল। অপর হাতটা দিয়ে পাশের সিটে পড়ে থাকা হ্যান্ডব্যাগ খুললো, চাবি বের ক'রে ঢোকালো ইগনিশনে। খুক ক'রে

কেশে উঠে স্টার্ট নিলো ইঞ্জিন। জানালা দিয়ে গাড়ির ভেতর মাথা গলিয়ে দিয়ে টেরির ঠোঁটে চুমু খেলো পিট।

তারপর বললো, "গিয়ে আবার দেখবো না তো তোমার চাচা বন্দুক নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন?"

"হামলাটা আসবে সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে," হাসতে হাসতে বললো টেরি। "এতো কথা বলবেন আর শুনতে চাইবেন যে, তোমার মনে হবে এর চেয়ে চৌদ্দ বছরের জেল ভোগ করাও ভালো। এয়ার ফোর্সের লোকদের ওপর সাংঘাতিক দুর্বলতা চাচার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পাইলট ছিলেন কিনা!"

"ভয়ই করছে!" কৃত্রিম আতঙ্কে শিউরে উঠে বললো পিট। তারপর জানতে চাইলো, "প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পাইলট ছিলেন, তার মানে নিশ্চয়ই যুদ্ধও করেছেন?"

"নিশ্চয়ই। তবে জার্মানীতে নয়, এই গৃসে থেকে যুদ্ধ করেছে।"

শরীরের পেশী শক্ত হয়ে উঠলো ডার্কের। দরজার ফ্রেমটা এতো জোরে চেপে ধরলো যে নখের নিচে সাদা হয়ে গেলো মাংস। "তোমার চাচার মুখে কার্ট হেইবার্টের নাম শুনেছো কখনও?" মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইলো ও।

"কতোবার! এক সাথে পেট্রল নিতো ওরা," হাত নেড়ে বিদায় জানালো টেরি। "আজ রাতে দেখা হবে। গুড বাই।" পিটকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলো সে।

রাস্তায় উঠে গেলো মিনি-কুপার। খানিকদূর ছুটে গিয়ে বাঁক নিলো, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলো উত্তর দিকে।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো পিট, কোথায় পা ফেলছে দেখতে দেখতে ফিরে চললো ব্র্যাডি ফিল্ডের দিকে। দু'পা এগিয়েছে, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ও। বালির ওপর এক জোড়া জুতো পরা পায়ের ছাপ। জুতোর নিচে মাথামোটা পেরেক লাগানো ছিলো, বালির ওপর স্পষ্ট দাগ পড়েছে। আরও দু'জোড়া পায়ের ছাপ দেখলো পিট। এ দু'জোড়া খালি পায়ের ছাপ। ওর আর টেরির। কোথাও কোথাও খালি পায়ের দাগগুলোকে জুতো পরা পা দিয়ে মাড়ানো হয়েছে। তবে কি টেরিকে কেউ অনুসরণ ক'রে সৈকত পর্যন্ত গিয়েছিলো? মুখ তুলে কপালে হাত রাখলো ও, রোদ থেকে চোখ আড়াল ক'রে দেখতে চেষ্টা করলো আকাশের কতো ওপরে উঠেছে সূর্য। এমন কিছু বেশি বেলা হয়ে যায় নি, কাজেই জুতো পরা পায়ের দাগটা অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিলো ও।

কাঁকর আর বালি ছড়ানো পথটা আধাআধি পেরিয়ে এসে পাথরের দিকে ঘুরে গেছে ছাপটা। শক্ত, উঁচু-নিচু জায়গাটা পেরিয়ে এলো পিট। উল্টোদিকে বালির ওপর আবার দেখতে পাওয়া গেলো দাগটা। এবার ধুনকের মতো বেঁকে

গেছে রাস্তার দিকে, কিন্তু কাঁকর আর বালি ছড়ানো পথ থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেছে। বুনো ঝোপের একটা ডাল লাগলো ডার্কের হাতে, কাঁটার ডগা লেগে ছড়ে গেলো চামড়া, কিন্তু টেরই পেলো না ও। আবার যখন রাস্তায় ফিরে এলো, রীতিমতো ঘামতে শুরু করেছে। এখানে রাস্তার কিনারা পর্যন্ত এসে অদৃশ্য হয়ে গেছে জুতোর দাগ, কিন্তু রাস্তার ওপর ফুটে রয়েছে টায়ারের দাগ। ধুলোর ওপর পরিষ্কার বরফি-আকৃতির ছাপগুলোর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলো ও। রাস্তার কোনো দিকে কোনো গাড়ি নেই, ঠিক মাঝাখানে তোয়ালেটা বিছিয়ে ব'সে পড়লো। তারপর গবেষণা শুরু করলো।

যে-ই অনুসরণ করে থাকুক টেরিকে, লোকটা এইখানে পার্ক করেছিলো তার পথ ধরে অনুসরণ করছিলো টেরিকে? কেন? একটা সম্ভাবনার কথা মনে উঁকি দিতে আপন মনে হাসলো পিট। কোনো পিপিংটমের কাণ্ড হতে পারে। আড়াল থেকে মেয়েদেরকে লক্ষ্য করা অনেকের কাছেই সাংঘাতিক উত্তেজক একটা ব্যাপার। লোকটা যদি পিপিংটম হয়ে থাকে, ভাগ্যটা তার আশাতীত ভালো বলতে হবে। যা দেখেছে তা দেখবে ব'লে নিশ্চয়ই আশা করে নি।

কিন্তু তিন নম্বর প্রশ্নটা বিরক্ত ক'রে তুললো পিটকে। পিপিংটমের কাণ্ড ব'লে ব্যাখ্যা দিলেও, মন সেটা মেনে নিতে চাইলো না। চাকার দাগগুলোর দিকে আরেকবার তাকালো ও। সাধারণ কোনো গাড়ির চাকা এতো বড় হয় না। বেশ ভারি কোনো ট্রাকের চাকা সাগরে নামার পর অন্য দুনিয়ায় চলে গিয়েছিলো ও, কাজেই টেরির গাড়ির আওয়াজ ওর শুনতে পাবার কথা নয়। কিন্তু ট্রাকটা ছিলো সৈকতের কাছাকাছি। সৈকত থেকে খুব বেশি হলে আড়াইশো ফুট দূরে। ভোরের নিস্তব্ধতার মধ্যে ট্রাকটা স্টার্ট নিলো, অথচ ওরা কোনো আওয়াজ পেলো না, তা কি ক'রে হয়?

খুঁতখুঁতে মন নিয়ে এয়ার বেসের দিকে ফিরে চললো পিট।

অধ্যায় ৩

ব্র্যাডি ফিল্ডের কাছেই দায়সারা গোছের একটা ডক, সোনালী-চুলো এক যুবক ছাব্বিশ-ফুটি ডাবল-এন্ডার হোয়েল বোট নিয়ে অপেক্ষা করছিলো ডার্কের জন্যে। লাইন তুলে নিয়ে ফার্স্ট এটেম্পট্-এর দিকে যাত্রা শুরু করলো সে। চার সিলিন্ডার ইঞ্জিন, আট নট গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে চললো বোট, ডিজেলের ধোঁয়ায় ডেকের ওপর একটা মেঘ তৈরি হয়ে গেলো। সকাল হয়েছে অনেক আগেই, ন'টা বাজতে দু'চার মিনিট বাকি আছে, মৃদু-মন্দবাতাস থাকলেও তেতে ওঠা রোদটুকু অসহ্য লাগলো ডার্কের।

ক্রমশ পিছু হটা তীরের দিকে তাকিয়ে থাকলো ও। এক সময় ফেনারেখার কাছে খুদে একটা ময়লার কণার মতো দেখালো ডকটাকে। ডেক ছেড়ে উঁচু রেলিঙে উঠে বসলো ও। জাহাজের স্টার্নটাকে ঘিরে রেখেছে এই রেলিঙ। শ্যাফটের ধুকধুকানি অনুভব করতে পারছে ও, সোজা নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো পানিতে গর্ত ক'রে নিজের পথ করে নিচ্ছে প্রপেলার। ফার্স্ট এটেম্পট্ আর যখন মাত্র সিকি মাইল দূর, পিট লক্ষ্য করলো, হেলম থেকে যুবক ক্রুম্যান তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

"মাফ করবেন, কৌতূহলটা চেপে রাখতে পারছি না," ইঙ্গিতে ডার্কের বসার আসন, রেলিঙটা দেখালো সে। "আমার অনুমান মিথ্যে না হলে, ডাবল-এন্ডার বোটে বেশ কিছু সময় কাটিয়েছেন আপনি, তাই না?"

ছেলেটার চেহারায় মার্জিত ভাবটুকু লক্ষ্য করার মতো। অত্যন্ত পরিশীলিত উচ্চারণ। চোখে দুটো বুদ্ধিদীপ্ত। পরনে শুধু বারমুডা শর্টস, আর কিছু নেই।

মৃদু হেসে বললো পিট, "অনেক দিন আগে এই রকম একটা ছিলো আমার।"

"তাহলে নিশ্চয়ই পানির ধারে বাড়ি আপনার?"

"নিউপোর্ট বিচ—ক্যালিফোর্নিয়া।"

"লাজোলায় যখন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করছিলাম, বাড়তি আয়ের জন্যে ছুটিছাটার মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া, নিউপোর্ট বিচে অনেকবার যাওয়া-আসা হয়েছে। তখন আমি নবীশ ছিলাম বোটে।"

প্রসঙ্গটা অন্যদিকে টেনে নিয়ে এলো পিট। "আচ্ছা, শুনলাম তোমাদের প্রজেক্টে কি নাকি সব গোলমাল হচ্ছে—ব্যাপার কি বলো তো?"

"প্রথম দু'সপ্তা সব ঠিকঠাকই ছিলো, কিন্তু যেই আমরা ইনভেস্টিগেট করার মতো সম্ভাবনাময় একটা লোকেশন পেলাম, অমনি নানারকম বিপত্তি শুরু হয়ে গেলো—সেই থেকে কাজ বলতে গেলে কিছুই এগোয় নি আমাদের।"

"বিপত্তি মানে?"

"বেশির ভাগই ইকুইপমেন্ট ফেইলিওর। এই যেমন, ক্যাবল ছিঁড়ে যাওয়া, পার্টস গায়েব বা নষ্ট হওয়া, ইত্যাদি।"

ফার্স্ট এটেম্পট্ কাছে চলে এসেছে, হেলমের দিকে পিছন ফিরে বোর্ডিং ল্যাডারের পাশে বোট ভিড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো যুবক। চওড়া রেলিঙের ওপর দাঁড়িয়ে বড় ভেসেলটাকে খুঁটিয়ে দেখলো পিট। ম্যারিটাইম মান অনুসারে ফার্স্ট এটেম্পট্‌কে ছোটো জাহাজই বলতে হবে। আটশো বিশ টন, সব মিলিয়ে একশো বাহান্ন ফুট লম্বা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও আগে রটরডামের একটা ডাচ শিপইয়ার্ডে প্রথমে এটাকে সমুদ্রগামী একটা টাগ হিসেবে তৈরি করা হয়েছিলো। জার্মানরা লো-ল্যান্ডস আক্রমণ করার পরপরই, ক্রুরা জাহাজটাকে নিয়ে ইংল্যান্ডে চলে আসে। যুদ্ধের পুরো সময়টা অসাধারণ ভালো সার্ভিস দিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয় জাহাজটা। নাজি ইউ-বোটগুলোর নাকের ডগা দিয়ে টর্পেডো খাওয়া অচল জাহাজ বৃটেনের লিভারপুল পোর্টে টেনে নিয়ে আসাই তার কাজ ছিলো।

যুদ্ধের পর ইংল্যান্ডের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে ক্লান্ত জাহাজটার বিধ্বস্ত-প্রায় খোলটা মার্কিন নৌবাহিনীর কাছে বিক্রি ক'রে দেয় ডাচ সরকার। মার্কিন নৌবাহিনী ওটাকে ওয়াশিংটনে মথবল ফ্লিটের সাথে জুড়ে দেয়, তিন যুগের বেশি হবে ওখানেই চুপচাপ বসে ছিলো ওটা, একটা গ্রে প্লাস্টিক ককুনের নিচে। তারপর খরিদ সূত্রে ওটা চলে এলো নুমার হাতে। তারা ওটাকে নতুন ক'রে তৈরি করলো। এককালের টাগ হয়ে উঠলো আধুনিক ওশেনোগ্রাফিক ভেসেল, নতুন নামকরণ করা হলো ফার্স্ট এটেম্পট্। আকাশ এবং জলযান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার অদম্য একটা কৌতূহল আছে বলেই শুধু নয়, ফার্স্ট এটেম্পট্‌কে ঘিরে ছোটোখাটো বিপত্তি দেখা দিচ্ছে বলেও থাসোসো আসার আগেই এর সম্পর্কে এসব কথা জেনে নিয়েছে পিট।

জাহাজের লেজ থেকে নাক পর্যন্ত সাদা রঙ করা, রোদের প্রতিফলন লেগে চোখ ছোটো হয়ে গেলো ডার্কের। বোর্ডিং ল্যাডার থেকে ডেকে নামলো ও। হ্যান্ডশেক করার সময় ওর কাঁধে অপর হাতটা তুলে দিলো কমান্ডার রুডি গান।

জাহাজের স্কিপার এবং প্রোজেক্ট ডিরেক্টর সে। অনেক দিনের পরিচয় ডার্কের সাথে, সম্পর্কও ভালো।

"একটুও বদলাও নি তুমি," বললো কমান্ডার। "শুধু চোখ দুটো লাল দেখছি।" পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের ক'রে বাড়িয়ে দিলো ডার্কের দিকে।

"ছেড়ে দিয়েছি," বললো পিট। তারপর জানতে চাইলো, "শুনলাম তোমার নাকি সমস্যা হচ্ছে?"

গম্ভীর হয়ে উঠলো কমান্ডারের চেহারা। "না হলে কি বেহুদা ওয়াশিংটনের সাহায্য চেয়েছি?"

ক্ষীণ একটু ভুরু কোঁচকালো পিট। কমান্ডারকে যতোটুকু চেনে ও, তার কথায় তো ঝাঁঝ বা হঠাৎ রাগের সুর থাকা উচিত নয়। হাস্যোজ্জ্বল, কৌতুকপ্রিয় লোক সে। "ঠিক আছে," বললো ও। "আগে রোদ থেকে গা বাঁচাই, চলো। তারপর ধীরেসুস্থে শোনা যাবে সব।"

হর্ন রিমের চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে দোমড়ানো রুমাল দিয়ে নাক আর কপাল মুছলো কমান্ডার। "দুঃখিত, পিট। একসাথে সব কিছু বিগড়ে যাবার এই রকম ঘটনার কথা জীবনেও শুনি নি! তুমিই বলো, এরপরও কি মেজাজ ঠিক থাকে? কঠিন সব প্ল্যান ধরে প্রজেক্টের কাজ শুরু করা হয়েছে, ঠিক যখন একটা রেজাল্ট পাবার সময় হয়ে এসেছে, তখনই একের পর এক উৎকট সব বিপদ। জানো, ক্রুরা পর্যন্ত গত তিন দিন ধরে এড়িয়ে যাচ্ছে আমাকে?"

পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা কমান্ডারের কাঁধে একটা হাত রাখলো পিট। "যতোই কিনা মেজাজ খারাপ করো, কথা দিচ্ছি আমি তোমাকে ফেলে পালাবো না!"

ডার্কের দিকে তাকিয়ে থাকলো কমান্ডার রুডি গান, ধীরে ধীরে তার চেহারায় স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠলো। ডার্কের একটা হাত শক্ত ক'রে চেপে ধরলো সে। "থ্যাংক গড, আর কাউকে না পাঠিয়ে তোমাকে পাঠিয়েছেন অ্যাডমিরাল। তুমিও যে রহস্যের মীমাংসা করতে পারবে তা হয়তো নয়, কিন্তু স্রেফ তোমার উপস্থিতিই আমার জন্যে বিরাট একটা স্বস্তির ব্যাপার।" ঘুরে বো'র দিকটা দেখালো সে। "এসো, আমার কেবিন ওদিকে।"

খাড়া একটা মই বেয়ে কমান্ডারকে অনুসরণ করলো পিট, পরবর্তী ডেকে চড়ে ছোটো একটা কেবিনে ঢুকলো। ভেন্টিলেটর দিকে ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আরাম বলতে এইটুকুই। খুদে আকৃতি দেখে পিট ধারাণা করলো, নিশ্চয়ই স্টীলের আলমারি তৈরিতে সিদ্ধহস্ত কোনো কারিগর বানিয়েছে এটা। ভেন্টিলেটরের সামনে দাঁড়িয়ে গায়ের ঘাম শুকিয়ে নিলো ও। তারপর

একটা চেয়ারে বসে পা দুটো দুই হাতলের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখলো। কমান্ডার রুডি গান শুরু করবে, সেই অপেক্ষায় রয়েছে।

পোর্টহোল বন্ধ করে দিলো রুডি গান, কিন্তু বসলো না। "শুরু করার আগে জানতে চাই, আমাদের এই ঈজিয়ান এক্সপিডিশন সম্পর্কে কি জানো তুমি?"

"শুধু এইটুকু যে, জুলজিক্যাল কোনো কারণে মেডিটেরেনিয়ানকে নিয়ে রিসার্চ করছে ফার্স্ট এটেম্পট্।"

অবাক দেখালো কমান্ডারকে। "পাঠাবার আগে অ্যাডমিরাল তোমাকে এই প্রোজেক্ট সম্পর্কে কোনো ধারণা দেন নি?"

"না", মুচকি হাসলো পিট।

"বুঝেছি," বলে প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চাইলো কমান্ডার। ডেস্কের একটা দেরাজ খুলে বড় একটা ম্যানিলা এনভেলাপ বের ক'রে ধরিয়ে দিলো ডার্কের হাতে। ভেতর থেকে কয়েকটা স্কেচ বের করলো পিট। সবগুলোই অদ্ভুতদর্শন একটা মাছের নকশা। মুখ তুলে তাকালো ও।

"এই রকম কোনো মাছ নিশ্চয়ই আগে কখনও দেখো নি তুমি, পিট?" জানতে চাইলো কমান্ডার রুডি গান।

আবার ড্রইংগুলোর দিকে চোখ নামালো পিট। একটা মাছেরই অনেকগুলো নকশা, কিন্তু আঁকানো হয়েছে কয়েকজন শিল্পীকে দিয়ে। স্কেচের প্রতিটি মাছ প্রায় একই রকম দেখতে হলেও, খুঁটিনাটি অনেক কিছু একটার সাথে আরেকটার মেলে না। প্রথমটি প্রাচীন গ্রিক ইলাস্ট্রেশন, আঁকা হয়েছে একটা ভেসের গায়ে আরেকটা, সন্দেহ নেই রোমান ফ্রেসকোর অংশ। এরপরের দুটো আরও আধুনিক যুগের। শিল্পী তার ছবিতে শৈল্পিক নৈপুণ্য ফোটাবার চেষ্টা করেছে। এগুলোতে মাছ স্থির হয়ে নেই, তাদের ছুটোছুটির ভঙ্গি ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সবশেষেরটা একটা ফটোগ্রাফ। পাথরে সেঁটে থাকা একটা ফসিলের ছবি। মুখ তুলে আবার রুডির দিকে তাকালো পিট।

ওর হাতে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস তুলে দিলো কমান্ডার। "এবার এটা দিয়ে দেখো।"

গ্লাসের হাইট অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে প্রতিটি ছবি খুঁটিয়ে দেখলো পিট। প্রথমবার দেখার সময় মনে হয়েছিলো মাছ সবগুলোই এক সাইজের, এবং অনেকটা ব্লু ফিন টিউনার মতো আকৃতি। কিন্তু এখন দেখা গেলো, বটম পেলভিক ফিনের চেহারা অনেকটা খুদে হাঁসের পায়ের মতো, যাকে বলে ওয়েবড্-ফিট। ডরসাল ফিনের ঠিক সামনে ওই রকম আরও দুটো দেখা গেলো।

ফিসফিস ক'রে বললো পিট, "ব্যাপাটা কি, রুডি গান? প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল, নাকি এর আলাদা কোনো নাম আছে?"

"ল্যাটিন নামটা এমন খটমটে, উচ্চারণ করার সাধ্য আমার নেই," বললো কমান্ডার। তবে ফার্স্ট এটেম্পট্-এর বিজ্ঞানীরা আদর ক'রে নাম রেখেছে টিজার।"

"এই নামকরণের কারণ?"

"কারণ প্রকৃতির সমস্ত আইন অনুসারে দুশো মিলিয়ন বছর আগেই দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কথা ছিলো এই মাছের। কিন্তু ছবি যখন আঁকা সম্ভব হয়েছে, বুঝতেই পারছো এই মাছ দেখেছে বলে আজও দাবি করছে লোকেরা। প্রতি পঞ্চাশ কি ষাট বছর পর হঠাৎ ক'রে অনেকগুলো চাক্ষুষ করার সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, আজ পর্যন্ত একটা টিজারও ধরা সম্ভব হয় নি। একজন জেলে বা বিজ্ঞানী তোমার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে কিরেকসম খেয়ে বলবে, তার নেট বা হুকে একটা টিজার ধরা পড়েছিলো, কিন্তু ডাঙায় তোলার আগেই কিভাবে যেনো ছুটে যায়—এই রকম কয়েকশো ঘটনার কথা জানা আছে আমাদের। দুনিয়ার কোথাও এমন কোনো জুলজিস্ট নেই যে মরা বা জ্যান্ত একটা টিজারের জন্যে তার ডান হাতটা ত্যাগ করতে দ্বিধা করবে।"

"সামান্য একটা মাছ বৈ তো নয়, তার এতো গুরুত্ব কেন?"

ড্রইংগুলো তুলে ধরলো কমান্ডার। "নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো, বাইরে চামড়া সম্পর্কে আর্টিস্টদের এক একজনের এক এক রকম ধারণা। কেউ আঁশ এঁকেছে, কেউ শশুকের মতো মসৃণ গা এঁকেছে, আবার কেউ কেউ কোমল লোম পর্যন্ত এঁকেছে। এখন তুমি যদি লোমশ চামড়ার সম্ভাবনা স্বীকার করো, লিম্ব এক্সটেনশন সহ, তাহলে আমরা হয়তো প্রথম ম্যামালের সূচনা আবছাভাবে পেয়ে যেতে পারি।"

"ঠিক, কিন্তু চামড়াটা যদি মসৃণ হয় তাহলে তোমার হাতে ওটা আসলে আদি সরীসৃপ ছাড়া কিছুই নয়। এককালে তো দুনিয়া জুড়েই ওদের বসবাস ছিলো।"

কিন্তু কমান্ডারের চেহারায় আত্মবিশ্বাসের কোনো অভাব দেখা গেলো না। "এরপরের বিবেচ্য বিষয় হিসেবে আসছে—গরম অগভীর পানিতে বাস করতো টিজার। রেকর্ড চেক্ করে জানা যায়, তাকে দেখতে পাবার প্রতিটি ঘটনা তীর থেকে তিন মাইলের মধ্যে ঘটেছে। সবগুলো ঘটনাই ঘটেছে এখানে, ইস্টার্ন মেডিটেরেনিআনে, যেখানে গড়পড়তা সারফেস টেমপারেচার বাষট্টি ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে খুব কমই নামে।"

"কি প্রমাণ হয় এ থেকে?"

"নিরেট কিছু নয়। কিন্তু আদি ম্যামাল লাইফ গরম আবহাওয়ায় সহজে টিকে থাকতে পারে, তাই এই সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় যে, বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকে গেছে টিজার।"

কোনো মন্তব্য করলো না পিট।

"তোমাকে দলে ভেড়ানো সহজ নয় জানি বলেই ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা সবশেষে ছাড়বো ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছি," মুচকি একটু হেসে বললো রুডি গান। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে গ্লাস দুটো পশমী কাপড়ের টুকরো দিয়ে মুছলো সে। তারপা খাড়া নাকে পরলো সেটা। চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু ক'রে কথা বলতে শুরু করলো যেনো স্বপ্নের ঘোরে রয়েছে। "জিওলজিক্যাল সময়ের হিসেবে ট্রাইয়াসিক পিরিয়ডে, অর্থাৎ হিমালয় এবং আল্পস পর্বতমালা মাথা চাড়া দেবার আগে, এখন যেখানে তিব্বত আর ভারত রয়েছে সেখানে বিশাল একটা সাগর ছিলো। সেন্ট্রাল ইউরোপের ওপর দিয়ে নর্থ সি পর্যন্ত ছিলো এর বিস্তার। জিওলজিস্টরা এককালের এই বিশাল জলরাশির নাম দিয়েছে, দি সি অব টেথিস। ব্ল্যাক, কাস্পিয়ান এবং মেডিটেরেনিয়ান সি সেই টেথিস সাগরেরই টিকে যাওয়া অংশ।"

"জিওলজিক্যাল টাইম সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই," বললো পিট। "অজ্ঞতার জন্যে মাফ চাইছি। কিন্তু টেথিস পিরিয়ড কবে শুরু হলো জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"একশো আশি থেকে দুশো ত্রিশ মিলিয়ন বছর আগে," বললো রুডি গান। "এই সময়ে ভার্টিব্রা প্রাণীদের ক্রম-বিকাশের ধারায় একটা বৈপ্লবিক উন্নতি ঘটে। পানিতে বাস করতো এমন কিছু সরীসৃপ তেইশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে ওঠে, সেই পরিমাণে পায়ের জোরও বেড়ে যায়। এরপর দুনিয়ার বুকে এলো প্রথম ডাইনোসর, যে কিনা এমন কি পিছনের পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতেও শিখলো। শুধু তাই নয়, ব্যালেন্স রক্ষার জন্যে লেজটাকে তারা ছড়ি হিসেবে ব্যবহার করতো।"

চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে পা দুটো সামনের দিকে মেলে দিলো পিট। "আমার ধারণা ছিলো ডাইনোসরের যুগ শুরু হয় আরও অনেক পরে।"

"সিনেমাতে প্রায়ই দেখা যায় প্রায়-ন্যাংটো যুবতী নায়িকাকে তাড়া করছে ডাইনোসর। কাজেই ভুল বোঝার অবকাশ থেকেই যায়। কিন্তু আসল ঘটনা হলো, মানুষের আবির্ভাব ঘটার ষাট মিলিয়ন বছর আগেই দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ডাইনোসর।"

"এসবের সাথে তোমার এই টিজার মাছের সম্পর্ক কি?"

"প্রথম যুগের একটা টিজারের কথা কল্পনা করো। তিন ফুটি প্রাণীটি ঘর বাঁধলো, প্রেম করলো, তারপর একদিন সি অব টেথিসের কোথাও মারা গেলো। কেউ লক্ষ্য করলো না, নগণ্য মাছের মৃতদেহ ধীরে ধীরে সাগর তলার লাল কাদায় ডুবে গেলো। পরে তার কবরটা চেনা যাবে, এমন কোনো উপায়ই থাকলো না। কবরের ওপর একটু একটু ক'রে পলি জমতে শুরু করলো। এক সময় এই পলি শক্ত স্যান্ডস্টোনে পরিণত হলো, রেখে গেলো ক্ষীণ একটু কার্বন। এই কার্বনই পারের ওপর টিজারের টিস্যু আর বোন স্ট্রাকচার খোদাই করলো। বছরের পর যুগ, যুগের পর শতাব্দী, শতাব্দীর পর সহস্র শতাব্দী এইভাবে পেরিয়ে যেতে লাগলো সময়। দুশো মিলিয়ন বছর পর, বসন্ত কালের এক গরম দিনে, অস্ট্রিয়ান শহর নিয়ানকিরচেনের একজন কৃষক তার লাঙল দিয়ে শক্ত সারফেসের ওপর একটা আঁচড় দিলো। সেই সাথে আমাদের যুগে ফিরে এলো টিজার মাছ। বহাল তবিয়তে বা জ্যান্ত নয়, নিখুঁত ফসিল হিসেবে।" খানিক ইতস্তত করে ঘন চুলে আঙুল চালালো কমান্ডার। ক্লান্ত দেখালো তাকে। কিন্তু চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। "গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট হলো, টিজার যখন মারা গেলো তখন সেখানে কোনো পাখি বা মৌমাছি ছিলো না। চুল আছে এমন কোনো ম্যামাল ছিলো না। ছিলো না কোনো ধরনের প্রজাপতি। এমনকি ফুলও তখন দুনিয়ার মুখ দেখে নি।"

ফসিলের ফটোটা আবার দেখলো পিট। "ব্যাপক এভোলিউশনারি পরিবর্তন ছাড়া কোনো জীবিত প্রাণী এই লম্বা সময় টিকে আছে, বিশ্বাস করা কঠিন।"

"বিশ্বাস করা কঠিন? তা বটে। কিন্তু এই ঘটনা আগেও ঘটেছে। হাঙরের কথাই ধরো, ওরা তিনশো পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর ধরে রয়েছে আমাদের সাথে। প্রায় দুশো মিলিয়ন বছরের ওপর হলো হর্সশু ক্র্যাবের কোনো পরিবর্তন হয় নি বললেই চলে। তারপর, আমাদের হাতে রয়েছে ক্লাসিক উদাহরণ—কোয়েলাকানথ।"

"হ্যাঁ, এর সম্পর্কে শুনেছি বটে," বললো পিট। "ধারণা করা হতো, সত্তর মিলিয়ন বছর আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এই মাছ, কিন্তু হঠাৎ ক'রে পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে আবার দেখতে পাওয়া গেলো ওগুলোকে।"

মাথা ঝাঁকালো রুডি গান। "সে-সময় সাংঘাতিক আলোড়ন তুলেছিলো ঘটনাটা। গুরুত্বের দিক থেকেও কোয়েলাকানথের আবিষ্কার কম নয়। কিন্তু টিজার পাওয়া গেলে বিজ্ঞান যা লাভ করবে তার সাথে আর কিছুর তুলনা চলে না।" একটু থেমে সিগারেট ধরালো রুডি গান। "গোটা ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই রকম—ম্যামালের ক্রম বিকাশের ধারায় টিজার সূচনা পর্বের একটা সংযোগ হতে

পারে, তার মানে আজকের মানুষের সাথে এর আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতে পারে। এতোক্ষণ যা বলি নি তোমাকে তা হলো, অস্ট্রিয়ায় যে ফসিলটা পাওয়া গেছে সেটার অ্যানাটমিক্যাল রিসার্চের ফলে প্রমাণিত হয়েছে, ম্যামালের সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে ওটার মধ্যে।"

"বলছো দুশো মিলিয়ন বছর ধরে ওটার কোনো পরিবর্তন হয় নি, আজও সেটা তার অরিজিন্যাল ফর্মে পানিতে সাঁতরে বেড়াচ্ছে—তাহলে, হাউ কুড ইট ঈভল্‌ভ্‌ ইনটু অ্যান অ্যাডভান্সড স্টেজ?"

"যে-কোনো প্রাণী বা প্ল্যান্টের প্রজাতিগুলো আসলে পরস্পরের আত্মীয়ের মতো। একটা শাখা হয়তো আকার আকৃতিতে একই রকম সন্তানের জন্ম দেয়, কিন্তু পাহাড়ের ওপারে তার আত্মীয়রা জন্ম দেয় জোড়া মাথা আর চার হাতওয়ালা দৈত্য।"

অস্থির বোধ করলো পিট, দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ডেকে। গরম বাতাসের ঝাপটা লাগলো মুখে, থমকে দাঁড়িয়ে পিছিয়ে নিলো মাথা। দু'হাতে পয়সা খরচ করে, এতোগুলো লোক গাধার খাটুনি খাটছে—কেন? লক্ষ কোটি বছরের পুরনো একটা মাছের জন্যে! ভাবতেও আশ্চর্য লাগলো ওর। মানুষের পূর্ব-পুরুষ মাছ ছিলো না বানর, কি এসে যায় তাতে? যে গতিতে আত্মধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে সভ্যতা, এক হাজার বছর কিংবা হয়তো তারও কম সময়ের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মানুষ। ঘুরে দরজার দিকে মুখ করলো ও। কেবিনের ভেতরটা আবছা অন্ধকার। চেয়ারে বসে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে রুডি গান।

"ঠিক আছে," বললো পিট। "কি খুঁজছো তোমরা সেটা আমার জানা হলো। এখন বলো, এসবের ভেতর আমি কিভাবে ঢুকছি? ক্যাবল যদি ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, টুলস যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে, কিংবা জেনারেটর যদি বিকল হয়ে গিয়ে থাকে, আমার মতো কাউকে কেন দরকার পড়ে তোমাদের? একজন মেকানিককে কেন ডেকে পাঠাও না?"

মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব দেখালো রুডি গানকে। তারপর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার মুখের চেহারা। "বুঝেছি! ড. নাইটের কাছ থেকে জেনেছো!"

"ড. নাইট?"

"হ্যাঁ, যে তোমাকে হোয়েল বোটে ক'রে তুলে নিয়ে এলো এখানে। অত্যন্ত মেধাবী মেরিন জিওফিজিসিস্ট।"

"তাই?" অবাক দেখালো পিটকে। কড়া রোদে দাঁড়িয়ে ঘামতে শুরু করেছে ও। রেলিঙে হাত ঠেকাতেই গরম ছ্যাঁকা লাগলো। কেবিনে ফিরে এসে দরজাটা ভিড়িয়ে দিলো ও। "এতো সব বুঝি না," বললো ও। "বলো, কি করলে তোমার কোলে জ্যান্ত একটা টিজার তুলে দিতে পারবো।" কমান্ডারের বাঙ্কে লম্বা হয়ে

শুয়ে পড়লো ও। বড় করে শ্বাস টেনে ঢিল করে দিলো শরীরটা। দেখলো, চেহারায় নির্বিকার ভাব নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে রুডি গান। "শুধু যে মেজাজী হয়ে উঠেছ তাই নয়, তুমি দেখছি আতিথেয়তার সাধারণ রীতিও ভুলে বসে আছো। তেষ্টায় যে আমার বুকের ছাতি ফেটে যেতে চাইছে, তাও বলে দিতে হবে?"

"দুঃখিত," বলে ব্যস্ত হয়ে উঠলো কমান্ডার। ইন্টারকমের বোতাম টিপে জাহাজের গ্যালি থেকে কিছু বরফ আর বিয়ার নিয়ে আসতে বললো সে। তারপর ডার্কের দিকে তাকালো। "যতোক্ষণ না ওগুলো এসে পৌছায়, ততোক্ষণ তুমি আমার লেখা এই রিপোর্টটার ওপর চোখ বুলাও।" হলুদ একা ফোল্ডার ডার্কের হাতে ধরিয়ে দিলো সে। "বিষয়—যন্ত্রপাতি বিকল। প্রতিটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাবে তুমি এতে। প্রথম দিকে আমি ভেবেছিলাম, এসব নেহাতই দুর্ঘটনা এবং মন্দ কপাল, কিন্তু পরে ওগুলোর সংখ্যা আর প্রকৃতি দেখে আমার ধারণা বদলেছে।"

"স্যাবোটাজ?"

"বুঝতে পারছি না। অন্তত হাতে কোনো প্রমাণ নেই।"

"ড. নাইট ছেঁড়া ক্যাবলের কথা বললো আমাকে, ওটা কি কাটা হয়েছে?"

কাঁধ ঝাঁকালো রুডি গান। "প্রান্ত দুটো দেখে মনে হয় ঘষা খেয়ে ক্ষয়ে গেছে। ক্যাবল ছিঁড়ে যাওয়ার এই ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা পাই নি আমি। বিরাট একটা রহস্য বলতে পারো।" আঙুলের টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়লো সে। "বলছি, শোনো। কাজে আমাদের সেফটি মার্জিনের হার হলো ফাইভ-টু-ওয়ান। মানে, ধরো, পরখ করে যদি দেখা যায় পঁচিশ হাজার পাউন্ড বা তার বেশি ওজন চাপালে ক্যাবলটা ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে তাহলে আমরা ওই ওজনের পাঁচ ভাগের মাত্র এক ভাগ ওজনের কাজ করতে দিই ক্যাবলটাকে। এই সতর্কতার জন্যেই বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনায় আজ পর্যন্ত পড়ে নি নুমা। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চেয়ে মানুষের প্রাণের মূল্য অনেক বেশি..."

"ক্যাবল যখন ছিঁড়লো, সেফটি মার্জিন কি ছিলো?"

"সে কথাতেই আসছিলাম। সেফটি মার্জিন ছিলো প্রায় সিক্স-টু-ওয়ান। ওই সময় মাত্র চার হাজার পাউন্ড চাপ ছিলো ওটায়। নেহাতই ভাগ্য বলতে হবে যে বিদ্যুৎ গতিতে লাফিয়ে ওঠা ক্যাবলের ঘা খেয়ে আহত হয় নি বা পড়ে নি কেউ।"

"ক্যাবলটা দেখতে পারি?"

"মেইন সেকশন থেকে প্রান্ত দুটো কেটে রেখেছি তোমার জন্যে।"

নক্ ক'রে দরজা খুললো লালচুলো এক ছেলে, সতেরো কি আঠারো বছর বয়স। হাতে ট্রে, বিয়ারের ক্যান, গ্লাস আর বরফ। ট্রেটা নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিলো সে, কমান্ডার তাকে ডাকলো। বললো, "মেইন্টেন্যান্স ডেকে চলে যাও, ওখানে ভাঙা ক্যাবল সেকশনটা আছে, তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো এখানে।"

"ইয়েস, স্যার!" বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা আবার ভিড়িয়ে দিলো ছেলেটা।

"জাহাজে মোট ক'জন ক্রু আছে?"

"ওকে নিয়ে আটজন," গ্লাসে বরফের টুকরো ছাড়তে ছাড়তে বললো কমান্ডার। "বিজ্ঞানী আছে চৌদ্দ জন।"

রুডির হাত থেকে বিয়ার ভর্তি গ্লাসটা নিলো পিট। "তোমার সমস্যার জন্যে এই বাইশ জনের কেউ দায়ি হতে পারে?"

এদিক ওদিক মাথা নাড়লো রুডি গান। "আমিও ওই লাইনে চিন্তা করে দেখেছি। প্রতিটি লোকের পার্সোন্যাল রেকর্ড অন্তত পঞ্চাশ বার ক'রে চেক্ করেছি। প্রজেক্টের কাজ পিছিয়ে গেলে ওদের কারও লাভ হবে এমন কোনো প্রমাণ আমি পাই নি।" গ্লাসে চুমুক দেবার জন্যে থামলো সে। "বাধাগুলো অন্য কোনো উৎস থেকে আসছে, পিট। কেউ বোধহয় চাইছে আমরা যেনো টিজার মাছ ধরতে না পারি, যে মাছের হয়তো কোনো অস্তিত্বই নেই।"

ভাঙা ক্যাবলের প্রান্ত দুটো নিয়ে কেবিনে ঢুকলো ছেলেটা। ডেস্কের ওপর নামিয়ে রেখে তাকালো কমান্ডারের দিকে। হাত ইশারায় তাকে বিদায় ক'রে দিলো রুডি গান। বাঙ্ক থেকে নামলো পিট, ডেস্ক থেকে তুলে নিলো ক্যাবল দুটো। গৃজ মাখা অন্যান্য আর সব স্টিল ক্যাবল যেমন হয় এটাও সেই রকম। প্রতিটি টুকরো দু'ফুটের মতো লম্বা, মোট চব্বিশশো খেই আছে, তার ওপর রয়েছে প্রচলিত মানের ইস্পাতের বিনুনি, এক ইঞ্চির পাঁচ ভাগের এক ভাগ পুরু। আঁটোসাঁটো, শক্ত কোথাও ভাঙে নি ক্যাবলটা, ছেঁড়াটা ছড়িয়ে পড়েছে ইঞ্চি পনেরো জায়গা জুড়ে সেজন্যেই প্রান্ত দুটো ঘোড়ার একজোড়া লেজের মতো দেখতে হয়েছে।

কি যেনো একটা ধরা পড়লো ডার্কের চোখে, ম্যাগনিফাইং গ্লাস তুললো চোখে। ধীরে ধীরে সন্তুষ্টির একটা ক্ষীণ হাসি ছড়িয়ে পড়লো ঠোঁটে। সেই পুরনো উত্তেজনা অনুভব করলো ও—কেউ চ্যালেঞ্জ করলে উপযুক্ত জবাব দেবার তাগিদ। অশুভ শক্তির অস্তিত্ব এবং তার তৎপরতা ধরা পড়ে গেছে ওর কাছে। আশা করলো, সময়টা বোধহয় বাজে খরচ হবে না, বেশ রোমাঞ্চের মধ্যেই কাটবে।

"কিছু দেখলে?"

"অনেক কিছু," বললো পিট। "তোমরা বোধহয় কারও এলাকায় অনুপ্রবেশ ক'রে ফেলেছো। তোমরা এখানে মাছ ধরো তা সে চায় না।"

চোখের চারপাশ কুঁচকে উঠলো হ্যাডিনবলের। "কি পেয়েছো তুমি?"

"ক্যাবলটা ইচ্ছে ক'রে ছেঁড়া হয়েছে," মৃদু গলায় বললো পিট।

"ছেঁড়া হয়েছে মানে?" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কমান্ডার। "কি দেখে বুঝলে তুমি ওটায় মানুষের হাত লেগেছে?"

ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা রুডির হাতে ধরিয়ে দিলো পিট। "ভালো করে তাকালেই দেখতে পাবে, ভাঙা কিনারাটা নিচের দিকে ঘুরে আঁশের ভেতর ঢুকে গেছে। তাছাড়া, খেইগুলোর চেহারা দেখেছো? থেঁতলে রয়েছে। এই ডায়ামিটারের একটা ক্যাবলকে যদি দু'দিক থেকে টেনে ছেঁড়া হয় তাহলে খেইগুলোর প্রবণতা হবে খাড়া হয়ে থাকার, আঁশের দিকে বেঁকে যাবে না। এখানে ঠিক উল্টোটা ঘটেছে।"

থেঁতলানো ক্যাবলের দিকে তাকিয়ে থাকলো রুডি গান। "মাথায় ঢুকছে না। কেউ যদি ছিঁড়ে থাকে, কিভাবে ছিঁড়লো?"

"সম্ভবত প্রাইমাকর্ড।"

হতভম্ব দেখালো রুডি গানকে। "সেকি! প্রাইমাকর্ড তো বিস্ফোরক, তাই না?"

"হ্যাঁ," শান্ত সুরে বললো পিট। "সুতো বা রশির মতো দেখতে হয়, তৈরি করার সময় যতো খুশি সরু করা যায়। সাধারণত বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গাছ ফেলার এবং যথেষ্ট দূরে বসানো বিস্ফোরক এক সথে ফাটাবার জন্যে ব্যবহার করা হয় প্রাইমাকর্ড। জ্বলন্ত ফিউজের মতো কাজ করে এটা, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে এর গতি অত্যন্ত বেশি।"

"কিন্তু...কিন্তু কারও চোখে ধরা না পড়ে এক্সপ্লোসিভ সাজিয়ে রেখে গেলো জাহাজে, এ কিভাবে সম্ভব?" ঘন ঘন মাথা নাড়লো রুডি গান। "এদিকের পানি কাঁচের মতো স্বচ্ছ! দৃষ্টিসীমা একশো ফুটেরও বেশি। কেউ যদি জাহাজের দিকে এগোয়, জাহাজী বা বিজ্ঞানী কারও না কারও চোখে ধরা পড়তে বাধ্য। তাছাড়া, বিস্ফোরণের আওয়াজ? আমরা কিছু শুনতে পাই নি কেন?"

"জবাব দেবার আগে দুটো প্রশ্ন করবো আমি," বললো পিট। "ক্যাবল যখন ছিঁড়লো, ওটার সাথে কি ঝুলছিলো? এবং ক্যাবল ছেঁড়ার ঘটনাটা কখন তোমরা জানতে পারো?"

আন্ডারওয়াটার ডিকমপ্রেশন চেম্বারের সাথে জোড়া লাগানো ছিলো ক্যাবল। একশো আশি ফুট পানির নিচে কাজ করছিলো ডাইভাররা। তাই বেন্ড ঠেকাবার

জন্যে পানির নিচেই ডিকমপ্রেশনের ব্যবস্থা করা হয়। ভাঙা ক্যাবলটা আমাদের চোখে পড়ে সাতটায়, সকালে ব্রেকফাস্ট করার পরপরই।"

"আগের রাতে চেম্বারটা নিশ্চয়ই পানির নিচে ছিলো?"

"না," জানালো রুডি গান। "ভোর হবার আগেই পানিতে চেম্বার নামিয়ে থাকি আমরা, যাতে ভোরের দিকে ইমার্জেন্সি দেখা দিলে ডাইভাররা ওটাকে একেবারে হাতের কাছে তৈরি পায়।"

"এই তো উত্তর পেয়ে গেলে!" উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ডার্কের চেহারা। "ভোরের আবছা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সাঁতরে এসেছিলো কেউ, জাহাজে চড়তে হয় নি তাকে, পানির নিচেই পেয়ে গিয়েছিলো ক্যাবলটা। প্রাইমার্কড লাগিয়ে তাড়াতাড়ি আবার ফিরে গেছে সে। দৃষ্টিসীমা একশো ফুট হতে পারে, কিন্তু সেটা আকাশে সূর্য ওঠার পর। রাতের বেলা ওটা এক ফুটের বেশি নয়।"

"কিন্তু বিস্ফোরণের আওয়াজটা?"

"প্রাইমাকর্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ তেমন জোরালো নয়," বললো পিট। "আর আশি ফুট পানির নিচে ওটা বিস্ফোরিত হলে জাহাজ থেকে মৃদু ধুপ একটা আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাবার কথাও নয়।"

ডার্কের সাথে তর্ক করার একটা ঝোঁক চাপলেও, খাড়া করার মতো কোনো যুক্তি খুঁজে পেলো না কমান্ডার রুডি গান। খানিক ইতস্তত করার পর জানতে চাইলো, "এখন তাহলে কি হবে?"

বিয়ারের গ্লাসটা তুলে নিয়ে শেষ চুমুক দিলো পিট। "তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও, দেখো, অন্তত টিজার মাছের আধখানা লেজও পাও কিনা। আর আমি দ্বীপে ফিরে গিয়ে মাটি শুঁকতে শুরু করি, দেখি কোথাও কোনো গন্ধ পাই কিনা। তোমার এখানের স্যাবোটাজ আর ব্র্যাডি ফিল্ডের ওপর এয়ার অ্যাটাকের একটা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়।"

আচমকা দড়াম ক'রে খুলে গেলো দরজার কপাট। লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকলো একজন লোক। মুখ খুলে হাঁপাচ্ছে সে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। পরনে সুইম ট্রাঙ্ক আর চওড়া বেল্ট, বেল্টের সাথে আটকানো রয়েছে একটা ছুরি আর নাইলন নেট ব্যাগ। মাথার চুল লালচে, নাকে আর বুকে সাদাটে হলুদ রঙের অসংখ্য তিল কেবিনের ভেতর ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। পানির ছোটো একটা পুকুর তৈরি হয়ে গেলো কার্পেটের ওপর। "কমান্ডার রুডি গান!" বলেই ঘন ঘন দম নিলো। "আমি একটা দেখেছি! খোদার কসম আমি একটা টিজার দেখেছি! ফেস মাস্ক থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে...!"

স্যাঁৎ ক'রে ছুটে গেলো কমান্ডার, লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। পাশ থেকে দেখতে পেলো পিট, উত্তেজনায় ঠোঁট জোড়া কাঁপছে রুডির।

"ঠিক জানো, ভুল দেখো নি? ভালো ক'রে দেখেছো?"

"শুধু চোখের দেখা নয়, স্যার—আমার হয়ে কথা বলবে ক্যামেরা! আমি ওটার ছবিও তুলে নিয়েছি।" কমান্ডারের চেহারায় আত্মহারা ভাব ফুটে উঠতে দেখে নিঃশব্দ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডাইভারের মুখ। "শুধু যদি আমার কাছে একটা স্পিয়ারগান থাকতো, স্যার! আজ আর ওটাকে ফেরত যেতে হতো না! কিন্তু ভাগ্য খারাপ, স্পিয়ার গানের বদলে ক্যামেরা নিয়ে কোরাল ফরমেশনে ছবি তুলছিলাম আমি।"

"জলদি!" রুডির গলার ভেতর থেকে বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ বেরিয়ে এলো। "ল্যাবে পাঠিয়ে ফিল্মটা ডেভেলপ করাও।"

দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো লোকটা, ডার্কের গায়ে কয়েক ফোঁটা লোনা পানি ছিটকে পড়লো। বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো ডাইভার।

ডার্কের চোখে চোখ রাখলো কমান্ডার। "মাই গড! হাল ছেড়ে দিয়ে যখন বাড়ি ফিরে যাবার কথা ভাবছি ঠিক তখনই এই কাণ্ড! আর কি নড়ি আমি এখান থেকে! হয় একটা টিজার ধরবো, না হয় বুড়ো হয়ে এখানেই মারা যাবো।"

"এমন ভাগ্য ক'জনের হয়?"

"মানে?" ভুরু কুঁচকে তাকালো হ্যাডিনবল। "কার ভাগ্য? কিসের ভাগ্য?"

"মাছটার," মুচকি হেসে বললো পিট। "তাকে পাবার জন্যে কি না করতে পারো তোমরা!"

"এ ব্যাপারে তোমার বোধহয় কোনো উৎসাহ নেই?" ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইলো রুডি গান।

"যদি জানতাম টিজার খেতে কেমন তাহলে হয়তো উত্তর দেয়াটা আমার জন্যে সহজ হতো।" বলে বাঙ্কে শুয়ে পড়লো পিট, চোখ বুজে ঢিল করে দিলো শরীরটা। মনে মনে কল্পনা করলো, লাস্যময়ী টেরি বিচে অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

অধ্যায় ৪

পাঁচটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি থাকতে ব্র্যাডি ফিল্ডে ওর কোয়ার্টার ফিরে এলো পিট। ঘামে ভেজা কাপড়চোপড় খুলতে যা দেরি, সাথে সাথে শাওয়ারের নিচে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। সময় থাকলে শাওয়াবের নিচে শুয়ে থাকার সুযোগটা কখনও হাত ছাড়া করে না। এই অবস্থায় মাঝে মধ্যে হয়তো তন্দ্রার কোলে আত্মসমর্পণ করে ও, তবে বেশির ভাগ সময় বর্ষণমুখর পরিবেশটাকে কাজে লাগায় অটো-সাজেশন দিয়ে। কখনও বা কোনো কঠিন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়। একান্তে চিন্তা করার জন্যে এর চেয়ে ভালো পরিবেশ আর হয় না।

এই মুহূর্তে কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে পিট। টায়ারের দাগ আছে, অথচ গাড়ি নেই, তাহলে গাড়ির আওয়াজ পায় নি কেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এয়ার বেসে হামলা চালানো হলো কেন? ফার্স্ট এটেম্পট্-এর ক্যাবল কাটলো কে? সমাধান পাবার মতো যথেষ্ট তথ্য হাতে নেই, কাজেই উত্তর পাওয়া কঠিন। তাই ব'লে তো আর চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে না, সে তার কাজ ক'রে চললো। উঠি উঠি করছে, এই সময় বাথরুমের কাঁচের দরজার সামনে একটা ভাঙাচোরা মূর্তি দেখা গেলো।

"ওহে শাওয়ার-প্রেমিক," হাঁক ছাড়লো অ্যাল জিওর্দিনো। "তোমার হলো? আধ ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি।"

"কেন?" কল বন্ধ ক'রে দিয়ে জানতে চাইলো পিট।

"কর্নেল লুইস তোমার সাথে দেখা করতে আসছেন, যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়বেন তিনি," বললো অ্যাল। "একটু তাড়াতাড়ি করো।"

"ঠিক আছে।"

দরজার সামনে থেকে সরে গেলো অ্যাল। বাথটাব থেকে উঠে তোয়ালে দিয়ে গা মুছলো পিট। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ইলেকট্রিক শেভার দিয়ে দাড়ি কামালো। কোমরে শুকনো একটা তোয়ালে জড়িয়ে ঢুকলো বেডরুমে। অ্যালকে নিয়ে কর্নেল জেমস লুইস অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

খাটের কিনারায় বসে আছে কর্নেল, তাতেই তালগাছের মতো লম্বা দেখালো তাকে। সরু লম্বাটে মুখে গাড়ির দরজার হাতলের মতো এক জোড়া গোঁফ,

তারই একটা আঙুল দিয়ে অনবরত মুচড়ে চলেছে। চোখ দুটো ঘন নীল। নড়াচড়া এবং কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে দ্রুত, ব্যস্ত একটা ভাব দৃষ্টি এড়াবার নয়। হাসি চেপে ভাবলো পিট, দেখে মনে হয় একরাশ ভাঙা কাঁচের ওপর ব'সে আছে কর্নেল।

"আমি বোধহয় অসময়ে বিরক্ত করতে এসেছি, সেজন্যে দুঃখিত," বললো কর্নেল। "কিন্তু কাল যে হামলাটা হলো সে-ব্যাপারে কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছেন কিনা জানতে চাই আমি।"

মাথা নিচু ক'রে কোমরে জড়ানো বাটারফ্লাই তোয়ালেটা দেখে নিলো পিট। "না, নিরেট কিছু পাবো বলে আশাই করি নি আমি। কিছু সন্দেহ, কিছু ধারণা গজিয়েছে মাথায়, কিন্তু সেগুলো এয়ার টাইট কেস্ তৈরির জন্যে যথেষ্ট নয়।"

"আমার এয়ার ইনভেস্টিগেশন স্কোয়াড্রনকে অচল ক'রে দেয়া হয়েছে," এমন রাগের সুরে কথাটা বললো কর্নেল, যেনো এর জন্যে পিটই দায়ি। "আশা করছিলাম, আপনি কোনো সূত্র দিতে পারবেন।" ডার্কের মনে হলো, কোনো সূত্র না দিতে পারলে ওর ওপর খেপে যাবে লোকটা।

শান্ত সুরে জানতে চাইলো ও, "অ্যালব্যাট্রসের টুকরো-টাকরা কিছু পেলেন আপনারা?"

কড়ে আঙুলের ডগা দিয়ে ঘামে ভেজা কপালের মাঝখানটা চুলকালো কর্নেল। "ওটা যদি সাগরে ডুবে থাকে, কোনো চিহ্ন না রেখেই ডুবেছে। সামান্য একটু তেলের চিহ্নও নেই পানিতে। পুরনো ডাব্বা, তার পাইলট...সব যেনো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে! সাংঘাতিক একটা ধাঁধার মতো লাগছে ব্যাপারটা। সেজন্যেই তো আপনার ওপর ভরসা করছিলাম!" যেনো অসম্ভবকে সম্ভব করাই ডার্কের কাজ। "মিঃ জিওর্দিনোর মুখে আপনার সম্পর্কে শুনে ভাবলাম..."

"মস্ত ভুলটা আপনি ওখানেই ক'রে বসেছেন, কর্নেল," বাধা দিয়ে বললো পিট। "অ্যালকে আপনি আমার বন্ধুবেশী শত্রু বলতে পারেন, শুধু প্রশংসা করে গাছে তুলে দিতে জানে। তার আবার নব্বই ভাগই মিথ্যে এবং বানোয়াট।"

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলালো অ্যাল, "প্লেনটা হয়তো স্ট্রেইটের ওপর দিয়ে মেইনল্যান্ডে..."

"না," বললো কর্নেল। "খোঁজ নিয়েছি আমরা। মেইনল্যান্ড থেকে এলে বা মেইনল্যান্ডের দিকে চলে গেলে কেউ না কেউ দেখতে পেতো। তীর এলাকার অমন কয়েকশো লোককে প্রশ্ন করা হয়েছে কেউ কিছু দেখে নি।"

চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকালো অ্যাল। "হুঁ। হলুদ রঙ করা একটা প্লেন, যার টপ-স্পিড ঘণ্টায় মাত্র একাশো তিন মাইল, তাকে দেখতে না পাবার কোনো কারণই নেই। না, মেইনল্যান্ডের দিকে যায় নি ওটা।"

সিগারেটের প্যাকেট বের করলো কর্নেল। "হামলার প্ল্যানটা ছিলো নিখুঁত, সেটাই সবচেয়ে অবাক করেছে আমাকে। এর পিছনে যে-ই থাকুক সে জানতো ওই সময়ে কোনো প্লেন ল্যান্ড বা টেকঅফ করবে না।"

গায়ে শার্ট চড়িয়ে বোতাম লাগালো পিট। "রোববারে ব্র্যাডি ফিল্ডে তেমন ব্যস্ততা থাকে না, এ তো থাসোসের সবাই জানে। জাপানিদের পার্ল হারবার আক্রমণের সাথে এই মাহলার যথেষ্ট মিল আছে।"

সিগারেট ধরালো কর্নেল। "জানতো কোনো প্লেন আসছে না, কাজেই আপনাদের ক্যাটালিনাকে দেখে পাইলট নিশ্চয়ই চমকে উঠেছিলো। আমাদের রাডার ক্যাটালিনাকে ধরতে পারে নি কারণ শেষ দুশো মাইল প্রায় সাগর ছুঁয়ে আসছিলেন আপনি।" এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লো সে। "সূর্য থেকে ক্যাটলিনাকে বেরিয়ে আসতে দেখে সেই মুহূর্তে কি আনন্দ যে পেয়েছি!"

টাইয়ের নট বাঁধা শেষ করলো পিট। "কেউই আশা করে নি ক্যাটালিনাকে কারণ আমাদের ফ্লাইট প্ল্যানের মধ্যে ব্র্যাডি ফিল্ড ছিলো না। ফার্স্ট এটেম্পট্-এর পাশে নামবো ব'লে ঠিক করেছিলাম। সেজন্যেই অ্যালব্যাট্রস পাইলট বা ব্র্যাডি কন্ট্রোল ক্যাটালিনা সম্পর্কে কিছু জানতো না।" একটু থেমে গভীর দৃষ্টিতে কর্নেলের দিকে তাকালো ও। "আপনি কর্নেল, কড়া ডিফেন্সের ব্যবস্থা করুন। কেন যেনো মনে হচ্ছে আমার, অ্যালব্যাট্রসকে আবার আমরা দেখতে পাবো।"

প্রায় মারমুখো হয়ে ডার্কের দিকে তাকালো কর্নেল। "হোয়াই? আপনার এই রকম মনে হবার কারণ?"

শান্তকণ্ঠে বললো পিট, "ফিল্ডে হামলা চালাবার পিছনে নিশ্চয়ই কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে, তাই না? মানুষ খুন করা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারক্রাফট ধ্বংস করা সেই উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর পিছনে যে-ই থাকুক, তার লক্ষ্য আপনাদেরকে আতঙ্কিত ক'রে তোলা।"

"তাতে লাভ?" জানতে চাইলো অ্যাল।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে কর্নেলের দিকে তাকালো পিট। "আচ্ছা, বলুন তো, বর্তমান পরিস্থিতি যদি আরও মারাত্মক এবং বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, আপনি কি সমস্ত আমেরিকান সিভিলিয়ানকে মেইনল্যান্ডে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন না?"

"তা করবো," ঝাঁঝের সাথে স্বীকার করলো কর্নেল। "কিন্তু এই মুহূর্তে এমন কোনো বিপদ দেখছি না আমি যাতে ও-ধরনের কোনো পদক্ষেপ নিতে হবে। প্লেন আর পাইলটকে খুঁজে বের করার জন্যে গৃক সরকার সম্ভাব্য সমস্ত সহযোগিতা দেবেন ব'লে জানিয়েছেন আমাকে।"

"বুঝলাম," বললো পিট। "কিন্তু আপনি যদি মনে করেন, বিপদ হলেও হতে পারে, তাহলে কি সাবধানের মার নেই ভেবে কমান্ডার রুডি গানকে আপনি ফার্স্ট এটেম্পট্ নিয়ে থাসোস এলাকা থেকে কেটে পড়ার নির্দেশ দেবেন না?"

কর্নেলের চোখ জোড়া ছোটো ছোটো হয়ে উঠলো। "যদি মনে করি বিপদ হতে পারে, তাহলে অবশ্যই সে নির্দেশ দেবো। এরিয়াল স্নাইপারের জন্যে ওই সাদা হাঁসটা চমৎকার একটা টার্গেট!"

"আপনার এই কথার মধ্যেই রয়েছে উত্তরটা।"

পরস্পরের দিকে তাকালো কর্নেল আর অ্যাল, তারপর দু'জন একসাথে ফিরলো ডার্কের দিকে।

বলে চললো পিট, "থাসোসে কেন এসেছি আমরা, তা আপনি জানেন, কর্নেল। আজ সকাল কমান্ডার রুডির সাথে কথা হয়েছে আমার। ফার্স্ট এটেম্পট্-এর ওগুলো দুর্ঘটনা নয়, স্যাবোটাজ। আমার ধারণা, ব্র্যাডি ফিল্ডের হামলার সাথে এই স্যাবোটাজের যোগাযোগ আছে। এমন হতে পারে, ফার্স্ট এটেম্পট্‌কে থাসোস থেকে সরাবার জন্যেই ব্র্যাডি ফিল্ডে হামলা চালানো হয়েছিলো। শত্রু হয়তো ভেবেছিলো, ব্র্যাডি ফিল্ডে হামলা হতে দেখে ফার্স্ট এটেম্পট্-এর কমান্ডার ভয় পাবে, জাহাজ, জাহাজী আর বিজ্ঞানীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে থাসোস ছেড়ে চলে যাবে সে।"

"কিন্তু কেন? কার কি ক্ষতি করেছে ফার্স্ট এটেম্পট্?" ডার্কের দিকে ঝুঁকে পড়লো কর্নেল।

"এর উত্তর এখনও আমার জানা নেই," বললো পিট। তবে শত্রুর বড় কোনো মতলবে বাদ সাধছে ফার্স্ট এটেম্পট্, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তা না হলে এতো বড় ঝুঁকি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এয়ার বেস আক্রমণ করে বসতো না সে। আমার সন্দেহ, মূল্যবান কিছু গোপন রাখতে চায় সে, কিন্তু ফার্স্ট এটেম্পট্ এদিকে থাকলে তার রিসার্চররা সেটা দেখে ফেলবে ব'লে ভয় পাচ্ছে।

মূল্যবান কিছু? ভুরু কুঁচকে বললো কর্নেল। আপনি গুপ্তধনের কথা বলতে চাইছেন?"

নিজের সুটকেস থেকে একটা ওভারসিজ ক্যাপ বের ক'রে মাথায় পরলো পিট। "হ্যাঁ, গুপ্তধনও হতে পারে।"

চিন্তিত দেখালো কর্নেলকে।

অ্যালের দিকে তাকালো পিট। "অ্যাডমিরাল স্যানডেকারের সাথে যোগাযোগ ক'রে জানতে চাও, থাসোসের কাছে পিঠে কোথাও জাহাজডুবি ঘটেছিলো কিনা, ঘটে থাকলে সে-সব জাহাজে মূল্যবান কিছু ছিলো কিনা। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত বিবরণ চাই।"

"ওয়াশিংটনে এখন সকাল এগারোটা," বললো অ্যাল। "কাজেই ধরে নাও ব্রেকফাস্টের মধ্যেই উত্তর পেয়ে যাবো আমরা, আর কিছু?"

"না।"

এতোক্ষণে হাসি ফুটলো কর্নেলের চেহারায়। অন্তত কাজ শুরু করা গেলো, কি বলেন, মিঃ পিট? ব্যাখ্যা দেবার মতো একটা কিছু না পেলে ঘাড় থেকে পেন্টাগনকে নামাতে পারবো না আমি। সত্যি কথা বলতে কি, আপনিই এখন আমার একমাত্র ভরসা!"

হাতঘড়ি দেখলো পিট। "বয়স্কাউটরা যেমন বলে—বি প্রিপেয়ার্ড! আপাতত এর বেশি কিছু করার নেই আমাদের। ব্র্যাডি ফিল্ড আর ফার্স্ট এটেম্পট্-এর ওপর কড়া নজর রাখছে শত্রুরা। যখন বুঝবে থাসোস থেকে লোক সরানো হচ্ছে না, ওশেনোগ্রাফি শিপ ফার্স্ট এটেম্পট্ও এজিয়ানে থেকে যাচ্ছে, তখন আবার ওরা অ্যালব্যাট্রস পাঠাবে। আমার বিশ্বাস, এবার আপনার ওপর নয়, কমান্ডার রুডির ওপর হামলা চালানো হবে।"

"কমান্ডারকে তাহলে জানানো দরকার!" বললো কর্নেল। "আমার কাছ থেকে সম্ভাব্য সমস্ত সাহায্য পাবেন তিনি।"

"কমান্ডারকে এখুনি কিছু জানানো উচিত হবে না," বললো পিট।

হতভম্ব দেখালো অ্যাল জিওর্দিনোকে। "হোয়াই, পিট? ফর গডস সেক, হোয়াই?"

মৃদু কাঁধ ঝাঁকালো পিট। "আবার হামলা হবে এটা একটা ধারণা মাত্র। তাছাড়া, ফার্স্ট এটেম্পট্কে যদি প্রস্তুতি নিতে দেখা যায়, আমাদের উদ্দেশ্য ভণ্ডুল হয়ে যাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভূতকে ফাঁদে আটকাতে হলে গর্ত থেকে বাইরে বের ক'রে আনতে হবে তাকে।"

"কিন্তু ফার্স্ট এটেম্পট্-এর বিজ্ঞানী আর ক্রুদের কি হবে? বিপদের কথা না জানালে কমান্ডার আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি হবে কিভাবে?"

"বিপদটা এতো তাড়তাড়ি আসছে না, অ্যাল। আরও অন্তত একটা দিন অপেক্ষা করবে অ্যালব্যাট্রসের মালিক, দেখবে ফার্স্ট এটেম্পট্ কেটে পড়ে কিনা," বললো পিট। তারপর মুচকি একটু হাসি ফুটলো ওর ঠোঁটে। "ইতিমধ্যে আমি একটা ফাঁদ পাতার চেষ্টা করবো।"

ফোঁস করে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো কর্নেলের নাক দিয়ে। উঠে দাঁড়ালো সে। "আপনি যখন দায়িত্ব নিচ্ছেন, দুশ্চিন্তার আর কোনো কারণ নেই আমাদের। বাঁচলাম!"

"আমি ফেরেশতা নই, কর্নেল লুইস," বলার সুরে কাঠিন্যটুকু ইচ্ছে করেই ফোটালো পিট। "ফাদ পাতলেই সেটা যে সফল হবে তার কোনো মানে নেই।

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি এবং সামান্য অভিজ্ঞতা নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো যাতে ভিলেন ধরা পড়ে, কিন্তু কারও বা কিছুর নিরাপত্তার গ্যারান্টি আমি দিতে পারবো না।"

কথাগুলো কর্নেলের ওপর কোনো প্রভাবই ফেলতে পারলো না। জিওর্দিনোর দিকে ফিরে হাসলো সে। চোখ মটকে বললো, "একেই বলে খাঁটি বিনয়, বুঝলেন?"

অসহায়ভাবে একটু কাঁধ ঝাঁকালো পিট। বুঝলো এই লোকের সাথে তর্ক করতে যাওয়া বৃথা। একে অন্ধ পিটভক্ত বানিয়ে ফেলেছে অ্যাল ছলে-বলে-কৌশলে।

"আমি গেলাম," দরজার কাছে পৌছে ঘুরে দাঁড়ালো অ্যাল। "বেস অপারেশন থেকে মেসেজটা পাঠিয়ে দিই অ্যাডমিরালকে।"

"সাপারের জন্যে আমার কোয়ার্টারে থামতে ভুলবেন না," বললো কর্নেল। গোঁফে তা দিতে দিতে ফিরলো ডার্কের দিকে। "আপনিও নিমন্ত্রিত।"

"ধন্যবাদ," বললো পিট। "কিন্তু আপনার আগেই আমাকে একজন ডিনারের দাওয়াত দিয়ে রেখেছে। দুঃখিত।"

"ডিনারের দাওয়াত পেয়েছেন? তার মানে?" অবাক হয়ে জানতে চাইলো কর্নেল। "কার কাছ থেকে?"

"সুন্দরী একটা মেয়ে।"

"হোয়াট!" দরজার কাছ থেকে গর্জন ছাড়লো অ্যাল। সাঁই ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সে। দুই চোখে অবিশ্বাস।

"ছ'টায় মেইন গেটে গাড়ি পাঠাবে, তার মানে মিনিট দুয়েক সময় আছে আমার হাতে," বললো পিট। "গুড ইভনিং, কর্নেল।" জিওর্দিনোর দিকে ফিরলো ও। "অ্যাডমিরালের উত্তর পাবার সাথে সাথে জানাবে আমাকে।" অ্যালকে পাশ কাটিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলো ও।

"ব্যাপারটা কি বলুন তো, মিঃ অ্যাল?" জানতে চাইলো কর্নেল লুইস। "সত্যি কি কোনো মেয়ের সাথে ডেট আছে মেজর ডার্কের?"

"যতোদূর জানি, অকারণে মিথ্যে কথা বলে না পিট!"

"কিন্তু কোনো মেয়ের দেখা তিনি পাবেন কোথায়? ফিল্ডে কোনো মেয়ে নেই, আর জহাজ ছাড়া আর কোথাও তিনি যান নি।"

কাঁধ ঝাঁকালো অ্যাল। "ডার্কের কথা কি আর বলবো আপনাকে। ওর ভাগ্যকে আমি ঈর্ষা করি। শুনেছি মেরুপ্রদেশেও নাকি একটা মেয়ে জুটিয়ে ফেলেছিলো। মেইন গেট থেকে একশো গজের মধ্যে ও যদি একটাকে পেয়ে গিয়ে থাকে, তাহলেও আমি আশ্চর্য হবো না।"

অধ্যায় ৫

পশ্চিম পাহাড়ের মাথা থেকে পিছন দিকে ঢলে পড়লো সূর্য। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে এলো থাসোসের আবহাওয়া। গাছ ঢাকা পাহাড় চূড়ার লম্বা ছায়া পড়লো ঢালের ওপর, নেমে এসে ছুঁয়ে দিলো ব্র্যাডি ফিল্ডের সাগরমুখী কিনারা। ঠিক এই সময় মেইন গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো পিট। বাইরের রাস্তায় উঠে এসে মেডিটেরেনিয়ানের তাজা বাতাসে ভরে নিলো বুক। দাঁড়িয়ে পড়ে তাকালো সাগরের দিকে। ঢেউ খেলানো সাদা ফেনার পিছনে অস্তগামী সূর্যের সোনালী আলো মেখে পানিতে ভাসছে ফার্স্ট এটেম্পট্। কুয়াশার ছিটেফোঁটাও নেই, দু'মাইলের মতো দূরে হলেও জাহাজের অনেক খুঁটিনাটি পরিষ্কার দেখতে পেলো ও। প্রায় মিনিট দুয়েক স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকলো। রোদ ঝলমলে সাগরে কমলা রঙের ঢেউ, দূর পাহাড়, রঙিন মেঘের ভেলা মুগ্ধ ক'রে রাখলো ওকে। তারপর গাড়ির কথা মনে পড়ে যাওয়ায় রাস্তার দু'দিকে তাকালো।

বাঁ দিকে, রাস্তার এ ধারে দেখা গেলো গাড়িটাকে। প্রকাণ্ড, আয়নার মতো ঝকঝকে, যেনো সদ্য তৈরি লেজার-ইয়ট নোঙর করা হয়েছে। "কি বোকা আমি!" বিড় বিড় ক'রে বললো পিট। গাড়িটা দেখেই নিজের একটা ভুল ধরতে পেরেছে। ধীর পায়ে এগোলো ও। মুগ্ধ একটা ভাব ফুটে উঠলো চেহারায়। ভালো কোনো গাড়ি দেখলে দারুণ খুশি লাগে ওর।

এটা একটা মেবাক-জেপেলিন টাউন কার। প্যাসেঞ্জার কেবিন থেকে ড্রাইভারকে আলাদা করার জন্যে স্লাইডিং গ্লাস পার্টিশনের ব্যবস্থা আছে। রেডিয়েটরের ওপর বসানো বড় আকারের জোড়া গ। তার পিছনে ছয় ফুট লম্বা হুড, শেষ হয়েছে নিচু করে তৈরি উইন্ডশিল্ডের কাছে, তাতে গাড়ির বাইরের চেহারায় সাংঘাতিক বুনো এবং আসুরিক শক্তির একটা ভাব ফুটে উঠেছে। লম্বা ফেন্ডার আর রানিং বোর্ডগুলো চকচকে কালো, কিন্তু কোচওয়ার্ক রূপালী পারদের মতো ঝলমল করছে। তুলনা মেলা ভার, মনে মনে স্বীকার করলো পিট। জার্মান কারিগরীর অপূর্ব নিদর্শন এই গাড়ির প্রতিটি নাট, প্রতিটি বল্টুর ভেতর খুঁজে পাওয়া যাবে। নিঃশব্দে চলা এবং নিখুঁত যান্ত্রিক নৈপুণ্যের জন্যে রোলস-রয়েস

ফ্যান্টম থ্ যদি বৃটেনের আদর্শ গাড়ি হয়ে থাকে, তাহলে তার সাথে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে জার্মানীর মেবাক-জেপেলিন।

এগিয়ে গিয়ে গাড়ির পাশে দাঁড়ালো পিট। ফ্রন্ট ফেন্ডার ওয়ালে শক্তভাবে বসানো রয়েছে প্রকাণ্ড স্পেয়ার টায়ারটা, সেটার গায়ে ডান হাতটা আলতোভাবে বুলালো ও। চাকার গায়ে গভীরভাবে খোদাই করা রয়েছে ডায়মন্ড আকৃতির নকশা। ওর ঠোঁটে সন্তুষ্টির ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেলো। ঘুরে সামনের সিটের দিকে তাকালো ও।

হুইলের পিছনে বসে আছে ড্রাইভার, অলস ভঙ্গিতে দরজার ফ্রেমে আঙুল নাচাচ্ছে। বিরক্ত, ক্লান্ত দেখালো লোকটাকে। চোখ বুজে হাই তুললো একটা। গ্রে-গৃন রঙের টিউনিক পরে আছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নাজি অফিসারদের ইউনিফর্মের সাথে প্রায় হুবহু মিল আছে তার এই পোশাকের, যদিও আস্তিন বা কাঁধে কোনো ইনসিগনিয়া নেই। যে ক্যাপটা পরে আছে তার কিনারা অস্বাভাবিক চওড়া, নিচে ঝুলে আছে দু'এক গাছি সোনারী চুল। কিন্তু গায়ের রঙ রোদ ঝলসানো তামাটে। চোখে সিলভার রিমের চশমা। হাত তুলে বাঁকা ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট গুঁজলো সে। লোকটার চেহারায় গোয়ার্তুমির ছাপ ফুটে আছে, সেটা গোপন করারও কোনো চেষ্টা নেই তার মধ্যে।

দেখেই লোকটাকে অসহ্য লাগলো ডার্কের। রানিং বোর্ডে একটা পা তুলে দিয়ে একটু ঝুঁকে তাকালো ও। বললো, "তুমি বোধহয় আমার জন্যেই অপেক্ষা করছো। আমি ডার্ক পিট।"

সোনালীচুলো ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার গরজটুকুও দেখালো না। আঙুলের টোকায় ডার্কের কাঁধের ওপর দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলো আধ-খাওয়া সিগারেটটা, খাড়া করলো শিরদাঁড়া, ইগনিশন সুইচ ঘুরিয়ে স্টার্ট দিলো গাড়ি। ভার, কর্কশ সুরে বললো, "আপনি যদি আমেরিকান গারবেজ রিসিভার হয়ে থাকেন," জার্মান উচ্চারণ ভঙ্গি, ভাঙা ভাঙা ইংরেজি, "তাহলে চড়তে পারেন।"

ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেলো ডার্কের ঠোঁটে, কিন্তু চোখ দুটো হয়ে উঠলো কঠোর। "সামনে দুর্গন্ধ থাকতে পারে, পিছনে উঠি?"

"যেখানে খুশি," বললো ড্রাইভার। চেহারাটা লাল হয়ে উঠলো তার, কিন্তু তবু ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো না।

"ধন্যবাদ," সহাস্যে বললো পিট। পিছনটাই বোধহয় স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো হবে।" চকচকে হাতলটা ধরে ঘোরাতেই খুলে গেল ভারি দরজা। টাউন কারের ভেতরে ঢুকলো ও। পুরনো ফ্যাশনের একটা পর্দা ভাঁজ খুলে নেমে এলো পার্টিশনের ওপর, সেই সাথে সম্পূর্ণ আড়ালে পড়ে গেলো ড্রাইভার।

শিকারী বিড়ালের মতো নিৎশব্দ পায়ে এগোলো মেবাক। মৃদু কাঁপন ছাড়া বোঝার কোনো উপায় নেই ইঞ্জিন চালু আছে। গিয়ার বদল করলো ড্রাইভার, সামান্য একটু খস খস আওয়াজ হলো মাত্র। পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো পিট, দেখলো বেশ দ্রুত গতিতে লিমিনাসের দিকে ছুটতে শুরু করেছে গাড়ি।

জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলো ও। পাহাড়ের ঢালগুলোয় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ফার আর নারকেল গাছ। সরু সৈকতকে ফিতের মতো ঘিরে রেখেছে প্রাচীন জলপাই গাছ। খানিক দূরে দূরে ছোটো ছোটো তামাক বা গম ক্ষেত। কয়েক মিনিট পর ছবির মতো সুন্দর পানাঘিয়া গ্রামের ভেতর দিয়ে পথ করে নিলো গাড়ি। কাঁকর ছড়ানো রাস্তার এখানে সেখানে খানা-খন্দে জমে থাকা বৃষ্টির পানি দু'দিকে ছিটিয়ে দিলো ছুটন্ত চাকা। গ্রীষ্মের কড়া তাপ যাতে প্রতিফলিত হতে পারে সেজন্যে প্রতিটি বাড়ি সাদা রঙ করা। চালের প্রান্ত ঢালু হয়ে নেমে এসেছে প্রায় রাস্তার ওপর। ছিমছাম পরিপাটি ঘরদোর, ছেলেমেয়েদের পরনে নতুন জামা-কাপড় না থাকলেও সেগুলো ময়লা নয়। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে একটা করে খুদে বাগান। গ্রামটাকে পিছনে ফেলে এলো ওরা। তার একটু পরই সামনে দেখা গেলো লিমিনাস। কিন্তু কাছে পৌঁছবার আগেই দ্রুত একটা বাঁক নিলো গাড়ি, ছোটো শহরটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটলো ধুলো ভর্তি পাহাড়ি পথ ধরে। এদিকে রাস্তা ক্রমশ সরু হয়ে উঠে গেছে ওপর দিকে। এরপর সামনে পড়লো চুলের কাঁটার মতো তীক্ষ্ম কয়েকটা বাঁক। জানালার নিচেই পাহাড়ের কিনারা, খাড়া নেমে গেছে খাদের ভেতর। পিট অনুভব করলো, সরু পথের ওপর মস্ত গাড়িটাকে সোজা রাখার জন্যে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ড্রাইভার। কিন্তু এখন যদি উল্টো দিক থেকে একটা গাড়ি আসে, কি করবে সে? জানালা দিয়ে মাথা বের করে সামনে তাকালো পিট। হঠাৎ দেখে স্বপ্নপুরীর মতো লাগলো বিশাল ভিলাটাকে।

শেষ বাঁক নিয়ে সোজা সেদিকেই এগোলো ড্রাইভার। এখানে চওড়া আর সমতল হয়ে গেছে রাস্তা। আকৃতিতে আধুনিক হলেও, আকারের দিক থেকে রোমান রাজপ্রাসাদের সাথে মিল আছে ভিলাটার। একজোড়া আকাশ ছোঁয়া পাহাড় চূড়ার মাঝখানে, প্রকাণ্ড উপত্যকা দখল করে আছে এস্টেটা। এখান থেকে দিগন্তজোড়া ঈজিয়ান সাগর দেখতে পাওয়া যায়। দু'মানুষ সমান উঁচু পাঁচিলের গায়ে লোহার দেট, গাড়িটা কাছাকাছি পৌছুতেই ভেতর থেকে খুলে গেলো, কিন্তু কোনো লোকজন দেখতে পেলো না পিট। ভেতরে কংক্রিটের রাস্তা, দু'ধারে ফার গাছের সারি। মার্বেল পাথরের এক প্রস্থ সিঁড়ির ধাপের সামনে গাড়ি

থামালো ড্রাইভার। সিঁড়ির মাঝামাঝি চওড়া একটা ধাপের ওপর যুবতী মায়ের স্ট্যাচু দেখা গেলো, কোলে শিশু, চোখ নামিয়ে নির্বাক তাকিয়ে আছে ডার্কের দিকে। তার দিকে তাকিয়ে থেকেই গাড়ি থেকে নামলো পিট।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করবে পিট, হঠাৎ কি মনে করে দাঁড়িয়ে পড়লো, তারপর ঘুরে তাকালো গাড়ির দিকে। "তোমার নামটা যেনো কি?" জানতে চাইলো ও।

গাড়ির ভেতর থেকে ডার্কের দিকে এই প্রথম তাকালো লোকটা। চেহারা দেখে মনে হলো, একটু অবাক হয়েছে। "উইলি। কেন, নাম দিয়ে কি হবে?"

"উইলি", সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললো পিট, "ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমার সাথে জরুরি কথা আছে আমার। গাড়ি থেকে একটু নামবে?"

এক সেকেন্ড ইতস্তত করলো ড্রাইভার। ভুরু কুঁচকে দেখলো পিটকে। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে নেমে এলো গাড়ি থেকে। ডার্কের সামনে বুক টান ক'রে দাঁড়ালো। কি জরুরি কথা? তাড়াতাড়ি বলুন, আমার সময় নেই।"

উইলির পায়ের দিকে তাকালো পিট। মাথা তুলে বললো, "তুমি দেখছি জ্যাক বুট পরো, উইলি!"

"হ্যাঁ জ্যাক বুট পরি। তাতে কি হলো?"

সারা মুখে সরল হাসি চড়িয়ে বললো পিট, "জ্যাক বুটে ভোঁতা পেরেক থাকে, তাই না?"

চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে ডার্কের দিকে তাকিয়ে থাকলো উইলি। বললো, "থাকে। কিন্তু আপনি আমাকে এ-ধরনের আজেবাজে প্রশ্ন করছেন কেন, হের পিট? কি বলতে চান আপনি?"

কঠোর হয়ে উঠলো ডার্কের চেহারা। "আড়িপাতা তোমার কম্ম নয়, ওটা একটা আর্ট। সিলভার রিমের চশমা যে রোদ রিফ্লেক্ট করে তাও তুমি জানো না।"

হতভম্ব দেখালো উইলিকে। কিছু বলতে গেলো, কিন্তু নাকে ওপর দুম করে ঘুসি খেয়ে পিছন দিকে ঝাঁকি খেলো মাথা, উড়ে গেলো ক্যাপ। চোখের মণি দুটো স্থির হয়ে গেলো, দৃষ্টি হয়ে উঠলো শূন্য। টলমল ক'রে উঠলো শরীর, ভাঁজ হয়ে গিয়ে কংক্রিটের মেঝেতে পড়লো হাঁটু। মাথাটা নিচু হয়ে থাকলো, তুলতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। রক্তের একটা ধারা গড়িয়ে বেরিয়ে আসছে নাকের ফুটো দিয়ে এক পা পিছিয়ে গেলো পিট। লাথি দিতে যাবে, এই সময় কাত হয়ে পড়ে গেলো উইলি। ডার্কের চেহারায় অসন্তোষ আর অতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনটে করে ধাপ টপকে উঠতে শুরু করলো ওপর দিকে।

সিঁড়ির মাথার ওপর উঠে পাথরের একটা খিলান পেরোলো পিট, গোলাকার একটা উঠনে আবিস্কার করলো নিজেকে, মাঝখানে দেখা গেলো কাঁচের মতো স্বচ্ছ একটা পুল। গোটা উঠানটাকে ঘিরে আছে বিশ কিংবা তারও বেশি হেলমেট পরা রোমান সৈনিকের স্ট্যাচু, প্রত্যেকটা সাত ফুট করে উঁচু। তাদের দৃষ্টিহীন পাথুরে চোখ পানিতে পরা নিজেদেরই সাদা প্রতিবিম্বের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে আছে, যেনো স্মরণ করছে ভুলে যাওয়া যুদ্ধের কাহিনী। সন্ধ্যার হালকা কালিমা ভৌতিক ছায়া ফেলেছে ওদের গায়ে, ডার্কের মনে হলো সেটা ঝেড়ে ফেলে এখুনি বুঝি জ্যান্ত হয়ে উঠবে সৈনিকের দল। পুলটাকে পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি এগোলো ও, থামলো উঠানের এক কোণে, প্রকাণ্ড একটা দরজার সামনে। ব্রোঞ্জের তৈরি সিংহের একটা মাথা দরজার গায়ে ঝুলছে, ওটাই নকার। হাতল ধরে ওপরে তুললো পিট, তারপর জোরে নামিয়ে নক্ করলো।

প্রায় সাথে সাথে, নিঃশব্দে খুলে গেলো দরজা। কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেলো ডার্কের মধ্যে। "টেরি!" ডাকলো ও। কেউ সাড়া দিলো না। অগত্যা দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

সাজানো-গোছানো মাঝারি একটা অ্যান্টিরুম এটা। সবগুলো দেয়াল ঢাকা পর্দার গায়ে যুদ্ধের দৃশ্য। সুতো দিয়ে বোনা সৈনিক দল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে মার্চ ক'রে এগোচ্ছে। কামরার সিলিংটা গম্বুজের মতো, গায়ে অসংখ্য চৌকো খোপ, সেগুলো থেকে হালকা কোমল হলদেটে আলো বেরিয়ে আসছে। চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলো না পিট, কাজেই অপেক্ষা করার জন্যে মাঝখানের দুটো মার্বেল বেঞ্চের একটায় বসলো ও।

বসার পর এক মিনিটও কাটে নি, দেয়ালের একটা পর্দা হঠাৎ করে সরে গেলো এক পাশে। বুড়ো কিন্তু শক্ত-সমর্থ চেহারার এক লোক ঢুকলো ভেতরে। সাথে ধবধবে সাদা একটা বিশাল কুকুর।

অধ্যায় ৬

প্রকাণ্ড জার্মান শেফার্ড দেখে পিলে চমকে ওঠার অবস্থা হলো ডার্কের। জুটি ভালোই মিলেছে, প্রায় হুবহু না হলেও দু'জনের অনেক মিল। কুকুর এবং প্রভু কারোও মুখেই হাসি নেই। চোখে হিংস্র পশুর ঠাণ্ডা দৃষ্টি। চেহারার বুনো, অশুভ শক্তির ছাপ। অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, এ লোকের বয়সের গাছ-পাথর নেই, কিন্তু শরীরের কাঠামো এখনও সুঠাম। মুখের কোথাও বলিরেখার কোনো চিহ্ন নেই, কিন্তু কপালে কয়েকটা স্পষ্ট ভাঁজ। গোল, জার্মান মুখ। মাথাটা কামানো। ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে শক্তভাবে সেঁটে আছে, যেনো কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছে।

"গুড ইভনিং," সুরটা প্রায় ধমকের মতো বাজলো ডার্কের কানে। কটমট ক'রে তাকিয়ে আছে বুড়ো। "আমার ভাতিজি বোধহয় তোমাকেই ডিনার খেতে দাওয়াত করেছে?"

উঠে দাঁড়ালো পিট। একটা চোখ রাখলো মস্ত বাঘের দিকে। জানোয়ারটা হাঁপাচ্ছে। "জ্বী," বললো ও। "মেজর ডার্ক পিট অ্যাট ইওর সার্ভিস।"

বৃদ্ধের কপালের ভাঁজগুলো গুটিয়ে মোটা হয়ে গেলো। বেশ একটু অবাক হয়েছে। "টেরির কথা শুনে মনে হলো সার্জেন্টের র‍্যাঙ্কও পেরোও নি তুমি। এয়ার ফিল্ডে তোমার কাজ নাকি আবর্জনা সংগ্রহ করা?"

"না," মৃদু হেসে বললো পিট। "ওর সাথে ঠাট্টা করেছিলাম আমি।" তারপর, অনেকটা গায়ে পড়ে ঝগড়া করার সুরে বলে উঠলো, "আমি মেজর শুনে নিশ্চয়ই আপনি অসন্তুষ্ট বা অস্বস্তিবোধ করছেন না, মি:...?"

"আমি ব্রুনো ফন টিল। তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মেজর," কিন্তু গলার আওয়াজ আর চেহারা দেখে মনে হলো পারলে এক্ষুনি সে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় পিটকে।

বুড়োর বাড়ানো হাতটা ধরলো পিট। লক্ষ্য করলো, চামড়ায় সামান্য ঢিল পড়েছে, কিন্তু শক্ত মুঠোয় কাঠিন্যের অভাব নেই। বললো, "সম্মানটুকু আমার, মি: ফন টিল।"

দেয়ালের একটা পর্দা খামচে ধরলো ফন টিল। পর্দার পিছনে একটা দরজা দেখা গেলো। "এসো মেজর। টেরির ড্রেস পরা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকেই সঙ্গ দাও।"

প্রায় অন্ধকার একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এলো ওরা। সাদা হাউন্ড আর কামানো মাথাকে অনুসরণ করে তেকোণা একটা স্টাডিরুমে ঢুকলো পিট। সিলিংটা গম্বুজ আকৃতির। ইলেকট্রিক ঝাড়বাতি ঝুলছে। তিন দিকের দেয়ালে বুক শেলফ। আরেক দিকের দেয়ালে খুদে আকারের একটা শো-কেস ছাড়া কিছু নেই। শো-কেসের মাথায় অদ্ভুত একটা জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ডার্কের। জার্মান সাবমেরিনের একটা মডেল। এই পরিবেশে কেমন যেনো বেমানান লাগলো ওটাকে। ঘরের মাঝখানে সম্পূর্ণ কাঁচ দিয়ে তৈরি একটা বার। সোফা দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলো বৃদ্ধ পিটকে। জানতে চাইলো, "বলো, তোমার কি পছন্দ?"

"ঠাণ্ডা বিয়ার।"

কেমন যেনো থমকে গিয়ে ডার্কের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো ফন টিল। কিন্তু কিছু বললো না। ডার্কের জন্যে বিয়ার আর নিজের জন্যে স্কচ হুইস্কি ঢাললো গ্লাসে। দুটো গ্লাসেই বরফের টুকরো ফেললো সে।

"ভিলাটা দারুণ," সোফায় বসে হেলান দিলো পিট। "নিশ্চয়ই এর একটা ইন্টারেস্টিং ইতিহাস আছে?"

"ও শিওর!" স্মার্ট ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো ফন টিল। "খৃস্টের জন্মের একশো আটত্রিশ বছর আগে রোমানরা এটাকে ওদের জ্ঞানের দেবী মিনার্ভার একটা মন্দির হিসেবে তৈরি করেছিলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু পরে কিনি আমি তারপর নতুন করে ভেঙেচুরে এই চেহারা দিই," ডার্কের হাতে বিয়ারের গ্লাস ধরিয়ে দিলো সে। "আমরা কি কারও স্বাস্থ্য পান করবো, মেজর পিট?"

"প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই আপনি সাবালক হয়ে উঠেছিলেন, অন্তত আপনার কথা থেকে তাই বোঝা গেলো, তার মানে আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবান পুরুষ! দেখে কিন্তু মনে হয় না এতো বয়স হয়েছে আপনার। আমি প্রস্তাব করছি, আসুন, আমরা আপনার সুস্বাস্থ্য আর শতায়ু কামনা করে পান করি..."

"শতায়ু?" ভুরু কুঁচকে প্রায় মারমুখো হয়ে উঠলো বুড়ো ফন টিল। "তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছো, মেজর পিট? জানো, আমার বাবা একশো পঁয়ত্রিশ বছর বেঁচেছিলেন? জানো, মৃত্যুর এগারো মাস আগে তিনি আমার সাত নম্বর সৎ মা'কে ঘরে তুলেছিলেন? মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে উঠেছিলেন সূর্যোদয় দেখার জন্যে? আর আমার পিতামহ? একশো চল্লিশ বছর দিব্যি হেঁটে চলে...?"

হাত তুলে বাধা দিলো পিট। "ভুল হয়ে গেছে আমার, মিঃ ফন টিল। কিছু মনে করবেন না। ঠিক আছে একশো নয়, আপনার দেড়শো বছর আয়ু কামনা করে পান করবো আমরা। ও.কে?"

"আমি যে অন্তত বাপের আয়ুকে ছাড়িয়ে যাবো তাতে কোনো সন্দেহ নেই," দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো ফন টিল। "কাজেই আমার দীর্ঘ আয়ু কামনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি বরং অন্য কিছু সাজেস্ট করো।"

"অন্য কিছু?"

"হ্যা। সুন্দরী নারী...অঢেল টাকা...সুখী জীবন...নিজের বা তোমার দেশের প্রেসিডেন্টের দীর্ঘ আয়ু...তোমার যা খুশি।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করলো পিট, তারপর বললো, "বেশ। আসুন, আমরা তাহলে কার্ট হেইবার্টের সাহস এবং প্লেন চালাবার নৈপুণ্য স্মরণ ক'রে পান করি।" ফন টিলের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে যেতে দেখলো পিট। "কার্ট হেইবার্ট, যাকে হক অব ম্যাসেডোনিয়া বলা হতো। তার কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে, মিঃ ফন টিল?"

ধীরে ধীরে ডার্কের সামনের সোফায় বসে পড়লো ফন টিল। গ্লাসটা একটু একটু নাড়ছে, ভেতরে ঘুরছে বরফের টুকরোগুলো। ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকলো ডার্কের দিকে, তারপর শান্ত সুরে, প্রায় ফিসফিস করে শুরু করলো, "অদ্ভুত মানুষ তুমি, মেজর পিট। কৌতুক করার জন্যে নিজের পরিচয় দাও গারবেজ কালেক্টর বলে। আমার ভিলায় প্রথম পা দিয়েই আমার ড্রাইভারকে ঘুসি মারো। তারপর আমাকে হতবাক করে দাও আমার পুরনো বন্ধু কার্ট হেইবার্টের সাহসের কথা স্মরণ করতে বলে।" গ্লাসে চুমুক দিলো সে। গ্লাসের কিনারার ওপর দিয়ে তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে থাকলো ডার্কের চোখে। কিন্তু তোমার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কি জানো?" নিকোটিনে পোড়া মোটা, পুরু ঠোঁটে বিদ্রুপের ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেলো। "আমার ভাতিজি টেরিকে বড় জবর দাওয়াই দিয়েছো হে! আজ সকালে সৈকত থেকে ফিরে সেই যে গুনগুন শুরু করেছে, সারাটা দিন থামার লক্ষণ নেই। ওকে তুমি খুশি করতে পেরেছো, সেজন্যে আমি ধন্যবাদ দিই তোমাকে, মেজর পিট।"

"শুধু উইলির ব্যাপারে একটা কথা বলার আছে আমার," বললো পিট। "ওর রুচি বলতে কিছু নেই। ব্যাটা পিপিং টম..."

"কিন্তু ওকে তুমি দোষ দিতে পারো না," পিটকে বাধা দিলো ফন টিল। "বেচারা আমার নির্দেশ পালন করছিলো মাত্র। টেরিকে চোখে চোখে রেখে পাহারা দেবার দরকার আছে, মেজর পিট। ও আমার একমাত্র জীবিত আপনজন। ওর কোনো বিপদ হোক আমি তা চাই না।"

"কেন মনে করছেন ওর বিপদ হতে পারে?"

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ফন টিল। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অন্ধকার হয়ে আসা সাগরের দিকে তাকালো সে। "জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যে অমানুষিক খেটেছি আমি, ব্যক্তিগত এই সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে আমাকে। এতো ওপরে ওঠার জন্যে অনেক বন্ধুকে হারিয়েছি আমি, অনেক শত্রু তৈরি করেছি। তারা কে কখন প্রতিশোধ নেবার জন্যে এগিয়ে আসবে কেউ বলতে পারে না!"

ফস্ করে জিজ্ঞেস করলো পিট, "সেজন্যেই কি আপনি শোল্ডার হোলস্টারে লুগার রাখেন?"

জানালার দিকে পিছন ফিরলো ফন টিল। সাদা ডিনার জ্যাকেট টেনেটুনে আরও ভালোভাবে ঢাকার চেষ্টা করলো বাঁ বগলের নিচে ফুলে থাকা পিস্তলটা। "জিজ্ঞেস করতে পারি, এটা যে একটা লুগার তা তুমি জানলে কিভাবে?"

"স্রেফ অনুমান," বললো পিট। "আপনাকে দেখে লুগার টাইপ ব'লে মনে হয়েছে।"

কাঁধ ঝাঁকালো ফন টিল। "এমনিতে আমি কিন্তু দিল-খোলা লোক। কাউকে সন্দেহ করার আমার স্বভাব নয়। কিন্তু টেরি তোমার সম্পর্কে যা বললো আর তোমার যা আচরণ দেখছি, দুটোর মধ্যে কোনো মিল নেই—তোমাকে আমার কেমন যেনো সন্দেহ হচ্ছে, মেজর পিট।"

"রাখঢাক না ক'রে স্পষ্টভাবে কথা বলছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ," মুচকি হেসে বললো পিট। "এতে ক'রে মুখের ওপর পরিস্কার কথা বলার অধিকার আমিও পেয়ে গেলাম।"

আচমকা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বৃদ্ধ। তারপর হাসি থামিয়ে বললো, "আমাকে উত্তেজিত করতে পারে এমন কিছু বলার কথা আছে নাকি তোমার?"

"যে কেউ আমাকে সন্দেহ করতে পারে," বললো পিট। "এবং আমিও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নই যে, খেলাচ্ছলে ছোটোখাটো দু'চারটে পাপ আমিও করেছি। কিন্তু সেই সাথে জানাতে চাই, হত্যা বা জোরজুলুম ক'রে টাকা কামানোর মধ্যে কোনো কালেই ছিলাম না আমি। কিন্তু আপনি, মিঃ ফন টিল? ঠিক কি ধরনের ব্যবসাতে জড়িত আপনি, জানতে পারি?"

ফন টিলের লালমুখো চেহারা আরও লাল হয়ে উঠলো, চোখে ঝিক করে উঠলো সন্দেহ। জোর ক'রে হাসলো সে। "আমার ব্যবসার কথা যদি বলি তোমাকে, মেজর পিট, শুনে খিদে নষ্ট হয়ে যাবে তোমার। আর তোমার খিদে নষ্ট হয়ে গেলে টেরি আমার ওপর ভীষণ রাগ করবে। বিশেষ করে আধবেলা ধরে

রান্নাবান্নার তদারক করেছে ও," কাঁধ ঝাঁকালো। "হয়তো অন্য কোনো দিন বলবো, তোমাকে আরও ভালো করে জানার পর।"

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দেবার সময় ভাবলো পিট, এ কার পাল্লায় পড়লো সে? পাগল-ছাগল, নাকি গভীর জলের মাছ? যাই হোক না কেন, বুড়োর প্রতিক্রিয়া কি হয় দেখার জন্যে কার্ট হেইবার্টের প্রসঙ্গটা আবার তোলা দরকার।

"আরেকবার গ্লাসটা ভরে দিই, মেজর পিট?" ডার্কের চিন্তায় বাধা দিলো ফন টিল।

খালি গ্লাস নিয়ে উঠে দাঁড়ালো পিট। "ধন্যবাদ, আমি নিজেই নিচ্ছি।" বারের সামনে এসে দাঁড়ালো ও। গ্লাসে বিয়ার আর বরফ ঢেলে ঘুরলো ও, বারে হেলান দিয়ে তাকালো ফন টিলের দিকে। "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এভিয়েশন সম্পর্কে সামান্য কিছু পড়াশোনা আছে আমার। তা থেকে যতোদূর জেনেছি, কার্ট হেইবার্টের মৃত্যু বলতে গেলে একটা অমীমাংসিত রহস্যই। জার্মান অফিশিয়াল রেকর্ড বলে, বৃটিশরা তাকে গুলি করে নামায়, ঈজিয়ান সাগরের কোথাও ক্র্যাশ করে তার প্লেন। কিন্তু কে গুলি করেছিলো রেকর্ডে তার কোনো উল্লেখ নেই। তাছাড়া, লাশটা পাওয়া গিয়েছিলো কিনা সে সম্পর্কেও কিছু বলা হয় নি।"

একটু ঝুঁকে কুকুরটার মাথায় হাত বুলালো ফন টিল। চোখ দেখে মনে হলো, নিজেকে অতীতের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে। নিচু গলায় বলতে শুরু করলো, "উনিশশো আঠারো সালে বৃটিশদের বিরুদ্ধে ওটা ছিলো কার্টের ব্যক্তিগত যুদ্ধ। মুখে তো বলতোই, কাজেও দেখাতে কসুর করতো না। প্লেন নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় আকাশে উঠতে জানতো না সে। ভূতে পাওয়া মানুষ যেমন উন্মাদ, উন্মত্ত হয়ে ওঠে, যুদ্ধ-যাত্রার সময় ঠিক তাই হয়ে উঠতো কার্ট। কোনো ভয়-ডর ছিলো না তার, বৈরী প্লেনের ঝাঁক দেখলেই হলো, নিজের বা প্লেনের নিরাপত্তার কথা না ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়তো। আকাশে ওঠার পর থেকে পাগলের মতো ককপিটের কিনারায় একনাগাড়ে ঘুসি মারতো সে, রক্তাক্ত হয়ে যেতো হাত দুটো। সেই সাথে মা-বাপ তুলে গালিগালাচ আর অভিশাপ দিতো বৃটিশদের। ফুল থ্রটল দিয়ে টেক-অফ করতো সে, তার অ্যালব্যাট্রস সন্ত্রস্ত পাখির মতো লাফ দিয়ে উঠতো আকাশে। অথচ," ডার্কের দিকে তাকালো ফন টিল। "ভাবতে আশ্চর্য লাগে, অন্য যে কোনো সময়ে একবারে মাটির মানুষ ছিলো কার্ট। অত্যন্ত কৌতুক-প্রিয় ছিলো সে, ছোটো ছেলেমেয়েদের খুবই ভালোবাসতো।জার্মান সৈনিক সম্পর্কে দুনিয়ার যা ধারণা, ঠিক তার উল্টো।"

"তাই?"

বলে চললো ফন টিল, যেনো ডার্কের কথা শুনতেই পায় নি, "চতুর একটা বৃটিশ কৌশলের কাছে হার মানতে হয় কার্টকে। আসলে, নিজের মৃত্যু নিজেই

ডেকে নিয়ে আসে সে। একটু মনোযোগ দিয়ে তার প্লেন চালাবার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে ওরা, এবং দেখতে পায়, অবজার্ভেশন বেলুনের ওপর সাংঘাতিক দুর্বলতা আছে তার। বেলুন দেখতে পেলেই হলো, হামলা চালিয়ে সেটাকে ধ্বংস না করে স্বস্তি ছিলো না তার। বৃটিশরা তার এই দুর্বলতাটাকে পুঁজি করে একটা ফাঁদ পাতলো। আকাশে একটা বেলুন তুললো ওরা, অবজার্ভেশন বাস্কেটে ভরলো হাই এক্সপ্লোসিভ আর খড় ও কাপড় দিয়ে তৈরি একটা ডামি। ডিটোনেশন ওয়্যার ঝুলে থাকলো মাটিতে। এরপর বৃটিশদের শুধু অপেক্ষার পালা।" ধীর পায়ে এগিয়ে এসে একটা সোফায় বসলো ফন টিল। চোখ দুটো বুজে এলো। তারপর মুখ তুলে সিলিঙের দিকে তাকালো সে। কুকুরটা তার পায়ের কাছে বসলো।

"বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি ওদের। মাত্র একদিন পর মিত্রপক্ষের লাইন পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো কার্ট। তীর থেকে বেশ খানিক দূরে, আকাশের ওপর ভাসছিলো বেলুনটা। দেখতে পেয়েই প্লেন নিয়ে ছুটলো সে। নিচ থেকে গুলি করা হচ্ছে না দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়েছিলো সে। কিন্তু তার মনে কোনো সন্দেহের উদয় হয় নি, হলে বেলুনটার ওপর হামলা না চালিয়ে ফিরে আসতো। প্লেন নিয়ে ছুটে যাবার সময় বেলুনের সাথে ঝুলন্ত বাস্কেটের রেলিঙে ডামিটাকেও নিশ্চয় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলো সে। তাকে প্যারাস্যুট নিয়ে লাফিয়ে পড়তে না দেখে হয়তো ভেবেছিলো, ঘুম বা তন্দ্রার মধ্যে আছে। গর্জে উঠলো কার্টের গান। হাইড্রোজেন ভর্তি ব্যাগ বিস্ফোরিত হয়ে বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে দিলো আগুনের মেঘ। কার্ট গুলি শুরু করার সাথে সাথে এক্সপ্লোসিভ ডিটোনেট করে বৃটিশরা।"

"তার মানে মিত্রপক্ষের এলাকায় ক্র্যাশ করে কার্ট?"

"বিস্ফোরণের পর ক্র্যাশ করে নি প্লেনটা," বললো ফন টিল। "আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে অ্যালব্যাট্রস, কিন্তু তার ডানা ভেঙে গিয়েছিলো, কন্ট্রোল সারফেসও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। আর মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলো কার্ট। বোধহয় সারা শরীর পুড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তাকে নিয়ে ম্যাসেডোনিয়ান কোস্টলাইন পেরিয়ে আসে প্লেনটা, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায় সাগরে। সেই থেকে হক অব ম্যাসেডোনিয়া বা তার বিশ্বস্ত বাহন হলুদ অ্যালব্যাট্রসকে আর কখনও দেখা যায় নি।"

"ভুল করলেন," সাথে সাথে বললো পিট, "এতোদিন দেখা যায় নি, কিন্তু গতকাল আবার দেখা গেছে।" ফন টিলের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার জন্যে তীক্ষ্ণ হলো ওর দৃষ্টি।

ক্ষীণ একটু বিস্ফোরিত হলো চোখ জোড়া, তাছাড়া ফন টিলের চেহারা ভাবলেশহীন হয়েই থাকলো। পরস্পরের সাথে সেঁটে থাকা ঠোঁট জোড়া একটুও নড়লো না।

তাড়াতাড়ি আবার প্রসঙ্গে ফিরে এলো পিট। "আপনি আর কার্ট কি প্রায়ই এক সাথে ফ্লাই করতেন?"

"হ্যাঁ, অনেকবার একসাথে ফ্লাই করেছি আমরা। মাঝে মধ্যে আমরা এমনটিক টু সিটার রাম্পলার বোম্বার নিয়ে বৃটিশ অ্যারোড্রোমে আগুনের বোমা ফেলেছি। অ্যারোড্রোমটা এখানে, এই থাসোসে ছিলো। প্লেন চালাতো কার্ট, আর আমি ছিলাম অবজার্ভার এবং বম্বার্ডিয়ার।"

"কোথায় ছিলো আপনাদের ঘাঁটি?"

"জাস্টা সেভেনটি থ্'তে পোস্টেড ছিলাম আমরা, প্লেন নিয়ে উঠতাম ম্যাসেডোনিয়া জান্তি অ্যারোড্রোম থেকে।"

খালি বিয়ারের গ্লাস বারে নামিয়ে রেখে সোফায় ফিরে এলো পিট। বৃদ্ধের মুখের দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বললো, "কার্টের মৃত্যু সম্পর্কে বলার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, মিঃ ফন টিল। কিছুই বাদ দেন নি আপনি।"

"কার্ট ছিলো আমার অন্তরের বন্ধু," নিচু গলায় বললো ফন টিল। "তার করুণ পরিণতির কথা আমি ভুলি কিভাবে! তারিখ, এমনকি সময়টা পর্যন্ত মনে আছে আমার, রাত ন'টা জুলাই মাসের পনেরো, উনিশশো আঠারো।"

"কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে, পুরো ঘটনাটা আর কেউ জানে না," বললো পিট। "বার্লিন আর্কাইভ এবং লন্ডন এয়ার মিউজিয়ামে কার্টের মৃত্যু সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। কোনো কোনো বইপত্রে তার উল্লেখ পেয়েছি বটে, কিন্তু বলা হয়েছে কার্টের মৃত্যু একটা রহস্যময় ব্যাপর, ব্যস, আর কিছু না।"

"এতে আশ্চর্য হাবার কিছুই নেই," বললো ফন টিল। উঠে গিয়ে বারের সামনে দাঁড়ালো সে। প্রভুভক্ত কুকুরটাও গেলো তার সাথে। গ্লাসে হুইস্কি ভরে নিয়ে আবার সোফায় ফিরে এলো সে। "জার্মান আর্কাইভে ঘটনাটা নেই তার কারণ ইম্পিরিয়াল হাই কমান্ড ম্যাসেডোনিয়ার যুদ্ধকে কোনো গুরুত্বই দেয় নি। আর বৃটিশরা ঘটনার কথা উল্লেখ করে নি লজ্জায়। তারা কাপুরুষের মতো ফাঁদে ফেলে কার্টকে তাছাড়া, শেষবার তারা যখন কার্টের অ্যালব্যাট্রসটাকে দেখে, তখন সেটা আকাশে উড়ছিলো, পড়ে যায় নি। তাদের ঘৃণা ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে কিনা নিশ্চিতভাবে জানার কোনো উপায় বৃটিশদের ছিলো না।"

"পাইলট বা প্লেনের কোনো হদিশই আর পাওয়া যায় নি?"

"না। যুদ্ধের পর কার্টের ভাই অনেক খোঁজ-খবর করে, কিন্তু কার্টের শেষ ঠিকানা জানা সম্ভব হয় নি।"

"কার্টের ভাইও কি পাইলট ছিলো?"

"না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে নানা উপলক্ষে বেশ কয়েকবারই তার সাথে আমার দেখা হয়েছিলো। জার্মান নেভিতে একজন ফ্লিট অফিসার ছিলো সে।"

আর কোনো প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করলো না ডার্কের। ফন টিলের কথা মুখস্থ করা গল্পের মতো লাগলো ওর। সেই সাথে মনে হলো, কিভাবে যেনো বোকা বানানো হচ্ছে ওকে। অন্তর থেকে কে যেনো সাবধান হতে বললো ওকে। এই সময় খটখট হাইহিলের আওয়াজ ঢুকলো কানে। ঘাড় না ফিরিয়েও বুঝতে পারলো ও, দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে টেরি।

"হ্যালো, এভরিবডি!" জলতরঙ্গের মতো মিষ্টি শোনালো টেরির গলা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো পিট। মিনি ড্রেস পরেছে টেরি, রোমান টোগার মতো ডিজাইন, পা বরাবর খোলা। রঙটা ভালো লাগলো ডার্কের—কমলা-সোনালী, টেরির চামড়ার সাথে মিল আছে। উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে এলো সে।

"ধন্যি মেয়ে বটে!" উঠে দাঁড়িয়ে অভিযোগের সুরে বললো পিট। "দাওয়াত করে আনিয়ে মেহমানকে কেউ এতোক্ষণ বসিয়ে রাখে?" টেরির বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরলো ও, মুখের কাছে টেনে নিয়ে উল্টো পিঠে আলতোভাবে চুমু খেলো।

"ও কিন্তু সার্জেন্ট নয়, টেরি। মেজর!" সিলিঙের দিকে তাকিয়ে বললো ফন টিল।

লালচে একটা আভা ফুটলো টেরির চেহারায়। "তুমিও তো দেখছি কম পাজি নও! মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলে কেন?"

"বিশ্বাস করো, এই খানিক আগে বেস্ কমান্ডার আবর্জনার গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে ক্যাপ্টেন বানিয়ে দিলো আমাকে, তারপর প্রমোশন দিয়ে বললো, এখন থেকে আমি নাকি একজন মেজর।"

"ঠাট্টা করো না," মুখ ভার করলো টেরি। "মিথ্যে কথা বলার কি দরকার ছিলো? বললে, তোমার র‍্যাঙ্ক সার্জেন্টের চেয়েও নিচে..."

"না," বাধা দিয়ে বললো পিট, "বলেছিলাম, আমি কখনও সার্জেন্ট ছিলাম না, মনে আছে?"

ডার্কের হাত ধরে ওকে সোফায় বসিয়ে দিলো টেরি, নিজেও বসলো ওর পাশে। "গ্রেট ওয়ারের গল্প শুনিয়ে চাচা নিশ্চয়ই তোমাকে বিরক্ত ক'রে তুলেছে?"

"বিরক্ত? না। বরং অবাক হয়েছি।" টেরির চোখের দিকে তাকিয়ে ভেতরটা দেখতে চাইলো পিট। অনুমান করার চেষ্টা করলো, এই মুহূর্তে কি ভাবছে সে।

তাচ্ছিল্যের সাথে কাঁধ ঝাঁকালো টেরি। "তোমরা পুরুষরা শুধু ওই একটা জিনিসই জানো—যুদ্ধের গল্প!" বারবার ডার্কের দিকে তাকালো সে। সৈকতে যার সাথে প্রেম হয়েছিলো, এ লোক যেনো সে লোক নয়। অনেক বেশি আকর্ষণীয় আর চৌকষ মনে হলো একে। বুড়ো চাচার দিকে ফিরলো সে। "জানি রাগ করবে, তবু অনুরোধ করবো, ডিনারের আগে তুমি আর পিটকে আশা করো না! তার আগে পর্যন্ত আমার দখলে থাকবে ও।"

বাঁধানো দাঁত বের ক'রে একগাল স্নেহের হাসি হাসলো ফন টিল। উঠে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে স্যালুট ঠুকলো ভাতিজিকে উদ্দেশ্য করে, বললো, "কি সাধ্য আমার, মহারাণীর কথা অমান্য করি! দেড়ঘন্টা পর আমি কিন্তু আবার রাজত্ব করবো। মনে থাকবে তো?"

"ধন্যবাদ, চাচা," খুশি হয়ে উঠলো টেরি। "আমার প্রথম নির্দেশ, তোমরা দু'জনেই ডিনার টেবিলে চলো! কুইক!"

পিটকে নিয়ে টেরেসে বেরিয়ে এলো টেরি, সেখান থেকে মার্বেল পাথরের ক'টা ধাপ টপকে উঠে এলো গোল একটা ঝুল-বারান্দায়। এখান থেকে শ্বাসরুদ্ধকর লাগলো দৃশ্যটা। ভিলা থেকে অনেক নিচে লিমিনাসের ঘরে ঘরে টিম টিম বাতি জ্বলছে। এবং সাগরের ওপর কালো আকাশে একটা দুটো করে ফুটতে শুরু করছে তারা। ঝুল-বারান্দার মাঝখানে তিনজনের জন্যে একটা টেবিল সাজানো হয়েছে। বড়সড় একটা গ্লোবে জ্বলছে ছ'টা মোমবাতি, আলোকিত করে রেখেছে টেবিলটাকে। সিলভার ডিনার-ওয়্যারগুলো মোমের আলোয় সোনালী হয়ে উঠেছে।

বসতে সাহায্য করার জন্যে টেরির চেয়ার একটু টেনে পিছিয়ে দিলো পিট, কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে ফিসফিস ক'রে বললো, "সাবধান! রোমান্টিক পরিবেশে আমি কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠি সে তো জানোই।"

ডার্কের চোখে চোখ রেখে মিষ্টি ক'রে হাসলো টেরি। "এখানে কিন্তু আমাকে পেতে অসুবিধে আছে!"

পিট কিছু বলার আগেই সাদা শেফার্ড কুকুরটাকে অনুসরণ করে ঝুল-বারান্দায় উদয় হলো ফন টিল। একটা হাত তুলে ইঙ্গিত করলো সে, সাথে সাথে এক পাশের পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো স্থানীয় এক তরুণী। খিদে বাড়াবার জন্যে প্রথমে পরিবেশিত হলো পনির, জলপাই আর শসা দিয়ে তৈরি একটা অ্যাপিটাইজার। এরপর এলো চিকেন সুপ, তার সুগন্ধ বাড়ানোর হয়েছে লেবু আর ডিমের হলুদ দিয়ে। তারপর মেইন কোর্স—সেঁকা অয়েস্টারের সাথে

পেঁয়াজ কুচি আর কোরা নারকেল। পুরানো গৃক রেটসিনার বোতল খুললো ফন টিল। অপূর্ব তার স্বাদ, গন্ধ। খালি ডিশগুলো সরিয়ে নিয়ে গেলো গৃক তরুণী, তারপর নিয়ে এলো ফল-পাকড়ের মস্ত এক থালা। তুর্কি-নিয়মে তৈরি কফি পরিবেশিত হলো সবশেষে। কফির কাপে চুমুক দেয়ার ফাঁকে টেরির হাঁটুর সাথে হাঁটু ঘষলো পিট। আশা করলো, মুচকি হাসবে টেরি, কিন্তু ঘটলো উল্টোটা। ওর দিকে ভীত-সন্ত্রস্ত চোখ তুলে তাকালো সে। ডার্কের মনে হলো, কি যেনো বলতে চায় মেয়েটা।

খুক ক'রে গলা খাঁকরি দিয়ে টেবিলের ওদিক থেকে সরাসরি টেরির দিকে তাকালো ফন টিল। "এবার তাহলে পুরুষদের একটু একা থাকতে দাও, টেরি। মেজর ডার্কের সাথে দু'একটা জরুরি বিষয়ে আলাপ করতে চাই। স্টাডিতে গিয়ে অপেক্ষা করো, কেমন? বেশি দেরি হবে না, এখুনি আসছি আমরা।"

চেহারা দেখে মনে হলো, ফন টিল এই রকম একটা কিছু বলবে তা সে আগেই অনুমান করেছিলো, কিন্তু তবু অবাক হবার ভান করলো টেরি। উত্তরে কিছু বলার আগে শক্ত করে চেপে ধরলো টেবিলের কিনারা। কেমন যেনো শিউরে উঠলো সে। "কিন্তু চাচা, ওর সাথে তোমার আবার কি জরুরি আলাপ থাকতে পারে? বুঝেছি, আবার সেই যুদ্ধের গল্প করতে চাও! ইস, কি বিরক্তিকর! তারচেয়ে তুমিই বরং স্টাডিতে গিয়ে বসো, খানিক পর আমি নিজে তোমার হাতে তুলে দিয়ে আসবো পিটকে? লক্ষ্মী চাচা, না করো না!"

ফন টিলের চেহারায় স্নেহ-মমতার ছিটেফোঁটাও থাকলো না। কঠোর দৃষ্টিতে ভাতিজির দিকে তাকিয়ে থাকলো ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড, তারপর জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললো, "বড়রা যা বলে শুনতে হয়। বললাম তো, যাবার আগে তোমার সাথে দেখা করবে পিট। যাও! ওর সাথে আমি এখন জরুরি কিছু আলাপ সারবো।"

মনে মনে রেগে গেলো পিট। হঠাৎ এই পারিবারিক কলহের কারণ কি? ওকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করার মানে? উপলব্ধি করলো, এসবের ভেতর কোথাও একটা গোলমাল আছে। অতি পুরাতন বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো ওর ঘাড়ের পেছনে মৃদু স্পর্শ করলো একটা অনুভূতি, বিপদ হতে পারে জানিয়ে দিয়ে সতর্ক হতে বললো ওকে। ফন টিল এবং টেরি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে নিয়ে চুপিসাড়ে একটা কাজ সারলো পিট। ফলের থালা থেকে আলগোছে একটা ছুরি তুলে নিলো ও, কয়েক সেকেন্ড পর গুঁজে রাখলো সেটা মোজার ভেতর।

ফ্যাকাশে চেহারা নিয়ে ডার্কের দিকে ফিরলো টেরি। "আমাকে মাফ করো, পিট," বলে উঠে দাঁড়ালো সে।

একটা হাত বাড়িয়ে টেরির কনুই চেপে ধরলো পিট। "যতো তাড়াতাড়ি পারি দেখা করবো তোমার সাথে।"

"অপেক্ষা করবো আমি," হঠাৎ গলাটা ধরে এলো টেরির। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হন হন ক'রে এগোলো সিঁড়ির দিকে। কিন্তু তার আগেই ওর চোখের কোণে পানি দেখতে পেলো পিট।

টেরি বারান্দা থেকে চলে যেতেই মৃদু শব্দে হাসলো ফন টিল। "আদর দিয়ে মাথায় তুলেছি, বুঝলে? যদি জানতাম চুপচাপ বসে থাকবে, তাহলে তাড়াতাম না।! কিন্তু ওর স্বভাবই এমন যে প্রতিটি কথার মাঝখানে ফোড়ন কাটবে, নাক গলাবে! ভাগিয়ে না দিয়ে উপায় কি? ওর ওপর রাগ করলাম বলে তুমি আবার কিছু মনে করলে নাকি হে?"

মাথা নাড়লো পিট। আর কি করা উচিত ভেবে পেলো না।

লম্বা একটা আইভরি হোল্ডারে সিগারেট গুঁজে তাতে আগুন ধরালো ফন টিল। সিলিঙের দিকে মুখ তুলে ধোঁয়া ছেড়ে বললো, "ব্র্যাডি ফিল্ডের ওপর কালকের হামলা সম্পর্কে আমার কৌতুহল এখনও মেটে নি। লোক মুখে শুধু এইটুকু জেনেছি যে, মান্ধাতা আমালের অচেনা একটা প্লেনই নাকি দায়ি। সত্যিই কি তাই?"

"পুরনো," বললো পিট, "কিন্তু অচেনা নয়।"

"অচেনা নয়?" অবাক দেখালো বুড়োকে। "তার মানে তোমরা ওটাকে চিনতে পেরেছো?"

টেবিল থেকে একটা কাঁটাচামচ তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে পিট, তাকিয়ে আছে ফন টিলের চোখের দিকে। চামচটা টেবিলক্লথের ওপর নামিয়ে রেখে বললো, "অ্যালব্যাট্রস ডি থ্।"

"পাইলট?" নিচু গলায়, কিন্তু দ্রুত জানতে চাইলো বুড়ো জার্মান। "তার পরিচয়ও কি জানতে পেরেছো তোমরা?"

"না। কিন্তু তার পরিচয় বের করতে খুব বেশি সময় লাগবে না।"

"তার মানে কি আশা করছো খুব তাড়াতাড়ি তাকে গ্রেফতার করতে পারবে?"

ইচ্ছে করেই উত্তর দিতে একটু দেরি করলো পিট। তারপর বললো, "ষাট-সত্তর বছরের পুরনো একটা অ্যান্টিক এয়াক্রাফট, তার মালিককে খুঁজে বের করা তেমন কঠিন হবার তো কথা নয়।"

ফন টিলের ঢিলেঢালা মুখের চামড়ায় বিদ্রুপের হাসি ছড়িয়ে পড়লো। "ম্যাসেডোনিয়ান গৃস দুর্গম পাহাড়ী এলাকা, সমতল উপত্যাকেও লোক-বসতি নেই। কয়েক হাজার বর্গমাইল জোড়া পাহাড়ের কোথায় তাকে পাবে তোমরা? একটা খুদে অ্যালব্যাট্রস নয়, এক স্কোয়াড্রন জেটও যদি এখানে লুকিয়ে রাখা হয়, সারা জীবন খুঁজলেও পাওয়া যাবে না!"

নিঃশব্দে হাসলো পিট। "কে বলেছে পাহাড় আর উপত্যকায় খুঁজবো আমরা?"

"খোঁজার আর কোনো জায়গা আছে নাকি?"

"কেন, সাগর?" ঘাড় ফিরিয়ে নিচে, অন্ধকার এজিয়ানের দিকে তাকালো পিট। "উনিশশো আঠারো সালে ঠিক যেখানে কার্ট হেইবার্ট ক্র্যাশ করেছিলো, হয়তো সেখানেই ওটাকে পাবো আমরা।"

ফন টিলের একটা ভুরু বাঁকা হয়ে কপালে উঠলো। "তুমি কি আমাকে ভূত প্রেত বিশ্বাস করতে বলছো?"

"যখন ছোটো ছিলেন তখন সান্তাক্রুজে বিশ্বাস রাখতেন। যুবক বয়সে সত্যিকার কুমারী মেয়ে আছে ব'লে বিশ্বাস করতেন। তালিকায় ভূতকে ঠাঁই দিতে আপত্তি কিসের?"

"ধন্যবাদ, মেজর পিট। কিন্তু সবিনয়ে জানাচ্ছি, আধিভৌতিক বা অলৌকিক কিছুতে আমার বিশ্বাস নেই। আমি অঙ্ক আর কঠোর বাস্তবতায় বিশ্বাসী।"

"বেশ," মুচকি হেসে বললো পিট। "ভূতের সম্ভাবনা বাদ দেয়া যাক। তা বাদ দিলে আরেকটা সম্ভাবনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন?"

শক্ত পাথর হয়ে গেলো ফন টিলের চেহারা। ডার্কের চোখে বিঁধে থাকা তার দৃষ্টি এক চুল নড়লো না।

"কার্ট হেইবার্ট যদি বেঁচে থাকে, তাহলে?"

বুঝে পড়লো বুড়ো জার্মানের মুখ। পরমুহূর্তে মনে হলো, গর্জে উঠতে যাচ্ছে সে। কিন্তু আশ্চর্য দ্রুততার সাথে সামলে নিলো নিজেকে। ধীরেসুস্থে টান দিলো সিগারেট পাইপে। তারপর বললো, "এসব অর্থহীন প্রলাপ। কার্ট বেঁচে থাকলে তার বয়স হবে আশির ওপর। আমার দিকে ভালো করে তাকাও, মেজর। আঠারোশো নিরানব্বই সালে জন্মেছি আমি। তুমি কি মনে করো আমার বয়েসী একজন লোকের পক্ষে একটা খোলা ককপিট প্লেন চালানো সম্ভব? এয়াফিল্ডে হামলা চালাবার কথা না হয় নাই তুললাম। উঁহু, কার্ট বেঁচে আছে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

"ফ্যাক্টস আপনার পক্ষে, তা ঠিক," বললো পিট। "কিন্তু আমার কেন যেনো মনে হয়, এসবের সাথে কার্টের কিছু একটা সম্পর্ক না থেকেই পারে না। ফন টিলের দিক থেকে সাদা কুকুরটার ওপর চোখ পড়লো ডার্কের। হঠাৎ করে নিজের অজান্তেই সারা শরীরের পেশী টান টান হয়ে উঠলো ওর। গোটা ব্যাপারটাই উদ্ভট লাগলো ওর কাছে। টেরির দাওয়াত পেয়ে ভিলায় এলো ও

আশা করেছিলো হাসি-খুশির মধ্যে সময়টা কাটবে। তার বদলে টেরির চাচা দখল করে নিলো ওকে। উপলব্ধি করলো ও, যতোটুকু স্বীকার করছে হামলা সম্পর্কে তারচেয়ে অনেক বেশি জানে লোকটা।

পরিণতি যাই হোক, আরেকটু বাজিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো পিট।

"পঁয়ষট্টি বছর আগে গায়েব হয়ে গিয়ে কাল যদি আবার ফিরে এসে থাকে কার্ট," বললো পিট, "তাহলে জানতে ইচ্ছে করে মাঝখানের সময়টা কোথায় ছিলো সে—স্বর্গে, নরকে, নাকি এই খাসোসেই?"

বুড়ো জার্মানের রগচটা চেহারায় মধ্যে গাম্ভীর্য ফুটে উঠলো। "ঠিক কি বলতে চাইছো বুঝতে পারছি না।"

কঠিন সুরে বললো পিট, "বলতে চাইছি, বোকা সাজবেন না। ব্র্যাডি ফিল্ডের হামলা সম্পর্কে আমার কাছ থেকে জানতে চান আপনি, অথচ আমার বিশ্বাস হামলাটা সম্পর্কে আপনার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না।"

সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালো ফন টিল। গোলগাল মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠলো রাগে। "আমার ভিলায় বসে আমার সাথে বেয়াদবি করতে সাহস পাও তুমি। তোমার অর্থহীন প্রলাপ শোনার ধৈর্য্য নেই আমার। এখন যদি চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও, খুশি হই।"

উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু কাঁধ ঝাঁকালো পিট। "বেশ," বলে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো ও।

"ওদিকে নয়," বাধা দিলো ফন টিল। ঝুল-বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা দরজা, সেদিকে হাত তুলে বললো, "ওদিকে।"

"যাবার আগে টেরির সাথে দেখা করতে চাই," বললো পিট।

"কিন্তু আমি চাই এই মুহূর্তে আমার ভিলা থেকে বেরিয়ে যাও তুমি! ভবিষ্যতে আর কখনও টেরির সাথে দেখা করার চেষ্টা করো না। এটা আমার আদেশ।"

ডার্কের আঙুলগুলো বেঁকে গিয়ে শক্ত মুঠো হয়ে গেলো। "যদি দেখা করি?"

ভয় দেখানো হাসি ফুটলো ফন টিলের ঠোঁটে। "তোমাকে হয়তো কিছু বলবো না আমি, মেজর পিট। কিন্তু নিঃসন্দেহে জেনো, টেরিকে শাস্তি দেবো।"

বুড়োর তলপেটে কষে একটা লাথি মারার ইচ্ছে হলো। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখলো পিট। তারপর ধীর ঠাণ্ডা সুরে বললো, "কিছু একটা নিয়ে খেলছেন আপনি, ফন টিল। কিন্তু আপনার ওপর চোখ যখন এবার পড়েছে আমার, সেই খেলার ইতি ঘটতে বেশি সময় লাগবে না।" এক সেকেন্ড বিরতি নিলো ও তারপর আবার বললো, "যে উদ্দেশ্যে ব্র্যাডি ফিল্ডে হামলা চালানো হয়েছিলো সেটা সফল হয় নি। জেনে রাখুন, নুমার জাহাজ ফার্স্ট এটেম্পট্

ঈজিয়ান ছেড়ে কোথাও যাচ্ছে না। ওদের রিসার্চ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেখানে আছে সেখানেই দেখতে পাবেন ওটাকে।"

মুখের চেহারা একটুও বদলালো না ফন টিলের কিন্তু হাত দুটো কাঁপতে শুরু করলো। "ধন্যবাদ, মেজর। এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এতো তাড়াতাড়ি আশা করি নি আমি।"

এতোই রেগে গেছে, ভাবলো পিট, হামলার সাথে নিজের জড়িত থাকার কথাও স্বীকার গেলো। এখন আর কোনো সন্দেহই থাকলো না। ফন টিলই যে ফার্স্ট এটেম্পট্‌কে ঈজিয়ান থেকে সরাতে চায়, বোঝা গেলো। কিন্তু কেন? উত্তরটা পাবার আশায় অন্ধকারে ঢিল ছুড়লো পিট। "আপনি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন, ফন টিল, ফার্স্ট এটেম্পট্-এর ডাইভাররা এরই মধ্যে সাগরতলার গুপ্তধনের খোঁজ পেয়ে গেছে। তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা।"

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো ফন টিল। সাথে সাথে বুঝলো পিট, ভুল ক'রে ফেলেছে ও।

"আন্দাজে বাঘ মারতে চেষ্টা করছো, তাই না?" হাসি থামিয়ে বললো ফন টিল। "গুপ্তধনের ধারণাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার পরামর্শ দেবো আমি।" এগিয়ে গিয়ে বারান্দার শেষ প্রান্তে দাঁড়ালো সে। দরজাটা খুললো।

দরজার ওপারে একটা করিডর আর মোমবাতির ম্লান আলো ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলো না পিট।

"বেরিয়ে যাও, মেজর। তোমার ভালোর জন্যেই মেজাজ এরচেয়ে বেশি খারাপ করতে চাই না আমি।" শোল্ডার হোলস্টার থেকে লুগারটা বের ক'রে ডার্কের দিকে তাক্ ক'রে ধরলো ফন টিল।

দরজার দিকে এগোলো পিট। এক পা পিছিয়ে গিয়ে ডার্কের নাগালের বাইরে সরে দাঁড়ালো ফন টিল। "চমৎকার ডিনারের জন্যে টেরিকে আমার ধন্যবাদ দেবেন," বললো পিট।

"ভুল হবে না," বিদ্রুপের সুরে বললো ফন টিল।

দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো পিট। তাকালো বিশাল কুকুরটার দিকে। প্রভুর পাশে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ডার্কের দিকে, মুখটা খোলা, বেরিয়ে আসা লম্বা জিভ থেকে লালা ঝরছে।

খিলান আকৃতির দরজা, কিন্তু অস্বাভাবিক নিচু। টানেলের মতো দেখতে করিডোরটা, ভেতর ঢোকার জন্যে মাথা নিচু করলো পিট।

"মি: পিট?"

করিডোরে পা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো পিট। "ইয়েস?" বারান্দায় একটা আবছা মূর্তির মতো দেখালো ফন টিলকে।

অদ্ভুত একটা পরিতৃপ্তির সুর পেলো পিট ফন টিলের গলার স্বরে, "দুঃখ কি জানো? হলুদ অ্যালব্যাট্রসের দ্বিতীয় ফ্লাইটটা দেখার কপাল ক'রে আসো নি তুমি!"

কিছু করা বা বলার আগেই দড়াম ক'রে বন্ধ হয়ে গেলো ভারি ওক কাঠের দরজা। বোল্ট পড়ার আওয়াজটা বিস্ফোরণের মতো শোনালো, কেঁপে উঠলো নির্জন করিডোর। শব্দটা অসংখ্য প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে আসতে লাগলো ডার্কের কানে।

অধ্যায় ৭

ভয় নয়, রাগে জ্বালা ক'রে উঠলো ডার্কের শরীর। মুঠো পাকানো হাত দিয়ে দরজার গায়ে ঘুসি মারার একটা ঝোঁক চাপলো, কিন্তু লাভ নেই বুঝতে পেরে ক্ষান্ত হলো ও। ভারি ওক কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি পুরনো আমলের দরজা, লোহার চেয়েও শক্ত। ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডরের দিকে মুখ করলো ও। কেউ নেই। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলো শরীরটা। বুড়ো জার্মানের ফাঁদে যে আটকা পড়েছে, সে-ব্যাপারে মনে কোনো সন্দেহ নেই ওর। ফন টিল ওকে ভিলা থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যেতে দিতে চায় না। ছুরির কথা মনে পড়তেই মোজার ভেতর থেকে বের ক'রে হাতে নিলো সেটা। দেয়ালের অনেক উঁচুতে, মরচে ধরা মেটাল হোল্ডারে দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি সারি মোমবাতি। লম্বা, ধারালো ছুরিটা হলুদ আলোয় ঝিক ক'রে উঠলো। কিন্তু খুব একটা ভরসা পেলো না পিট। আত্মরক্ষার জন্যে সামান্য একটা ছুরি যথেষ্ট ব'লে মনে হলো না। তবু নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো মনে করে এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে ওকে। সিগারেট ছেড়ে দিলেও পকেটে লাইটার রাখার অভ্যেসটা ত্যাগ করে নি ও, প্রয়োজনে সেটাও একটা অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে।

পা বাড়াতে যাবে পিট, হঠাৎ হিম শীতল একটা বাতাস ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো ওকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব ক'টা মোমবাতি নিভে গেলো। সাথে সাথে গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেলো করিডোর, চোখের সামনে তুলে নিজের হাত জোড়াও দেখতে পেলো না ও। অক্সিজেনের কোনো অভাব নেই, কিন্তু আলোর অভাবে দম আটকে এলো ওর। কোনো শব্দ না ক'রে গভীর মনোযোগের সাথে কান খাড়া ক'রে শোনার চেষ্টা করলো ও।

প্রায় মিনিট খানেক অপেক্ষ করলো পিট। কোথাও থেকে কোনো শব্দ এলো না। হঠাৎ অনুভব করলো, ভয় ভয় করছে ওর। মনে পড়লো, কোথায় যেনো পড়েছিলো, মানুষের মন সবচেয়ে বেশি ভয় করে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারকে। হিংস্র জানোয়ার বা সাপ, আগুন বা পনির তুলনায় শুধু অন্ধকারকে বিপদ বলা চলে না, কিন্তু তবু এই অন্ধকারই নাকি মানুষের মনে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

ধীরে ধীরে ঠিক তাই ঘটতেও শুরু করলো। কিছু দেখতে পাচ্ছে না বলেই দুনিয়ার ভয়ঙ্কর সব বিপদগুলো ওর জন্যে সামনে অপেক্ষা করছে ব'লে মনে হতে লাগলো ওর। অজানা ভয়ে কেঁপে উঠলো বুক। মুশকিল হলো, ব্রেন যদি কিছু দেখতে না পায়, জায়গাটা খালি পড়ে থাকে না, সে নিজেই কিছু একটা তৈরি ক'রে বসিয়ে নেয় সেখানে। যার যার দুঃস্বপ্ন থেকে উপকরণ নিয়ে তৈরি হয় এই কিছু একটা। কিন্তু কি থেকে কি হয় জানা আছে বলে, সাবধান হতে পারলো পিট। ভয়ের প্রথম ঢেউটা পেরিয়ে যাবার পরপরই নিজেকে সামলে নিতে পারলো ও। যুক্তি দিয়ে বোঝালো নিজেকে, শান্ত ক'রে তুললো মনটাকে। কোনো শব্দ না করে আপন মনে হাসলো ও।

লাইটার দিয়ে মোমগুলো জ্বালবে কিনা ভাবলো পিট। সাথে সাথে বাতিল ক'রে দিলো ধারণাটা। করিডোরের আরও সামনে কেউ বা কিছু যদি ওৎ পেতে বসে থাকে অন্ধকারে তারও অসুবিধে হবার কথা। ঝুঁকে পায়ের জুতো খুলে ফেললো ও। ছুঁয়ে দেখলো, বরফের মতো ঠাণ্ডা দেয়াল। দেয়ালে একটা হাত রেখে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোলো সামনের দিকে। এক, দুই করে বেশ কয়েকটা দরজার গায়ে হাত পড়লো। লোহার পাত দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে কবাট। একটা দরজা পরীক্ষা করছিলো, হঠাৎ হাত দুটো স্থির হয়ে গেলো ওর। সমস্ত মনোযোগ এক করে সজাগ করে তুললো কান দুটো।

সামনে কোথাও থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এলো। অস্পষ্ট, কিসের তা বোঝা গেলো না। কিন্তু হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেউ কি গুড়িয়ে উঠলো, বা হাই তুললো? আবার হলো আওয়াজটা। ভোঁতা গোঙানির মতো লাগলো কানে। কিন্তু শব্দটা শেষ হলো একটু ভারি হেয় উঠে, গলার গভীর থেকে ঘড় ঘড় চাপ আওয়াজের মতো শোনালো। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো অন্ধাকরে।

সামনে যে বিপদ আছে তাতে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। মূর্তিমান বিপদ, শারীরিক একটা অস্তিত্ব আছে, আওয়াজ করতে পারে। নিশ্চয়ই বুদ্ধিও রাখে। মানুষ তো? নাকি অন্য কিছু? সাবধান হয়ে গেলো পিট। ধীরে ধীরে করিডোরের মেঝেতে শুয়ে পড়লো ও। শব্দ না করে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো। কান দুটো সজাগ, বাতাসের নড়াচড়াও শুনতে পাবে। আঙুল দিয়ে এগোবার পথটা ছুঁয়ে দেখে নিলো প্রথমে, তারপর ক্রল করে এগোলো। মেঝেটে সমতল আর শক্ত। এখানে সেখানে ভিজে স্যাঁতসেঁতে একটা ভাব। কোথাও আবার চটচটে লাগলো, যেনো এঁটেল মাটি ছড়িয়ে আছে। এক সময় মনে হলো, ঘন্টা কয়েক ধরে এগোচ্ছে ও, অন্তত মাইল দুয়েক পেরিয়ে এসেছে। কিন্তু বাস্তব বুদ্ধি জানিয়ে দিলো, খুব বেশি হলে আশি ফুটের মতো এগিয়েছে সে। প্রাচীন

ধ্বংসাবশেষের একটা দুর্গন্ধ আসছে নাকে—বাসি, ছাতা পড়া, ভাপসা। এর খানিক পরই হঠাৎ ক'রে মেঝে আর দেয়াল মসৃণতা হারিয়ে ফেললো। এদিকের মেঝে উঁচু-নিচু, কর্কশ। দেয়ালের গা থেকে প্লাস্টার খসে পড়েছে। তারপর হাতের স্পর্শ দিয়ে অনুভব করলো ও, দেয়ালটা শেষ হয়ে গেছে, বাঁক নিয়ে শুরু হয়েছে আরেক দিকে। মুখে বাতাসের ক্ষীণ একটু ছোঁয়া অনুভব ক'রে বুঝলো, একটা মোড়ে এসে পৌঁছেছে ও। শরীরটাকে স্থির ক'রে কান পাতলো। আবার সেই শব্দ। ধীর লয়ে, থেমে থেমে। ভয়ঙ্কর। এবারের আওয়াজটা ঠিক আগের মতো নয়। লম্বা নখওয়ালা পশু শক্ত মেঝে আঁচালে এই ধরনের শব্দ হতে পারে। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলো পিট। ঘামতে শুরু করেছে ও। একবার মনে হলো, আওয়াজটা এগিয়ে আসছে। স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে শরীরটাকে লম্বা ক'রে দিয়ে ছুরির ডগাটা বাতাসে ভেসে আসা শব্দের দিকে তাক্ করলো ও।

মেঝে আঁচড়াবার আওয়াজ ক্রমশ বাড়তেই থাকলো। তারপর হঠাৎ করে থেমে গেলো সেটা। রহস্যময় অন্ধকারে অটুট নিস্তব্ধতা অসহ্য লাগতে শুরু করলো আবার।

ভালোভাবে শুনতে পাবার জন্যে একটু একটু ক'রে নিঃশ্বাস ছাড়লো পিট। কিন্তু নিজের হার্টবিট ছাড়া আর কিছু দেখতেও পেলো না, কিন্তু অনুভূতি দিয়ে জানে, কিছু একটা ওৎ পেতে আছে সামনে, খুব বেশি হলে ফুট দশেক দূরে। ভাপসা দুর্গন্ধটা মগজে গিয়ে আঘাত করছে। প্রায় অসুস্থ করে তুললো ওকে। সেই সাথে ক্ষীণ আরেকটা গন্ধ পেলো ও। কোনো পশুর গায়ের গন্ধ! কিন্তু কি ধরনের পশু?

বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা বুদ্ধি খেলে গেলো ডার্কের মাথায়। একটা ঝুঁকি নিয়ে হলেও শত্রুর পরিচয় জানতে হবে ওকে। আক্রান্ত হবার জন্যে তৈরি হলো ও। ধীরে ধীরে ট্রাউজারের পকেট থেকে বেরিয়ে এলো জিপো লাইটারটা। ক্লিক ক'রে শব্দের সাথে জ্বলে উঠলো। এক সেকেন্ড অপেক্ষা করলো পিট, উজ্জ্বলভাবে জ্বলে উঠতে দিলো সলতেটাকে। তারপর উঁচু ক'রে ছুঁড়ে দিলো সামনের দিকে। খুদে আগুনের শিখাটা অন্ধকার চিড়ে দিয়ে উড়ে গেলো, আলোকিত ক'রে তুললো এক জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। চোখ জোড়ার পিছনে প্রকাণ্ড একটা ছায়া দেখতে পেলো ও। এদিক ওদিক দুলছে। ঠাস ক'রে মেঝেতে পড়েই নিভে গেলো লাইটার। চাপা একটা গর্জন শোনা গেলো, পাথুরে টানেলে প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো রোমহর্ষক আওয়াজটা। প্রানীর চিরকালীন অভ্যাস—আক্রমণের আগে শত্রুর গন্ধ শুঁকে নেওয়াই কাল হলো কুকুরটার। এতে ক'রে হঠাৎ ক'রে শরীরটা গড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলো পিট। ফলশ্রুতিতে ওর দেহের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেলো জানোয়ারটার দেহ। এতো দ্রুত ঘটে গেলো

ব্যাপারটা—পিট মনে করতে পারে, ওর ছুরির ডগাটা পশমপূর্ণ কুকুরটার পেটে ছুঁয়ে ভেঁজা ভেঁজা কিছু একটা লাগিয়ে গেলো ওর হাতে। সারা মুখে ছিটকে লাগলো রক্ত।

আক্রমণাত্মক হুঙ্কার এখন পরিণত হয়েছে মারাত্মকভাবে আহত গোঙানীতে। কুকুরটার বুকের খাঁচার ঠিক পাশ দিয়ে ঢুকে গেছে ছুরির ফলা। ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো জানোয়ারটার মরণ-আস্ফালন। প্রচণ্ড, অনিয়ন্ত্রিত গতিতে খাড়া পাথরে বাড়ি খেলো জার্মান শেফার্ড, হিঁচড়ে পড়লো মাটিতে। কয়েক মূহূর্তের মোচড়, ফোঁপানো—তারপর ভবলীলা সাঙ্গ হলো তার।

প্রথমটায় পিট ভেবেছিলো কুকুরটাকে মিস্ করেছে সে। এরপরই বুকের কাছটায় চটচটে রক্তের অনুভূতি আর বাজে গন্ধ আশ্বস্ত করলো তাকে। নিঃসারে ব'সে রইলো সে। কালিগোলা অন্ধকার চারিপাশে। শুনশান নীরবতার মাঝে মিনিটগুলো কেটে যেতে লাগলো একের পর এক। অসমান মেঝেতে নিশ্চল ব'সে পিট। ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে শরীরের মাংসপেশী। সঙ্গে ফিরে আসছে ব্যাথা—তীব্র, তীক্ষ্ণ।

পায়ের উপর দাঁড়িয়ে রক্তচর্চিত দেয়ালে হেলান দিলো পিট। দারুণ একটা কাঁপুনি দেহে—একটু থেমে নার্ভ শান্ত করার প্রয়াস পেলো সে। সামনের অন্ধকারে হাঁতড়ে হাঁতড়ে নিজের লাইটার খুঁজে বের করলো। আলো জ্বেলে দেখে নিতে হবে ক্ষতের অবস্থা।

বাম বুকের নিচ থেকে শুরু করে ডান কাঁধ পর্যন্ত মারাত্মক আঁচড়টা থেকে রক্ত ঝরছে। ক্ষতগুলো অগভীর—মাংসপেশী ছোঁয় নি। ছিঁড়ে ফালাফালা শার্ট কোমড়ের কাছ থেকে ঝুলছে। ওটা দিয়েই ক্ষতগুলোর মুখ বাঁধলো সে। সবচেয়ে ভালো হতো এখানে, এই অসমান মেঝেতে, কালিগোলা অন্ধকারে শুয়ে সময়টা পার ক'রে দিতে পারলে। ঘুম নামছে ওর চোখে। ইচ্ছেটাকে মাটিচাপা দিলো ডার্ক। শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাবতে লাগলো।

কয়েক মুহূর্ত পর মৃত কুকুরটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো পিট। লাইটারটা উঁচু ক'রে ধরে পর্যবেক্ষণ করছে। পেটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ওটার নাড়ি-ভুঁড়ি। কুলকুল ক'রে বইছে রক্তস্রোত। একটা ব্যাপার দেখে উৎসুক হলো পিট—রক্তের ধারাগুলো একদিকে বইছে, অর্থাৎ ওদিকটা ঢালু! ঠিক যেখান থেকে হামাগুঁড়ি দিয়ে এসেছিলো কুকুরটা। সাথে সাথেই আলস্য ঝরে গেলো পিটের শরীর থেকে। মুক্তির উপায় তবে আছে! রাগ, আর প্রতিজ্ঞায় টানটান পিট—ফন টিলকে মরতে হবে এ জন্যে।

যে কোনো ভাবেই হোক, এই অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্তি পেতে হবে ওকে। একবারও ব্যর্থতার কথা ভাবলো না পিট। ফন টিল বলেছিলো—শীঘ্রই আবার হামলা চালাবে হলুদ অ্যালব্যাট্রস। মাথার ভিতরে চিন্তার ঝড় বইছে পিটের।

কমান্ডার রুডি গানকে সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার!

হাতঘড়ির লিউমিনাস ডায়ালের দিকে তাকালো পিট। ন'টা পঞ্চান্ন। ভোরের আলো ফুটবে চারটে চল্লিশে, পাঁচ মিনিট এদিক ওদিক হতে পারে। তার মানে ছ'ঘণ্টা পয়তাল্লিশ মিনিট সময় পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে কমান্ডারকে সাবধান ক'রে দিতে হবে ওর। এরই মধ্যে হামলা ঠেকাবার জন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে কমান্ডারকে।

ছুরিটা বেল্টে গুজে রাখলো পিট। ফুয়েল শেষ করা উচিত হচ্ছে না মনে ক'রে নিভিয়ে দিলো লাইটার। চুপচাপ দাঁড়িয়ে বাতাসের স্পর্শ নিলো ও। বাতাসটা যেদিক থেকে আসছে ব'লে মনে হলো সেদিকে পা বাড়ালো। হাঁটার মধ্যে কোনোরকম ইতস্তত ভাব থাকলো না। স্পর্শ দিয়ে অনুভব করলো, টানেলটা চওড়ার দিকে ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে। এক সময় মাত্র তিন ফুটে দাঁড়ালো। তবে সিলিঙটা মাথার অনেক ওপরেই থাকলো।

একটা হাত সামনে বাড়িয়ে রেখেই এগোচ্ছিলো ও, হঠাৎ নিরেট পাথরের গায়ে ঠেকলো সেটা। মনে মনে আঁতকে উঠলো ও। প্যাসেজ শেষ হয়ে গেছে এখানে। লাইটার জেলে দেখলো, পাথরের মাঝখানে সরু একটা ফাটল। ঠাণ্ডা বাতাসটা ওই ফাটল দিয়েই ভেতরে ঢুকছে। ক্ষীণ একটা গুঞ্জন শুনলো পিট। মনোযোগ দিয়ে শোনার পর বুঝলো, ইলেট্রিক মটরের আওয়াজ, দেয়ালের ওপারে পাহাড়ের তলপেটে কোথাও লুকানো আছে।

আরেকটা প্যাসেজ ধরতে হবে পিটকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলো মোড়ে। একটু অসতর্ক হলেই হোঁচট খাবার সম্ভাবনা, কারণ এদিকের মেঝেটা নুড়ি পাথর দিয়ে তৈরি। মাটিতে গায়ে গা লাগিয়ে বসানো হয়েছে পাথর, মাটির ওপর মাথা বের করে আছে সবগুলো। এই কি প্রথম একজনকে টানেলের ভেতর আটক করেছে ফন টিল? ভাবলো ও। মনে হয় না। কুকুরটাকে দিয়ে নিশ্চয়ই আরও অনেককে খুন করিয়েছে শয়তান বুড়ো। শীত শীত করলো ডার্কের, অথচ সারা শরীর ঘামছে। বুকের ক্ষতটা জ্বালা করছে, তবে এখনও অসহ্য লাগছে না। অনুভব করলো, ঘামের সাথে মিশে প্যান্টের দিকে নামছে রক্ত। তেমন কোনো অমানুষিক খাটা-খাটনি যায় নি ওর ওপর দিয়ে, অথচ ভীষণ ক্লান্ত বোধ করলো ও। মনে হলো, এখানে একটু শুয়ে জিরিয়ে নিলে হতো। কিন্তু

জানে, একবার বসে বা শুয়ে পড়লে ঘুম এসে যাবে, হয়তো নিজের অজান্তে ঘুমিয়েও পড়বে। ঝুঁকিটা নিতে রাজি নয় ও। যতোক্ষণ পারে এই গোলকধাঁধায় হাঁটতে হবে তাকে, খুঁজে বের করতে হবে টানেল থেকে বেরিয়ে যাবার রাস্তা। বিশ্রাম নেবার কথা বারবার ফিরে এলো মনে, প্রতিবারই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো ও।

খানিক পরপরই নিরেট পাথরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো পিট। লাইটার জ্বেলে দেখলো, আবার শেষ হয়ে গেছে প্যাসেজ। ফিরে আসতে হলো মোড়ে, নতুন প্যাসেজ ধরে এগোলো আবার। কোথাও মানুষের তৈরি দেয়াল পথ বন্ধ ক'রে রেখেছে, কোথাও পাথর আর মাটির ধস নেমে রুদ্ধ হয়ে গেছে। কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছে, কোনো ধারণাই পেলো না পিট। প্রতিটি প্যাসেজ থেকে শাখা বেরিয়েছে। কতোবার কোনোদিক বাঁক নিলো ও, বলতে পারবে না। লাইটারের ফুয়েল শেষ হয়ে এসেছে। তাই সামনে দেয়ালের স্পর্শ পেলেই সেটা জ্বললো না। পাথরের গায়ে ঘষা খেয়ে ইতিমধ্যে আঙুলের চামড়া ছড়ে গেছে, জ্বালা করছে। এইভাবে একঘণ্টা কাটলো। তারপর আরও এক ঘণ্টা। থামলো না পিট, ক্লান্ত শরীরটাকে অন্ধকার টানেলের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে চললো।

তারপর হাতে নয়, পায়ে ঠেকলো শক্ত পাথর। আছাড় খেলো ও। পরমুহূর্তে বুঝলো, শক্ত সিঁড়ির নিচের ধাপে পা লেগেছে। চার নম্বর ধাপের কিনারার সাথে ঠুকে গেলো নাক, তীব্র ব্যথায় ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠলো মাথা। রক্তের একটা ধারা ঠোঁটের ওপর দিয়ে ঝর ঝর ক'রে নামতে শুরু করলো বুকে। সিঁড়ির ধাপের ওপর পড়ে গেলো ও, সাড়া লাগলো সারা শরীর। মাথাটা পড়ে থাকলো একটা ধাপের ওপর, সেটার পিছনের ধাপে টপ টপ ক'রে রক্ত পড়ছে, শব্দটা পরিষ্কার শুনতে পেলো ও। অসুস্থ, আচ্ছন্ন বোধ করলো, তারপর আর কিছু মনে নেই ওর।

অনেকক্ষণ পর মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলো পিট। মনে পড়ে গেছে সব। উঠে দাঁড়াতে যাবে, ঘুরে উঠলো মাথা। সিঁড়ির নিচের ধাপগুলো রক্তে পিচ্ছিল হয়ে আছে। ক্রল করে ওপরে উঠতে শুরু করলো ও। এক, দুই ক'রে ধাপ পেরিয়ে উঠে এলো সিঁড়ির মাথায়।

সামনে লোহার বার দিয়ে তৈরি গৃল। পুরনো, মরচে ধরা রড, কিন্তু মোটা আর ভারি। দেখে মনে হলো, হাতিকেও ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। তাজা বাতাস পেয়ে আগের চেয়ে সুস্থ বোধ করলো ও। ভাপসা গন্ধটা নেই এখন। রডের

মাঝখানে চৌকো ফাঁকগুলো দিয়ে বাইরে তাকালো। মিটি মিটি তারা জ্বলছে কালো আকাশে। নিজেকে মুক্ত করে বেরিয়ে পড়ার একটা প্রচণ্ড ব্যাকুলতা অনুভব করলো ও। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো, এবার মাথাটা ঘুরে উঠলো না। লোহার গৃল ধরে ঝাঁকি দিলো খানিকক্ষণ। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর জোরে। খুললো না লোহার গেট। লাইটার জ্বেলে মস্ত তালাটা পরীক্ষা করলো ও। খুব বেশি দিন হয় নি ওয়েল্ডিঙের সাহায্যে লোহার বারের সাথে জোড়া লাগানো হয়েছে তালা।

একটা বারের সথে আরেকটা বারের দূরত্ব মাপলো পিট, সবচেয়ে বড় ফাঁকটা খুঁজছে ও। বাঁ দিক থেকে তিন নম্বর ফাঁকটা আর সবগুলোর চেয়ে প্রশস্ত। সাড়ে আট ইঞ্চি। ধীরে ধীরে পরনের সব কাপড় খুলে ফেললো ও, সবগুলো গৃলের ফাঁক দিয়ে বাইরে রাখলো। এরপর ঘামে ভেজা শরীরে রক্ত মাখলো। শ্বাস ছেড়ে যতোটা সম্ভব ছোটো ক'রে নিলো বুক। তারপর ফাঁকের ভেতর মাথা গলিয়ে দিয়ে একশো ষাট পাউন্ড ওজনের শরীরটাকে ধীরে ধীরে বের ক'রে নিয়ে আসার চেষ্টা করলো। বারের খরখরে মরচে পিচ্ছিল শরীরে লেপ্টে গেলো। অক্সিজেনের জন্যে ছটফট ক'রে উঠলো পিট। অর্ধেকটা শরীর বের ক'রে আনতেই দম ফুরিয়ে গেলো ওর। বাকি অর্ধেকটা আটকে গেছে, কোনোমতে বেরিয়ে আসতে চাইছে না। নিতম্ব তার তলপেটের দু'পাশের হাড় বেধে গেছে লোহার বারে। মাঝখানে আটকা পড়ে হাঁসফাঁস করতে থাকলো ও। তারপর শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে ঝাঁকি দিলো একটা। কাতর একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো গলার ভেতর থেকে, হাড়ে ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু সেই সাথে সারা শরীরে শান্তির ঠাণ্ডা অনুভব করলো। টানেল পেরিয়ে এসেছে ও।

ত্রিশ সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে উঠে দাঁড়ালো পিট। গেট পেরিয়েছে, কিন্তু তার মানে কি ফন টিলের ফাঁদ থেকে বেরুতে পেরেছে ও? এখনও চারদিক অন্ধকার, তবে গভীর গাঢ় নয়। ইতিমধ্যে সেটা সয়েও এসেছে চোখে। চারদিকে তাকালো ও।

গৃল দেয়া গেটের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল এক অ্যাম্ফিথিয়েটারের স্টেজে ঢোকার প্রবেশ পথ। চাঁদ আর তারার আলোয় সব কিছু পরিষ্কার দেখা না গেলেও রঙ্গমঞ্চের বিশালত্ব টের পাওয়া গেলো। কালো আকাশের গায়ে আরও ঘন কালো ছায়ার মতো একটা পাহাড় চূড়া, তার মাথায় আধখানা চাঁদ।

অধ্যায় ৮

সিকি মাইল লম্বা ঢাল পেরিয়ে রাস্তায় নেমে এলো পিট। এটাকে ঠিক রাস্তা বলা যায় না—মাটির ওপর টায়ারের জোড়া দাগ, বুঝে নিতে হয় এটাই রাস্তা; চুলের কাঁটার মতো অনেকগুলো বাঁক নিয়ে ক্রমশ নিচের দিকে নেমে গেছে। দরদর ক'রে ঘামছে পিট, হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে। ঠিক দৌড়াচ্ছে না, আবার হাঁটছেও না, দুটোর মাঝখানের একটা ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে দ্রুত। মারাত্মকভাবে আহত হয় নি ও, কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষরণে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন যদি কোনো ডাক্তারের সামনে পড়ে ও, জোর-জোর ক'রে হাসপাতালে পাঠাতে চাইবে।

মাঝে মধ্যেই চোখের সামনে ভেসে উঠলো ফার্স্ট এটেম্পট্-এর ছবি। দেখলো, অসহায় বিজ্ঞানী আর ক্রুরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে, প্রাণ বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টায় ছুটোছুটি করছে সবাই। ওদিকে মাথার ওপর বারবার ফিরে আসছে সেই অ্যালব্যাট্রস, প্রতিবার ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুঁড়ে ক্ষতবিক্ষত করছে ওশেনোগ্রাফির রিসার্চ শিপটাকে। এবার গ্রেনেড ফেলাও বিচিত্র নয়। ব্র্যাডি ফিল্ড থেকে ইন্টারসেপ্টর জেট আকাশে ওঠার আগেই সর্বনাশ যা হবার হয়ে যাবে, ভাবলো পিট। অবশ্য নর্থ আফ্রিকা থেকে রিপ্লেসমেন্ট এয়ারক্রাফট যদি ভোর হবার আগে পৌঁছায় তবেই সেগুলোর আকাশে ওঠার সম্ভাবনা, নইলে...

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো পিট। সামনের ছায়ায় কি যেনো পড়লো। টায়ারের দাগ ছেড়ে সরু পায়ে চলা একটা পথ ধরলো ও। কয়েক সারি নারকেল গাছকে পাশ কাটিয়ে খানিক দূর এগোতেই বুনো ঝোপের আড়াল থেকে দেখতে পেলো, বড় সড় পাথরের সাথে চারপেয়ে একটা জন্তু বাঁধা রয়েছে। ভালো ক'রে তাকাতে বুঝলো, ওটা ঘোড়াও নয়, গরুও নয়, একটা গাধা। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এগোলো পিট। ওর দিকে ফিরে কান খাড়া করলো গাধা। চারদিকে তাকালো পিট। কেউ নেই আশপাশে।

গাধার পাশে দাঁড়িয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলো পিট। "তুমি আমার সাত রাজার ধন," বিড় বিড় ক'রে বললো ও। "কমান্ডার রুডি গান নিশ্চয়ই বড় ধরনের কোনো পুণ্যের কাজ করেছিলো, তাই পেয়ে গেলাম তোমাকে!" রশি

খুলে গাধার নাকের ওপর দিয়ে জড়িয়ে নিলো সেটা, তারপর উঠে বসলো পিঠে। "চলো, ভাই!" আদর ক'রে বললো ও। "তাড়াতাড়ি!"

যেনো কতো যুগের পরিচয় ডার্কের সাথে, বলতেই লক্ষ্মী ছেলের মতো এগোতে শুরু করলো গাধা। "তোমার নাম রাখলাম বিদ্যুৎ," গাধার পিঠে চাপড় দিয়ে বললো পিট। "নামটা যে ঠিক হয়েছে এবার সেটা প্রমাণ করো দেখি!" চাপড় খেয়ে ছুটতে শুরু করলো ডার্কের বাহন।

চাঁদের আলোয় পথ দেখে লিমিনাসের কাছাকাছি পৌঁছলো পিট। ঘাস ঢাকা প্রান্তরগুলোকে মাথা উঁচু বনভূমি ঘিরে রেখেছে। এই রকম একটা জঙ্গলঘেরা সমতল জায়গার ওপর গ্রামটা। আর সব উপকূলবর্তী গৃক গ্রামের মতোই প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষের পাশে গড়ে উঠেছে মনোরম টালির ছাদওয়ালা বাড়ি-ঘর গ্রামের এক দিকে সাগর, খুদে হারবারে নিচু ফিশিং বোট নোঙর করা রয়েছে তেল, মাছ আর লোনা বাতাসে গন্ধ ঢুকলো নাকে। তীর বরাবর লম্বা কাঠের পিলারে ঝুলছে নেট। পিছনেই গ্রামের মেইন রোড। রাস্তার দু'পাশে বাড়ি-ঘর দরজা বা জানালা, একটাও খোলা দেখলো না পিট। ভোরের আবছা আলোয় প্রাণের কোনো স্পন্দন চোখে পড়লো না ওর। অপ্রশস্ত একটা মোড়ে এসে গাঁধার পিঠ থেকে নামলো ও, একটা মেইল বক্সের সাথে বেঁধে রাখলো রশিটা। প্যান্টের পকেট থেকে ওয়ালেট বের করলো। দশ মার্কিন ডলারের একটা নোট গুঁজে দিলো গাঁধার নাক আর রশির মাঝখানে। "ধন্যবাদ, বিদ্যুৎ, খুচরো পয়সা ফেরত দিতে হবে না, ওগুলো তোমাকে বখসিশ দিলাম।" গাধার পিঠ চাপড়ে দিয়ে সৈকতের দিকে এগোলো পিট।

রাস্তার এদিক ওদিক তাকালো ও, কিন্তু টেলিফোনের লাইন দেখলো না। রাস্তার কোথাও কোনো রকম গাড়িও পার্ক করা নেই। থাকার মধ্যে একটা বাড়ির গেটের পাশে হেলান দিয়ে আছে একটা বাই-সাইকেল। কিন্তু গায়ে শক্তি কম, এবং ব্র্যাডি ফিল্ড এখান থেকে সাত মাইলের ধাক্কা! সবচেয়ে ভালো হতো গাড়ি বা টেলিফোন পেলে।

ওমেগা দেখলো পিট। তিনটে ঊনষাট। ভোর হতে একচল্লিশ মিনিট বাকি। এই সময়ের মধ্যে কমান্ডার রুডি গানকে সাবধান ক'রে দিতে হলে কোনো না কোনো বাহনের সাহায্য নিতে হবে ওকে। গাধা সময় মতো পৌঁছাতে পারবে না। সাইকেল চালাবার মতো শক্তি নেই ওর। সৈকতের ওপর দিয়ে সাগরের দিকে তাকালো ও। বাই রোড ব্র্যাডি ফিল্ড সাত মাইল, কিন্তু সাগর পথে মাত্র চার মাইল। কাজেই একটা বোট চুরি না করার কি কারণ থাকতে পারে? নিজেকে জিজ্ঞেস করলো পিট। উত্তরও পেয়ে গেলো সাথে সাথে, কোনো কারণই

নেই। যে একটা গাধা কিডন্যাপ করতে পারে তার জলদস্যু সেজে একটা বোটও হাইজ্যাক করতে পারা উচিত।

ছোটো সাইজের নিচু বোট, এক সিলিন্ডারের গ্যাসোলিন ইঞ্জিন। পছন্দ হলো ডার্কের। অন্ধকারে হাতড়ে থ্রটল লিংকেজ, আর ইগনিশন সুইচ পেয়ে গেলো। ফ্লাইহুইলটা বেশ বড়সড়। ঘোরাতে বেশ শক্তি লাগে।

প্রথমবারের চেষ্টাতেই স্টার্ট নিলো ইঞ্জিন। ছুরি দিয়ে লাইন কাটলো পিট। রিভার্স গিয়ার দিয়ে পিঁছিয়ে নিয়ে এলো বোট, একশো আশি ডিগৃ বৃত্ত রচনা ক'রে পুরনো রোমান ব্রেকওয়াটার পেরিয়ে এলো, তারপর ছুটলো খোলা সাগরের দিকে।

ফুল থ্রটল দিলো পিট, ছোটো ছোটো ঢেউ কেটে, নাক উঁচু ক'রে, প্রায় সাত নট গতিতে এগোলো বোট। স্টার্ন সিটে শিরদাঁড়া খাড়া ক'রে বসলো পিট। দুই হাত দিয়ে শক্ত ক'রে ধরে থাকলো টিলার। চামড়া ছড়ে যাওয়া তালু আর আঙুলের ডগা থেকে রক্ত ঝরছে, ব্যথা করছে, কিন্তু গ্রাহ্য করলো না ও।

আধঘণ্টা কাটলো। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো পূব আকাশ। সাধ্যের সবটুকু ব্যয় করে এগোলো বোট, কিন্তু পিটকে সন্তুষ্ট করতে পারলো না। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে বারবার অসুস্থ বোধ করলো ও, ঝিমুনি ভাব এসে গ্রাস করতে চাইলো ওকে। শুধু ইচ্ছে শক্তির জোরে টিলার ধরে বসে থাকলো ও। মাঝখানে একবার নিজের অজান্তে চোখ দুটো বুজে গিয়েছিলো, কিন্তু পরমুহূর্তের চমকে উঠে চোখ মেললো। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখের পাতা রগড়ালো, জ্বালা করছে চোখ। এর একটু পরই দেখতে পেলো পিট-নিচু, মেটে রঙের একটা আকৃতি। বড় জোর মাইল খানেক দূরে। বড়, সাদা, থারটি-টু পয়েন্ট লাইট দুটো চিনতে পারলো ও। বো আর স্টার্ন। এর অর্থ, জাহাজ নোঙর ফেলা অবস্থায় আছে। দিগন্তরেখার নিচ থেকে সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে রোদ। উজ্জ্বল পূব আকাশের গায়ে প্রথমে দেখা গেলো ফার্স্ট এটেম্পট্-এর সুপারস্ট্রাকচার, তারপর ক্রেন আর রাডার মাস্ট, তারপর ডেকে ছড়ানো সায়েনটিফিক ইকুইপমেন্ট।

পানির কিনারা আর দিগন্তরেখা যেখানে এক হয়ে মিলেছে সেদিকে তাকিয়ে ছিলো পিট, হঠাৎ দেখলো লাফ দিয়ে আকাশে উঠলো মস্ত একটা লাল রঙের থালা। সূর্যের আলো মেখে ঝলমল ক'রে উঠলো সাগর। বোটের গতি কমালো পিট। ধীরে ধীরে লিডারের গায়ে ভিড়লো সেটা।

"হ্যালো!" চিৎকার করতে গিয়ে আবিষ্কার করলো পিট, গলায় জোর নেই।

"আরে! মেজর পিট, আপনি?" জাহাজের রেলিং থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়লো ড. নাইট।

তিন মিনিট পর কমান্ডার রুডির কেবিনে পৌঁছালো পিট। সদ্য ঘুম থেকে জাগা কমান্ডারের পরনে শর্টস ছাড়া কিছু নেই, চোখ দুটো বিস্ফারিত। "মাই গড! একি অবস্থা হয়েছে তোমার, পিট?"

রক্তাক্ত একটা হাত কমান্ডারের কাঁধে তুলে দিয়ে তাকালো রুডি গান। "ডাক্তারকে ডাকো। জলদি!" পিটকে দু'হাত দিয়ে ধরলো সে, টেনে নিয়ে এসে বসিয়ে দিলো বাঙ্কের ওপর। বললো, "কোনো কথা নয়। শুয়ে পড়ো। ডাক্তার আগে দেখুক তোমাকে, দু'মিনিটের বেশি লাগবে না।"

বাঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়ালো পিট, রুডির একটা কব্জি চেপে ধরলো শক্ত করে। "সর্বনাশ ঘটে যেতে দু'মিনিটও হয়তো বাকি নেই! তাড়াতাড়ি বলো, মিটিয়রলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট আছে?"

দু'সেকেন্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো রুডি গান, ডার্কের চেহারায় উত্তেজনা আর অস্থিরতা লক্ষ্য ক'রে ঘাবড়ে গেলো সে। "হ্যাঁ, নানা ধরনের মিটিয়রলজিক্যাল ডাটা রেকর্ড করার জন্যে প্রচুর ইনস্ট্রুমেন্ট আছে আমাদের। কেন, পিট?"

রুডির হাত ছেড়ে দিয়ে জোর ক'রে একটু হাসলো পিট। "এখন থেকে যে কোনো মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে জাহাজ। ব্র্যাডি ফিল্ডে হামলা চালিয়েছিলো যে অ্যালব্যাট্রস, আবার সেটা আসছে।"

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, পিট?" হতভম্ব দেখালো কমান্ডারকে।

"শরীর খারাপ হয়েছে," বললো পিট। "কিন্তু মাথাটা আমার এই মুহূর্তে তোমার চেয়েও ভালো আছে। কি করতে হবে শোনো, মন দিয়ে শোনো।"

প্রকাণ্ড এ-ফ্রেম ক্রেনের প্রায় মগডালে পাহারা আছে, সেখান থেকেই প্রথমে দেখা গেলো প্লেনটাকে। দিগন্তজোড়া নীল আকাশের গায়ে হলুদ একটা ফড়িং—অ্যালব্যাট্রস। এরপর পিট আর কমান্ডারের চোখেও পড়লো সেটা, প্রায় মাইল দুয়েক দূরে। উড়ে আসছে আটশো ফুট ওপর দিয়ে। আরও আগে দেখতে পাওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু তা না পাবার কারণ—সোজা একেবারে সূর্যের চোখ থেকে বেরিয়ে আসছে ওটা।

"দশ মিনিট দেরি ক'রে ফেলেছে পাইলট," বলেই ব্যথায় কাতরে উঠলো পিট। একটা হাত মাথার ওপর উঁচু ক'রে রেখেছে ও, সন্ন্যাসীর মতো দাড়ি-

গোঁফে ঢাকা মুখ নিয়ে ডার্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের প্রৌঢ় ডাক্তার, দ্রুত হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে ওর বুকে।

শান্ত-সৌম্য চেহারা ডাক্তারের, কিন্তু চোখ দুটো কঠিন। বৃজে কেন রয়েছে পিট, কমান্ডারের সাথে ওর কি সম্পর্ক সবই তার জানা হয়ে গেছে। ওদের কথাবার্তা শুনে বুঝতেও পারছে না তাকে। জানে, পিটকে বসানো বা শোয়ানো যাবে না, তাই সে-চেষ্টাও করে নি সে। পিট ব্যথা পেয়ে ককিয়ে উঠতেও তার চেহারায় কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেলো না। এমনকি প্লেনটা এসে পড়েছে বুঝতে পেরেও হাতের কাজ থামিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকালো না সে। ডাক্তারের হাবভাব লক্ষ্য করে তার ওপর শ্রদ্ধা জন্মে গেলো ডার্কের।

শেষ নটটা বেঁধে দিয়ে গম্ভীর মুখে ডার্কের চোখে তাকালো ডাক্তার। "এর বেশি এখন আর কিছু করা সম্ভব হলো না, মেজর।"

"দুঃখিত, ডাক্তার," আকাশ থেকে চোখ নামালো না পিট। "ঝামেলাটা চুকে গেলেই আবার আপনার হাতে ধরা দেবো আমি। এখন আপনি নিচে পালান। আর, হ্যাঁ, তৈরি থাকবেন, যুদ্ধে আমাদের কৌশল যদি না টেকে, রোগীর কোনো অভাব হবে না আপনার।"

কথা না বলে পুরনো লেদার কেসটা বন্ধ করলো ডাক্তার। তরতর ক'রে মই বেয়ে নেমে গেলো বৃজ থেকে। রেলিঙের কাছ থেকে পিছিয়ে এলো পিট, দ্রুত তাকালো কমান্ডারের দিকে। "তার জোড়া লাগানো হয়েছে?"

"সব রেডি!" উত্তেজিত গলায় জানালো রুডি গান। হাতে একটা ছোটো কালো বাক্স, সেটার সথে জুড়ে থাকা তারটা রাডার মাস্ট ধরে উঠে গেছে, সেখান থেকে সোজা আকাশে। "পাইলট টোপটা গিলবে ব'লে মনে হয়?"

"হিস্ট্রি নেভার ফেইলস্ টু রিপিট ইটসেলফ," আত্মবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠলো ডার্কের চেহারায়। তাকিয়ে আছে আকাশে। দ্রুত এগিয়ে আসছে প্লেনটা।

এই বিপদ আর উত্তেজনাকর মুহূর্তেও ভিন-দেশী এই যুবকের কথা ভেবে বিস্মিত না হয়ে পারলো না কমান্ডার রুডি গান। আর সব কথা বাদ দিলেও, চরম সংকটময় মুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্ল্যান তৈরি করা, সবার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়া এবং মধু-মাখানো কথা আর ব্যবহার দিয়ে সবার মন জয় করার যে অসাধারণ গুণের পরিচয় আজ ও দিয়েছে ঠিক এই রকমটি আর কারও মধ্যে দেখে নি সে। আহত শরীর, ক্লান্তিতে জ্ঞান হারাবার অবস্থা, অথচ চেহারা দেখে সেটি বোঝার কোনো উপায় নেই। ওদিকে বিনয় প্রকাশে কারোও চেয়ে

কম যায় না। কনুইয়ের ওপর ডার্কের হাতের খামচি অনুভব ক'রে সম্বিত ফিরলো কমান্ডারের।

"শক ওয়েভের ধাক্কায় পানিতে পড়বে," চিৎকার করে বললো পিট। "শুয়ে পড়ো!" নিজেও শুয়ে পড়লো ও। কমান্ডার শুয়ে পড়েছে দেখে আবার বললো, "তৈরি থাকো। বললেই তার জোড়া লাগাবে!"

জাহাজের কাছ থেকে এখনও কিছু দূরে রয়েছে অ্যালব্যাট্রস, এই সময় হঠাৎ কাত হয়ে গেলো সেটা। জাহাজটাকে মাঝখানে রেখে ঘুরছে, দেখে নিতে চাইছে ডিফেন্সের অবস্থা। পানির ওপর দিয়ে ভেসে এলো ইঞ্জিনের ভোঁতা আওয়াজ, কানের পর্দায় ভাইব্রেশন অনুভব করলো পিট। ধার করা এক জোড়া বাইনোকুলার দিয়ে প্লেনটাকে দেখছে ও। ডানা আর ফিউজলেজে কালো রঙের ছোটো ছোটো গোল দাগ দেখে হাসলো—বুঝলো, ওগুলোর জন্যে জিওর্দিনোর কারবাইন দায়ী। গ্লাস জোড়া প্রায় খাড়াভাবে নিচে থেকে ওপর দিকে তুললো ও, সারাটা পথ অনুসরণ করলো কালো তারটাকে। বেলুনের নিচে একটা প্যাকেট, সেটার ভেতরে সেঁধিয়ে গেছে ওটা। আশাটা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হলো বেলুনটাকে আক্রমণ করার লোভ বা ঝোঁক সামলাতে পারবে না পাইলট।

"রুডি গান...রুডি গান..." রুদ্ধশ্বাসে বিড়বিড় ক'রে উঠলো পিট। বেলুনটার দিকে ক্রমশ এগোলো প্লেন। "সাবধান! রেডি থাকো! বোধহয় মৌচাকে ঠোকর দিতেই যাচ্ছে...লক্ষ্য রাখো!"

আরেকটু হলে হেসেই ফেলছিলো কমান্ডার। একশো পাউন্ড বিস্ফোরক, তাকে কিনা মৌচাক বলছে পিট! কেউ ভাবতে পারে নি মিটিয়রলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট আছে কিনা জানতে চেয়ে পিট আসলে জানতে চাইছিলো ওয়েদার বেলুন আছে কিনা। সিসমিক ল্যাবে এক্সপ্লোসিভ আছে, বা থাকার কথা, সেটা জানা ছিলো ডার্কের। ওয়েদার বেলুনও আছে শুনে মহাখুশি হয়ে উঠেছিলো ও। একশো পাউন্ড বিস্ফোরক নিজের হাতেই বেঁধে দিয়েছে বেলুনের সাথে। তারপর সবাই মিলে তোলা হয়েছে বেলুনটাকে আকাশে। প্রকাণ্ড রূপালী চাঁদের মতো সাগরের মাথার ওপর আকাশে ভাসছে সেটা। বিস্ফোরকের প্যাকেজটা বেলুনের সাথে, ওটার ঠিক নিচেই ঝুলছে। জাহাজ থেকে আটশো ফুট ওপরে এবং চারশো ফুট পিছনে রয়েছে বেলুন। সব মিলিয়ে চারটে ফুটবল মাঠের দূরত্ব। আপন মনে মাথা নাড়লো কমান্ডার। সাধারণত আন্ডাওয়াটার শকওয়েভ তৈরি করে সাগর-তল স্টাডি করার জন্যে ব্যবহার করা হয় এবং এক্সপ্লোসিভ চার্জ, অথচ এখন সেটা আকাশের একটা প্লেন উড়িয়ে দেবার কাজে ব্যবহার হতে যাচ্ছে!

আবার কাত হয়ে পড়লো অ্যালব্যাট্রস। বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করলো ফার্স্ট এটেম্পট্-এর দিকে। প্রতিমুহূর্তে বাড়ছে ইঞ্জিনের গর্জন। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ডার্কের, গোত্তা দিয়ে সোজা জাহাজের দিকেই নেমে আসবে ওটা। ডাইভ শুরু ক'রে নামতেও শুরু করলো। কিন্তু পিট লক্ষ্য করলো, নেমে আসার অ্যাঙ্গেলটা অনেক বেশি নিচু। বেলুনের পাশ ঘেঁষে যাবার জন্যে একটা কাল্পনিক রেখার ওপর আসতে চাইছে পাইলট। জানে ওকে দেখামাত্র গুলি করার ঝোঁক চেপে বসবে পাইলটের মাথায়, তবু ভালো ক'রে দেখার জন্যে উঠে দাঁড়ালো পিট। তীক্ষ্ণ, ধারালো হয়ে উঠলো ইঞ্জিনের আওয়াজ। গান সাইটগুলো তাক্ করা রয়েছে অলস বেলুনটার দিকে। দেরি করলো না পাইলট, রেঞ্জ অ্যাডজাস্ট করার সময়টুকু পর্যন্ত নিলো না সে। কাত হয়ে গেলো প্লেন। হলুদ ডানা দুটো রোদ লেগে ঝিক্ ক'রে উঠলো। ডানার আড়ালে পড়ে যাওয়ায় কাউলিঙে বসানো গান দুটো থেকে বেরিয়ে আসা আগুনের ঝলক দেখতে পাওয়া গেলো না। দু'ধরনের আওয়াজ পেলো ওরা। ফড় ফড় ক'রে সুতী কাপড় টেনে ছিঁড়লে যে আওয়াজ হয়, একটা সেই রকম। প্রায় একই সাথে শোনা গেলো বাতাস কেটে বুলেট ছোটার আরেকটা শব্দ। হামলা শুরু হলো।

ব্যাগটা নাইলনের তৈরি, রাবারের আচ্ছাদন আছে গায়ে, ভেতরে হিলিয়ামে। একনাগাড় গুলিবর্ষণে কাঁপতে শুরু করলো সেটা। তারপর চুপসে গেলো। বেঢপ হয়ে উঠলো আকৃতি, সেই সাথে শুরু হলো পতন। সাগরের দিকে দ্রুত নামার সময় ভাঁজ খেয়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেলো বেলুনটা। সেটার ওপর দিয়ে দ্রুত উড়ে এলো অ্যালব্যাট্রস, সোজা ফার্স্ট এটেম্পট্-এর দিকে।

"এখনই সময়!" বলেই ডাইভ দিয়ে বৃজের ডেকে পড়লো পিট।

সুইচটা নিচে ঠেললো কমান্ডার। প্রায় সাথে সাথে বিস্ফোরণ। খোল থেকে মাস্তুল পর্যন্ত প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো। ভোরের নিস্তব্ধতা চুরমার ক'রে দিয়ে আওয়াজটা হলো যেনো টর্নেডোর ধাক্কায় এক হাজার কাঁচের জানালা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলো। ঘন, কালো আর কমলা রঙের বিশাল একটা মেঘ দেখা গেলো আকাশে। ধোঁয়া। ধোয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো আরও উজ্জ্বল কমলা রঙের আগুন। শকওয়েতের ধাক্কায় সমস্ত বাতাস বেরিয়ে পিট আর রুডির ফুসফুস খালি হয়ে গেলো, মনে হলো দম ফুরিয়ে যাওয়ায় মারা যেতে বসেছে ওরা।

ধীরে ধীরে, আঁটসাঁট ব্যান্ডেজের ভেতর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করতে করতে, উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়া ধোঁয়ার মধ্যে অ্যালব্যাট্রসটাকে খুঁজলো পিট। শকওয়েভের ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে

নি শরীর, ওর চোখের দৃষ্টি অনেক বেশি ওপরে গিয়ে পৌঁছুলো। মুহূর্তের জন্যে নিরাশায় ছেয়ে গেলো মন। নেই অ্যালব্যাট্রস! ধোঁয়ার বিশাল স্তম্ভগুলো শুধু পাক খাচ্ছে আকাশের গায়ে।

কি ঘটেছে এক সেকেন্ড পরই বুঝতে পারলো পিট। ওর দেয়া সিগন্যাল আর বিস্ফোরণের মাঝখানে সময়ের একটা ব্যবধান ছিলো, সেই সামান্য সময়ের ভেতরই বিস্ফোরণের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বেশ একটু দূরে সরে গিয়েছিলো অ্যালব্যাট্রস, সেজন্যেই সাথে সাথে সহস্র টুকরো হয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে গেছে ওটা। দৃষ্টি দিগন্তরেখার কাছে নামিয়ে আনতেই দেখতে পেলো ওটাকে। গ্লাইড করার ছন্দহীন ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেলো, ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে।

ছোঁ দিয়ে পাশ থেকে বাইনোকুলার তুলে নিলো পিট। চোখ তুলে তাকাতেই দেখলো, আগুনের ফুলকি আর ধোঁয়া ছেড়ে এগোচ্ছে অ্যালব্যাট্রস। তারপর ধীরে ধীরে ডিগবাজি খেতে শুরু করলো ওটা। হঠাৎ পিছন দিকে ভাঁজ হয়ে গেলো একটা ডানা, ফিউজলেজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সোজা পড়তে শুরু করলো সাগরে। এরপর দ্রুত হলো ডিগবাজিগুলো। উঁচু অফিস বিল্ডিং থেকে এক টুকরো কাগজ যেভাবে পড়ে সেভাবে পড়তে শুরু করলো। তারপর মনে হলো, দিগন্তরেখার ওপর স্থির হয়ে ঝুলে আছে। এক সেকেন্ড পর সাগরে পড়লো অ্যালব্যাট্রস। ধোঁয়া রেখা ছাড়া থাকলো না কিছু আর।

"বাজি মার দিয়া!" চিৎকার ক'রে বললো কমান্ডার। "সাবাস ওয়েদার বেলুন! সাবাস ডার্ক পিট!"

ঝট ক'রে রুডির দিকে ফিরলো পিট। কখন যে ওর পাশে উঠে দাঁড়িয়েছে টেরও পায় নি। "কোথাও ব্যথা পাও নি তো?"

"বুকে বাতাস একটু কমে গেছে, তাছাড়া," নিজের শরীরের ওপর চোখ বুলালো কমান্ডার, "...সব ঠিক আছে।"

কাজের কথা পাড়লো পিট। "কিছু লোককে ডাবল-এন্ডারে ক'রে পাঠিয়ে দাও এখু নি। ডাইভ দিয়ে দেখুক কি পাওয়া যায়। ভূতটার চেহারা কেমন দেখতে চাই আমি।"

"অবশ্যই," ব্যস্তভাবে বললো কমান্ডার। "আমি নিজেই ডাইভিং পার্টির নেতৃত্ব দেবো। কিন্তু এক শর্তে।"

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো পিট।

"এখুনি তোমাকে আমার কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে।"

"তুমিই ক্যাপ্টেন!" কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো পিট। রেলিঙের দিকে ঘুরলো ও। অ্যালব্যাট্রস যেদিকে সলিল সমাধি লাভ করেছে সেদিকে তাকালো বৃজ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো রুডি গান।

বিশ মিনিট পড় ডাবল-এন্ডারে ডাইভিং গিয়ার তোলা শেষ হলো, তখনও পিট সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ডাবল-এন্ডারে আর সবাই আগেই চড়েছে, এবার তাতে কমান্ডারও উঠলো। বৃত্ত রচনা না করে, বা সাগরের সারফেস সার্চ করার কোনো চেষ্টা না করে সোজা অ্যালব্যাট্রস যেখানে ডুবে গেছে সেই স্পটের দিকে এগোলো বোট। জায়গামতো পৌঁছে থামলো সেটা, ডুবুরীরা নেমে গেলো পানির নিচে।

"এবার আমার হাতে ছেড়ে দিন নিজেকে," ডার্কের পিছন থেকে মৃদু গলায় বললো ডাক্তার।

ঘুরে দাঁড়ালো পিট। "কখন এলেন?"

"এই তো," বলে ঘুরে অনুসরণ করলো পিট। হঠাৎ দুর্বল, নিঃশেষিত, ক্লান্ত লাগলো নিজেকে। মনে হলো মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। কিন্তু মই বেয়ে নিরাপদেই নেমে এলো বৃজ থেকে। কমান্ডারের কেবিন পর্যন্ত কিছুই ঘটলো না। কিন্তু বাঙ্কে উঠে শোবার পর আর কিছু মনে থাকলো না ডার্কের—ঘুমিয়ে পড়লো।

অধ্যায় ৯

ঘুম ভাঙলো চার ঘণ্টা পর। সারা শরীর ভিজে গেছে ঘামে। মনে হলো গরম তন্দুরের ভেতর রয়েছে ও। ভেন্টিলেটারটা বন্ধ দেখে খুললো সেটা, কিন্তু ক্ষতি যা হবার আগেই হয়ে গেছে। কেবিনের গরম বাতাসকে কাবু করতে ঘণ্টা কয়েক সময় লাগবে এয়ারকন্ডিশনারের। ট্যাপ খুলে চোখেমুখে পানি ছিটালো ও। একটা চেয়ারে বসে এক এক করে স্মরণ করলো সবগুলো ঘটনা। উইলি আর তার মেবাক-জেপেলিন। ভিলা ফন টিলের সাথে ডিনার। টেরির চোখে পানি। তারপর টানেল, কুকুর, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা। বিদ্যুৎ...তাকে কি খুঁজে পেয়েছে মালিক? ফিশিং বোট। হলুদ অ্যালব্যাট্রস। বিস্ফোরণ কমান্ডার রুডি গান আর তার ক্রুরা সাগর থেকে উদ্ধার করবে প্লেনটাকে, এখন তারই অপেক্ষায় রয়েছে ও। পাইলটের লাশ কি পাবে ওরা। এসবের সাথে কিভাবে, কতোটুকু জড়িত ফন টিল? তার মতলবটা কি? আর টেরি? ফন টিল ওকে টানেলে ঢুকিয়ে দিয়ে কুকুর লেলিয়ে দিতে যাচ্ছে, সে কি জানতো? সে কি ওকে সাবধান ক'রে দিতে চেষ্টা করেছিলো? নাকি ফন টিল তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে, ওর কাছ থেকে তথ্য আদায় করার জন্যে?

সমস্ত চিন্তা আর প্রশ্ন মাথা থেকে বের ক'রে দিলো পিট। ব্যান্ডেজের ভেতর সড় সড় করছে, ইচ্ছে হচ্ছে চুলকায়।

"উফ্, এই গরমে মানুষ বাঁচে!" চেয়ার ছেড়ে ভেন্টিলেটরের সামনে দাঁড়ালো পিট। শর্টস ছাড়া আর সব কাপড়চোপড় ওর শরীর থেকে খুলে নিয়েছে ডাক্তার। বেসিনের কাছে পাওয়া গেলো সেগুলো। সাবান দিয়ে ধুলো সব। পানি নিঙড়ে পরেও ফেললো। কয়েক মিনিট যেতে না যেতে শুকিয়ে গেলো সব।

মৃদু টোকা পড়লো দরজায়। ধীরে ধীরে খুলে যেতে শুরু করলো কবাট। উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকালো লালচুলো একটা কেবিন বয়। "মেজর পিট, আপনার ঘুম ভেঙেছে?"

"ভেঙেছে কিনা জানতে হলে এক বোতল ঠাণ্ডা গৃক বিয়ার নিয়ে আসতে হবে," বললো পিট।

বত্রিশ পাটি দাঁত বের ক'রে হাসলো ছেলেটা। "ইয়েস, স্যার!" বলেই অদৃশ্য হলে গেলো সে। কিন্তু এক সেকেন্ড পর আবার তাকে উঁকি দিতে দেখা গেলো। "স্যার, কর্নেল জেমস লুইস আর ক্যাপ্টেন অ্যাল জিওর্দিনো আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। কর্নেল সরাসরি এখানে ঢুকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের জাহাজের ডাক্তার বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছেন ওঁদেরকে। কর্নেল জোর-জার করলে তাঁকে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার হুমকিও দিয়েছেন তিনি।"

হাসি চেপে বললো পিট, "ঠিক আছে, ওদেরকে আসতে বলো। আর মনে রেখো, বিয়ার নিয়ে আসতে দেরি করলে কেউ এসে কিছু পাবে না—স্রেফ বাষ্প হয়ে উড়ে যাবো।"

"ইয়েস, স্যার!" চলে গেলো কেবিন বয়।

বাঙ্কে শুয়ে মাথার পিছনে হাত রাখলো পিট। কর্নেল আর অ্যাল আসছে। নুমা হেডকোয়ার্টার থেকে উত্তরটা কি পেয়ে গেছে অ্যাল? উত্তরটা পেলে জানা যাবে ফন টিল গুপ্তধন উদ্ধারের আশায় আছে কিনা। হঠাৎ প্রকাণ্ড সাদা কুকুরটার কথা মনে পড়লো আবার। গোটা ধাঁধার মধ্যে এই কুকুরটারও একটা ভূমিকা আছে ব'লে মনে হলো ওর। কিন্তু ফন টিল আর কার্ট হেইবার্টের মাঝখানে কোনোভাবেই কুকুরটাকে খাপ খাওয়াতে পারলো না ও।

আচমকা দমকা বাতাসের মতো কেবিনে ঢুকলো কর্নেল লুইস। মুখটা লাল হয়ে আছে, ঘামছেও দরদর করে। পিটকে দেখে বিদ্রূপের হাসি দেখা গেলো ঠোঁটে। "আমার দাওয়াতটা পায়ে ঠেললেন, সেজন্যে নিশ্চয়ই পস্তাচ্ছেন এখন, মেজর পিট?"

মুচকি হেসে বাঙ্কের ওপর উঠে বসলো পিট। "কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে, আপনার দাওয়াতে গেলে যা হতো না।"

চেহারাটা গম্ভীর ক'রে তুলে কর্নেল জানতে চাইলো, "শরীরটা এখন কেমন, ভালো তো?"

"ভালো," বললো পিট। তাকালো জিওর্দিনোর দিকে। "খবর কি?"

"তার আগে বলো, কাল রাতে আসলে ঘটেছিলোটা কি? রেডিও মেসেজে একটা কুকুরের কথা বললেন কমান্ডার রুডি গান। ব্যাপারটা কি বলো তো?"

"বলবো," জানালো পিট। "কিন্তু তার আগে আমার দুটো প্রশ্ন," কর্নেলের দিকে তাকালো ও। "ফন টিলকে চেনেন আপনি, কর্নেল?"

"সামান্য। স্থানীয় গণ্যমান্যদের পার্টিতে কেউ একজন তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো, এই রকম দু'চারটে পার্টিতে মাঝে মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ

হয়েছে। এই পর্যন্তই। তবে লোকমুখে শুনেছি, আজব একটা চরিত্র বটে! হঠাৎ ফন টিলের কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

"কিসের ব্যবসা তার জানেন?"

"জাহাজের ছোটো একটা ফ্লিট আছে তার," মুহূর্তের জন্যে থেমে চোখ বুজলো কর্নেল, চিন্তা করলো খানিক, তারপর চোখ মেলে হাসলো। "মনে পড়েছে। ফ্লিটের নাম, মিনার্ভা লাইন্স।"

"আগে কখনও নামটা শুনি নি তো!"

"সেটাই স্বাভাবিক," কর্নেলের চেহারায় তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠলো। "থাসোসের পাশ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মাঝে মধ্যে যেতে দেখি মিনার্ভা লাইন্সের দু'একটা জাহাজ, তোবড়ানো বালতি বললেই হয়। ওরা নিজেরা ছাড়া আর কেউ বোধহয় ওটার অস্তিত্বের কথা জানে না।"

ভুরু কুঁচকে উঠলো ডার্কের। "ফন টিলের জাহাজ থাসোস কোস্টলাইন ধরে যাওয়া-আসা করে?"

"হ্যাঁ। সপ্তায় বোধহয় একটা করে। দেখলেই চেনা যায় ওগুলোকে—প্রকাণ্ড আকারের এম (গ) আঁকা আছে স্মোক ফানেলে।"

"সাগরে নোঙর ফেলে, নাকি লিমিনাস ডকইয়ার্ডে ভেড়ে?"

মাথা নাড়লো কর্নেল। "কোনোটাই না। দক্ষিণ দিক থেকে আসে, দ্বীপটাকে মাঝখানে রেখে চক্কর দেয়, তারপর ফিরে যায় আবার দক্ষিণ দিকেই।"

"একবারও না থেমে?"

"খুব জোর আধঘণ্টার জন্যে থামে বটে, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের কাছে।"

বাঙ্ক থেকে নেমে পড়লো পিট। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো জিওর্দিনোর দিকে, তারপর আবার ফিরলো কর্নেলের দিকে। "আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না?"

সিগার ধরালো কর্নেল। জানতে চাইলো, "কেন?"

"মেইন সুয়েজ ক্যানেল শিপিংলেন থেকে থাসোস কম ক'রেও পাঁচশো মাইল দূরে," ধীরে ধীরে বললো পিট। "নিজের জাহাজকে শুধু শুধু এক হাজার মাইল বেগার খাটাবে কেন ফন টিল?"

"জানি না," ত্যক্ত স্বরে বললো অ্যাল। "জানতে চাইও না। এসব ফালতু কথা বাদ দিয়ে কাল রাতে কি ঘটেছিলো তাই বলো। তার সাথে কি ফন টিলের কোনো সম্পর্ক আছে?"

পায়চারি শুরু করলো পিট। তারপর বলতে শুরু ক'রে কিছুই বাদ দিলো না ও, সংক্ষেপে সবই জানালো। বলা শেষ হতে তখুনি কেউ কোনো মন্তব্য করলো না। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলো কর্নেল।

"উদ্ভট, অবিশ্বাস্য লাগছে আমার। আবার এ-কথাও সত্যি, কোনো কোনো ঘটনা মানুষের কল্পনাকেও হার মানায়..."

"কিন্তু ফন টিল এতো সব ঝামেলা করতে গেলো কেন সেটাই আমার মাথায় ঢুকছে না!" কর্নেলকে তামিয়ে দিয়ে বললো অ্যাল। "একটা এয়ারবেস, একটা রিসার্চ শিপে হামলা চালালো সে—কি দিয়ে? না, মান্ধাতা আমলের একটা বাই-প্লেন দিয়ে! কেন? না, শুধুমাত্র ফার্স্ট এটেম্পট্‌কে ভাগাবার জন্যে।" এদিক ওদিক মাথা নাড়লো সে। "শুধু উদ্ভট নয়, সাংঘাতিক জটিল লাগছে আমার।"

"ফার্স্ট এটেম্পট্‌কে ভাগাবার জন্যে প্রথমে ছোটোখাটো স্যাবোটাজ করেছে ফন টিল," বললো পিট, "কিন্তু তাতে যখন কোনো কাজ হলো না তখনই সে বাধ্য হয়ে বাই-প্লেন পাঠিয়ে হামলা চালাবার প্ল্যান করে। মান্ধাতা আমলের এই প্লেনটা ব্যবহার করে বুদ্ধি এবং প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে লোকটা।"

"তার মানে? কি বলতে চাও তুমি?" চ্যালেঞ্জের সুরে জানতে চাইলো অ্যাল।

"ব্র্যাডি ফিল্ডে হামলা চালাবার জন্যে সে যদি একটা আধুনিক জেট পাঠাতো, দুনিয়াময় হৈ-চৈ পড়ে যেতো না? গৃক সরকার, রাশিয়া, আরব-সবাই জড়িয়ে পড়তো না? সামরিক বাহিনীর লোক গিজগিজ করতো দ্বীপে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নিতে পারতো না, এখন যেমন নিয়েছে। মার্কিন সরকারকে কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছে বটে অ্যালব্যাট্রস, কয়েক মিলিয়ন ডলার ক্ষতিও করেছে, কিন্তু একটা সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং কূটনৈতিক হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়া থেকে বাঁচিয়েও দিয়েছে।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং, মেজর পিট," ঠাণ্ডা সুরে বললো কর্নেল। "কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি?"

"বলুন?"

"থাসোসে ফার্স্ট এটেম্পট্-এর কাজটা কি?"

"একটা মাছ ধরতে চায় ওরা।"

প্রায় আঁৎকে উঠলো কর্নেল। "হোয়াট? মাছ? আমি কি ভুল শুনলাম?"

মদু হাসলো পিট। "ঠিকই শুনেছেন। মাছটার নাম টিজার। দুর্লভ একটা নমুনা। কমান্ডার রুডি গান আমাকে জানিয়েছেন, ওটা পাওয়া গেলে বিজ্ঞান নাকি এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সাফল্যের মুখ দেখবে।"

কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো কর্নেল লুইস। "বেসটা আমার পার্সোনাল কমান্ডে রয়েছে, মেজর পিট। এই অবস্থায় পনেরো মিলিয়ন ডলারের

এয়ারক্রাফট ধবংস হয়ে গেছে। সেই সাথে ধবংস হয়ে গেছে আমার ক্যারিয়ার। আপনি বলতে চাইছেন, এসবই ঘটেছে শুধু একটা মাছের জন্যে?"

চেহারায় সিরিয়াস ভাব ফোটাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলো পিট। "হ্যাঁ, কর্নেল, তা বলা যেতে পারে, শুধু একটা মাছের জন্যে।"

"মাই গড!" হাত তুলে কপাল চাপড়ালেন কর্নেল। "ইট'স্ নট ফেয়ার। ইট'স্ নট..."

দরজায় নক্ হলো, কবাট খুলে ভেতরে ঢুকলো কেবিন বয়। হাতে ট্রে, তাতে বাদামী রঙের তিনটে বোতল।

"যতোক্ষণ মানা না করি, আসতে থাকুক," বললো পিট। "ঠাণ্ডা হয় যেনো।"

"ইয়েস, স্যার!" ডেস্কের ওপর ট্রে-টা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলো কেবিন বয়।

কর্নেলের হাতে একটা বিয়ার ধরিয়ে দিলো অ্যাল। "ব্র্যাডিতে কি হয়েছে না হয়েছে ভুলে থাকার চেষ্টা করুন, কর্নেল," বললো সে। "আরও অনেক ধাক্কার মতো এটাও সামলে নেবে আপনাদের ট্যাক্সদাতারা।"

"কিন্তু," গম্ভীর থমথমে মুখে জানতে চাইলো কর্নেল, "ইতিমধ্যে আমি যে হার্টঅ্যাটাকে আক্রান্ত হতে যাচ্ছি, তার কি হবে?"

ঠাণ্ডায় ঘেমে গেছে বিয়ারের বোতলগুলো। নিজেরটা তুলে নিয়ে কপালে ছোঁয়ালো পিট।

দুটো বিয়ার গেলার মাঝখানে জানতে চাইলো অ্যাল, "এখান থেকে কোথায় যাবো আমরা?"

"এখনও জানি না," বললো পিট। "সাগরের নিচে অ্যালব্যাট্রস থেকে কি পাওয়া যায় না তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে।"

"কি পাওয়া যেতে পারে ব'লে আশা করছো?"

"কোনো ধারণাই নেই," বললো পিট।

ফস্ ক'রে দিয়াশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরালো অ্যাল। "কাল এই সময়ের তুলনায় আজ অনেক এগিয়ে আছি আমরা। হামলার পিছনে লোকটা কে তা এখন জানি। আমাদের শুধু গৃক অথরিটিকে সব কথা জানাতে হবে, তাহলেই ফন টিলকে গ্রেফতার করতে পারে তারা।"

"এতোই যদি সহজ হতো ব্যাপারটা তাহলে তো কথাই ছিলো না," চিন্তিত ভাবে বললো পিট। "সেটা অনেকটা এই রকম হবে—মোটিভ নেই অথচ খুনের সন্দেহে একজন লোককে গ্রেফতার করতে বলা। কিন্তু একজন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি

তা পারে না।" এদিক ওদিক মাথা নাড়লো পিট। "উঁহু, অ্যাল। এখন যদি গ্রেফতার করতে চাওয়া হয়, পিছলে বেরিয়ে যাবে ফন টিল। আগে তার মোটিভ জানতে হবে আমাদের। জানতে হবে কেন সে এই ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠেছে।"

"মোটিভ যাই হোক, গুপ্তধন অন্তত নয়," বললো অ্যাল।

"জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। অ্যাডমিরাল তোমার মেসেজের উত্তর পাঠিয়েছেন?"

খালি বোতলটা ওয়েস্ট বাস্কেটে ফেলে দিলো অ্যাল। "আজ সকালে, আমি আর কর্নেল ব্র্যাডি ফিল্ড থেকে রওনা হবার ঠিক আগের মুহূর্তে পেয়েছি উত্তরটা। দশজন লোককে ন্যাশনাল আর্কাইভে পাঠিয়েছিলেন অ্যাডমিরাল। সার্চ শেষ ক'রে তারা সবাই একমত হয়ে জানিয়েছে, থাসোস এলাকার কোস্টলাইন বরাবর ধন-সম্পদ নিয়ে কোনো জাহাজ-ডুবি ঘটে নি।"

"দামি কোনো কার্গো?"

"কার্গো নিয়ে জাহাজ ডুবির ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সেগুলো তেমন কোনো মূল্যবান কিছু নয়। অ্যাডমিরালের সেক্রেটারি রেডিও মেসেজের সাথে জাহাজের একটা তালিকাও আওড়েছে। গত দুশো বছরে এই ক'টাই ডুবেছে থাসোসে।"

"দু'একটার কথা শোনাও দেখি।"

বুক পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করলো অ্যাল। ভাঁজ খুলে হাঁটুর ওপর রাখলো। পড়তে শুরু করলো গলা চড়িয়ে।

"মিস্ত্রাল, ফেঞ্চ ফ্রিগেট, সতেরোশো তিপান্ন সালে ডুবেছে। কারা জি, বৃটিশ কোল কলিয়ার, আঠারোশো ছাপ্পান্ন সাল। অ্যাডমিরাল ডি ফসি, ফ্রেঞ্চ আয়রনক্ল্যাড, আঠারোশো বাহাত্তর। স্কাইলা, ইটালিয়ান বৃগ, আঠারোশো ছিয়াত্তর। বৃটিশ গানবোট..."

"লাফ দিয়ে উনিশশো পনেরো সালে চলে এসো," বাধা দিয়ে বললো পিট।

"এইচ.এম.এস ফরশায়ার, বৃটিশ ক্রুজার, মেইনল্যান্ড থেকে জার্মান শোর ব্যাটারি ডুবিয়ে দেয়, উনিশশো পনেরো সালে। ফন স্ক্রোডার, জার্মান ডেস্ট্রয়ার, উনিশশো ষোলো সালে বৃটশ ওয়ারশিপ ডুবিয়ে দেয়। ইউ-নাইনটিন, জার্মান সাবমেরিন, উনিশশো আঠারো সালে বৃটিশ এয়ারক্রাফট ডুবিয়ে দেয়।"

"থাক, আর দরকার নেই," মুখের সামনে হাত তুলে একটা হাই ঠেকালো পিট। "তালিকায় বেশিরভাগই যুদ্ধ জাহাজ, ওগুলোয় রাজা-বাদশাদের সোনার পাহাড় থাকার আশা কম!"

"কিন্তু প্রাচীন গ্রিক বা রোমান ভেসেল সম্পর্কে খোঁজ নেয়ার উপায় কি?" গুপ্তধনের কথা শুনে কর্নেলের চেহারায় আগ্রহ আর উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠেছে।

"সে-সময় কোনো জাহাজ যদি এদিকে ডুবে গিয়ে থাকে, এদিকের পানিতে আর কিছু বড় একটা আসে নি।"

"কিন্তু বলা তো যায় না, আমাদের পায়ের নিচে বিরাট কোনো গুপ্তধন থাকতেও পারে," বললো কর্নেল। "আর ফন টিল যদি কোনোভাবে সেটার কথা জেনে থাকে, তাহলে তো সে চেষ্টা করবেই কেউ যাদে জানতে না পারে।"

"সাগরে ডুবে থাকে গুপ্তধন খুঁজে বের করার বিরুদ্ধে কোনো আইন নেই," বললো অ্যাল। "গোপন করার চেষ্টা কেন করবে?"

"লোভ," বললো পিট। "সবটুকু হাতাবার লোভ। হয়তো সরকার বা কাউকে ভাগ বাসাতে দিতে চায় না।"

"গুপ্তধন পেলে বেশ মোটা একটা অংশ সরকারকে দিয়ে দিতে হয়," বললো কর্নেল। "কাজেই ফন টিল যদি ব্যাপারটাকে গোপন রাখতে চায়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।"

আরও তিনটে বিয়ারের বোতল দিয়ে গেলো কেবিন বয়। সবার আগে নিজের বোতলটা শেষ করলো অ্যাল। "ব্যাপারটা তবু কেমন যেনো ঘোলাটেই থেকে গেলো।"

"হ্যাঁ, যুক্তি দিয়ে যেদিকেই এগোতে চেষ্টা করি, খানিক দূর গিয়ে দেখি, পথ বন্ধ। গুপ্তধনের সম্ভাবনাও আসলে তেমন জোরালো নয়। ফন টিলকে কথাটা আমি বলেছিলাম, কিন্তু সেটা সে হেসেই উড়িয়ে দিলো। হাবভাব দেখে মনে হলো, তার মোটিভ গুপ্তধন উদ্ধার করা নয়।" এদিক ওদিক মাথা নাড়লো পিট। "উঁহু। সমাধানটা অন্যখানে। হয় দ্বীপে, না হয় দ্বীপের কাছাকাছি, অথবা হয়তো দু'জায়াগাতেই। অ্যালব্যাট্রস আর তার পাইলটকে পাওয়া গেলে আমরা হয়তো কিছুটা আলো দেখতে পাবো।"

উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুললো অ্যাল, আড়মোড়া ভাঙলো, তারপর অলস ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করে বললো, "যাই হোক না কেন, আগামীকাল এই সময়ের মধ্যে ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে কোনো বাধা নেই আমাদের। হামলার জন্যে দায়ী প্লেনটা ধ্বংস করা গেছে, এসবের পেছনে কে আছে তাও জানা গেছে, কাজেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে। আমাদের ফিরে না যাবার পেছনে আমি তো কারণ দেখি না।"

"অসম্ভব!" চটে উঠে বললো কর্নেল। "আমাদেরকে এই রকম একটা অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলে কোনোমতেই ফিরে যেতে পারেন না আপনারা! যা কিছু ঘটেছে, এখানে নুমার উপস্থিতিই সেজন্যে দায়ি। কাজেই...দরকার হলে অ্যাডমিরালের সাথে যোগাযোগ করবো আমি..."

"আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, কর্নেল," দোরগোড়া থেকে বললো কমান্ডার রুডি গান। "মেজর পিট এবং ক্যাপ্টেন অ্যাল থাসোস ছেড়ে এখুনি কোথাও যাচ্ছেন না।"

দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো পিট। কিন্তু কমান্ডারের ভাবলেশহীন চেহারা দেখে বোঝা গেলো না কিছুই। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেখালো তাকে। চার ঘণ্টা ডাইভিঙের মধ্যে কাটিয়েছে, ভাবলো পিট, শরীরের ওপর দিয়ে ধকল তো যাবেই।

"কোনো মেসেজ আছে, কমান্ডার?" জানতে চাইলো পিট।

"দুঃসংবাদ, পিট," এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে ধীরে ধীরে বসলো কমান্ডার।

"কি?" এগিয়ে গেলো পিট। দাঁড়ালো রুডির সামনে। "প্লেনটা তুলতে পারো নি? লাশটা...?"

কাঁধ ঝাঁকালো রুডি গান। "ঠিক ধরেছো।"

"কিন্তু..."

কমান্ডার অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে শুরু করায় মাঝপথে থেমে গেলো পিট। ঝাড়া ত্রিশ সেকেন্ড চোখ বুজে বসে থাকলো কমান্ডার। তারপর হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বললো, "বিশ্বাস করো, চেষ্টার কোনো ত্রুটি করি নি আমরা! আন্ডারওয়াটার সার্চট্রিক সবগুলো খাটিয়েছি। কিন্তু...কিন্তু..."

"কিন্তু কি?" অ্যাল আর কর্নেল একযোগে জানতে চাইলো।

"কিন্তু প্লেনটাকে পেলাম না," আবারো মাথা নাড়লো কমান্ডার রুডি গান। "গায়েব হয়ে গেছে সেটা। কোথায়, তা একমাত্র খোদাই বলতে পারে।"

অধ্যায় ১০

"থাসিয়ানরা ছিলো থিয়েটারের ভারি ভক্ত। নাট্য-শিল্পকে শিক্ষার একটা অঙ্গ বলে বিবেচনা করতো তারা। সবাইকে, এমনকি শহরের দীন-হীন ভিখারীটিকেও থিয়েটারে আসার জন্যে উৎসাহিত করা হতো। মেইনল্যান্ড থেকে নতুন ড্রামা নিয়ে নাট্য-শিল্পীরা প্রাচীন নগরী থাসোসে পা রাখার সাথে সাথে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যেতো, জেলখানা থেকে ছেড়ে দেয়া হতো বন্দীদের। এমনকি শহরের পতিতারা, সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হতো যাদেরকে, তারাও থিয়েটারের মেইন গেটে দাঁড়িয়ে খদ্দের ধরার অনুমতি পেতো, দিন কয়েকের জন্যে আইন তাদের জন্যে কোনোরকম ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়াতো না।"

ন্যাশনাল ট্যুরিস্ট অর্গানাইজেশনের গাইড বর্ণনা শেষ ক'রে সকৌতুকে হাসি চাপলো। পুরুষ এবং মেয়েদের প্রতিক্রিয়া সব সময় একরকম হলেও, প্রতিবারই ব্যাপারটা সে উপভোগ করে। অপ্রতিভ আড়ষ্টতার ভান করে ফিসফাস করছে মেয়েরা, ওদিকে বারমুডা শার্ট পরা, কাঁধে ক্যামেরা ঝোলানো পুরুষের দল পরস্পরের পাঁজরে কনুই দিয়ে ঠেলা দিচ্ছে, চোখ মটকাচ্ছে।

ঘন, মোটা গোঁফের একটা প্রান্ত মুচড়ে নিয়ে গ্রুপটাকে আরও গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলো গাইড। মোটাসোটা, ফোলা-ফাঁপা পেট, পুরুষগুলোকে দেখলেই বোঝা যায় ব্যবসা থেকে পালিয়ে এসেছে। স্ত্রীরাও এক একটা হস্তিনী। করার আর কোনো কাজ নেই, প্রাচীন ধবংশসাবশেষ দেখতে চলে এসেছে। যতোটা না ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ, তারচেয়ে বেশি লোভ প্রতিবেশীদের কাছে বড় হবার বাসনা। ফিরে গিয়ে কি দেখেছে না দেখেছে তার সত্য-মিথ্যে এমন ফিরিস্তি দিতে শুরু করবে, দিন কয়েক অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে প্রতিবেশীরা। চারজন স্কুল টিচারের ওপর চোখ বুলালো সে। এরা আলহামরা, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছে। সাধারণ চেহারা এদের, চশমা পরা, কারণে-অকারণে সারাক্ষণ হাসছে। কিন্তু মেয়েগুলোর বয়স বেশি, একজন বাদে তিনজনেরই চল্লিশের কম নয়। বাকি একজনের শুধু বয়স কম নয়, চেহারাটাও ভারি মিষ্টি। বড় বড় বুক, পা

দুটো লম্বা, শরীরে কোথাও মেদ জমে নি, গঠনটাও দারুণ। এর ওপর একটা চান্স নেয়া যেতে পারে, ভাবলো গাইড। আজ একটু রাত হলে, চাঁদের আলোয় ওকে ধ্বংসাশেষ দেখাবার প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে।

হাতের লাল গোলাপটা বাটনহোলে গুঁজ রাখলো গাইড। গায়ের রঙ শ্যামলা হলেও নাক-নকশা খারাপ তা কেউ বলতে পারবে না। খারাপ হলে কি মেয়েদের ব্যাপারে ভাগ্যটার তার এতো ভালো হয়? প্রায়ই তো গেঁথে ফেলে! ধীরে ধীরে স্কুল-টিচার মেয়েটার ওপর থেকে সবার পিছনে দৃষ্টি দিলো সে। দলের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা কারা?

হঠাৎ সতর্ক, সন্দিহান হয়ে উঠলো গাইডের চোখ। বয়সে তরুণ, অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু স্বাস্থ্য আর শারীরিক গঠন দেখে মনে হয় এরা সাধারণ কেউ নয়। দু'জনের মধ্যে একজনের চেহারায় আশ্চর্য মার্জিত একটা ভাব আছে, অথচ তার ঘাড় ফেরানো, চোখ তুলে তাকানো, দাঁড়াবার ভঙ্গি ইত্যাদি আচরণে যেনো পরিষ্কার লেখা আছে—"সাবধান! বিপজ্জনক চরিত্র।" আরেকজন মোটাসোটা, চোখে ভোঁতা দৃষ্টি এবং বুনো একটা ভাব আছে তার আচরণে। আবার গোঁফের ডগা মোচড়াল গাইড। মোটা লোকটা জার্মান হতে পারে, ভাবলো সে। আর বিপজ্জনক চরিত্রটি দক্ষিণ আমেরিকান অথবা এশিয়ান হতে পারে। জাহাজের নাবিক হতে পারে এরা, হয়তো ভেগেছে।

গ্রুপের মাঝখান থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করলো।

আবার শুরু করলো গাইড। "মাটি খুঁড়ে এই থিয়েটার আবিষ্কার করা হয়েছে উনিশশো বাহান্ন সালে। একটানা দু'বছর লেগেছিলো বের করে আনতে। মানুষের হাতে নয় প্রকৃতির নিজের হাতে রঙ করা পাথর দিয়ে তৈরি এর মেঝে..." বলে চললো গাইড।

পাথরে সিঁড়ির ধাপে ধপ্ ক'রে বসে পড়লো পিট, ওর দেখাদেখি অ্যালও। পরিশ্রান্ত টুরিস্টের অভিনয় করছে ওরা। আড়চোখে লক্ষ্য করলো, গ্র্যানাইট পাথরের ধাপ টপকে সিঁড়ির মাথায় উঠে গেলো গ্রুপটা, ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলো তাদের মাথা। ওমেগায় সাড়ে চারটে বাজে। ফার্স্ট এটেম্পট্ থেকে তিন ঘণ্টা আগে রওনা হয়েছে ওরা। চুরি করা বোটটা নিয়ে ভিড়েছিলো লিমিনাসে। ওটা যে চুরি গেছে, বোটের মালিক সেটা জানতে পারে নি, কাজেই জায়গা মতো বোট রেখে দেবার সময় কেউ বাঁধতে আসে নি ওদেরকে। লিমিনাসেই টুরিস্টদের গ্রুপটার সাথে ভিড়ে যায় ওরা।

আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে ওরা, পরিষ্কার বুঝে নেবে ওদেরকে ছাড়াই টুর করছে গ্রুপটা, তারপর নিজেদের পথে এগোবে। গাইড বা আর কেউ যদি

ওদেরকে দেখতে না পেয়ে খোঁজ নেয়, তাহলেই বিপদ। মিনিট পনেরো অপেক্ষা করলো ওরা, ওদের খোঁজে ফিরে এলো না কেউ। জিওর্দিনোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অ্যাম্ফিথিয়েটারের স্টেজ-ডোরের দিকে তাকালো পিট।

"এই দিন-দুপুরে কাজটা না করলেই কি হতো না, পিট?" ফিসফিস করে জানতে চাইলো অ্যাল। "আর সব চোরের মতো রাতের অন্ধকারে ঢুকলে কি ক্ষতি ছিলো?"

"সময় দিতে চাই না ফন টিলকে," বললো পিট। "অ্যালব্যাট্রস হারিয়ে তাল হারিয়ে ফেলেছে সে, এখনই আরেকটা চমক দেবার সময়। দিনের বেলা কাউকে সে আশা করছে না, কাজেই...বুঝেছো?"

ডার্কের চেহারা আর চোখের ভাষা লক্ষ্য করে একটু অবাকই হলো অ্যাল। প্রতিশোধ নেবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে ও।

"কিন্তু অন্য কোনো ভাবে কিছু করা যেতো কিনা ভেবে দেখেছো, পিট? এর চেয়ে হয়তো সহজ উপায় ছিলো...?"

"এটাই একমাত্র উপায়," অ্যালকে থামিয়ে দিয়ে বললো পিট। "অ্যালব্যাট্রসটাকে তিমি গিলে খায় নি, অথচ একটা নাট-বল্টুও না রেখে সাগর থেকে গায়েব হয়ে গেলো সেটা। তার কারণ, ফন টিল জানে, পাইলটের লাশ পাওয়া গেলে তার পরিচয় আমরা উদ্ধার ক'রে ফেলবো, তাই কৌশলে সব সরিয়ে নিয়ে গেছে সে। এ থেকে বোঝা যায়, বুদ্ধিমান, শক্তিশালী একটা শত্রুর পিছনে লেগেছি আমরা। আইনের পথ ধরে তাকে কাবু করা যাবে না। আমাদের প্রথম কাজ ভিলাটা সার্চ করা। দেখা যাক কি পাই।"

"কিন্তু এটা তোমার বা আমার দেশ নয়, পিট," মৃদু গলায় বললো অ্যাল। "এটা গ্রিস। কারোও ব্যক্তিগত বাসা-বাড়িতে ঢোকার আইনগত অধিকার নেই আমাদের।"

"নেই, জানি," উঠে দাঁড়িয়ে বললো পিট। "কিন্তু গ্রিক অথরিটির হাতে ধরা পড়লে খুব একটা ভুগতে হবে না আমাদের। অ্যাডমিরালের চাপে পড়ে মার্কিন সরকার অনুরোধ করবে, গ্রিক সরকার আমাদের ছেড়ে দেবে। কাজেই ভয় পাবার কিছু নেই।"

"সেজন্যই কি আমরা কোনো অস্ত্র নিই নি সাথে?"

"সেজন্যেই।" সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো পিট। এগোলো সরু প্রবেশ পথটার দিকে।

"কিন্তু ফন টিলের হাতে ধরা পড়লে?"

"তা নিয়ে এখনও কিছু ভাবতে শুরু করি নি আমি," সত্যি কথাই বললো পিট।

খিলানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা। দিনের আলোয় লোহার গৃলটাকে অন্য রকম দেখালো ডার্কের চোখে। আগের মতো মোটা, ভারি ব'লে মনে হলো না। এগিয়ে গিয়ে রডের গায়ে লেগে থাকা শুকনো রক্তের দাগ দেখালো অ্যালকে। "এটাই।"

চোখ কপালে তুললো অ্যাল। "এই এত্তটুকুন ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে এসেছিলে?"

"তাড়াতাড়ি করো, সময় নেই," ব্যস্ত সুরে বললো পিট। "এরপর টুরিস্টদের আরেকটা গ্রুপ আসবে, পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর।"

কাজে লেগে গেলো অ্যাল। ব্যাগ থেকে সতর্কতার সাথে বের করলো কয়েকটা জিনিস। গৃলের একটা রডে টি.এন.টি-র দুটো চার্জ ফিট করলো সে, মাঝখানে ব্যবধান রাখলো বিশ ইঞ্চি। চার্জের সাথে তার জুড়লো, তারপর টেপ দিয়ে মুড়ে দিলো দুটোই। তারের অপরপ্রান্ত ডিটোনেটরের সাথে আগেই জুড়ে দেয়া হয়েছে। খিলানের বাইরে, একটা পাথরের আড়ালে, ডিটোনেটরের পাশে চলে এলো ওরা।

"কি রকম আওয়াজ হবে?" চারদিকটা দেখে নিয়ে জানতে চাইলো পিট। কোথাও লোকজনের ছায়া দেখলো না ও।

"সেটিঙে যদি কোনো ভুল না ক'রে থাকি," বললো অ্যাল, "একশো ফুট দূর থেকে পপগানের মতো আওয়াজ শোনা যাবে।" আরও কিছুক্ষণ চারদিকটা দেখলো পিট। তারপর ফিরলো জিওর্দিনোর দিকে। "ফাটাও তোমার আণবিক বোমা।"

ডিটোনেটরের গায়ে ছোট্ট প্লাস্টিকের সুইচটায় চাপ দেবার আগে ডার্কের দেখাদেখি মাথা নিচু ক'রে নিলো অ্যাল। সুইচ দেবার সাথে সাথে একটা শব্দ হলো, কিন্তু মাত্র পনেরো ফুট দূর থেকেও মৃদু ধুপ ছাড়া আর কিছু শোনা গেলো না। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়েই ছুটলো ওরা।

চার্জে জড়ানো টেপ ফেটে গেছে। হালকা একটু ধোঁয়া দেখলো ওরা। লোহার রড যেমন ছিলো তেমনি আছে, ভাঙে নি।

"এর মানে?"

পিছিয়ে এসে লোহার রডে কষে একটা লাথি দিলো অ্যাল। সাথে সাথে ভেঙে গেলো রডটা।

লোহার গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো পিট, ব্যাগটা তুলে নিয়ে ওকে অনুসরণ করলো অ্যাল।

"দরজায় পৌঁছুতে কতোক্ষণ লাগবে?" জানতে চাইলো অ্যাল।

"কাল রাতে বেরিয়ে আসতে আট ঘণ্টা লেগেছিলো আমার," মুচকি হাসলো পিট। "কিন্তু ঢুকতে পারবো আট মিনিটেই।"

"কিভাবে? ম্যাপ আছে?"

"তারচেযেও ভালো কিছু," হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠে বললো পিট। ফ্লাইং ব্যাগটা দেখালো ইঙ্গিতে। "লাইটটা দাও আমাকে।"

ব্যাগ থেকে হলুদ একটা লাইট বের করলো অ্যাল, ডায়ামিটারে প্রায় ছয় ইঞ্চি। "অ্যালেন ডাইভ ব্রাইট বলে এটাকে। এই যে অ্যালুমিনিয়াম কেসিং দেখছো, পানির নিচে নয়শো ফুট পর্যন্ত ওয়াটার প্রুফ। আমরা পানিতে নামছি না বটে, কিন্তু ডাঙাতেও এর কেরামতি কম নয়। জ্বেলে দেখো, আলোটা হবে চিকণ, দু'ইঞ্চি ডায়া, কিন্তু দৌড় অনেক দূর। আলোর পাওয়ার আট হাজার মোমবাতির সমান। জাহাজ থেকে ধার ক'রে এনেছি।"

বোতাম টিপে আলোটা জ্বাললো পিট। "এসো।"

"এক মিনিট," বললো অ্যাল। "প্রমাণগুলো মুছে দিই আগে।" কাজটা শেষ করে সিধে হয়ে দাঁড়ালো সে। "চলো।"

সামনের দিকটা ইঙ্গিতে দেখালো পিট। "কিছু দেখতে পাচ্ছো?"

"রক্ত।"

"ম্যাপের চেয়ে ভালো, বলি নি?"

সিঁড়ির ধাপ ক'টার ওপর জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে গেছে রক্ত। কোথাও এক ঝাঁক ফোঁটা, কোথাও ছোট্ট একটা পুকুর। হঠাৎ বদলে গেলো টেম্পারেচার- বাইরে ছিলো ঘাম ঝরানো গরম, গোলকধাঁধার ভেতর শীতকালের ঠাণ্ডা। দ্রুত এগোলো ওরা। দু'পাশে প্যাসেজ, ছায়ার মধ্যে মুখ হাঁ ক'রে আছে। নিচের দিকে চোখ রেখে রক্তের দাগ অনুসরণ করলো পিট। এক-একটা চৌমাথায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ও। টানেলের উপশাখায় ঢুকে আবার যদি বেরিয়ে এসে থাকে রক্তের দাগ তাহলে বুঝতে হবে ওদিকে পথ নেই। যেদিকে একটা মাত্র দাগ আছে সেদিকেই শুধু এগোলো ওরা।

"আর বেশি দূরে নয়," এক সময় নিচু গলায় বললো পিট। "আর দু'তিনটে বাঁকের পর দেখতে পাবো কুকুরটাকে।"

কিন্তু পাওয়া গেলো না। কুকুরটাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মেঝেতে, দেয়ালে রক্তের মোটা দাগ দেখে বোঝা গেলো, এখানেই মারা গিয়েছিলো জন্তুটা। ভাপসা গন্ধের সাথে রক্তের দুর্গন্ধ অসহ্য লাগলো ওদের। "এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না।" বলে পা বাড়ালো ও। "সামনের বাঁকটা ঘুরলেই দরজা।"

ডাইভ ব্রাইটের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ভারি দরজা। পিটকে পাশ কাটিয়ে দরজার সামনে থামলো অ্যাল, হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো মেঝের ওপর। এদিকের, অর্থাৎ ভেতর দিকের বোল্টটা পরীক্ষা করলো ও। সময় নষ্ট করার ধাত নয়, এরই মধ্যে তার আঙুলগুলো সরু ফাঁকের ভেতর ঢুকে পড়েছে, এই ফাঁকটাই ফ্রেম মোল্ডিং থেকে আলাদা করছে দরজাটাকে।

"গড ড্যাম," চটে উঠে বললো সে।

"কি হলো?"

"ওদিকে বড় স্লাইডিং ল্যাচ। এদিক থেকে ওটাকে সরাবার মতো যন্ত্রপাতি নেই আমার কাছে।"

"কব্জাগুলো খোলা যায় কিনা দেখো," ফিসফিস করে বললো পিট। দরজার উল্টোদিকে আলো ফেললো ও। কিন্তু ও মুখ খোলার আগেই সেদিকে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা টেনে নিয়েছে অ্যাল। ব্যাগ থেকে ছোটো একটা ছুঁচাল বার বের করলো সে। কব্জার স্ক্রুগুলা মরচে ধরা শ্যাফট থেকে একটা ক'রে দ্রুত খুলে পড়তে লাগলো।

সবগুলো স্ক্রু খোলা শেষ হতে ধীরে ধীরে দরজাটা সরালো পিট। প্রথমে এক ইঞ্চি। সরু ফাঁকে চোখ রেখে তাকালো ওদিকে। কাউকে দেখতে পেলো না বারান্দায়, নিজেদের নিঃশ্বাস পতনের শব্দ ছাড়া কোনো আওয়াজও ঢুকলো না কানে।

দরজা তুলে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখলো ওরা। ঝুল-বারান্দা ধরে এগোলো পিট, হঠাৎ রোদের আলোয় ধাঁধিয়ে গেলো চোখ। পিছনেই অ্যাল। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে এলো নিচে। স্টাডিতে ঢোকার দরজাটা খোলা দেখলো। বাতাসে দুলছে পর্দাটা। দরজার পাশের দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে কান পাতলো পিট। কোনো আওয়াজ পেলো না। তারপর সাবধানে উঁকি দিলো ও। খালি।

স্টাডিতে ঢুকে চারদিকে তাকালো পিট। বইয়ের শেলফ, বার, শো-কেস সব যেমন দেখেছিলো তেমনি আছে। আগের মতোই বেমানান লাগলো। শো-কেসের মাথার ওপর মডেল সাবমেরিনটাকে। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে খুদে ডুবোজাহাজের সামনে দাঁড়ালো ও। কালো মেহগনি কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। খোল আর কনিং টাওয়ার সিল্কের মতো চকমক করছে। প্রতিটি পেরেক থেকে শুরু করে এক চিলতে সুঁই-সুতোর কাজ, সবই যেনো ইম্পিরিয়াল জার্মান ব্যাটল ফ্ল্যাগের হুবহু নকল। কানিং টাওয়ারের পাশে রঙ করা নাম্বার দেখে বোঝা গেলো, এটা একটা ইউনাইনটিন-এই ইউ-বোটের একটা সিসটার শিপই লাসিতানিয়াকে টর্পেডো মেরেছিলো।

কনুইয়ের ওপর স্পর্শ পেতেই ঝট করে ফিরলো পিট।

"কিসের যেনো আওয়াজ শুনলাম," ফিসফিস করে বললো অ্যাল।

"কোথায়?"

"বুঝতে পারি নি কোনদিক থেকে এলো..." খানিক ইতস্তত করে আবার শোনার চেষ্টা করলো অ্যাল, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার বললো, "কানের ভুল হতে পারে।"

মডেল সাবমেরিনের দিকে ফিরলো পিট। "মনে আছে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইজিয়ানের এদিকে একটা সাবমেরিন ডুবে গিয়েছিলো?"

"হ্যাঁ। হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন?"

"সেটার নাম্বার মনে আছে?" জানতে চাইলো পিট।

"আছে। ইউ-নাইনটিন। কেন?"

"পরে বলবো। এসো, কেটে পড়ি।"

"সেকি!" আকাশ থেকে পড়লো অ্যাল। "এই তো মাত্র এলাম। সার্চ করবে না?"

মডেলের গায়ে টোকা দিলো পিট। "যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেছি।" হঠাৎ প্রায় চমকে উঠলো পিট। অ্যাল অনুভব করলো, ডার্কের সমস্ত পেশী এবং ইন্দ্রিয় সজাগ, সতর্ক হয়ে উঠলো। একটা হাত তুলে অ্যালকে কোনো শব্দ করতে নিষেধ করলো সে।

"কেউ আছে এখানে," ডার্কের নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে এলো শব্দ ক'টা। "দু'জন দু'দিক থেকে এগোবো। আমি জানালার দিকে, তুমি পিলার ঘেঁষে। সোফার কাছে এক হবো আমরা।" কথা শেষ করে বসে পড়লো পিট, ক্রল করে এগোলো। অ্যাল এগোলো হামাগুড়ি দিয়ে।

এক মিনিট পর সোফার পেছনে থামলো ওরা। একটু একটু করে এগিয়ে সোফার ব্যাকরেস্টের ওপর দিয়ে উঁকি দিলো পিট। কিছু না বলে, কোনো আওয়াজ না করে নিজের পায়ে দাঁড়ালো ও। কয়েক সেকেন্ড কেটে গেলো, কিন্তু জিওর্দিনোর মনে হলো পিট যেনো বছরখানেক ধরে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ধৈর্য রাখতে পারলো না, ডার্কের পাশে উঠে দাঁড়ালো সে-ও। দেখলো সোফার ওপর হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে আছে একটা মেয়ে। পরনে বিশেষ কিছু নেই, শুধু লাল একটা নেগলিজি, গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়ে আছে। স্বচ্ছ নাইলন, থাকা না থাকা সমান। মেয়েটার উদ্ভিন্ন যৌবন দেখে চোখ দুটো বড় বড় করে মস্ত একটা ঢোক গিললো অ্যাল।

"টেরি," ফিসফিস ক'রে বললো পিট। পরমুহূর্তে পকেট থেকে রুমাল বের করে টেরির মুখের ভেতর কয়েকটা আঙুল ভরে দিলো। মুখটা খুলে ভেতরে

রুমালটা ঢুকিয়ে দিলো ও। কি করতে হবে পিট বলে না দিলেও বুঝতে দেরি করলো না অ্যাল। ছটফট করতে শুরু করলো টেরি, কিন্তু ঘুমটা এখনও পুরোপুরি ভাঙে নি। নেগলিজির হেম ধরে টেরির মাথার ওপর তুললো অ্যাল, তারপর ফিতে দিয়ে বেঁধে দিলো মাথার চারধারে। ইতিমধ্যে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করছে টেরি। তাকে কাঁধে তুলে নিয়েই ছুটে স্টাডি থেকে বেরিয়ে এলো পিট। ঠিক পিছনেই রয়েছে অ্যাল।

টানেলে বেরিয়ে এসে জিওর্দিনোর জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো পিট। দরজাটা জায়গা মতো বসিয়ে কব্জা এঁটে দিলো অ্যাল, ওটা যে খোলা হয়েছিলো তার কোনো চিহ্নই থাকলো না আর।

পাশাপাশি থাকলো ওরা। আলো জ্বেলে পথ দেখালো অ্যাল। টেরিকে কাঁধে নিয়ে ছুটলো পিট। সিঁড়ির নিচে পৌঁছতে মাত্র পাঁচ মিনিট লাগলো ওদের। কিন্তু এরই মধ্যে অসুস্থ শরীর নিয়ে বেদম হাঁপাতে শুরু করেছে পিট।

"বোঝাটা লোভনীয়," বললো অ্যাল। "কিছুক্ষণের জন্যে দেবে আমাকে?"

সিঁড়ির মাথায় রোদ পড়েছে, সেদিকে তাকিয়ে ছিলো পিট। "না," বললো ও। তারপর ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করলো।

লোহার গৃল দেয়া গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো পিট, পাশেই রয়েছে অ্যাল। হঠাৎ গলা ফাটানো অট্টহাসি শুনে থমকে দাঁড়ালো দু'জনেই।

হাসিটা ভেসে এলো খিলানের ওদিক থেকে।

টানেল থেকে মাত্র বেরিয়ে এসেছে ডার্ক পিট, পাশেই রয়েছে অ্যাল জিওর্দিনো। ডার্কের কাঁধ থেকে বস্তার মতো ঝুলছে অর্ধনগ্ন টেরি, স্বচ্ছ লাল নাইলনের একটা নেগলিজি ছাড়া আর কিছু নেই তার পরনে।

হাসির শব্দে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো দু'জনেই।

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিলো তেমনি হঠাৎ থেমে গেলো অট্টহাসি। লোকটাকে দেখা গেলো না। কিন্তু তার তীব্র বিদ্রুপাত্মক কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা গেলো, খিলানের ওদিকে ছড়ানো বড় আকারের কোনো একটা পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে আছে সে।

"আপনারা তো অদ্ভুত লোক! চুরি করার জন্যে ভালো জিনিস বেছে নিয়েছেন। কিন্তু আপনারা বোধহয় জানেন না, হিস্টরিক্যাল সাইট থেকে মূল্যবান কিছু চুরি করা বড় ধরনের অপরাধ। গৃক আইন এ ব্যাপারে সাংঘাতিক কড়া।"

অধ্যায় ১১

কাঁধে টেরিকে নিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলো পিট, এরই মধ্যে বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে, কিন্তু বিপদের ধরনটা পরিষ্কার বুঝতে না পারায় অসহায় বোধ করলো ও। লোকটা একা, নাকি সঙ্গে কেউ আছে? নিরস্ত্র, নাকি সশস্ত্র? পুলিশের, নাকি ফন টিলের লোক?

চট ক'রে খানিক পিছিয়ে গেছে অ্যাল, ডাইভ ব্রাইট আর ফ্লাইট ব্যাগটা লোহার গেটের ফাঁকে ঢুকিয়ে হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে, সিঁড়ির ধাপের ওপর পড়লো ওগুলো। এদিকটা অন্ধকার মতো, খিলানের ওদিক থেকে ব্যাপারটা দেখতে বা শুনতে না পাবারই কথা।

ডার্কের আন্দাজই ঠিক হলো। খিলানের ওদিকে ছড়িয়ে থাকা একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো লোকটা। দেখেই তাঁকে চিনতে পারলো ওরা। ঘন, পুরু, কালো গোঁফ। কালো প্যান্ট, সাদা পপলিনের শার্ট। একটু বেঁটে কিন্তু শক্ত-সমর্থ। আস্তিন গোটানো হাতের পেশী বলে দেয়, নিয়মিত ব্যায়াম করে এই লোক। খিলানের নিচে দিয়ে ডার্কের সামনে চলে এলো সে। হাতে রয়েছে নাইন মিলিমিটারের ক্লিসেন্টি অটোমেটিক পিস্তল, ব্যারেলটা সরাসরি ডার্কের হৃৎপিণ্ড বরাবর তাক্ করে ধরা। লোকটা গৃক ন্যাশনাল টুরিস্ট অর্গানাইজেশনের সেই গাইড।

চেহারাটা কঠোর ক'রে তুললো পিট। আশা, চোটপাট দেখিয়ে ঝামেলাটা কাটিয়ে উঠতে পারবে। বললো, "আপনার কাছ থেকে আরও ভদ্র ভাষা আশা করি আমরা। চোর বলছেন কাকে?"

"চোর যদি না হন তো কিডন্যাপার?" ব্যাঙ্গের হাসির হেসে বললো গাইড। তার ইংরেজিতে কোথাও একটু খুঁত নেই। "আশা করি এবারের নামকরণটা ঠিক হয়েছে?"

"না। আপনি আমাদেরকে ভুল বুঝেছেন," কিভাবে যেনো বুঝতে পেরেছে পিট, চোটপাট দেখিয়ে এই লোকের সাথে সুবিধে করা যাবে না। খানিক ইতস্তত করে, চেহারায় অপ্রতিভ ভাব ফুটিয়ে তুলে, মৃদু গলায় বললো আবার, "মানে...

সত্যি কথাটাই বলি তাহলে। আমরা আসলে জাহাজি। অনেকদিন পর ডাঙায় পা দিয়েছি। তাই...মানে...একটু ফুর্তি করার জন্যে বেরিয়েছি আর কি...বুঝলেন না!"

"বুঝেছি বৈকি!" গাইডের হাতে পিস্তলটা এক চুল নড়লো না। ডার্কের চোখে তাকিয়ে আছে, কিন্তু অ্যালকেও নজরের আড়ালে পড়তে দেয় নি। উপলব্ধি করলো পিট, একে ফাঁকি দেয়া সহজ নয়। "সেজন্যেই তো আপনাদেরকে গ্রেফতার করা হলো।"

তলপেটের ভেতর একটা আলোড়ন অনুভব করলো পিট। ওদের এই ধরা পড়ে যাওয়াটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। গাইডকে যদি ভুল বোঝানো না যায়, পুলিশী ঝামেলায় পড়তে হবে ওদেরকে। এয়ারবেস কমান্ডিং অফিসার কর্নেল লুইস অথবা ফার্স্ট এটেম্পট্-এর কমান্ডার রুডির নাক গলানো গৃক পুলিশ যদি গ্রাহ্য না করে, জেল-হাজতে পাঠানো হবে ওদেরকে, এবং বিচারের কাজটাও তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা হবে। রায় কি হবে, এখনই অনুমান করা যায়। গৃস থেকে বহিষ্কার করা হবে ওদেরকে। তার মানে ডার্কের সমস্ত প্ল্যান পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

চেহারায় নিরীহ গোবেচারা ভাব ফুটিয়ে তুললো পিট। "বিশ্বাস করুন, আমরা কাউকে কিডন্যাপ করি নি। দেখুন," ইঙ্গিতে টেরির প্রায় নিরাভরণ নিতম্ব দেখালো ও, "একে দেখে মনে হয় না, কলগার্ল? মনে আছে তো, আপনার সাথে লিমিনাসে দেখা হলো আমাদের? তার আগেই এর সাথে কথা হয় আমাদের। মেয়েটাই প্রস্তব দিয়েছিলো আমাদের জন্যে অ্যাম্ফিথিয়েটারে অপেক্ষা করবে সে। আপনার দল থেকে বেরিয়ে ওর সাথে একটু বেড়াবো আমরা, গল্প করবো... বিশ্বাস করুন, এর মধ্যে আর অন্য কিছু নেই।"

কৌতুক ফুটে ফুটে উঠলো গাইডের চেহারায়। একটা হাত বাড়িয়ে দু'আঙুল দিয়ে টেরির নেগলিজি ধরলো সে, তারপর সবজান্তার মতো মাথা দোলালো। ফিরিয়ে নেবার আগে টেরির উন্মুক্ত নিতম্বে একবার বুলিয়ে নিলো হাতটা। এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়তে শুরু করলো টেরি।

"তাই? কলগার্ল? তা কতোয় রফা হয়েছে?"

"প্রথমে দুই ড্রাকমা চেয়েছিলো," অভিযোগের সুরে বললো পিট। "কিন্তু কাজ সারার পর বলে কিনা বিশ ড্রাকমা দিতে হবে। স্বভাবতই রাজি হই নি আমরা।"

"কেন রাজি হবো?" ডার্কের পিছন থেকে ঝাঁঝের সাথে বললো অ্যাল। "যা কথা হয়েছে তার চেয়ে একটা ফুটো পয়সাও বেশি দেবো না। ইয়ার্কি নাকি? এ-দেশে আইন নেই?"

"অভিনয় বটে!" মাথা ঝাঁকিয়ে বললো গাইড। "কিন্তু আপনাদের কপাল খারাপ, এমন একজন লোকের চোখে পড়ে গেছেন, ফুটো খুঁজে বেড়ানোই যার কাজ। প্রথমে মেয়েটার গায়ের রঙের কথাই বলি। বড় বেশি ফর্সা। স্থানীয় মেয়েদের গায়ের রঙ এতোটা সাদা হয় না। আর, এখানে কলর্গাল বলতে স্থানীয় মেয়েদেরকেই বোঝায়। আমাদের মেয়েদের কোমর আরও বড়সড়, সুগঠিত হয়, কিন্তু এরটা সরু। তাছাড়া, আমাদের মেয়েরা এ ধরনের নেগলিজি পরে না।"

কিছু বললো না পিট। পাইডের দিকে তাকিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় আছে। জানে, ইঙ্গিত পেলে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে অ্যাল। কিন্তু গৃক গাইডের চেহারায় পরিষ্কার লেখা রয়েছে, এ লোক বিপজ্জনক! পিস্তলের ট্রিগারে চেপে বসে আছে আঙুল। চোখে সতর্ক দৃষ্টি। দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, বিপদ আসছে দেখলে বিদ্যুৎ খেলে যাবে এর শরীরে।

"মেয়েটাকে নামান," বললো গাইড। "ওর বাকি অর্ধেকটা দেখবো।"

গাইডের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকেই ধীরে ধীরে টেরিকে মেঝেতে নামিয়ে দিলো পিট। মেঝেতে নেমে টলমল ক'রে উঠলো টেরি। অন্ধের মতো সামনে হাত বাড়িয়ে একবার এদিক, একবার ওদিক এগোলো। এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ালো অ্যাল, গিটটা খুলে মাথা থেকে নামিয়ে দিলো নেগলিজি। এক ঝটাকায় মুখের ভেতর থেকে রুমালটা বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিলো টেরি। চোখে রাজ্যের ঘৃণা নিয়ে তাকালো জিওর্দিনোর দিকে, হাত দুটো উঠে গেলো কোমরের দু'পাশে।

"ইউ, ব্লাডি বাস্টার্ড!" রাগে কেপে উঠলো টেরি। "এসবের মানে কি?"

"সুইট হার্ট," গোবেচারা ভঙ্গি করে বললো অ্যাল, "আইডিয়াটা আমার নয়।" চোখ ইশারায় টেরির ডান পাশটা দেখালো সে। "তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।"

ঝট করে মাথা ঘোরালো টেরি। সেই সাথে কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু পিটকে দেখে গলার ভেতর আটকে গেলো আওয়াজ, হা হয়ে গেলো মুখ। পটলচেরা চোখ জোড়া মুহূর্তের জন্যে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। কিন্তু তারপরই অদ্ভুত একটা শীতল ভাব ফুটলো চেহারায়। সেটাও বদলে গেলো, ধীরে ধীরে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মুখটা। আচমকা ডার্কের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। ওর গলা জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো ঠোঁটে।

"পিট, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? অন্ধকারে একবার মনে হলো বটে তোমার গলা...কিন্তু ঠিক চিনতে পারি নি। আমি ভেবেছিলাম তোমাকে বোধহয়...মানে, আর বুঝি তোমার সাথে আমার দেখা হবে না।"

মুচকি হাসলো পিট। "তাই?"

"চাচা বললো, তুমি নাকি আর কখনও আমার খোঁজ করবে না!"

"বেরসিক চাচারা এই রকম রসিকতা করেই থাকেন।"

ডার্কের বুকে, ব্যান্ডেজের ওপর হাত বুলালো টেরি। "আহত হলে কিভাবে?" উদ্বেগ ফুটে উঠলো চেহারায়। পরমুহূর্তে ঘৃণায় জ্বলে উঠলো চোখ জোড়া। "এর জন্যে কি আমার চাচা দায়ি? তোমাকে কোনো রকম ভয় দেখিয়েছে নাকি?"

"আরে না।" হেসে উড়িয়ে দিলো পিট। "সিঁড়ির মাথা থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম।"

"এসবের মানেটা কি?" বিরক্তির সাথে জানতে চাইলো গাইড। পিস্তল ধরা হাতটা নামতে শুরু করেছে। "মিস্, আপনার নামটা কি জানতে পারি?"

"আমি ফন টিলের ভাতিজি," গলায় বিদ্রুপের সুর টেনে বললো টেরি। "কিন্তু আমার পরিচয়ে আপনার কি দরকার?"

বিস্ময়ের একটা আবছা ধ্বনি বেরিয়ে এলো গাইডের গলা থেকে। দু'পা এগিয়ে এসে ভালো ক'রে দেখলো টেরিকে। ঝাড়া আধ মিনিট তাকিয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে আবার পিস্তলটা তুললো সে, তাক্ করলো ডার্কের দিকে।

"আপনি হয়তো সত্যি কথাই বলছেন," কিন্তু ইঙ্গিতে পিট আর অ্যালকে দেখিয়ে বললো গাইড, "এদেরকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলছেন না তাই বা বুঝবো কিভাবে?"

"আপনাকে কিছুই বুঝতে হবে না।" ঝাঁঝের সাথে, গ্রীবা উঁচু করে বললো টেরি। ভালো চান তো কেটে পড়ুন। আমার চাচার কি রকম প্রভাব আপনার তা অজানা থাকার কথা নয়। আইল্যান্ড অথরিটি তাঁর কথায় ওঠে, তাঁর কথায় বসে। তিনি চাইলে সারাজীবন জেলে পচে মরবেন আপনি।"

"মি: ফন টিলের প্রভাব সম্পর্কে জানা আছে আমার," ঠাণ্ডা গলায় বললো গাইড। "কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার ওপর তাঁর প্রভাব খাটে না। আপনাদেরকে জেলে ভরা হবে নাকি মুক্তি দেয়া হবে তা বিবেচনা করবেন আমার সুপিরিয়র, ইন্সপেক্টর জাসিনথুস। তিনি পানাঘিয়ায় আছেন, আমার দায়িত্ব তাঁর সামনে আপনাদেরকে হাজির করা। অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে বেরিয়ে যাবার পথটা ইঙ্গিতে দেখালো সে। "ওদিকে দুশো গজ এগোলেই একটা গাড়ি দেখতে পাবেন।" ডার্কের দিক থেকে টেরির দিকে তাক্ করলো পিস্তল। "সাবধান, কোনোরকম বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেবেন না।" ধীরে ধীরে টেরির পিছনে চলে এলো সে। "সন্দেহ হলেই সুন্দরীর শিরদাঁড়া গুড়িয়ে দেবো। নিন, আগে বাড়ুন।"

পাঁচ মিনিট পর গাড়ির কাছে পৌছুলো ওরা। কালো একটা মার্সিডিজ, ফার গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারের দিকের দরজাটা খোলা, হুইলের পিছনে সাদা আইসক্রিম সুট পরে বসে আছে একজন লোক। ওদেরকে আসতে দেখে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পিছনের দরজাটা খুলে দিলো সে।

লোকটার দিকে তাকিয়ে সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলো না পিট। ওর চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা হবে। নাক, চোয়ালের হাড়, চোখ, কপাল, ঠোঁট... কিছুই নিঁখুত নয়। সব মিলিয়ে কদাকার জল্লাদের চেহারা। এই রকম চওড়া কাঁধ আর কারও দেখে নি ও। দুশো ষাট থেকে আশি পাউন্ড ওজন হবে। শান্ত, নিভাঁজ মুখে হিংস্রতার ছাপ ফুটে আছে। এই লোক হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে।

"দারিউস," লোকটাকে বললো গাইড, "এরা তিনজন আমাদের মেহমান। ইন্সপেক্টর জাসিনথুসের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।" ডার্কের দিকে ফিরলো সে। "ইন্সপেক্টর গাঁজাখুরি গল্প শুনতে ভালবাসেন, কাজেই আপনাদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই।"

গাড়ির ব্যাক সিট দেখিয়ে ওদেরকে বললো দারিউস, "আপনারা এখানে বসবেন। আপনাদের সঙ্গিনী সামনের সিটে আমাদের মাঝখানে।"

চেহারার সাথে কণ্ঠস্বরটা মানিয়ে গেছে—ভারি, কর্কশ, ঝগড়াটে।

সিটে বসার আগে পর্যন্ত পালাবার ডজনখানেক প্ল্যান খেলে গেলো ডার্কের মাথায়। কিন্তু কোনোটাই সুবিধের ব'লে মনে হলো না। টেরি সাথে রয়েছে, সেটাই সবচেয়ে বড় বাধা। সে না থাকলে গাইড এবং ড্রাইভারকে কাবু করার একটা ঝুকি নিতে পারতো ওরা। গাইড লোকটা হয়তো টেরিকে গুলি করতে সাহস পাবে না, কিন্তু সেটা জানার জন্যে টেরির প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে পারে না ও।

গাড়ি স্টার্ট দিলো দারিউস। কৃত্রিম ভদ্রতা দেখিয়ে গাইড তাকে বললো, "ওহে দারিউস, মেয়েটার ওপর একটু সদয় হও, গায়ের কোটটা খুলে পরতে দাও বেচারিকে। একে সুন্দরী, তার ওপর খোলামেলা—অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে বসলে তখন কি হবে?"

"আমার দিকে কেউ না তাকালেই খুশি হবো," ঝাঁঝের সাথে বললো টেরি। "কারও গায়েরটা পরতে ঘৃণা হবে আমার।"

কাঁধ ঝাঁকালো গাইড। গাড়ি ছেড়ে দিলো দারিউস। সরু, আঁকাবাঁকা রাস্তা। প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খেলো ওরা। ড্রাইভার আর গাইডের মাঝখানে বসে আছে টেরি। তার কানে পিস্তল চেপে ধরে পিছনে তাকিয়ে আছে গাইড, পিট আর

জিওর্দিনোর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। কোনো রকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয় লোকটা।

"পেশায় গাইড, নামটা?" জানতে চাইলো পিট।

"অ্যানাস্কামান্ডার জেনো," ঠাণ্ডা গলায় বললো গাইড।

"জানলেন কিভাবে, ওখানে আমাদেরকে পাওয়া যাবে?"

"আগেই বলেছি, ফুটো খুঁজে বেড়ানোই আমার কাজ," বললো জেনো। "যখন দেখলাম গ্রুপ থেকে কেটে পড়েছেন আপনারা, তখনই বুঝলাম, নিশ্চয়ই কোনো খারাপ মতলব আছে। আমার এক বন্ধু গাইডের হাতে গ্রুপটাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা চলে এলাম অ্যাম্ফিথিয়েটারে। কিন্তু ওখানে আপনাদের দেখা পেলাম না। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের প্রতিটি ইট, প্রতিটি কোণ আমার চেনা। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই লোহার গেটের ভাঙা বারটা চোখে পড়ে গেলো। জানতাম এক সময় না এক সময় বেরুবেনই আপনারা, তাই পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছিলাম..."

"কিন্তু আমরা যদি অন্য কোনো দিক দিয়ে বেরুতাম?"

"ওই টানেলের নাম 'হেডসের গোলকধাঁধা'। ওখান থেকে বেরুবার রাস্তা ওই একটাই।"

"হেডসের গোলকধাঁধা?" কৌতুহল জাগলো ডার্কের মনে। "কেন দেয়া হয়েছে নামটা?"

"হঠাৎ আর্কিওলজির ওপর আপনার আগ্রহ দেখে আশ্চর্যই লাগছে আমার," কাঁধ ঝাঁকালো গাইড জেনো। "বেশ, শুনুন। গৃসের তখন স্বর্ণযুগ। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা অপরাধীদের বিচার করতেন অ্যাম্ফিথিয়েটারে। নির্বাচিত একশোজন নগরবাসী ছিলেন জুরি, তাঁদেরকে বসতে দেবার জন্যেই এই লোকেশানটা বেছে নেয়া হয়েছিলো। সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনা করে দেখার পর রায় ঘোষণা করা হতো। কেউ দোষি সাব্যস্ত হলে হয় তখুনি মৃত্যুদণ্ড, নয়তো হেডসের গোলকধাঁধা বেছে নিতে বলা হতো তাকে।"

"এই গোলকধাঁধাকে এতো ভয়ঙ্কর মনে করার কারণ কি?" জিজ্ঞেস করলো অ্যাল, রিয়ার ভিউ মিররে তাকাতেই ড্রাইভার দারিউসের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেলো তার।

"একশোর ওপর প্যাসেজ আছে," বললো জেনো, "কিন্তু মাত্র দু'দিকে খোলা। একটা ঢোকার, আরেকটা গোপনে বেরুবার পথ।"

"তবু মুক্তি পাবার একটা সুযোগ থাকতো অপরাধীর...." শুরু করলো রান্না।

ওকে থামিয়ে দিয়ে জেনো বললো, "আরেকটু শুনুন, তাহলে বুঝবেন ওটা আসলে কোনো সুযোগই ছিলো না। টানেলের ভেতর অদ্ভুত একটা সিংহ থাকতো। কালেভদ্রে দু'একটা ইঁদুর ছাড়া কিছুই জুটতো না তার।"

ডার্কের শান্ত চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠলো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো বুড়ো ফন টিলের চেহারা। লোকটা তার রহস্যময় মতলব ঐতিহাসিক উপকরণ দিয়ে হাসিল করার চেষ্টা করছে কেন? একটি স্রেফ একটা খেয়াল, বাতিক, নাকি আলাদা কোনো তাৎপর্য বহন করে?

মৃদু গলায় বললো ও, "পুরনো গল্প, শুনতে ভালোই লাগে।"

"গল্প নয়!" প্রতিবাদ জানালো জেনো। "লোকে বলাবলি করে, আজও নাকি টানেলের ভেতর অশান্ত আত্মারা ঘুরে বেড়ায়। অনেকে চিৎকার শুনেছে, কান্নার আওয়াজ পেয়েছে। এই তো মাত্র বছর কয়েক আগেও, ঢোকার পথটা লোহার গেট দিয়ে বন্ধ করা হয় নি তখনও, কৌতূহলী কিছু লোক গোলকধাঁধায় ঢুকেছিলো, একজনও ফিরে আসে নি। কি হয়েছে তাদের, কেউ বলতে পারে না। বেরিয়ে আসার কোনো ঘটনার কথা জানা যায় নি আজ পর্যন্ত।"

"হুঁ," গম্ভীর সুরে বললো পিট।

কয়েক মুহূর্ত পর মেইন রোডে উঠে এলো মার্সিডিজ। রাস্তার দু'ধারে সার সার দাঁড়িয়ে আছে গাছ। গাছের পিছনে খেত-খামার। পশ্চিম দিগন্তরেখার কাছাকাছি নেমে গেছে সূর্য, আগের চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা লাগলো বাতাস। পনেরো মিনিট পর মন্থর হয়ে এলো মার্সিডিজের গতি। আবার বাঁক নিলো দারিউস। কাঁকর ছড়ানো, উঁচু-নিচু, গ্রাম্য পথ। আবার ঝাঁকি খেতে শুরু করলো গাড়ি।

গাইড জেনোর ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না পিট। গাইড যদি হবে তার কাছে পিস্তল থাকে কেন? পুলিশের দায়িত্ব পালন করার অধিকারই বা পেলো কোথায় সে? ঘাড়ের পেছনে একটা মৃদু, আলতো স্পর্শ অনুভব করলো পিট, বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো কে যেনো বিপদের আভাস দিয়ে গেলো।

আরও দু'বার বাঁক নিয়ে ছোটো একটা খামার বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লো মার্সিডিজ। সামনেই একটা ইমারত, বয়সের ভারে যেনো কুঁজো হয়ে আছে। প্লাস্টার খসে গেছে কোন কালেই, সারি সারি বেরিয়ে আছে লালচে ইঁট। দোতলাটা কাঠের, তারও অবস্থা ঝড়ে পড়া কাকের বাসার মতো।

"এই বুঝি গৃক টুরিস্ট অর্গানাইজেশনের হেড-অফিস?" বলেই হেসে উঠলো অ্যাল।

ঠোঁট টিপে একটু হাসল জেনো। উত্তর না দিয়ে কি যেনো গোপন করে গেলো সে। মনের সন্দেহটা আরও দৃঢ় হলো ডার্কের—ওরা বোধহয় ফন টিলের ফাঁদেই আটকা পড়তে যাচ্ছে!

গাড়ি থেকে নেমে পিছনের দরজাটা খুলে দিলো জেনো। ডার্কের মাথার দিকে পিস্তল তাক্ ক'রে বললো, "কোনোরকম বাহাদুরি নয়! প্লিজ!"

নামলো পিট। এগিয়ে গিয়ে সামনের দরজাটা খুলে ঝুঁকে পড়লো, হাত ধরে বের ক'রে নিয়ে এলো টেরিকে। বেরিয়ে এসেই ডার্কের গলা জড়িয়ে ধরলো টেরি, মুখটা টেনে নামিয়ে এনে চুমো খেলো। মৃদু একটা ঠেলা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলো পিট। "পরে।"

হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো জেনো। "চমৎকার! একেই বলে প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া! কিন্তু তাই বলে কি লোক-লজ্জাও থাকতে নেই?"

ঝট ক'রে জেনোর দিকে তাকালো টেরি। দু'চোখে ঘৃণা তাচ্ছিল্যের সাথে মুখ ফিরিয়ে নিলো সে।

"ইন্সপেক্টর জাসিনথুস আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন," সবিনয়ে বললো জেনো। "কেউ অপেক্ষা করিয়ে রাখলে তাঁর আবার মেজাজ ঠিক থাকে না। চলুন, চলুন!"

জেনো ছাড়া সবাই এগোলো। পাঁচ ফুট পিছনে থাকলো জেনো। সামনের দলটার দিকে পিস্তল ধরে আছে। ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো দারিউস। মাঝারি আকারের মাঠ পেরিয়ে বারান্দায় উঠলো ওরা, সেখান থেকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়। ছোটো একটা হলঘরে ঢুকলো ওরা। হলের দু'দিকে কয়েকটা করে দরজা। বাঁ দিকের দ্বিতীয় দরজার সামনে দাঁড়ালো দারিউস। খুললো সেটা। ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতে বললো পিট আর অ্যালকে। ওদের পিছু পিছু টেরিও এগোলো, কিন্তু তাকে বাধা দিলো দারিউস।

"আপনাকে যেতে বলা হয় নি।"

ঝট ক'রে আধ পাক ঘুরলো পিট। "আমাদের সাথেই থাকবে ও।"

"না," দৃঢ় কণ্ঠে বললো জেনো। টেরির পাশ থেকে তাকালো ডার্কের দিকে। "হিরোইজম দেখাতে গিয়ে শুধু শুধু নিজেদের বিপদ ডেকে আনবেন না। আপনারা যদি কোনো অন্যায় করে না থাকেন, ইন্সপেক্টর জাসিনথুস আপনাদেরকে ছেড়ে দেবেন। কথা দিচ্ছি, আপনার বান্ধবীর কোনো ক্ষতি হবে না।"

ঝাড়া পনেরো সেকেন্ড জেনোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো পিট। লোকটার চেহোরার শঠতা বা বেঈমানীর কোনো চিহ্ন দেখলো না ও। কেন যেনো মনে হলো, লোকটা যা বললো তার মধ্যে সত্যতা আছে।

"ঠিক আছে," মৃদু গলায় বললো ও। "তোমার কথা বিশ্বাস করলাম। কিন্তু টেরির গায়ে যদি একটা টোকাও পড়ে, তোমাকে আমি নিজের হাতে খুন করবো।"

"চিন্তা করো না, পিট," দৃষ্টিতে রাজ্যের ঘৃণা নিয়ে জেনোর দিকে তাকালো টেরি। "ফন টিলের ভাতিজি আমি, আমার গায়ে হাত দেবার সাহস এই হনুমানের নেই!" একটু দম নিয়ে আবার বললো সে, "ইন্সপেক্টর না কে যেনো, আমার পরিচয়টা একবার পেতে দাও তাকে, দেখো কেমন বাপ-বাপ ক'রে ছেড়ে দেয়।"

টেরির কথায় কান না দিয়ে দারিউসের দিকে তাকালো জেনো। "মেহমানরা কঠিন পাত্র, কাজেই সাবধান। একটু অসতর্ক হলে, প্রাণ হারাতে হতে পারে—কথাটা মনে রেখে পাহারা দাও।"

ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে দারিউস বললো, "সেটা আমাকে বলে দিতে হবে না।" হলঘরের আরেক দরজা দিয়ে টেরিকে নিয়ে গাইড জেনো বেরিয়ে যেতেই ছোটো ঘরটার দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে কপাটে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালো সে। বিশাল বুকের ওপর হাত দুটো ভাঁজ ক'রে রাখলো।

"এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে পায়চারি করা ভালো," বললো অ্যাল। "কিন্তু ভয় করছে, ষাঁড়টা যদি লাফ দিয়ে গুতো মারতে আসে?"

"শুধু পায়চারি করার জন্যে ঝুঁকিটা নেয়া চলে না," বললো পিট। ঘরের চারদিকে তাকালো ও। লম্বায় নয় ফুট, চওড়ায় আট ফুট, আন্দাজ করলো ও। কাঠের কয়েকটা পিলারের গায়ে পেরেক দিয়ে লম্বা লম্বা তক্তা আটকে তৈরি করা হয়েছে দেয়াল। তক্তাগুলোর সাইজও এক রকম নয়, কোনোটা বড়, কোনোটা ছোটো। বড়গুলোর প্রান্ত পিলার ছাড়িয়ে আরও খানিকদূর এগিয়ে গেছে। কোনো জানালা নেই, নেই কোনো ফার্নিচার। ছাদের কাছে আড়াআড়ি একটা ফাটল থেকে সামান্য একটু আলো আসছে।

"আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয়," বললো পিট। "এটা একটি পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউস।"

"কাছাকাছি হয়েছে," মন্তব্য করলো দারিউস। "বিয়াল্লিশ সালে দ্বীপটা দখল করে এটাকে অর্ডিন্যান্স ডিপো বানিয়েছিলো জার্মানরা।"

"সিগারেট আছে নাকি?" অ্যালকে জিজ্ঞেস করলো পিট।

অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলো অ্যাল, সেদিকে তাকিয়ে থেকেই পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে ছুঁড়ে দিলো ওর দিকে। ডার্কের যে কোনো মতলব আছে, টের পেয়ে গেছে সে। জানে, সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে পিট। ডার্কের দিকে তাকালে দারিউসও তার মুখের চেহারা দেখতে পাবে, তাই তাকালোই না। দারিউসকে সিগারেট অফার করলো না পিট। তাহলে সাবধান হয়ে যাবে গরিলা। এক পা পিছিয়ে এসে সিগারেট ধরালো ও। তারপর লাইটারটা বারবার শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফতে শুরু করলো। প্রতিবার আগের চেয়ে

ওপরে ছুঁড়ে দিলো। লক্ষ্য করলো চোখের কোণ দিয়ে লাইটারটাকে অনুসরণ করছে দারিউস। এক, দুই, তিন, চার-ছয়বার ছুঁড়লো পিট। সাত বারের বার আঙুলের ফাঁক গলে পড়ে গেলো ওটা। কাঠের মেঝেতে পড়ে খটাখট আওয়াজ তুললো। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিচু হলো পিট, হাত বাড়ালো লাইটারটা ধরার জন্যে।

লাইটার নিয়ে সিধে হবে পিট, তা না হয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ডাইভ দিলো। উড়ে এসে দারিউসের তলপেটে মাথা দিয়ে গুঁতো দিলো ও। বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার মতো সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়লো তীব্র ব্যথা, মাথাটা যেনো ইঁটের দেয়ালের গায়ে বাড়ি খেলো। মুহূর্তের জন্যে আতঙ্কিত হয়ে ভাবলো ও, ঘাড়টা বোধহয় মটকেই গেছে।

ফুটবল ট্রেনারের ভাষায় এটাকে রানিং ব্লক বলে। এই ভঙ্গিতে হেড করলে গোলকিপারের সাধ্য কি বল ধরে! অপ্রস্তুত কোনো লোকের পেটে আঘাতটা লাগলে সাথে সাথে তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। কিন্তু দারিউসের কিছুই হলো না। ক্ষীণ একটু কাতরে উঠলো শুধু, ধাক্কা খেয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো খানিক, দুই থাবা দিয়ে ধরে ফেললো ডার্কের বাইসেপ, তারপর কাঠের মেঝে থেকে অনায়াসে ওকে তুলে ফেললো শূন্যে।

অসাড়, অবশ হয়ে গেলো পিট। বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারে নি ও। যে লোকের খুন হয়ে যাবার কথা সে কিনা উল্টে ওকেই চেপে ধরেছে। ঘাড় আর হাতে এঁটে বসলো দারিউসের মুঠো, তীব্র ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখলো ও। ওকে একটা কাঠের পিলারের গায়ে নিয়ে এসে ফেললো দারিউস। ভাঁজ করা হাঁটু রাখলো ওর তলপেটে, তারপর ওর ঘাড়ের পিছনটা ধরে নিচের দিকে চাপ দিতে শুরু করলো। কাঠের পিলারের ভেতর ঢুকে যেতে চাইলো ডার্কের শিরদাঁড়া। অসহ্য ব্যথা সত্ত্বেও মাথাটা কাজ করছে এখনও। দারিউসের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলো ও। ওর মাথা নামিয়ে নিয়ে এসে কনুই দিয়ে ঘাড়ের ওপর গুতো মারবে—মারা যেতে দু'সেকেন্ডের বেশি লাগবে না ওর। আতঙ্কে দিশেহারা বোধ করলো পিট। সবটুকু ইচ্ছেশক্তি এক করে মুঠো পাকালো হাত দুটো, দমাদম ঘুসি চালালো দারিউসের তলপেটে। আত্মরক্ষার শেষ আশাটুকু নিভে যাবার সাথে সাথে ভয়ে শিউরে উঠলো পিট। ওর এরকম একটা ঘুসি খেয়ে যে কোনো লোকের জ্ঞান হারাবার কথা, কিন্তু দারিউস কিছু টের পেয়েছে বলেও মনে হলো না। ঝাপসা হয়ে এলো ডার্কের দৃষ্টি, বুঝলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে ও।

আচমকা ঘারের ওপর চাপটা হালকা হয়ে গেলো। ধীরে ধীরে মাথা তুলে পিট দেখলো, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে আছে দারিউস, আটকে থাকা দম ফেলার জন্যে হাঁসফাঁস করছে। ওর তলপেট থেকে হাঁটু নামিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো সে। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে পড়লো জিওর্দিনোর ওপর।

পিট ডাইভ দিয়ে পড়ার সাথে সাথে আড়ালে পড়ে গিয়েছিলো দারিউস, অসহায়ভাবে অপেক্ষা করছিলো অ্যাল, কিন্তু পিটকে দারিউস দেয়ালের সাথে চেপে ধরতেই সুযোগটা পেয়ে গেলো সে। লাফ দিল শূন্যে, জোড়া পা দিয়ে পড়লো দারিউসের কিডনির ওপর। ধারণা করেছিলো, ছিটকে দেয়ালের সাথে বাড়ি খাবে দারিউস! কিন্তু ঘটলো ঠিক উল্টোটা। প্রচণ্ড এক দাঁত-ভাঙা ঝাঁকি খেয়ে অনেকটা টেনিস বলের মতো ফেরত এলো অ্যাল, দড়াম ক'রে পড়লো মেঝের ওপর। একমুহূর্ত স্থিরভাবে পড়ে থাকলো সে, তারপর মাথা ঝাড়া দিয়ে, কনুই আর হাঁটুর ওপর ভর করে উঠে বসার চেষ্টা করলো। ঘোঁৎ করে রোমহর্ষক আওয়াজ ছেড়ে ডাইভ দিলো দারিউস, হুড়মুড় করে পড়লো জিওর্দিনোর ওপর। হিংস্র এক টুকরো হাসি লেগে রয়েছে দারিউসের ঠোঁটে। চোখ দুটো রক্তের তৃষ্ণায় জ্বল জ্বল করছে। দু'হাতের দশটা আঙুল পরস্পরের খাঁজে আটকে গেলো, মাঝখানে আটকে আছে জিওর্দিনোর খুলি। চাপ দিতে শুরু করলো দারিউস।

দুই তালুর চাপে খুলিটা ফেটে যাবে। বুঝতে পেরে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করলো অ্যাল। কিন্তু ওর তুলনায় অনেক বেশি ভারি দারিউস, তার শরীরের নিচ থেকে বেরুতেই পারলো না সে। খুলি থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়লো অসহ্য ব্যথা। ধীরে ধীরে হাত তুলে দারিউসের বুড়ো আঙুল দুটো মুঠোর ভেতর নিলো ও , তারপর টানতে শুরু করলো নিচের দিকে। ষাঁড়ের মতো প্রচণ্ড শক্তি রাখে অ্যাল, কিন্তু যার নিচে চাপ পড়েছে তার তুলনায় নেহাতই দুর্বল শিশু সে। কাঁধ দুটো নিচু করে জিওর্দিনোর খুলিতে আরও জোরে চাপ দিতে শুরু করলো দারিউস।

নিজের পায়ে এখনও পিট দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু লড়ার সাধ এবং শক্তি দুটোই ফুরিয়ে গেছে ওর। পিঠের ব্যথাটা উন্মাদ করে তুললো ওকে। ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়ে অসাড় করে ফেলেছে সারা শরীর। ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখলো, দারিউসের হাতে খুন হয়ে যাচ্ছে অ্যাল। চিৎকার করে উঠলো ও, কিন্তু গলা থেকে কোনো আওয়াজ বেরুলো না। উদভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক তাকালোও। কাঠের পিলারের সাথে সেঁটে থাকা একটা তক্তা, পেরেক খসে যাওয়ায় তেরছা ভাবে ঝুলছে সিরিং থেকে টলতে টলতে সেদিকে এগোলো ও। তক্তাটা ধরে টানাটানি শুরু করলো ও। তক্তার ওপরের দিকটায় এখনও পেরেক আছে, সেগুলো ঢিলে হতে বেশ সময় নিলো। চার ফুটের মতো লম্বা ওটা, এক ইঞ্চি চওড়া। পেরেক মুক্ত হয়ে হাতে চলে এলো সেটা। অ্যাল এখনও বেঁচে আছে তো? ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর তক্তাটা তুললো পিট। শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে নামিয়ে আনলো দারিউসের মাথায়।

খুলির সাথে তক্তার সংঘর্ষে বিদঘুটে একটা আওয়াজের সাথে দারিউসের মগজ বেরিয়ে পড়বে ব'লে আশা করেছিলো পিট। নিদেনপক্ষে খুলি ফেটে রক্তের ফোয়ারা তো ছুটবে! ওসব কিছুই ঘটলো না। জানালার ভঙ্গুর কাঁচের মতো টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো উঁই খাওয়া কাঠ। ঘাড় না ফিরিয়ে, জিওর্দিনোর খুলি ছেড়ে দিলো দারিউস। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ডার্কের গায়ে ধাক্কা দিলো সে। ধাক্কাটা কোমরে লাগলো, ছিটকে পড়লো পিট মেঝের ওপর, সেখান থেকে গড়াতে গড়াতে দরজার কাছে গিয়ে থামলো।

দরজার নব ধরে কিভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে বলতে পারবে না ও। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে মাতালের মতো দুলতে থাকলো। কিছুই খেয়াল করতে পারলো না। অসাড় হয়ে আছে শরীর, ব্যথা পর্যন্ত অনুভব করলো না। বুকের ব্যান্ডেজ চুঁইয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে, সেদিকেও খেয়াল নেই। তাকিয়ে আছে জিওর্দিনোর দিকে। দু'হাতের মাঝখানে আবার ধরেছে তার মাথাটাকে দারিউস। নীল হয়ে গেছে জিওর্দিনোর মুখ। চোখ দুটো বিস্ফোরিত। হঠাৎ উপলব্ধি করলো ও, অ্যাল মারা গেছে অথবা তার মারা যেতে আর বেশি দেরি নেই। বন্ধুর জন্যে হাহাকার করে উঠলো বুকের ভেতরটা। ইচ্ছে হলো, লাফ দিয়ে পড়ে, টিপে ধরে দারিউসের টুটি। কিন্তু জানে, তাতে কোনো লাভ হবে না। বুঝলো, মাত্র একটা সুযোগ পাবে ও। শেষ সুযোগ। বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেলো ট্রেনিং পিরিয়ডে শেখানো একটা কৌশলের কথা। ট্রেনার লোকটা কে ছিলো, এখন তা আর মনে নেই, কিন্তু তার কথাগুলো স্পষ্ট মনে আছে..."দি বিগেস্ট, টাফেস্ট, মিনেস্ট সান-অব-এ-বিচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড উইল অলওয়েজ গো ডাউন, অ্যান্ড গো ডাউন ফাস্ট, ফ্রম এ গুড সুইফট কিক ইন দ্য বলস।"

টলতে টলতে দারিউসের পিছনে চলে এলো পিট। জিওর্দিনোর খুলি ফাটাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে আছে দারিউস, পিছনে ডার্কের উপস্থিতি টেরই পেলো না। লক্ষ্য স্থির ক'রে দারিউসের দুই উরুর মাঝখানে লাথি চালালো পিট। পায়ের আঙুলগুলো হাড় আর রাবারের মতো নরম কিছুর সাথে ধাক্কা খেলো। অ্যালকে ছেড়ে দিয়ে প্রকাণ্ড হাত দুটো মাথার ওপর তুললো দারিউস, আঙুলগুলো বাতাস খামচাতে শুরু করলো। পরমুহূর্তে দড়াম করে পড়লো মেঝের ওপর। নিঃশব্দে গোঙাতে শুরু করলো সে কুঁকুড়ে গিয়ে।

অ্যালকে ধরে বসিয়ে দিলো পিট। "অ্যাল? অ্যাল?"

"বেঁচে আছি?" ক্ষীণ, দুর্বল একটু হাসি ফুটল জিওর্দিনোর ঠোঁটে। "তুমি, পিট, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড?"

"তোমার সাথেই আছি আমি," বললো পিট। "মাথার কি অবস্থা?"

"না দেখে বলি কি করে? মনে হচ্ছে নেই ওটা।"

"আছে," আশ্বস্ত করলো পিট। "ঘাড়ের ওপর দেখতে পাচ্ছি।"

দারিউসের দিকে তাকালো পিট। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে দৈত্যটা, সাদা হয়ে গেছে মুখের চেহারা, সটান শুয়ে আছে মেঝের ওপর, দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে উরু-সন্ধি।

অ্যালকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো পিট। "ফ্রাঙ্কেনস্টাইনটা সুস্থ হয়ে ওঠার আগেই কেটে পড়ি চলো।"

ডার্কের কথা শেষ হতেই দরজা খুলে গেলো। লম্বা, একহারা গড়নের একজন লোক ঢুকলো ঘরের ভেতর। চোখ দুটো বিষণ্ন, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে টোবাকো পাইপ, ট্রাউজারের পকেটে ঢুকে আছে একটা হাত। ডার্কের দিকে তাকিয়ে থাকলো লোকটা। কেতাদুরস্ত, ভঙ্গিতে মুখ থেকে পাইপটা নামালো সে।

"আমি ইন্সপেক্টর জাসিনথুস," মার্জিত, পরিশীলিত আমেরিকান ইংরেজিতে বললো আগন্তুক। "জানতে পারি, কি হচ্ছে এখানে?"

অধ্যায় ১২

এটা ঠিক আশা করে নি পিট। উচ্চারণ ভঙ্গি, নিখুঁতভাবে আঁচড়ানো ছোটো ছোটো চুল, কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই পরিচয় দেবার রীতি, সব মিলিয়ে বুঝতে অসুবিধে হয় না ইন্সপেক্টর জাসিনথুস একজন আমেরিকান। ঝাড়া দশ সেকেন্ড পিট আর অ্যালকে দেখলো জাসিনথুস। তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো মেঝেতে পড়ে থাকা দারিউসের দিকে। এখনও গোঙাচ্ছে দারিউস। তাকে দেখে ইন্সপেক্টরের চেহারায় কোনো পরিবর্তন ঘটলো না, কিন্তু সে যে বিস্মিত হয়েছে সেটা ফাঁস হয়ে গেলো তার গলার আওয়াজে।

"দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না," চোখ তুলে প্রথমে পিট, তারপর জিওর্দিনোর দিকে তাকালো সে। চেহারায় প্রশংসা এবং কৌতুহলের মিশেল লক্ষ্য করার মতো। "ট্রেনিং পাওয়া সেরা প্রফেশনালরাও দারিউসের গায়ে টোকা দিতে পারে না। তাজ্জব ব্যাপার! ম্যাজিক জানেন নাকি? আপনাদের পরিচয়?"

কিছু বলতে যাচ্ছিলো অ্যাল, এই সময় ঘরে ঢুকলো গাইড জেনো। দারিউসকে দেখে মুখটা ঝুলে পড়লো তার, স্তম্ভিত বিস্ময়ে পালা করে একবার পিট, তারপর অ্যাল, তারপর দারিউসের দিকে তাকালো সে। সবশেষে ফিরলো ইন্সপেক্টরের দিকে।

"মাই ইন্সপেক্টর, আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো?" বিড় বিড় ক'রে জানতে চাইলো সে।

জেনোর দিকে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করলো না ইন্সপেক্টর। পাইপের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, "দারিউসের যত্ন নাও। এই দুই কাপ্তানকে অফিসে নিয়ে যাচ্ছি আমি, দেখি চাবুকে ওদের ঘাড়ের ভূত নামানো যায় কিনা।"

"এই অবস্থা করেছে দেখেও কি উচিত হবে, স্যার...?"

সরু ঠোঁট জোড়া নিঃশব্দে ফাঁক করে হাসলো ইন্সপেক্টর। "গায়ের জোর খাটিয়ে এখন যে আর কোনো লাভ নেই তা আশা করি বুঝতে পেরেছেন ওরা। তবে, সাবধানের মার নেই।" ইঙ্গিতে পিটকে দেখালো সে। "দেখে মনে হচ্ছে

ইনিই হিরো, হ্যান্ডকাফের একটা কড়া ওর কব্জিতে পরাও।" তারপর অ্যালকে দেখিয়ে বললো, "আরেকটা কড়া ওর কনুইয়ে আটকাও।"

বেল্টের ক্লিপ থেকে একজোড়া হ্যান্ডকাফ খুলে সামনে বাড়লো জেনো। কড়া ভাষায় কিছু বলতে যাচ্ছিলো পিট, কিন্তু ক্ষান্ত হলো পকেট থেকে ইন্সপেক্টরের হাতটা বেরিয়ে আসতে দেখে। অটোমেটিক পিস্তলটা সোজা ডার্কের দিকে তাক্ ক'রে ধরলো জাসিনথুস।

হ্যান্ডকাফ পরাতে গিয়ে কোনো বাধার সামনে পড়তে হলো না জেনোকে। জিওর্দিনোর চেয়ে ইঞ্চি কয়েক লম্বা পিট, তার ওপর ওর কব্জি আর জিওর্দিনোর কনুইয়ে কড়া লাগানোর ফলে অ্যালকে সামনের দিকে কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে ঝুঁকে থাকতে হলো। ছাদের লম্বা ফাটলে চোখ রেখে পিট দেখলো রোদ পিছুতে শুরু করায় এরই মধ্যে ম্লান হয়ে এসেছে আকাশ। পিঠটা এখনও ব্যথা করছে ওর, কিন্তু জিওর্দিনোর মতো ওকেও সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতে হচ্ছে না ব'লে কৃতজ্ঞ বোধ করলো ও। কাঁধ দুটো উচু-নিচু করলো বার কয়েক, প্রতিবার ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠলো মুখের চেহারা। তারপর ইন্সপেক্টর দিকে ফিরলো ও।

শান্ত সুরে জানতে চাইলো, "টেরি কোথায়?"

"ভালোই আছে," বললো ইন্সপেক্টর। "বলছে মিঃ ফন টিলের ভাতিজি! খোঁজ নিয়ে দেখি, যদি সত্যি হয় ছেড়ে দেয়া হবে।"

"আমাদের কি হবে?" জানতে চাইলো অ্যাল।

"সময় হলে বলবো।" ইঙ্গিতে দরজা দেখালো ইন্সপেক্টর।

ডার্কের দিকে অনুমতির জন্যে তাকালো অ্যাল। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো পিট।

দু'মিনিট পর ইন্সপেক্টর অফিসে ঢুকলো ওরা। মাঝারি আকারের কামরা, কিন্তু নিপুণ হাতে গুছানো। দেয়ালে টাঙানো রয়েছে থাসোসের এরিয়াল ফটোগ্রাফ। ডেস্কের উল্টোদিকে একটা টেবিল, তাতে তিনটে টেলিফোন, একটা শর্টওয়েভ রেডিও। চারদিকে তাকিয়ে একটু অবাকই হলো পিট। সব কিছু বড় বেশি সাজানো-গোছানো, বড় বেশি প্রফেশনাল।

"দেখে মনে হচ্ছে একজন জেনারেলের কমান্ড হেডকোয়ার্টার," বললো ও। "পুলিশ পুলিশ গন্ধ পাচ্ছি না কেন?"

ডেস্কের পেছনে রিভলভিং চেয়ারে বসলো ইন্সপেক্টর, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠলো সেটা। "আপনাদের পরিচয়?"

"ডার্ক পিট। ডাইরেক্টর অব স্পেশাল প্রজেক্টস, ইউনাইটেড স্টেটস ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার মেরিন এজেন্সি। সাথে অ্যালবার্ট জিওর্দিনো, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর।"

"অবশ্যই, অবশ্যই! এবং আমি হলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী..." কথার মাঝখানে থেমে গেলো জাসিনথুস। দ্রুত কপালে উঠলো একটা ভুরু। ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়লো সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ডার্কের চোখে। "আরেকবার বলুন তো! কি যেনো বললেন আপনার নাম?" বিস্মিত এবং কোমল শোনালো তার গলা।

"ডার্ক পিট।"

একটানা দশ সেকেন্ড নড়লো না ইন্সপেক্টর, কথাও বললো না। তারপর চেয়ারে হেলান দিলো সে। "নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলছেন আপনি..."

"তাই নাকি?"

চেয়ারের ওপর আবার সিধে হয়ে বসলো ইন্সপেক্টর। "আপনার বাবার নাম?"

"ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর জর্জ পিট।"

"বলুন দেখি, উনি দেখতে কেমন?" চ্যালেঞ্জের সুরে জানতে চাইলো জাসিনথুস।

ডেস্কের কোণায় বসে একটা সিগারেট ধরায় পিট। ইতি-উতি লাইটার খোঁজে। কাঠের ড্রয়ার থেকে ম্যাচ বের করে ধরিয়ে দিলো জাসিনথুস।

কৃতজ্ঞচিত্তে মাথা দোলালো পিট। এরপর, দশ মিনিট এক নাগাড়ে বলে গেলো।

"থাক, থাক—আমি সন্তুষ্ট!" আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে মাথার ওপর হাত তুলে হেসে ফেললো ইন্সপেক্টর জাসিনথুস। "আপনি সিনেটরের ছেলে। কিন্তু মিঃ পিট, এই থাসোসে আপনি কি করছেন?"

"নুমার ডাইরেক্টর অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকার আমি এবং অ্যালকে একটা বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন। আমাদের একটা সমুদ্র-সম্পর্কিত রিসার্চ জাহাজে কিছু ধারাবাহিক অদ্ভুত ঘটনার তদন্তে মূলত এসেছি।"

"ওহ! ওই যে, সাদা জাহাজটা যেটা ব্রাডি ফিল্ডের কাছেই নোঙর করা! চিনেছি!"

মুখ খুললো অ্যাল, "আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করার দাবি জানাচ্ছি। কিছু মনে করবেন না ইন্সপেক্টর, আমার ব্লাডার ফুলে ফেঁপে ফেটে যাবার মতো অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এখুনি যদি ওটা খালি করার ব্যবস্থা না হয় এই অফিসেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তখন আমাকে দায়ি করতে পারবেন না।"

নিঃশব্দে হাসলো পিট। "শুধু মুখে বলছে তা মনে করবেন না," ইন্সপেক্টরকে বললো ও। "করেও দেখাবো।"

ভুরু কুঁচকে দু'জনের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর কাঁধ ঝাঁকালো ইন্সপেক্টর। তারপর ডেস্কে বসানো একটা বোতামে চাপ দিলো।

প্রায় সাথে সাথে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো জেনো। হাতে উদ্যত পিস্তল। "এদের শায়েস্তা করতে হবে, মাই ইন্সপেক্টর?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ইন্সপেক্টর বললো, "পিস্তলটা সরাও। ভদ্রলোকদের হ্যান্ডকাফ খুলে দাও। তারপর মিঃ অ্যাল জিওর্দিনোকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিয়ে এসো।"

চোখ কপালে উঠে গেলো জেনোর। "আপনি ঠিক জানেন, স্যার...?"

"যা বলছি করো। এনারা আমাদের বন্দী নন, অতিথি।"

আর কোনো কথা না বলে, চেহারায় প্রকাশ্যে কোনো রকম বিস্ময়ের ভাব না ফুটিয়ে পিস্তলটা কোমরের হোলস্টারে গুঁজলো জেনো। হ্যান্ডকাফ খুলে অ্যালকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো বাইরে।

"এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন," বললো পিট। "বাবার সাথে আপনার পরিচয় আছে?"

"ওয়াশিংটনে সিনেটর পিটের দারুণ সম্মান। সিনেট কমিটিতে কঠোর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন তিনি। এর মধ্যে নারকোটিক কমিটিও রয়েছে।"

"তাতে আপনার পরিচয় তো খোলাসা হলো না।"

পকেট থেকে পাইপ বের ক'রে ধরালেন জাসিনথুস।

"নারকোটিকস্ ডিভিশনে আমার অভিজ্ঞতার কারণে আপনার বাবার কমিটি এবং আমার কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজটি আমিই ক'রে থাকি।"

"আপনার কর্তাব্যক্তি?" পিট এবারে ভ্রু কুঁচকায়।

"আপনার মতোই, আঙ্কল স্যাম আমার বেতনও দেয়, মিঃ পিট।" জাসিনথুস চওড়া হাসেন। "ফেডারেল ব্যুরো অব নারকোটিকসের একজন ইন্সপেক্টর আমি। আমার নাম হারকিউলিস জাসিনথুস। বন্ধুরা ডাকে জ্যাক।"

সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেলো ডার্কের মন থেকে। পরম স্বস্তি বোধ করলো ও।

"এবার কি, আপনি থাসোসে কেন?"

পাইপে টান দিয়ে জাসিনথুস মুখ খুলেন। "মাসখানেক আগে আমরা ইন্টারপোলের কাছ থেকে একটা রিপোর্ট পেলাম—সাংহাই বন্দরে বিরাট হিরোইনের শিপমেন্ট লোড করা হয়েছে একটা ফ্রেটারে..."

বাধা দিয়ে জানতে চাইলো পিট, "ওটা কি ফন টিলের জাহাজ?"

অবাক দেখালো ইন্সপেক্টর জাসিনথুসকে। "আপনি কিভাবে জানলেন?"

মুচকি হাসলো পিট। "স্রেফ অনুমান! বাধা দেবার জন্যে দুঃখিত। বলেন যান।"

"হ্যাঁ, ওটা মিনার্ভা লাইসেন্সেরই একটা জাহাজ। নাম, কুইন অস্ট্রেলিয়া। সাংহাই বন্দর ছেড়ে রওনা হয়েছে তিন সপ্তা আগে। কাগজ-পত্রে যা বলা হয়েছে তাতে বোঝার উপায় নেই ওতে কোনো বেআইনী কার্গো আছে। সয়াবিন, চা, কাগজ, কার্পেট এই সব।"

"ডেসটিনেশন?"

"ফাস্ট পোর্ট অব কল সিলোনের কলম্বো। ওখানে কার্গো নামিয়ে তোলা হবে নতুন কার্গো-কোকো আর গ্র্যাফাইট। এরপর ফুয়েল স্টপ মার্সেই'তে, সবশেষে সেন্ট লরেন্স সিওয়ে হয়ে শিকাগো।"

একমুহূর্ত চিন্তা করলো পিট। "শিকাগো কেন? নিউ ইয়র্ক, বোস্টন কিংবা অন্য যে-কোনো ইস্টার্ন সিবোর্ড পোর্টে স্মাগলারদের সুবিধে বেশি। ফরেন ড্রাগ শিপমেন্ট আনলোড করার জন্যে ওসব জায়গায় নিজেদের সংগঠন আছে ওদের।"

"শিকাগো নয় কেন?" পাল্টা প্রশ্ন করলো ইন্সপেক্টর। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ডিসট্রিবিউশন, সবচেয়ে বড় ট্রান্সপোর্টেশন সেন্টার তো ওখানেই। একশো ত্রিশ টন হিরোইন পাচার করার জন্যে এর চেয়ে ভালো জায়গা আছে আর?"

ডার্কের চেহারায় অবিশ্বাস ফুটে উঠলো। "অসম্ভব! অতোবড় একটা চালান কাস্টমসের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না।"

"আর কেউ পারুক বা না পারুক, ফন টিল পারে," নিচু গলায় বললো ইন্সপেক্টর। "লোকটা সম্পর্কে কিছু জানেন, মিঃ পিট? স্মাগলারদের শিরোমণি ও। এ লাইনে একটা প্রতিভা। ফন টিল ওর আসল নাম হতেই পারে না।"

"আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ফন টিলকে আপনি শতাব্দীর সবচেয়ে কুখ্যাত ভিলেন বলে ধরে নিয়েছেন," বললো পিট। "কি এমন করেছে সে যে তাকে এই দুর্লভ সম্মান দিচ্ছেন?"

"এশিয়া, আফ্রিকা, সেন্ট্রাল আর সাউথ আমেরিকার কথা ধরুন। বিপ্লব আর অভ্যুত্থানের নামে গত ত্রিশ বছর ধরে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে ওই সব মহাদেশে। অথচ ইউরোপ থেকে গোপন অস্ত্রের চালান না গেলে ঘটনাগুলো ঘটতো না। উনিশশো চুয়ান্ন সালের গ্রেট স্প্যানিশ গোল্ড রবারির কথা মনে আছে? স্পেনের অর্থনীতি আগে থেকেই টলমল করছিলো, এই সময় মিনিস্ট্রি অব ট্রেজারির গোপন ভল্ট থেকে বিরাট পরিমাণ সরকারী সোনা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় তার

অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে পড়ে যায়। এর কিছুদিন পরই স্পেনের প্রতীক চিহ্ন আঁকা গোল্ড বারে ভারতের ব্ল্যাক মার্কেট ছেয়ে যায়। অতোবড় একটা কার্গো সাত হাজার মাইল পাড়ি দিলো কিভাবে? ব্যাপারটা আজও একটা রহস্য হয়ে আছে। কিন্তু আমরা জানি, চুরির রাতে মিনার্ভা লাইন্সের একটা ফ্রেটার বার্সেলোনা ছেড়ে যায়, এবং ভারতে সোনার বার ছড়িয়ে পড়ার কয়েকদিন আগে নোঙর ফেলে বোম্বাইয়ে।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে টোবাকো পাইপে আগুন ধরালো ইন্সপেক্টর। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে তাকালো সিলিঙের দিকে। তারপর শুরু করলো আবার।

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, জার্মানীর আত্মসমর্পণের দিন, পঁচাশি জন উঁচু পদের নাজি অফিসার হঠাৎ করে বুয়েন্স আইরেসে উদয় হয়। ওখানে তারা পৌছুলো কিভাবে? আবার সেই একই ঘটনা। সেদিন একমাত্র যে জাহাজটা বন্দরে ভিড়েছিলো সেটা ছিলো মিনার্ভা লাইন্সেরই একটা ফ্রেটার। আরেকটা ঘটনার কথা বলি, উনিশশো চুয়ান্ন সাল, ইতালির নেপলস, পিকনিকে গিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেলো স্কুল বাস ভর্তি কিশোরী মেয়ের দল। চার বছর পর ইতালিয়ান দূতাবাসের একজন সহকারী হারানো মেয়েদের একজনকে উদভ্রান্তের মতো কাসাব্লাঙ্কার নোংরা পল্লীর গলিতে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিলো।" প্রায় মিনিটখানেক চুপ ক'রে থাকলো জাসিনথুস, তারপর নিচু গলায় বললো, "মেয়েটাকে পাগল বললেই হয়। আমি তার শরীরের ফটো দেখেছি। যে কোনো সুস্থ লোককে পাগল ক'রে দেবার জন্যে যথষ্টে।"

"কথা বলতে পেরেছিলো?"

"হ্যাঁ। তার শুধু মনে আছে, ফানেলে বিরাট আকারের "এম" লেখা একটা জাহাজে তোলা হয় তাকে। এই কথাটারই শুধু অর্থ করা গেছে, বাকি যা বলেছে প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়।"

অফিসরুমের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। অনেকক্ষণ পর মুখ খুললো পিট। "তার মানে কিশোরী মেয়ে কেনাবেচার সাথেও জড়িত ছিলো মিনার্ভা লাইন্স?"

"ইনডাইরেক্টলি ফন টিলকে জড়ানো যায় এমন একশো ঘটনার মধ্যে মাত্র চারটের কথা বললাম আপনাকে। ইন্টারপোলের ফাইলে যা লেখা আছে সেগুলো যদি পড়ে শোনাতে চাই, মাসখানেকের আগে শেষ করতে পারবো না।"

"এই সব ক্রাইমের হোতা ফন টিল, বলতে চাইছেন?"

"না, তা নয়। পরিকল্পনার সাথে তার কোনো সম্পর্কের কথা জানতে পরি নি আমরা। তার কাজ ক্রিমিন্যালদের ট্রান্সপোর্টেশন সাপ্লাই দেয়া। সে আসলে স্মাগলার। গ্র্যান্ড স্কেলে চালায় ব্যবসাটা।"

কিছুটা রাগ, কিছুটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠলো ডার্কের চেহারায়। "শয়তানটাকে তাহলে থামানো হয় নি কেন?"

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো ইন্সপেক্টর জাসিনথুস। "দুনিয়ার প্রায় সমস্ত ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি ফন টিলকে ধরার চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রতিটি ফাঁদ কৌশলে এড়িয়ে গেছে সে। মিনার্ভা লাইন্সে যে ক'জন এজেন্টকে ঢোকানো হয়েছে তাদের সবাই হয় খুন, নয়তো গায়েব হয়ে গেছে। তার প্রতিটি জাহাজ হাজার বার ক'রে সার্চ করা হয়েছে, বেআইনী কিছুই পাওয়া যায় নি।"

জাসিনথুসের পাইপ থেকে ধোঁয়া উঠছে এঁকেবেঁকে, সেদিকে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে পিট বললো, এতোটা চালাক কেউ হতে পারে? মানুষ মাত্রেই ভুল করে, কাজেই তাকে ধরাও সম্ভব।"

"বিশ্বাস করুন, চেষ্টার ত্রুটি করি নি আমরা! ল'এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলো একজোট হয়ে মিনার্ভা লাইন্সের প্রতিটি জাহাজের প্রতিটি ইঞ্চি পরখ করেছে, রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা ধরে মাসের পর মাস অনুসরণ করেছে, ডক থেকে সারাক্ষণ চোখ রেখেছে, ইলেকট্রনিক ডিটেকশন গিয়ারের সাহায্যে সার্চ করা হয়েছে প্রতিটি বাল্কহেড।" একটু থেমে আবার বললো ইন্সপেক্টর, "কম করেও বিশজন ইনভেস্টিগেটরের নাম জানাতে পারি আপনাকে, সবাই প্রথম শ্রেণীর, যারা ফন টিলকে গ্রেফতার করাটাকেই তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

"এসব কথা আমাকে জানাবার কারণ, মি: জাসিনথুস?"

"কারণ, আমি মনে করি আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন।"

"কিভাবে?"

বাঁকা একটু হাসি মুখে ফুটে উঠেই দ্রুত মিলিয়ে গেলো। "দেখেশুনে বুঝেছি, ফন টিলের ভাতিজির সাথে আপনার সুসম্পর্ক আছে। ঠিক?"

চুপ করে থাকলো পিট।

"কদ্দিন থেকে জানেন ওকে?" জানতে চাইলো ইন্সপেক্টর।

"কালই প্রথম সৈকতে দেখা হয়েছে ওর সাথে আমার।"

অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠলো ইন্সপেক্টরের মুখে। "অসম্ভব!"

উঠে দাঁড়ালো পিট। মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলো। "যা খুশি বলতে পারেন। কিন্তু যা ভাবছেন ভুলে যান।"

"আমার ভাবনাটা আপনি ধরে ফেলেছেন, মি: পিট?"

"আপনি চাইছেন, টেরির সাথে আমার সম্পর্কটাকে পুঁজি করে আমি যেনো ফন টিলের বিশ্বস্ত হয়ে ওঠার চেষ্টা করি, এই তো? তাতে ওদের পরিবারের

একজন হয়ে উঠতে পারবো, ওদের ভিলায় যাওয়া আসা করতেও আমার কোনো বাধা থাকবে না, ঠিক?"

"ঠিক। এবং ফন টিলের ভিলায় বন্ধুবেশে ঢুকতে পারলে তার গতিবিধির ওপর নজর রাখতে পারবেন আপনি।"

"ভুলে যান!"

"জানতে পারি, কেন? বাধাটা কোথায়?"

মুচকি হাসলো পিট। "কাল রাতে ফন টিলের সাথে ডিনার খেয়েছি আমি। আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব হবার নয়, সেটা বেশ বোঝা গেছে। আমার পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলো।"

"ভাতিজির সাথে প্রেম, চাচার সাথে ডিনার—একই দিনে? অবাক করলেন আমাকে!"

কাঁধ ঝাঁকালো পিট।

"ভিলার ওপর দূর থেকে নজর রেখেছি আমরা," বললো ইন্সপেক্টর। "কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে নি। ফন টিলের সন্দেহ না জাগিয়ে ভিলার দুশো গজ কাছাকাছি যেতে পেরেছি আমরা। কর্নেল জেনো আপনাদেরকে গ্রেফতার করেছে শুনে আমি ভেবেছিলাম ফন টিলকে কোণঠাসা করার একটা সুযোগ বোধহয় পাওয়া গেলো।"

"কর্নেল জেনো? কর্নেল?"

"হ্যা, কর্নেল জেনো। সে আর ক্যাপ্টেন দারিউস গৃক সিক্রেট পুলিশের লোক। গাইডের ছদ্মবেশে কাজ করছে কর্নেল, ভিলার ওপর নজর রাখার জন্যে।"

খানিক চুপ করে থেকে জানতে চাইলো পিট, "এদের সাথে আপনার উপস্থিতির কারণটা কি?"

"একটু খুলে বলতে হয় তাহলে। মনে রাখতে হবে, ফন টিল সাধারণ কোনো কেস নয়। তাকে চৌদ্দ শিকের ভেতর আটকে আমরা যদি তার স্মাগলিঙের ব্যবসা বন্ধ করতে পারি, সাথে সাথে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম শতকরা বিশ ভাগ কমে যাবে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম যেখানে প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে, সেখানে বিশ পার্সেন্ট কমে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।" একটু বিরতি নিয়ে আবার শুরু করল ইন্সপেক্টর। "অতীতে রাষ্ট্রগুলো আলাদা আলাদাভাবে কাজ করতো। ভাইটাল ইনফরমেশন আদান-প্রদানের জন্যে চ্যানেল হিসেবে ব্যবহার করা হতো ইন্টারপোলকে। একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, নারকোটিকস ব্যুরোর গোপন সূত্র থেকে আমি জানলাম, বেআইনী একটা ড্রাগের চালান ইংল্যান্ডের

উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। কি করবো আমি? ইন্টারপোল লন্ডনকে জানিয়ে দেবো তথ্যটা, তারাই সতর্ক করে দেবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে। সময় থাকতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড একটা ফাঁদ পাতবে, এবং কিছু স্মাগলারকে গ্রেফতার করবে।"

"চমৎকার অ্যারেঞ্জমেন্ট।"

"কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ফন টিলের বেলায় এই অ্যারেঞ্জমেন্ট কোনো কাজে লাগে নি। অনেকবার ইন্টারপোলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, হাজার বার ফাঁদ পাতা হয়েছে, সার্চ করা হয়েছে মিনার্ভা লাইন্সের জাহাজ, কিন্তু প্রতিবারই ফাঁদ গলে বেরিয়ে গেছে ফন টিল। এই সব দেখে আমাদের সরকার উদ্যোগী হয়ে একটা ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠনের প্রয়াস পান। প্রচুর ক্ষমতা দেয়া হয় টিমটাকে। যে কোনো বর্ডার টপকাতে পারবো আমরা যে কোনো দেশের পুলিশ ফ্যাসিলিটি গ্রহণ করতে পারবো, যে কোনো দেশের সামরিক বাহিনীর লোকজন, ইকুইপমেন্ট এবং প্রয়োজনে কমান্ডোর সাহায্যে নিতে পারবো।" আবার একটু বিরতি নিলো ইন্সপেক্টর জাসিনথুস, তারপর বললো, "আশা করি আমার উপস্থিতিটা আমি ব্যাখ্যা করতে পেরেছি?"

"টিমের আর সব সদস্য? আপনাদের মাত্র তিনজনকে দেখছি আমি।"

"এই মুহূর্তে একজন বৃটিশ ইন্সপেক্টর একটা রয়াল নেভির ডেস্ট্রয়ার নিয়ে অনুসরণ করছে মিনার্ভা লাইন্সেরকে। সেই সাথে, আনমার্কড একটা ডিসি থ্রি নিয়ে আকাশ থেকে ওটার ওপর নজর রাখছে টার্কিশ পুলিশ ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি। ফ্রেঞ্চ পুলিসের দু'জন ডিটেকটিভ মার্সেই ডক-ওয়ার্কারের ছদ্মবেশে অপেক্ষা করছে, রিফুয়েলিঙের জন্যে ওখানে পৌছুলে সেটার নজর রাখবে ওরা।"

গত দু'দিনে মাত্র দু'চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছে পিট, জ্বালা করছে চোখ দুটো। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের পাতা রগড়ে একটা হাই তুললো ও। তারপর বললো, "মিঃ জাসিনথুস, আমার একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ আছে।"

"বলুন?" ভুরু কুঁচকে উঠলো ইন্সপেক্টরের।

"আমি চাই টেরিকে, আপনি আমার হাতে তুলে দেন।"

"আপনার হাতে তুলে দেবো?" ঠোটে বাঁকা হাসি ফুটলো। "কেন, তাকে নিয়ে আপনার কোনো প্ল্যান আছে নাকি?"

"আমার হাতে তুলে না দিলে, এমনিতেও ওকে আপনার ছেড়ে দিতে হবে। আর একবার ছাড়া পেলে, ভিলায় ফিরে যেতে বিশ মিনিটের বেশি লাগবে না তার। আরও কম সময় নেবে চাচাকে উত্তেজিত করে তুলতে। ফন টিল নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্যেই কলকাঠি নাড়তে শুরু করবে, এবং ফলশ্রুতিতে

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আপনাদের ছোটো আন্ডারগ্রাউন্ড স্পাই নেটওয়ার্ক থাসোস থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাবার জন্যে তৈরি হতে বাধ্য হবে।"

"আপনি আমাদেরকে ছোটো করে দেখছেন, মিঃ পিট," গম্ভীর সুরে বললো জাসিনথুস। "আমরাও জানি এ ধরনের ঝামেলায় পড়তে হতে পারে। সে ধরনের ইমাজেন্সি দেখা দিলে কি করতে হবে তারও প্ল্যান তৈরি করা আছে। এই আস্তানা ছেড়ে সকালের মধ্যেই নতুন কাভার নিয়ে কাজ শুরু করতে পারবো আমরা।"

"তাতে লাভটা কি?" বললো পিট। "ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই যাবে। ফন টিল জানতে পারবে, তার ওপর নজর রাখা হচ্ছিলো। আপনারা নতুন কাভার নিতে পারেন, এটুকু বোঝার ক্ষমতা তার আছে। কাজেই চারগুণ সতর্ক হয়ে যাবে সে।"

থমথমে চেহারা নিয়ে ডার্কের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর জাসিনথুস বললো, "হু। আপনার কথায় যুক্তি আছে।"

চুপ করে থাকলো পিট।

অবশেষে জানতে চাইলো জাসিনথুস, "টেরিকে আপনার হাতে ছেড়ে দিলাম, তারপর?"

"টেরির যখন খোঁজ পড়বে অথচ তাকে পাওয়া যাবে না, গোটা থাসোস ওলোটপালোট করে ছাড়বে ফন টিল। ওকে লুকিয়ে রাখার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা ফার্স্ট এটেম্পট্। ওখানে খোঁজ করার কথা ফন টিলের মাথায় খেলবে না, অন্তত যতোক্ষণ না নিশ্চিতভাবে বুঝছে যে টেরি দ্বীপে নেই।"

ডার্কের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকলো ইন্সপেক্টর যেনো জীবনে এই প্রথম দেখছে ওকে। এই ধরনের জটিল এবং বিপজ্জনক একটা ঝুঁকি কেন নিতে চাইছে পিট সেটা তার ঠিক বোধগম্য হলো না। ফন টিলের মতো নিষ্ঠুর এবং ক্ষমতাশালী লোকের সাথে লাগলে পরিণামে যে অকাল মৃত্যু ঘটতে পারে তা কি ভদ্রলোক বুঝতে পারছেন না?

কিন্তু মনে মনে খুশিই হলো জাসিনথুস। একজন সাহসী এবং বুদ্ধিমান লোকের সাহায্য দরকার তার। বললো, "ঠিক আছে। কিন্তু টেরি রাজি হবে কেন?"

"রাজি হবে এই জন্যে যে ইন্টারন্যাশনাল ড্রাগস স্মাগলিং ছাড়াও তার মাথায় অন্যান্য চিন্তা-ভাবনা আছে," মুচকি হেসে বললো পিট। "বুড়ো চাচার সাথে আরেকটা নীরস, একঘেয়ে বিকেল কাটাবার চেয়ে আমার ঘাড়ে চেপে

সাগরে ডুবতেও আপত্তি করবে না ও। তাছাড়া, আমার ধারণা, একটু আধটু অ্যাডভেঞ্চার দুনিয়ার সব মেয়েই পছন্দ করে।"

অ্যালকে অনুসরণ করে ঘরে ঢুকল জেনো। জিওর্দিনোর হাতে গৃক বিয়ারের কয়েকটা বোতল দেখে চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো পিট। একগাল হাসলো অ্যাল। "বুঝলে, পিট, লোক হিসেবে আফটার অল খারাপ নয় এরা। অতিথি সেবার নিয়ম টিয়ম মোটামুটি জানা আছে। অনেক খুঁজে পেতে কর্নেল জেনো এগুলো বের করলেন আমাদের জন্যে।"

ডেস্কের ওপর চারটি গ্লাস রাখলো জেনো "দারিউস কেমন আছে?" জানতে চাইলো পিট।

"নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে বটে," বললো জেনো, "কিন্তু দিনকয়েক খোঁড়াতে হবে তাকে। আমরা দুঃখিত।" মুখের সামনে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত ঝাপটা দিয়ে ইন্সপেক্টর জাসিনথুস বললো, "দুঃখ প্রকাশ করার কোনো দরকার নেই। আমাদের লাইনে এরকম ঘটেই থাকে।" হঠাৎ লক্ষ্য করলো ডার্কের শার্টে রক্ত। "দারিউস নামের দৈত্য আপনার সামনে দাঁড়াতে পারে নি, তাহলে কে সে যে আপনাকে জখম করতে পারে?"

জেনোর হাত থেকে বিয়ারের গ্লাস নিয়ে মুচকি হাসলো পিট। "ফন টিলের কুকুর।"

নিঃশব্দে, সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা দোলালো ইন্সপেক্টর। ফন টিলের ওপর ডার্কের ঘৃণার কারণ কিছুটা বুঝতে পারলো সে সেই সাথে স্বস্তিবোধ করলো। বুঝলো, ওর মনে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে সেক্স নয়, প্রতিশোধের আগুন। পাইপে টান দিয়ে বললো, "জাহাজে বসেই যাতে ফন টিলের গতিবিধি সম্পর্কে খবর পান তার ব্যবস্থা করা যাবে। আমাদের কাছে রেডিও আছে।"

"গুড," বললো পিট। "আরেকটা উপকার চাইবো, মিঃ ইন্সপেক্টর। আপনার নিজের অফিশিয়াল স্ট্যাটাস ব্যবহার করে জার্মানিতে দুটো মেসেজ পাঠাতে হবে।"

"অফকোর্স। কি মেসেজ বলুন।"

এরই মধ্যে ডেস্কের একধার থেকে প্যাড আর পেন্সিল টেনে নিয়েছে পিট। "নাম ঠিকানাসহ সব লিখে দিচ্ছি আমি," বললো ও। "কিন্তু আমার জার্মান শব্দের বানান দু'একটা ভুল হতে পারে। চোখে পড়লে শুধরে নেবেন।" মেসেজ লেখা শেষ করে প্যাডটা ইন্সপেক্টরের দিকে উল্টো ক'রে ঠেলে দিলো ও। "উত্তর যেনো ফার্স্ট এটেম্পট্ এ পাঠায়। নুমার রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি টুকে দিয়েছি।"

প্যাডের ওপর চোখ বুলালো জাসিনথুস। "আপনার মোটিভটা কিন্তু বুঝতে পারলাম না

"বলতে পারেন, আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছি," গ্লাসে চুমুক দিলো পিট। "ভালো কথা, থাসোসকে ঘুরে যাবার জন্যে কখন পৌঁছুবে *কুইন আর্টেমেসিয়া*—ফন টিলের জাহাজ?"

"আ-আপনি কথাটা জানলেন কিভাবে?"

"আমি সাইকিক," গম্ভীর সুরে বললো পিট। "কখন?"

"কাল সকালে। ভোর চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে কোনো এক সময়। কিন্তু এ কথা জানতে চাইছেন কেন?"

"কোনো কারণ নেই, স্রেফ কৌতুহল।

অধ্যায় ১৩

ভোরের আলো ফুটতে দেরি আছে। ছোটো ছোটো ঢেউ আর মৃদুমন্দ বাতাস লেগে মাঝারি আকারের একটা কাঠের বাক্স দুলছে সাগরে।

ধীরে ধীরে থামতে শুরু করলো *কুইন আর্টেমেসিয়া*। খাড়াভাবে ওপর-নিচে ওঠানামা করছে তার বো, অন্ধকারে ফসফরাসের মতো জ্বলছে ফেনা। বাক্সটার কাছ থেকে একশো ফুট দূরে নিশ্চল হয়ে গেলো জাহাজ। ঝনঝন আওয়াজ তুলে দশ ফ্যাদম পানির নিচে নেমে গেলো নোঙর। পরমুহূর্তে নিভে গেলো নেভিগেশনের সবগুলো লাইট, রেখে গেলো কালো রঙের জাহাজ-আকৃতির একটা ছায়া, আরও ঘন কালো সাগরের বুকে। হঠাৎ যেনো ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেলো । অন্তত তাই মনে হলো ডার্কের।

সাধারণ একটা কাঠের বাক্স, দুনিয়ার সমস্ত সাগর আর জলপথে হাজারে হাজারে ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। বাক্সটার গায়ে স্টেনসিল হরফ দিয়ে লেখা রয়েছে—দিস এন্ড আপ। সাথে একটা তীর চিহ্ন আঁকা। সেটা নিচের দিকে, সাগরতলা নির্দেশ করছে। সাগরে ভেসে বেড়ানো এ ধরনের সব বাক্সই খালি হয়, কিন্তু এটার ভেতর মানুষ আছে।

হঠাৎ একটা বড় ঢেউয়ের ধাক্কা লেগে ঝাঁকি খেলো বাক্সটা, বেশ খানিকটা লোনা পানি ঢুকলো পিটের নাকে। খক করে কেশে পানিটুকু বের ক'রে দিলো ও। ভাবলো, এরচেয়ে ভালো উপায় আর হয় না। দিনের আলো ফুটলে ওর এই খোলসটাকে দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু ওকে কেউ দেখতে পাবে না।

ফ্লোটেশন ভেস্টের মাউথপিসে ফুঁ দিয়ে আরও কিছু বাতাস ভরলো ও। বাক্সের গায়ে ছোটো একটা ফুটো তৈরি করা আছে, সেটায় চোখ রেখে জাহাজটার দিকে তাকালো।

স্থির হয়ে আছে কালো আকৃতি। জেনারেটরের মৃদু গুঞ্জন আর খোলে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ শুনে ওটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। অনেক, অনেকক্ষণ ধরে শোনার চেষ্টা করলো পিট, কিন্তু আর কোনো শব্দ ঢুকলো না কানে। ডেকে পায়ের আওয়াজ নয়, বৃজ থেকে কোনো পুরুষের গলা

নয়, মেশিনারির কোনো ধাতব ঘড় ঘড় নয়, কিছু না! অবাক কাণ্ড, এই ভৌতিক নিস্তব্ধতার মানেটা কি?

স্টারবোর্ডের দিকের নোঙরটা ফেলা হয়েছে পানিতে, বাক্সটাকে সেদিকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেলো পিট। বাতাস আর স্রোত সাহায্য করলো ওকে। কয়েক মুহূর্ত পরই নোঙরের চেইনের সাথে মৃদু ঘষা খেলো বাক্স। ইউ.এস. এয়ারট্যাংক খুলে ফেললো ও সেটার ব্যাকপ্যাক ওয়েবিং জোড়া লাগালো স্টিল চেইনের একটা লিঙ্কের সাথে। তারপর রেগুলেটর সিঙ্গেল হোসটাকে একটা লাইন হিসেবে ব্যবহার করে ফিন, মাস্ক এবং স্নরলে আটকে নিলো, গোটা প্যাকেজটা ঝুলতে থাকলো সারফেসের ঠিক নিচে। চেইনটা ধরে ওপর দিকে তাকালোও। অসংখ্য লিঙ্ক, ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গিয়ে হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। টেরির কথা মনে পড়ে গেলো ওর। ফার্স্ট এটেম্পট্-এর একটা বাঙ্কে ঘুমাচ্ছে সে। তার শরীরের কোমল স্পর্শ এখনও যেনো লেগে রয়েছে ওর গায়ে। আনচান করে উঠলো মনটা। নিজেকেই জিজ্ঞেস করলো, টেরিকে ফেলে রেখে এখানে কি ছাই করছে ও?

জিজ্ঞেস করেছিলো টেরিও, কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে। "আমাকে জাহাজে নিয়ে যাবে কেন?" রসুনের খোসার মতো পাতলা নেগলিজির হেম তুলে দেখিয়েছিলো পিটকে। "আমাকে এটা পরে ঘুরে বেড়াতে দেখলে মেধাবী বিজ্ঞানীদের মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে, তখন?"

টেরির অনাবৃত ঊরুর দিকে চোখ রেখে বলেছিলো পিট, "একসাথে এতোগুলো লোকের মাথা খারাপ ক'রে দেবার সুযোগ আর কখনও পাবে তুমি?"

"আমার প্রিয় চাচাজী কি ভাবছেন?"

"ফিরে গিয়ে বলবে, মার্কেটিং করার জন্যে মেইনল্যান্ডে গিয়েছিলে। যা খুশি বলতে পারো। তোমার বয়স একুশ পেরিয়ে গেছে।"

হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠেছিলো টেরি। "তবে একটা কথা ঠিক—অবাধ্য হওয়ার মধ্যে দারুণ মজা! বিশ্বাস করো, চাচা কি রকম রণমূর্তি ধরবে ভাবতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার। অথচ ভিলায় ফিরে যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না।"

টেরির প্রতিক্রিয়া মোটামুটি এই রকম হবে তা পিটও আশা করেছিলো। কোনো ঝামেলা হলো না দেখে মনে স্বস্তি বোধ করেছিলো ও।

চেইন ধরে ওপরে উঠতে শুরু করলো পিট, ঠিক যেনো নারকেল পাড়ার জন্যে গাছ বেয়ে উঠছে। রেইলের নিচে পৌঁছে উঁকি দিলো ও। ছায়ার ভেতর

কিছু নড়ে কিনা, কোথাও কোনো শব্দ হয় কিনা লক্ষ্য করলো। অন্ধকার আগেই সয়ে গেছে চোখে, ফোরডেকটা নির্জন মনে হলো। কোনো শব্দ পেলো না।

রেইল টপকে ডেকে নামলো ও। নিঃসাড় পড়ে থাকলো ঝাড়া এক মিনিট। কোনো চলাফেরা না, কোনো হাঁকডাক না, ফিসফাস না, নড়াচড়া না—শান্ত, স্থির এবং নির্জন। উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ফোরমাস্টের দিকে এগোতে শুরু করলো ও। কোনো আলো জ্বলছে না, সেটা ওর জন্যে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিলো। কার্গো লোডিং ল্যাম্পটা অন করা থাকলে মিডশিপ আর ফোরডেক সাদা আলোয় দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকতো। অন্ধকার বলেই পিছনে ফেলে আসা পানি ফোঁটাগুলো কারোও নজরে পড়বে না। একবার থামলো ও, কান পাতলো। আপন মনে এদিক ওদিক মাথা নাড়লো। নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ঘাপলা আছে। এই রকম হয় নাকি? একটা আওয়াজ নেই, একটু নড়াচড়া নেই। আরও কি যেনো একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে, কিন্তু সেটা যে কি ঠিক বলতে পারলো না ও। গোড়ালির কাছে স্ট্র্যাপ দিয়ে আঁটকানো রয়েছে ডাইভার'স নাইফ, ঝুঁকে সেটা খুলে নিলো পিট। স্টার্নের দিকে এগোলো ও। ছুরির সাত ইঞ্চি লম্বা পাতটা ধরে রাখলো নিজের সামনে।

বৃজটা পরিষ্কার দেখতে পেলো ও। আশ্চর্য, কেউ নেই! মই বেয়ে ধীরে ধীরে উঠে এলো। হুইলহাউসে কোনো মানুষ বা আলো নেই। হুইলটাকে একা, নিঃসঙ্গ লাগলো। লেখাগুলো পড়তে পারলো না পিট, কিন্তু পয়েন্টারের অ্যাঙ্গেল দেখে বুঝতে পারলো টেলিগ্রাম দাঁড়িয়ে আছে অল স্টপে। তারার ক্ষীণ আলোয় দেখলো পোর্ট উইন্ডোর নিচে, লেজের সাথে একটা র‍্যাক জোড়া লাগানো রয়েছে হাতড়াতে শুরু করলো ও। অলডিস ল্যাম্প, ফ্লেয়ার গান আর ফ্লেয়ারের স্পর্শ পেলো আঙুলে। তারপরই প্রসন্ন হলো ভাগ্য। সিলিন্ডার আকৃতির স্পর্শ পেয়ে বুঝলো, এটা একটা ফ্ল্যাশলাইট। সুইমট্রাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এলো ও, সেটা দিয়ে লাইটের লেন্সটা জড়ালো ভালো করে, তারপর অন করলো সুইচ। আলোর ক্ষীণ একটু আভা বেরুলো শুধু। এরপর হুইলহাউসের প্রতিটি ইঞ্চি চেক করলো ও ডেক বাল্কহেড ইকুইপমেন্ট। কন্ট্রোল কনসোলের খুদে ইন্ডিকেটর লাইট ছাড়া আর কিছু জ্বলছে না।

হুইলহাউসের পিছনে চার্টরুম, পর্দাগুলো নামিয়ে রাখা হয়েছে। সবকিছু পরিষ্কার, ঝকঝকে। চার্টের স্তর আর স্তূপগুলো সুন্দরভাবে গোছানো। চৌকো ঘর আর সংখ্যাগুলো পেন্সিল দিয়ে নিখুঁতভাবে আঁকা হয়েছে চার্টে। ঝুঁকে পড়লো পিট, স্ট্র্যাপে রেখে দিলো ছুরিটা। ব্রাউন'স নটিক্যাল অ্যালম্যানাকের ওপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে চার্ট মার্কিং পরীক্ষা করলো। ম্যাকও থেকে যে কোর্স

ধরে আসার কথা ঠিক সেই কোর্স ধরেই এসেছে, অন্তত মার্কিঙের রিডিং দেখে তাই ধরে নিতে হয়। পিট লক্ষ্য করলো, কমপাস কারেকশনের দায়িত্বটা যেই পালন করে থাকুক, কোথাও কোনো ভুল বা কাটাকুটি হয় নি তার। বড় বেশি নিখুঁত, বড় বেশি নিপুণ।

লগ বুকটা খোলা রয়েছে। লাস্ট এন্ট্রির ওপর চোখ বুলালো পিট। ও থ্ পয়েন্ট ফিফটি টু আওয়ার্স—ব্র্যাডি ফিল্ড বিকন বিয়ারিং থ্ হানড্রেড টুয়েলভ ডিগ্, অ্যাপ্রোক্সিমেটলি এইট মাইলস। উইন্ড সাউথ ওয়েস্ট, টু নটস দি গডস প্রটেক্ট কুইন জোকাস্তা। উল্লেখ করা সময় থেকে জানা গেলো, এই এন্ট্রি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তীর থেকে পিট সাঁতার শুরু করার এক ঘণ্টারও কম সময় আগে। তাহলে ক্রুরা সবাই গেলো কোথায়? ডেক ওয়াচের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই, অথচ ডেভিটে সবগুলো লাইফবোট বাঁধা রয়েছে। পরিত্যাক্ত হুইলের কোনো ব্যাখ্যাই মেলে না। কিছুরই কোনো ব্যাখ্যা মেলে না!

শুকিয়ে খরখরে কাগজের মতো হয়ে গেলো ডার্কের মুখের ভেতরটা। হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে মাথার ভেতর, চিন্তায় বাধা সৃষ্টি করছে। হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে এলো ও, পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে বন্ধ করে দিলো দরজা। সরু একটা প্যাসেজ, সেটা ধরে ক্যাপ্টেনের কেবিনে চলে এলো। খোলাই ছিলো দরজাটা। প্রথমে উঁকি দিয়ে দেখে নিলো ভেতরটা। কেউ নেই দেখে ভেতরে ঢুকলো।

সিনেমার সাজানো একটা সেটের মতো লাগলো ভেতরটা। অত্যন্ত যত্নের সাথে গুছিয়ে রাখা হয়েছে সব। দরজার উল্টো দিকের বাল্কহেডের মাথায় কাঁচা হাতে আঁকা একটা অয়েল পেইন্টিং ঝুলছে। কুইন আর্টেমেসিয়ার হুবহু প্রতিকৃতি। শিল্পীর রঙ নির্বাচন দেখে শিউরে উঠলো পিট। রক্তলাল সাগরের বুকে ছুটে চলেছে জাহাজ। পেইন্টিঙের ডান কোণে একজন জ্যাকুলিন সুসান সই করেছে। ডেস্কের ওপর সস্তাদরের একটা ফ্রেম, ফটোর মেয়েটা গোলগাল চেহারার, দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না সাধারণ একজন গৃহিণী। ফটোর নিচের দিকে গোটা গোটা অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা—টু দ্য ক্যাপ্টেন অব মাই হার্ট ফ্রম হিজ লাভিং ওয়াইফ। কোনো সই নেই, কিন্তু হাতের লেখা দেখে বোঝা যায় অয়েল পেইন্টিঙে এই মেয়েই সই করেছে। ফটোগ্রাফের পাশে একটা অ্যাশট্রে, পাশে একটা টোবাকো পাইপ। পাইপটা তুলে নাকের সামনে ধরলো পিট। বুঝলো, মাস কয়েক তামাক ভরা হয় নি। কেবিনের চারদিকে চোখ বুলালো ও। আরও অনেক কিছু রয়েছে, কিন্তু দেখে মনে হয় কোনোটাই নাড়াচাড়া বা ব্যবহার

করা হয় নি। এটা যেনো একটা মিউজিয়াম, কিন্তু কোথাও এক কণা ধুলো জমে নি।

প্যাসেজে ফিরে এসে পিছনের দরজা বন্ধ করে দিলো পিট। "কে ওখানে?" অথবা "এখানে আপনি কি করছেন?" অপরিচিত, গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর থেকে এই ধরনের কোনো প্রশ্ন শুনতে পাবে বলে আশা করলো ও , কিন্তু না! শব্দহীন, নির্জনতা ওর স্নায়ুর ওপর চেপে বসছে। ঠাণ্ডা ঘামের ধারা অনুভব করলো পিঠে। ছায়া ঢাকা কোণে কারা দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে সন্দেহ হতে শুরু করলো। হার্টবিটের গতি বেড়ে গেছে। এক চুল নড়লো না ও, নিঃসাড় দাঁড়িয়ে থেকে শান্ত, স্বাভাবিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করলো।

আরেকটু পরই সকাল হয়ে যাবে, ভাবলো ও। জলদি! জলদি! পোর্ট প্যাসেজ ধরে ছুটলো ও। নিজেকে আর গোপন করার চেষ্টা করলো না। এক দুই করে কয়েকটা কেবিনের দরজা খুললো ছোটো ছোটো প্রতিটি কমপার্টমেন্টই যেনো এক একটা লাশহীন কবর। ফ্ল্যাশলাইটের নিয়ন্ত্রিত ক্ষীণ আলোয় সবগুলো পরীক্ষা করলো ও। ক্যাপ্টেনের কেবিনের সাথে কোনো অমিল নেই। রেডিও কেবিনে চলে এলো ও। ছুঁয়ে দেখলো ট্র্যান্সমিটারটা এখনও গরম, ভি-এইচ-এফে সেট করা রয়েছে। কিন্তু রেডিও অপারেটর রসহস্যজনকভাবে নিখোঁজ। দরজা পেরিয়ে এসে স্টার্নের দিকে এগোলো পিট।

কম্প্যানিয়নওয়ে, পোর্ট, স্টারবোর্ড অ্যালিওয়ে—সবই যেনো একটা অন্ধকার টানেলের অংশ। কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছে, খেয়াল করতে পারলো না পিট। একটা বাল্কহেডের সাথে ধাক্কা লাগলো। হাত ফস্কে পড়ে গেলো ফ্ল্যাশলাইট। দুত্তোরী ছাই!

শক্ত ডেকে পড়ে ভেঙে গেছে ফ্ল্যাশলাইটের লেন্স। নিভে গেছে ওটা। হামাগুড়ি দিয়ে এদিকওদিক হাতড়াতে শুরু করলো ও। কয়েক সেকেন্ড পর অ্যালুমিনিয়াম-প্লেটের কেসটা হাতে ঠেকলো। কাঁচের টুকরোগুলো কাপড়ের ভেতর কিচমিচ করে উঠলো। সুইচটা সামনের দিকে ঠেলে দিলো ও। ফোঁস করে বেরিয়ে এলো স্বস্তির নিঃশ্বাস। বাল্বটা জ্বললো, কিন্তু আলো বড় ম্লান। প্যাসেজের সামনে তাক করলো আলোটা। একটা দরজা দেখলোও ও। গায়ে লেখা রয়েছে—ফায়ার প্যাসেজ, নাম্বার থ্রি হোল্ড।

হোল্ডে নেমে চারদিকে তাকালো পিট। কাঠের ফ্রেমের ভেতর চটের বস্তা ছাড়া দেখার কিছু নেই। ডেক থেকে হ্যাচ কাভার পর্যন্ত উঁচু। মিষ্টি একটা গন্ধ পেলো ও। বুঝলো, সিলোন থেকে জাহাজে তোলা কোকো আছে বস্তাগুলোয়।

ডাইভার'স নাইফের ডগা দিয়ে একটা বস্তা ফুটো করলো ও। ঝুরঝুর করে ডেকে পড়তে শুরু করলো শক্ত দানা। ফ্ল্যাশলাইটের ম্লান আলোয় দানাগুলো পরীক্ষা করলো । অন্য কিছু নয়, কোকো-ই।

হঠাৎ একটা আওয়াজ পেলো পিট। ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট, কিন্তু শব্দ যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো ও। যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিলো তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেলো। আরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো ও। যেনো ওকে শায়েস্তা করার জন্যেই অটুট হয়ে থাকলো নিস্তব্ধতা।

হোল্ডে আর কিছু দেখার নেই, বেরিয়ে এসে ইঞ্জিনরুমের দিকে এগোলো পিট। ইঞ্জিনরুমে যাবার নির্দিষ্ট কম্প্যানিয়নওয়েটা খুঁজে পেতে মূল্যবান আটটা মিনিট ব্যয় হয়ে গেলো। ইঞ্জিনের উত্তাপ আর গরম তেলের গন্ধে জ্যান্ত হয়ে আছে জাহাজের হৃৎপিণ্ড। প্রকাণ্ড, প্রাণহীন মেশিনারির ওপর, ক্যাটওয়াকে দাঁড়িয়ে থাকলো ও। মানুষের নড়াচড়া, কিংবা তার কোনো রকম অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় কিনা লক্ষ্য করছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় অসংখ্য পাইপ দেখা গেলো, বাল্কহেডের ওপর দিয়ে জ্যামিতিক সমান্তরাল রেখা তৈরি করে এগিয়েছে, শেষ হয়েছে এক দঙ্গল ভালভ্ আর গজের ভেতর। তেল চটচটে ভাঁজ করা একটা র‍্যাগের ওপর আলো ফেললো ও। সেটার ওপর একটা শেলফ, তাতে কফির দাগ লাগা কাপ দেখা গেলো। বাঁ দিকে একটা ট্রে, তাতে ছড়ানো রয়েছে টুলস, সবগুলোয় কালি মাখা আঙুলের ছাপ লেগে রয়েছে। অন্তত জাহাজের এই অংশে কেউ ছিলো! অদ্ভুত একটা স্বস্তি বোধ করলো ও। জানে, ইঞ্জিনরুম সাধারণত হাসপাতালের বিছানার মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, কিন্তু এটা ঠিক তার উল্টো।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার আর তার অয়েলম্যান...কোথায় তারা? ঈজিয়ানের বাতাসে কর্পূরের মতো তারা তো আর উবে যেতে পারে না। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, উবেই গেছে।

বেরিয়ে আসবে পিট, এই সময় থমকে দাঁড়ালো। আবার টের পেলো সেটা। মনে হলো, খোল থেকে উঠে আসছে আওয়াজটা। দম বন্ধ করে রেখে শোনার চেষ্টা করলো ও। বিদঘুটে একটা শব্দ। ডুবো পাহাড়ের চূড়ার সাথে জাহাজের খোল ঘষা খেলে এই রকম আওয়াজ হতে পারে। কোনো কারণ নেই, নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলো পিট। সেকেন্ড দশেক থাকলো আওয়াজটা। ধাতুর সাথে ধাতুর ঘষা লাগার শব্দ হলো, পরমুহূর্তে আবার সব নিস্তব্ধ।

ইচ্ছে হলো, ছুটে পালায়। কিন্তু পায়ে জোর পেলো না ও। ধীরে ধীরে এগোলো। ডেকে উঠে আসতে তিন মিনিট লেগে গেলো ওর।

ভোর এখনও অন্ধকার। আকাশে মিটমিট করছে তারা। ইতিমধ্যে কখন যেনো থেমে গেছে বাতাস। ব্রিরে ওপর রেডিও মাস্টটা ছায়াপথের দিকে বেঁকে আছে। ডার্কের পায়ের নিচে, স্রোতের টানে ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করছে খোল। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলো ও, তাকিয়ে থাকলো থাসোস উপকূলের ঘন কালো রেখার দিকে। মাত্র মাইল খানেক দূরে ওটা। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এসে রেলিঙের নিচে, কালো পানির দিকে তাকালো ও। সাগর যেনো হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বলছে দেখে নিজেকে তিরস্কার করলো পিট। খোলা ডেকে বেরিয়ে আসার আগেই অফ করা উচিত ছিলো ওটা। নিভিয়ে দিলো আলো। তারপর সাবধানে, টুকরো কাঁচ লেগে যাতে হাত কেটে না যায়, ধীরে ধীরে ভাঁজ খুললো সুইম-ট্রাঙ্কের। লেন্সের টুকরোগুলো একটা একটা করে সরালো ও, ফেলে দিলো সাগরে।

হাতঘড়ি দেখে আঁতকে উঠলো পিট। চারটে বেজে তেরো মিনিট! প্রায় ছুটতে ছুটতে হুইলহাউসে ফিরে এলো ও। বৃজে ঢুকে র‍্যাকের ওপর যেখান থেকে নিয়েছিলো সেখানে রেখে দিলো ফ্ল্যাশলাইটটা। দিনের আলো ফোটার আগেই জাহাজ থেকে নেমে ডাইভিং গিয়ার পরে নিয়ে অন্তত দু'শো গজ দূরে সরে যেতে হবে ওকে।

ফরওয়ার্ড ডেকটা আগের মতো নির্জন, অন্তত কাউকে দেখতে পেলো না পিট।

ঝাপটাঝাপটির একটা আওয়াজ শুনে ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো বুক। বিদ্যুৎ খেলে গেলো শরীরে, এক ঝটকায় ছুরিটা হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো ও। মনে হলো, বুকের ভেতর ড্রাম পেটাচ্ছে কেউ। এই শেষ মুহূর্তে কারোও চোখে ধরা পড়লে তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কিছু হতে পারে না।

কিছু না, একটা সি-গাল। অন্ধকার থেকে উড়ে এসে একটা ভেন্টিলেটরে বসেছে। ঘাড় বাঁকা করে ডার্কের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে থাকলো পাখিটা। কোনো বিপদ নয় দেখে স্বস্তিবোধ করলো পিট, সেই সাথে হাঁটুর কাছে দুর্বল লাগলো। নিজের কাছে স্বীকার করলো ও খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম! রেলিঙের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। একটু দম নিয়ে টপকালো সেটা, নোঙরের চেইন ধরে নামতে শুরু করলো পানির দিকে। বাহু বাড়িয়ে দিয়ে সাগর ওকে টেনে নিলো বুকে।

সুইমট্রাঙ্ক ডাইভিং গিয়ার পরে নিতে এক মিনিটের বেশি লাগলো না ওর। পিঠে অ্যাকুয়ালাঙ ফিট করার আগে সেটা একবার চেক করে নিতেও ভুল করলো

না। চারদিকে তাকিয়ে কাঠের বাক্সটা খুঁজলো ও। স্রোতের টানে ভেসে গেছে সেটা। হয়তো খুব বেশি দূর যায় নি, কিন্তু অন্ধাকরে দেখা যাচ্ছে না।

কুইন আর্টেমেসিয়ার খোলের নিচেটা পরীক্ষা করে দেখবে কিনা ভাবলো পিট। ইঞ্জিনরুমে থাকতে ঘষা লাগার মতো যে আওয়াজটা পেয়েছিলো সেটা বোধহয় প্লেটিঙের বাইরে কীলের নিচে কোথাও থেকেই এসেছিলো। তারপরই মনে পড়লো, সাথে আন্ডারওয়াটার লাইটের ব্যবস্থা নেই, কিছুই দেখতে পাবে না। কীরের গায়ে ধারালো গুগলি-শামুক সেঁটে আছে, অন্ধকারে হাতড়াতে গিয়ে রক্তাক্ত হবার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া, রক্তের গন্ধ পেয়ে হাঙরও ছুটে আসতে পারে। না, ঝুঁকিটা নেয়া চলে না।

আচমকা সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠলো ডার্কের। মৃদু একটা গুঞ্জন ঢুকলো কানে। কিসের আওয়াজ বুঝতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠলো ও। তারপর বুঝলো, কোত্থেকে আসছে ওটা।

আবার চালু করা হয়েছে জাহাজের জেনারেটর। পিটকে চমকে দিয়ে পরমুহূর্তে জ্বলে উঠলো নেভিগেশন লাইট। এবং সেই সাথে শোনা গেলো নানা ধরনের আওয়াজ, চোখের পলকে জ্যান্ত হয়ে উঠলো জাহাজ। রেগুলেটরের মাউথপিস দাঁতের মাঝখানে আটকে নিয়ে জাহাজের কাছ থেকে সরে যেতে শুরু করলো ও। পায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ফিন চালালো। কালো পানি, সামনের কিছুই দেখতে পেলো না। প্রায় পঞ্চাশ গজের মতো সরে এসে পানির ওপর মাথা তুললো ও ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো পিছন দিকে।

কুইন আর্টেমেসিয়ার এখানে সেখানে সাদা আলো জ্বলে উঠেছে। কয়েক মুহূর্ত আর কিছু লক্ষ্য করলো না পিট। তারপর, কোনো রকম সিগন্যাল বা কমান্ড ছাড়াই, ঝন ঝন শব্দে তুলে নেয়া হলো নোঙর। জ্বলে উঠলো হুইলহাউসের আলো। দূর থেকেও ভেতরটা পরিষ্কার দেখতে পেলো ও। এখনও খালি। এ হতে পারে না। কথাটা মনে মনে বারবার আওড়ালো ও। শান্ত সাগরের ওপর দিয়ে টেলিগ্রাফের ঝন ঝন আওয়াজ ভেসে এলো। জ্যান্ত হয়ে উঠলো ইঞ্জিন। ক্ষণস্থায়ী বিরতির পর আবার তার যাত্রা শুরু করলো। তার স্টিল প্লেটের ভেতরে কোথাও এখনও লুকিয়ে রাখা আছে বেআইনী কার্গো।

চলে যাচ্ছে । সেটার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকলো পিট। জানে, উত্তর গোলার্ধের অর্ধেক মানুষকে মাতাল করে দেবার জন্যে যথেষ্ট হিরোইন আছে ওতে, অথচ তন্নতন্ন করে খুঁজেও তার কোনো হদিশ করতে পারে নি ও।

নিজের কথা ভাবতে শুরু করলো পিট। হলুদ অ্যালব্যাট্রস ধ্বংস করতে পেরেছে বলে গর্ব অনুভব করলো, তা নয়। নিজের কথা ভাবতে গিয়ে ব্যর্থতার

গ্লানি অনুভব করলো ও। বুঝতে পারলো, কুইন আর্টেমেসিয়ার লোকেরা বোকা বানিয়েছে ওকে। অপমানে জ্বালা করে উঠলো শরীর। আবছা ভোরের আলোর সাথে পাল্লা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে জাহাজটা, এরই মধ্যে একটা দুটো করে অদৃশ্য হতে শুরু করেছে তার আলো। তীরের দিকে এগোলো ও। সৈকতে উঠছে, এই সময় দিগন্তরেখার ওপর উঁকি দিলো সূর্য। থাসোসের পাথুরে পাহাড়চূড়াগুলো রোদ লেগে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

ট্যাঙ্ক খুলে বৃদিং রেগুলেটর, মাস্ক এবং স্নরকেলের পাশে নরম বালিতে রেখে দিলো পিট। ধপ্ করে বসে পড়লো ও। সাংঘাতিক ক্লান্ত। কিন্তু মনের ভেতর ইঞ্জিন চালু, ভাবনা চিন্তা থেমে নেই।

কুইন আর্টেমেসিয়ার কোথাও হিরোইনের সন্ধান পায় নি ও। ও শুধু একা নয়, নারকোটিক ব্যুরো এবং কাস্টমস ইন্সপেক্টররাও কেউ কোনোদিন পায় নি কিছু। ওয়াটারলাইনের নিচে? হ্যাঁ, একটা সম্ভাবনা বটে। কিন্তু জাহাজ ডেকে ভেড়ার পর সন্দেহপ্রবণ ইনভেস্টিগেটররা নিশ্চয়ই ওটার প্রতিটি ইঞ্জিন খোল পরীক্ষা করে দেখেছে। তাছাড়া, অতোবড় একটা কার্গো সরানোও সম্ভব নয়, পানিতে ফেলে দিয়ে পরে সেটা আবার উদ্ধার করার প্ল্যান থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। না, তাও সম্ভব নয়। একশো ত্রিশ টন ওজনের নিরেট বস্তু ভরা ওয়াটার টাইট কন্টেইনার পানি থেকে তুলতে হলে ফুল স্কেল স্যালভেজ অপারেশনের দরকার হবে। গোপনে সে ব্যবস্থ্যা করা সম্ভব নয়। উঁহু, আরও উন্নত মানের কোনো কৌশলের সাহায্য নেয়া হচ্ছে। এমন একটা কৌশল, বছরের পর বছর সাফল্যের সাথে কাজে লাগানো হচ্ছে অথচ সেটা যে কি তা আজ পর্যন্ত কারোও ধারাণায় আসে নি।

ডাইভারস নাইফটা হাতে নিয়ে অলস ভঙ্গিতে বালির ওপর কুইন আর্টেমেসিয়ার স্কেচ আঁকতে শুরু করলো পিট। তারপর, হঠাৎ করেই, ডায়াগ্রামটা অস্থির, খুঁত খুঁতে ক'রে তুললো ওকে। উঠে দাঁড়ালো ও। বালির ওপর একটা খোল আঁকলো, লম্বায় প্রায় ত্রিশ ফুট। বৃজ, হোল্ড, ইঞ্জিনরুম, খুঁটিনাটি যা কিছু মনে পড়লো সাদা বালির ওপর দাগ কেটে সব আঁকলো ও। কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেলো। ধীরে ধীরে স্কেচটা জাহাজের আকৃতি নিতে শুরু করলো। নিজের কাজে এতোই মগ্ন হয়ে পড়লো পিট, যে গাধা নিয়ে সৈকতের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া বুড়ো লোকটাকে দেখতেই পেলো না।

অবশেষে শেষ হলো ডায়াগ্রাম আঁকা। শেষ কম্প্যানিয়ন ওয়েটাও বাদ পড়ে নি। রোদ লেগে চিক চিক ক'রে উঠলো ছুরির ফলা, কৌতুক করার জন্যেই ছোটো একটা ভেন্টিলেটরে খুদে একটা পাখি আঁকলো পিট। তারপর পিছিয়ে

এসে নিজের শিল্পকর্মের দিকে সমালোচনার দৃষ্টিতে তাকালো। কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর মুখে তাকিয়ে থাকার পর আচমকা হা হা করে হেসে উঠলো ও। জাহাজ নয়, ঠিক যেনো পোয়াতি তিমির মতো লাগছে দেখতে। হাসির সেটাই কারণ।

অন্যমনস্কভাবে ড্রইঙের দিকে তাকিয়ে ঘাড় চুলকালো পিট। হঠাৎ ঘাড়ের ওপর স্থির হয়ে গেলো হাতটা। চেহারা থেকে খসে পড়লো সমস্ত ভাব। কি যেনো একটা বুঝতে পারবে ব'লে আশা হচ্ছে, কিন্তু শত চেষ্টা করেও বুঝতে পারছে না। তারপর দ্রুত হাতে বালির ওপর আরও কিছু অতিরিক্ত রেখা আঁকতে শুরু করলো ডায়াগ্রামটাকে। কিছু রেখা নতুন করে আঁকলো, কিছু রেখা বাতিল করলো, কোনোটা ছোটো করলো, কোনোটা বড় করলো। শেষ সংশোধনটা সেরে আবার পিছিয়ে এলো ও। ধীরে ধীরে ভাব-গম্ভীর সন্তুষ্টির হাসি ছড়িয়ে পড়লো সারা মুখে। ফন টিল, তোমার বুদ্ধির তুলনা মেলা ভার, বিড় বিড় ক'রে বললো ও।—তুমি সত্যিই একটা প্রতিভা।

সমস্ত ক্লান্তি কোথায় যেনো পালিয়ে গেলো। মনটা এখন আর অস্থির নয়। ব্যর্থতার গ্লানিও অনুভব করলো না। মনে মনে ভাবলো মানতেই হবে এটা একটা নতুন ধরনের সমাধান। সম্পূর্ণ নতুন অ্যাপ্রোচ। তবে, কারোও না কারোও মাথায় ধারণাটা ধরা পড়া উচিত ছিলো। তাড়াতাড়ি ডাইভিং ইকুইপমেন্ট তুলে নিয়ে হাঁটা ধরলো ও। এখন আর থাসোস থেকে খালি হাতে ফিরে যাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। রহস্যের কিনারা হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। ফন টিলকে এক হাত দেখিয়ে তবে বিদায় নেবে। খানিক দূর এগিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকালো ও।

বাতাস শুরু হয়েছে, সেই সাথে বড় হতে শুরু করেছে ঢেউগুলো। পালের গোদা, সবচেয়ে বড় ঢেউটা, সৈকতের ওপর অনেক দূর উঠে এলো। ডায়াগ্রামের ওপর দিয়ে ছুটে এলো সেটা। জোড়া এম লেখা ফানেলটা ঢাকা পড়ে গেলো ফেনায়।

অধ্যায় ১৪

নীল রঙা এয়ার ফোর্স পিকাপ ট্রাকের পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে অ্যাল, মাথাটা কাত হয়ে আছে বাইনোকুলার কেসের ওপর, পা দুটো উঠে গেছে একটা বোল্ডারের গায়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। মাটিতে সরল রেখা তৈরি করে এগিয়ে আসছে পিঁপড়েদের মিছিল, জিওর্দিনোর পড়ে থাকা বাঁ হাতের ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে পথ করে নিচ্ছে তারা। দৃশ্যটা দেখে মৃদু হাসলো পিট। জানে, যে কোনো পরিস্থিতিতে, যে কোনো সময়ে, যে কোনো জায়গায় এই কাজটা করতে পারবে।

ফিন দুটো ঝাঁকালো পিট, লোনা পানির ছিটে পড়লো জিওর্দিনোর মুখে। কোনোরকম আওয়াজ নয়, প্রতিবাদ নয়, নিঃশব্দে বিস্ফারিত হলো একটা বড় সড় চোখ। সোজা ডার্কের চোখে তাকালো।

"চমৎকার!" খোঁচা দিয়ে বললো পিট। "এই বুঝি আমার ওপর নজর রাখার নমুনা?"

আরেকটা চোখ মেললো অ্যাল। "তীরে ফিরে বালি নিয়ে খেলা শুরু করলে দেখে ঘুম পেয়ে গেলো আমার। বিশ্বাস করো, তার আগে পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যেও চোখ থেকে নাইট গ্লাস নামাই নি।" উঠে বসলো সে। কপালে হাত তুলে রোদ থেকে চোখ আড়াল ক'রে জানতে চাইলো, "এতো কষ্ট করে কি পেলে তাই বলো।"

"কিছু পাই নি, সেটাই হয়েছে বড় পাওয়া," মুচকি হেসে বললো পিট।

"মানে?"

"পরে বলবো।" ট্রাকের ওপর ডাইভিং গিয়ার তুলে ফন টিলের ভিলার দিকে তাকালো। এক প্ল্যাটুন স্থানীয় পুলিশ নিয়ে অ্যাল আর জেনো ভিলার ওপর নজর রাখতে গেছে। ওয়্যারহাউসে রেডিও সামনে নিয়ে বসে আছে দারিউস, তীর আর জাহাজের মধ্যে কোনো বেতার-সংকেত বিনিময় হলে সেটা ধরার আশায় ওয়েভ লেংথের কাঁটা ঘোরাচ্ছে।

পাকাপোক্ত আয়োজন, কিন্তু সময়ের অপচয় মাত্র। তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছলো পিট। তারপর চুলে চিরুণী চালালো।

"তোমাকে মারলো কে?" হঠাৎ জানতে চাইলো অ্যাল।

অ্যালের দৃষ্টি অনুসরণ করে নিজের পায়ে তাকালো পিট। ডান হাঁটুর নিচে ছোট কিন্তু গম্ভীর একটা ক্ষত দেখলো ও, মন্থর গতিতে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

"বাল্কডেহের সাথে ধাক্কা খেয়েছি।"

উঠে দাঁড়ালো অ্যাল। ক্যাবের ভেতর হাত ভরে বললো, "দাঁড়াও, ব্যান্ডেজ বেঁধে দিই।" গ্লাভ কমপার্টমেন্ট থেকে ফার্স্ট এইড বক্সটা বের করলো সে।

অ্যালের হাতে ডান পা ছেড়ে দিলো পিট। কয়েক মিনিট কেউ কোনো কথা বললো না।

নিস্তব্ধতাটুকু উপভোগ্য লাগলো ডার্কের। আকাশের প্রতিবিম্ব পড়া নীল পানি, তীররেখা, নির্জন সৈকত অপূর্ব লাগলো ওর কাছে। রাস্তার পাশে সৈকতটা তেমন চওড়া নয়। দক্ষিণ দিকে মাইল ছয়েক লম্বা হবে, ক্রমশ সরু একটা রেখায় পরিণত হয়ে দ্বীপের পশ্চিম-প্রান্তে মিলিয়ে গেছে। বিস্তৃত ফেনা-রেখার কোথাও জন-মনিষ্যির ছায়া পর্যন্ত নেই। এই নির্জনতার মধ্যে অদ্ভুত রোমান্টিক একটা আমেজ আছে। লক্ষ্য করলো, ফেনিল তরঙ্গ ফুট দুয়েক উঁচু হয়ে ছুটে আসছে, প্রতিটি তার শিখরে পৌঁছে মাথায় ঝুটি জড়াতে সময় নিচ্ছে আট সেকেন্ড করে। ঢেউগুলো নিচু হতে হতে ছুটে আসছে প্রায় একশো গজ। তারপর পালা করে বিস্ফোরিত হচ্ছে প্রত্যেকটা, ঝর্ণার মতো চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে ফেনা-মাখা পানি। বিস্ফোরণের পর আগের সেই তেজ আর থাকছে না, খুদে তরঙ্গে পরিণত হয়ে একের পর এক এগিয়ে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে টাইডলাইনে। সাঁতারুদের জন্যে অবস্থাটা আদর্শ। কিন্তু ডাইভারদের জন্যে নয়। বালিময় অগভীর সাগর-তলে কিছু যে নেই তা আর বলে দিতে হয় না। আন্ডাওয়াটার অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে ডাইভাররা সবুজ পানি, প্রবালে তৈরি মেঝে, রিফ ইত্যাদি পছন্দ করে। কারণ সাগরতলার সৌন্দর্য ওখানেই যা কিছু দেখতে পাওয়া যায়।

চোখের দৃষ্টি একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে উত্তর দিকে তাকালো পিট। এদিকের ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো। সাগর থেকে সোজা খাড়াভাবে উঠে এসেছে এবড়োথেবড়ো পাথুরে পাঁচিল, গায়ে সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। ঢেউয়ের অনবরত হামলায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে পাঁচিলগুলো। উপকরণ পেলে প্রকৃতি কি যে করতে পারে তার রোমহর্ষক দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় এখানে। হঠাৎ ভুরু

কুঁচকে উঠলো ডার্কের। ক্লিফলাইনের একটা নির্দিষ্ট বিস্তৃতি দৃষ্টি কেড়ে নিলো ওর।

আর সব পাঁচিলের নিচে ঢেউয়ের নৃত্য, পানির আলোড়ন চলেছে তো চলেছেই, থামাথামির কোনো লক্ষণ নেই। কিন্তু এই একটা জায়গার নিচে পানি একেবারে শান্ত এবং সমতল। প্রায় একশো বর্গ গজ এলাকা জুড়ে এখানের পানি চুপচাপ এবং নিস্তরঙ্গ। দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য, অলৌকিক লাগলো ওর।

ওই শান্ত পানির নিচে কি পেতে পারে ডাইভাররা? দ্বীপটা কিসের থেকে কিভাবে গড়ে উঠে এই আকার এবং আকৃতিতে পৌঁছেছে তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই বলতে পারে। বরফ যুগ এসেছে এবং চলে গেছে, প্রাচীন সাগরের লেভেল বারবার বদলেছে। কে জানে, হয়তো দৈত্যাকার ঢেউয়ের ধাক্কা লেগে পানিতে ডুবে থাকা পাহাড়-পাঁচিলের গায়ে সারি সারি টানেল তৈরি হয়েছে। হয়তো সেই টানেল দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে পানি। কে জানে!

"ডাক্তার অ্যাল জিওর্দিনোর কাজ শেষ," কৌতুকের সুরে বললো অ্যাল। "ফি—ছয় বোতল বিয়ার আর এক প্যাকেট ক্যান্সার স্টিক।"

পায়ের ব্যান্ডেজটা পরীক্ষা করলো পিট। "ফি-দশ বোতল বিয়ার, ব্যস।"

"ওই ইন্সপেক্টর আসছে!"

অ্যালের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে রাস্তার দিকে তাকালো পিট। পাহাড়ী পথ ধরে দ্রুত নেমে আসছে কালো মার্সিডিজ, পিছনে রেখে আসছে ধূলোর মেঘ। সিকি মাইল দূরে থাকতে পাকা কোস্টাল রোডে উঠে এলো গাড়ি। খানিক পর ডিজেল ইঞ্জিনের আওয়াজ পেলো ওরা। ট্রাকের পাশে থামলো মার্সিডিজ। ফ্রন্ট সিট থেকে নামলো ইন্সপেক্টর জাসিনথুস আর কর্নেল জেনো। পিছনের সিট থেকে নেমে ওদেরকে অনুসরণ করলো ক্যাপ্টেন দারিউস। সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছে সে, কিন্তু সেটা গোপন করার চেষ্টা নেই।

ভাঁজ নষ্ট হওয়া সামরিক পোশাক পরে আছে ইন্সপেক্টর, চোখ দুটো রক্তবর্ণ। দেখেই বোঝা যায়, রাতে তার ঘুমের সাথে সাক্ষাৎ হয় নি।

সহানুভূতিমাখা হাসি ফুটলো ডার্কের মুখে। জানতে চাইলো, "কেমন কাটলো সময়টা, ইন্সপেক্টর? কিছু দেখতে পেলেন?"

ভাব দেখে মনে হলো ডার্কের কথা শুনতেই পায় নি ইন্সপেক্টর। ক্লান্তভাবে পকেটে হাত ভরে টোবাকো পাইপ আর পাউচ বের করলো। পাইপে তামাক ভরে ধরালো সেটা। ধীরে ধীরে বসে পড়লো মাটিতে, তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে চোখ বুজলো।

"শালা বেজন্মা!" দাঁতে দাঁত চেপে বললো ইন্সপেক্টর। "শালা ফন টিল! শালা কোথাও কোনো খুঁত রাখে না! সারারাত বনে-বাদাড়ে-গর্তে ওৎ পেতে বসে থেকে মশার কামড় খেলাম, অথচ পেলামটা কি?"

"কিছুই পান নি, কিছুই দেখেন নি, কিছুই শোনে নি!" মুচকি হাসলো পিট।

চোখ মেললো জাসিনথুস। উঠে বসলো ধীরে ধীরে। মুখে হাত বুলিয়ে একটু হাসলো।

"এতোই খারাপ দেখাচ্ছে চেহারা?"

মাথা ঝাঁকালো পিট।

দুম ক'রে মাটিতে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলো ইন্সপেক্টর। আমি ডেসপারেট হয়ে উঠেছি, মিঃ পিট। এভাবে চলতে দেয়া যায় না!"

মুচকে আবার একটু হাসলো পিট। "আমি আপনার সাতে একমত। এভাবে চলতে দেয়া যায় না।"

"আপনি হয়তো জানেন না, ফন টিলকে শায়েস্তা করার জন্যে আমি আমার জীবন পণ করেছি," থমথমে গলায় বললো জাসিনথুস। "এবং কোনো কেস একবার হাতে নিলে সেটার সমাধান না করে থামি নি কখনও।" খানিক চুপ ক'রে থাকার পর শান্ত সুরে বললো সে, "জাহাজটাকে এখুনি থামানো দরকার, অথচ আইনের প্যাঁচে আমাদের হাত-পা বাঁধা, কোনোভাবেই ওটাকে থামানো সম্ভব নয়। ভাবতে পারেন হেরোইনটা যুক্তরাষ্ট্রে পৌছুলে কি কাণ্ড ঘটবে?"

"গুলি মারুন আইনকে," ঝাঁঝের সাথে বললো অ্যাল। "অনুমতি পেলে কুইন আর্টেমেসিয়ার খোলে লিমপেট মাইন ফিট ক'রে দিতে পারি আমি। বিস্ফোরণের সাথে সব ঝামেলা চুকে যাক।"

"আমাদের অ্যাল বড় সাদাসিধে মানুষ," বললো পিট। "ছেলেমানুষের মতো যা মুখে আসে তাই বলে ফেলে!"

কটমট ক'রে ডার্কের দিকে তাকালো অ্যাল।

অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকালো জাসিনথুস। "জাহাজটাকে উড়িয়ে দিলে শুধু এখানকার সমস্যা মিটবে, সেটা অনেকটা অক্টোপাসের মাত্র একটা শুঢ় কাটার মতো হবে। ওটাকে ডুবিয়ে দিলেও ফন টিল আর তার স্মাগলাররা বেঁচে থাকবে। ইনশিওরেন্সের টাকা আদায় ক'রে নিয়ে আবার নতুন ক'রে শুরু করবে অপারেশন।" এদিক ওদিক মাথা নাড়লো সে। "না। ধৈর্য ধরতে হবে। এখনও শিকাগোয় পৌছায় নি। ওটাকে সার্চ করার জন্যে আরেকটা সুযোগ মার্সেই'তে পাবো আমরা।"

"যদি ভেবে থাকেন মার্সেই'তে আপনার ভাগ্য খুলে যাবে তাহলে ভুল করবেন, ইন্সপেক্টর," বললো পিট। "ফ্রেঞ্চ সিক্রেট পুলিশ ডক-শ্রমিকের ছদ্মবেশ নিয়ে কুইন আর্টেমেসিয়ায় হয়তো উঠতে পারবে, কিন্তু কিছু পাবে ব'লে মনে করি না।"

অবাক হয়ে ডার্কের দিকে তাকিয়ে থাকলো ইন্সপেক্টর। "তার মানে কি আপনি সার্চ করেছেন...?"

"ডার্কের পক্ষে সবই সম্ভব," বিড়বিড় ক'রে বললো অ্যাল। "জাহাজের ওদিকে, মানে আমার চোখের আড়ালে বেশ কিছুক্ষণ ছিলো ও। প্রায় আধঘণ্টার জন্যে আমি ওকে হারিয়ে ফেলি।"

এবার চারজনই চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো ডার্কের দিকে।

"হ্যাঁ," মৃদু হেসে বললো পিট। "এবার আমার মুখ খোলার সময় হয়েছে। কাছে সরে এসো তোমরা, আলখাল্লা পরা ছোরাধারী ডার্কের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী—মন দিয়ে শোনো সবাই।"

কিছুটা বলে থামলো পিট, হেলান দিলো ট্রাকের গায়ে। একে একে তাকালো ওর সামনের চিন্তিত মুখগুলোর দিকে।

"গোটা ব্যাপারটাই বানোয়াট, একটা ফলস ফ্রন্ট," বললো ও। "কুইন আর্টেমেসিয়া তার হোল্ডে কার্গো বহন করছে বটে, কিন্তু সেগুলো সবই লিগ্যাল কার্গো। হাজার বার সার্চ করেও তার হোল্ডে বে আইনী কিছু পাবে না কেউ। পুরনো আমলের জাহাজ, ঠিক কিন্তু তার ইস্পাতের চামড়ার নিচে রয়েছে একেবারে আধুনিক সেন্ট্রালাইজড কন্ট্রোল সিস্টেম। মাত্র গত বছর প্যাসিফিকের পুরনো একটা জাহাজে এই একই ইকুইপমেন্ট দেখেছি আমি। খুব বেশি ক্রু দরকার হয় না। ছয় কি সাতজনই ওটাকে চালাবার জন্যে যথেষ্ট।"

"আশ্চর্য!" ফিসফিস ক'রে বললো অ্যাল।

"এর মধ্যে আসলে আশ্চর্যের কিছুই নেই," বললো পিট। "প্রতিটি কমপার্টমেন্ট, প্রতিটি কেবিন এক একটা সাজানো মঞ্চ বিশেষ, জাহাজ বন্দরে পৌছুলেই উইং থেকে অভিনেতারা বেরিয়ে এসে ক্রু সাজে।"

"আমি কিন্তু এখনও পরিস্কার বুঝছি না।"

ইন্সপেক্টরের দিকে তাকালো পিট। "প্রাচীন, ঐতিহাসিক একটা দুর্গের কথা কল্পনা করুন। বিখ্যাত এই রকম দূর্গ দেখার জন্যে টুরিস্টরা ভিড় করে, তাই না? ভেতরে ঢুকে কি দেখে তারা? ফায়ারপ্লেসে এখনও আগুন জ্বলছে, পানি নিষ্কাষণের ব্যবস্থা আজও চালু আছে, নির্দিষ্ট সময় ধরে আগের মতোই ঘণ্টা বাজে, ঘাসগুলো নিয়মিত ছোটো ছোটো করা হয়। সব পরিষ্কার, ঝকঝক

করছে। সপ্তার মধ্যে পাঁচদিন বন্ধ থাকে দূর্গ, দু'দিন খুলে দেয়া হয় টুরিস্টদের জন্যে। এক্ষেত্রে অবশ্য কাস্টমস ইন্সপেক্টরদের জন্যে।"

"কিন্তু কেয়ারটেকার?" সকৌতুকে জানতে চাইলো জাসিনথুস।

"কেয়ারটেকার," বিড়বিড় ক'রে বললো পিট, "বাস করে সেলারে।"

"কিন্তু সবাই জানে সেলারে শুধু ইঁদুর বাস করে," তাচ্ছিল্যের সুরে বললো দারিউস।

"ঠিক," উৎসাহের সাথে বললো পিট। "আমরাও ইঁদুরের কথাই আলোচনা করছি। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে আমাদের ইঁদুর দু'পেয়ে।"

"সেলার, সাজানো মঞ্চ, দূর্গ। খোলের ভেতর কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকে ক্রুরা। আসলে ঠিক কি বলতে চাইছেন আপনি, মিঃ পিট?" ব্যাখ্যা চাওয়ার সুরে বললো জাসিনথুস।

"আসলে বলতে চাইছি," মুচকি হাসি ফুটলো ডার্কের ঠোঁটে, "খোলের ভেতর কোথাও নয়, খোলের নিচে থাকে ক্রুরা।"

চোখ জোড়া ছোটো ছোটো হয়ে গেলো ইন্সপেক্টরের। কয়েক মুহূর্ত পর গলায় অবিশ্বাসের সুর টেনে বললো সে, "তা কিভাবে সম্ভব!"

"সম্ভব," বললো পিট, "যদি কুইনের পেটে বাচ্চা থাকে, মানে সে যদি পোয়াতী হয়।"

এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। তারপর সবাই তাকালো ডার্কের দিকে।

নিস্তব্ধতা ভাঙলো অ্যাল।

"তুমি কিছু বলতে চাইছো, কিন্তু আমরা কেউ সেটা বুঝতে পাছি না। দয়া ক'রে তুমি যদি..."

"ইন্সপেক্টর জাসিনথুস বলেছিলেন স্মাগলিঙের লাইনে ফন টিল একটা প্রতিভা," বললো পিট। "কথাটা শতকরা একশো ভাগ সত্য। শুধু তাই নয়, মিনার্ভা লাইন্সের সবগুলো জাহাজ নিজেদের শক্তিতে চলতে তো পারেই, সেই সাথে যার যার খোলের সাথে জোড়া লাগানো স্যাটেলাইট ভেসেলের সাহায্য নিয়েও চলাফেরা করতে পারে। স্যাটেলাইট ভেসেলের সাহায্য নেবার জন্যে প্রতিটি খোলে কিছু পরিবর্তন করা হয়ে থাকতে পারে।" একটা হাত তুলে কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করলো পিট। "ব্যাপারটা নিয়ে খানিক চিন্তা করো সবাই। যতোটা উদ্ভট শোনাচ্ছে আসলে ততোটা উদ্ভট নয়। এই একই ব্যাপার আমি আগেও একবার দেখেছি।" একটু বিরতি নিয়ে আবার শুরু করলো ও, "নিজের কোর্স ছেড়ে এখানে এসে দুটো দিন নষ্ট ক'রে মিনার্ভা লাইন্সের জাহাজ,

কেন? নিশ্চয়ই ফন টিলকে চুমো খেয়ে শুভেচ্ছা জানাবার জন্যে নয়? কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগ ঠিকই করা হয়। জাসিনথুস আর জেনোর দিকে ফিরলো ও। "আপনারা ভিলার ওপর নজর রেখেছেন, অথচ কোনো সিগন্যাল দেখতে পান নি?"

"ভিলায় কাউকে ঢুকতে বা বেরুতেও দেখি নি আমরা।"

"একই কথা খাটে কুইন আর্টেমেসিয়া সম্পর্কে," ডার্কের দিকে কৌতুহলী দৃষ্টি রেখে বললো অ্যাল। "তুমি ছাড়া জাহাজটা থেকে আর কেউ সৈকতে আসে নি।"

"দারিউস কোনোরকম রেডিও ট্র্যান্সমিশনের আওয়াজ শোনে নি, আমিও কুইন আর্টেমেসিয়ার রেডিও কেবিনে কাউকে দেখতে পাই নি।"

"আপনার একটা পয়েন্ট আমি বোধহয় ধরতে পেরেছি," বললো জাসিনথুস। "আপনি বলতে চাইছেন ফন টিল এবং জাহাজের সাথে নিশ্চয়ই কোনো যোগাযোগ রয়েছে, এবং পানির নিচে দিয়ে ছাড়া সেটা হবার অন্য কোনো উপায় নেই, এই তো?"

"হ্যা।"

"কিন্তু আপনার স্যাটেলাইট ভেসেল থিওরিটা এখনও আমার কাছে পরিস্কার নয়।"

"আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন, তালে হয়তো পরিষ্কার হয়ে যাবে," বললো পিট, "এমন একটা জলযানের নাম করুন, যেটা অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিতে পারে, ক্রুদের জায়গা দিতে পারে, একশো ত্রিশ টন হেরোইন রাখার মতো ক্যাপাসিটি আছে, এবং কাস্টমস বা নারকোটিক ব্যুরো যেটাকে কোনোদিনই সার্চ করার সযোগ পাবে না।"

আবার সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে শুরু করলো। নিস্তব্ধতা ভাঙলো এবার জাসিনথুস। "আপনি কি সাবমেরিনের কথা বলতে চাইছেন?"

"হ্যা, আমি একটা ফুল স্কেল সাবমেরিনের কথাই বলতে চাইছি। এরকম একটা স্পাই সাবমেরিন আমি দেখেছি।"

ইন্সপেক্টরের চেহারায় হতাশা ফুটে উঠলো। এদিক ওদিক মাথা নাড়লো সে। "ধারণাটা বাদ দিন, মিঃ পিট। মিনার্ভা লাইন্সের সব জাহাজের ওয়াটারলাইনের নিচেটা ডাইভার দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি আমরা। একবার নয়, একশো বার করে। সাবমেরিনের ছায়া পর্যন্ত দেখা যায় নি।"

"যায় নি কারণ, আপনার ডাইভাররা যখন পরীক্ষা করেছে তখন ওটার সাথে সাবমেরিন ছিলো না।"

"আপনি বলতে চাইছেন জাহাজ ডকে ভেড়ার আগে সাবমেরিন খোলের নিচ থেকে সরে যায়?"

মাথা ঝাঁকালো পিট। "হ্যা।"

"তারপর কি? ওখান থেকে কোথায় যায় সাবমেরিন?"

"উত্তর পাবার জন্যে চলুন," বললো পিট, "আমরা সাংহাই বন্দরে ফিরে যাই। আপনি যদি বন্দরের ডকে দাঁড়িয়ে থাকতেন, দেখতে পেতেন সাধারণ লোডিং অপারেশনের সাহায্যে কুইন আর্টেমেসিয়ায় কার্গো তোলা হচ্ছে। ক্রেনের সাহায্যে হোল্ডে ভরা হচ্ছে বস্তা, বস্তায় কি আছে? হেরোইন। বলাই বাহুল্য, বন্দরের কাস্টমস অফিসাররা বস্তাগুলো পরীক্ষা না করেও জানে, ওগুলোয় বেআইনী কার্গো আছে। কিন্তু তারা চ্যালেঞ্জ বা আপত্তি করে না। কারণ ফন টিলের কাছ থেকে অফিসাররা মাসোহারা পেয়ে আসছে অনেক দিন থেকে।"

"ওখানের ডক এলাকায় নাকি কোসা-নোস্ত্রার ভয়ঙ্কর প্রভাব," বললো অ্যাল। "ফন টিল তাদের সাহায্য নিতে পারে।"

"নিশ্চয়ই নেয়," বললো পিট। "যা বলছিলাম। সবচেয়ে আগে জাহাজে তোলা হলো হেরোইন। কিন্তু হেরোইন ভরা বস্তাগুলো তার হোল্ডে থাকলো না। হোল্ড থেকে পাচার ক'রে দেয়া হলো সাবমেরিনে। সম্ভবত চোরা কোনো হ্যাচ আছে, কাস্টমসের ডিটেকশন গিয়ারে সেটা ধরা পড়ে না। এরপর হোল্ডে তোলা হলো সাধারণ কার্গো। এবার তার যাত্রা শুরু করলো, এবং পৌছুলো সিলোনে। এখানে সয়াবিন আর চায়ের সাথে বিনিময় করা হলো কোকো আর গ্রাফাইট—দুটোর কোনোটাই বেআইনী কার্গো নয়। পরবর্তী যাত্রা বিরতি থাসোস। সম্ভবত, ফন টিলের কাছ থেকে নির্দেশ পাবার জন্যেই থাসোসে আসতে হয় জাহাজগুলোকে। থাসোস থেকে ফুয়েলের জন্যে মার্সেইয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় জাহাজ, সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে শেষ গন্তব্য শিকাগোয় পৌছায়।"

"কিন্তু আমি আরেকটা কথা ভাবছি," বললো অ্যাল।

"বলে ফেলো।"

"সাবমেরিন সম্পর্কে আমি এক্সপার্ট নই, তাই বুঝতে পারছি না একটা সাবমেরিন কিভাবে নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে পারে গোটা একটা জাহাজকে? অথবা তার পেটে কোথায় এতো জায়গা যে একশো টন কার্গো রাখবে?"

"ভেঙে জোড়া লাগিয়ে অবশ্যই বদলে নিতে হয়েছে সাবমেরিনের আকার আকৃতি। কোনিং টাওয়ার বা আর যে সব প্রজেকশন আছে সেগুলো সরানো জটিল কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যা নয়। ওগুলো সরিয়ে নিলেই মাদার শিপের

কীল বরাবর সাবমেরিনের টপ ডেক খাপে খাপে ফিট হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফ্লিট-টাইপ সবগুলো অ্যাভারেজ ডিসপ্লেসমেন্ট ছিলো পনেরোশো টন। লম্বায় হতো তিনশো ফুট, খোলটা উঁচু হতো দশ ফুট, বিম ছিলো সাতাশ ফুট—আকারে মোটামুটি একটা শহুরে বাড়ির দ্বিগুণ। এখন ধরো, টর্পেডো রুমগুলো, আমি জন ক্রুর কোয়ার্টার এবং অপ্রয়োজনীয় আর সব জায়গা যদি পরিষ্কার করা যায়, তাহলে হেরোইন রাখার পরও কিছুটা স্পেস খালি পড়ে থাকবে।"

ভালেশহীন চোহারা নিয়ে ডার্কের দিকে তাকিয়ে থাকলো ইন্সপেক্টর। অনেকক্ষণ কেটে গেলো। তারপর ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠলো মুখ। "আচ্ছা, মেজর পিট, বলুন তো, খোলে সাবমেরিন জোড়া লাগানো অবস্থায় কুইন আর্টেমেসিয়ার স্পিড কি হবে?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করলো পিট। "বারো নট। এমনিতে পনেরো কি ষোলো নট গতি হবে জাহাজের।"

জেনোর দিকে ফিরলো ইন্সপেক্টর। "মেজর পিট সম্ভবত ঠিক পথেই এগোচ্ছেন! আপনি কি ভাবছেন বুঝতে পারছি, ইন্সপেক্টর," বললো জেনো। "হ্যা, আমরাও লক্ষ্য করেছি মিনার্ভা লাইন্সের জাহাজগুলোর স্পিড বড় বেশি ওঠানামা করে।"

জাসিনথুসের দৃষ্টি আবার ডার্কের দিকে ফিরলো। "কিন্তু হেরোইন কোথায় কিভাবে খালাস করা হয়?"

"রাতে, যখন জোয়ার থাকে। দিনের বেলা ঝুঁকি খুব বেশি। আকাশ থেকে কারোও চোখে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে।"

"ঠিক," বললো ইন্সপেক্টর। "ফন টিলের ফ্রেটার সূর্য ডোবার আগে কোনো বন্দরে ভেড়ে না।"

"হেরোইন কিভাবে খালাস করা হয়, তাই না?" প্রশ্নটা যেনো নিজেকেই করলো পিট। "পোর্টে ঢোকার একটু আগেই জাহাজ থেকে সরে যায় সাবমেরিন। পেরিস্কোপ আর কোনিং টাওয়ার না থাকায় ওটাকে নিশ্চয়ই সারফেস থেকে কোনো ছোটো বোট গাইড করে। শুধু এখানে ব্যর্থ হবার একটা ঝুঁকি রয়েছে ওদের—রাতের অন্ধকারে অন্য কোনো ভেসেলের সাথে সংঘর্ষ ঘটতে পারে।"

"ওদের সাথে নিশ্চয়ই এমন একজন পাইলট থাকে হারবারের প্রতিটি ইঞ্চি যার মুখস্থ," চিন্তিতভাবে বললো ইন্সপেক্টর।

"অবশ্যই।"

"এখন শুধু জানতে বাকি থাকলো লোকেশানটা, যেখানে কার্গো খালাস করতে পারে সাবমেরিন। আচ্ছা, কারোও চোখে পড়ার ঝুঁকি না নিয়ে কিভাবে বিলি করে হেরোইন?"

"পরিত্যাক্ত কোনো ওয়্যারহাউস হতে পারে না?" জানতে চাইলো অ্যাল।

"সবকিছুর আগে ওয়্যারহাউসের ওপরই চোখ পড়ে বন্দর পুলিশের, কাজেই আমরা ধরে নি ত পারি ফন টিল ওটাকে এড়িয়ে গেছে।"

"মেজর পিট ঠিক বলেছেন," মাথা ঝাঁকালো ইন্সপেক্টর। "কাউন্টি হারবার পেট্রল, নারকোটিক ব্যুরো আর কাস্টমস, এরা সবাই ওয়্যারহাউসের ওপর কড়া নজর রাখে। কোথা থেকে বিলি করা হয় হেরোইন তা আজও কেউ ধরতে পারে নি, তার মানে বুদ্ধি খাটিয়ে নিশছিদ্র একটা কৌশল ব্যবহার করছে ফন টিল।"

আরোও দু'একটা সাজেশন পাওয়া গেলো, কিন্তু কোনোটাই যুক্তিতে টিকলো না।

খানিক পর চুপ করে গেলো সবাই। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলো জাসিনথুস।

"আমরা যে একটা সূত্র পেয়েছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু একটা সুতো বটে, কিন্তু এই সুতোটাকেই যদি একটা রশির সাথে জোড়া লাগাতে পারি, আর তারপর রশিটাকে যদি একটা চেইনের সাথে বেঁধে নিতে পারি তাহলেই আমরা বোধহয় চোইনের শেষ মাথায় দেখতে পাবো ফন টিলকে।"

"দারিউস তাহলে রেডিওর সাহায্যে মার্সেইয়ের সাথে যোগাযোগ করুক," বললো জেনো। "আমাদের এজেন্টকে সতর্ক ক'রে দেয়া দরকার।"

"না। যতো কম লোকের মধ্যে ব্যাপারটা জানাজানি হয় ততোই ভালো। আমি চাই না আগেভাগে কিছু টের পেয়ে যাক ফন টিল।" ডার্কের দিকে ফিরলো ইন্সপেক্টর। "হেরোইন নিয়ে নির্বিঘ্নে শিকাগোয় পৌছুতে দেয়া উচিত জাহাজটাকে, কি বলেন, মেজর পিট?"

"হেরোইন ওখানে পৌছুলেই খদ্দেররা সবাই ভিড় করে আসবে, সেই সুযোগে আপনি তাদেরকে জালে আঁটকাতে চান, এইতো?"

গম্ভীর সুরে জাসিনথুস বললো, "হ্যা। বেআইনী ড্রাগ ট্রাফিকের সাথে জড়িত সবগুলো অর্গানাইজেশন নিরাপদে পৌছানো উপলক্ষে সাবমেরিনটাকে শুভেচ্ছা জানাতে আসবে। শিকারের এমন সুযোগ আর পাবে না নারকোটিক ব্যুরো।"

"তার আগে কার্গো খালাস করার লোকেশনাটা জানতে হবে আপনার," বললো পিট।

"সেটা আমরা জানতে পারবো," দৃঢ় স্বরে বললো ইন্সপেক্টর। "অন্তত তিন সপ্তাহ আগে গ্রেট লেকে ঢুকছে না । ইতিমধ্যে প্রত্যেকটা জেটি, বোট এবং ইয়ট ক্লাব সার্চ করবো আমরা। অবশ্যই চুপিচুপি।"

"সেটা খুব সহজ কাজ হবে না।"

"আপনি নারকোটিক ব্যুরোকে ছোটো ক'রে দেখছেন, মেজর পিট। এ-ধরনের কাজে আমরা এক্সপার্ট।" ইন্সপেক্টরের চেহারায় গর্বের ভাব ফুটলো। "নির্দিষ্ট লোকেশানটা খুঁজবো আমরা। তা নয়। মোটামুটি একটা ধারণা পেলেই চলবে। আমাদের রাডার আছে, সেই সাবমেরিনটাকে খুঁজে বের করবে। তারপর সুযোগ আর সময় মতো হানা দেবো আমরা।"

মৃদু গলায় বললো পিট, "এসব কাজে বাধা আসবে, সেগুলোকে আপনি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছেন না।"

ইন্সপেক্টরের চেহারায় একটু কাঠিন্য ফুটলো। "আপনার হলো কি বলুন তো, মেজর পিট? আপনিই আমাদেরকে প্রথম একটা পথ দেখালেন। আজ বিশ বছর চেষ্টা করেও ইন্টারপোল বা নারকোটিক ব্যুরো যা পারে নি। অথচ সেই আপনিই ....তবে কি নিজের সাজেশনটা এখন আর গ্রহণযোগ্য লাগছে না, আপনারা ভাবছেন, ভুল হয়েছে?"

"না," শান্ত গলায় বললো পিট। "সাবমেরিনের ব্যাপারে আমার কোনো ভুল হয় নি।"

"তাহলে? আপনার সমস্যাটা কি?"

"শিকাগোয় না পৌছুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইছেন আপনি, সেটাই আমি মেনে নিতে পারছি না," বললো পিট।

"ফাঁদ পাতার জন্যে আরোও ভালো কোনো জায়গা আছে?"

ধীরে ধীরে বললো পিট, "এখন থেকে কুইন আর্টেমেসিয়ায় কাস্টমস অফিসাররা ওঠা পর্যন্ত অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে, মিঃ জাসিনথুস। আপনি নিজেই বলেছেন, শহরের ওয়াটার ফ্রন্ট সার্চ করার জন্যে তিন সপ্তা যথেষ্ট সময়। এতো তাড়াহুড়ো করার দরকারটা কি? আমার পরামর্শ, আরও কিছু সময় অপেক্ষা করুন। হানা দেয়া মানে ফন টিলকে চ্যালেঞ্জ করা—তা করার আগে আসুন, আরোও কিছু তথ্য-প্রমাণ যোগাড় করি আমরা।"

থমথমে হয়ে উঠলো ইন্সপেক্টরের চেহারা। "আরও তথ্য প্রমাণ? ঠিক কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না।"

ট্রাকের গায়ে হেলান দিলো পিট, রোদ লেগে এরই মধ্যে গরম হয়ে উঠেছে নীল রঙের বডি। সাগরের দিকে তাকালো ও। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো গভীর মনোনিবেশ। "দশজন ভালো লোক চাই আমার, মিঃ ইন্সপেক্টর," বললো ও। "সাথে একজন স্থানীয় সি-ডগ, চারদিকের পানির সাথে ভালো পরিচয় আছে যার।"

"কেন?"

"যদি ধরে নিই ভিলা থেকেই অপারেশন চালায় ফন টিল, যদি ধরে নিই পানির নিচে দিয়ে জাহাজের সাথে যোগাযোগ করে সে, তাহলে কোস্টলাইন বরাবর কোথাও তার একটা গোপন আস্তানা না থেকেই পারে না।"

"আপনি সেটা খুঁজে দেখতে চান?"

"হ্যা।"

হাতের পাইপটা চিন্তিতভাবে নাড়াচাড়া করতে শুরু করলো জাসিনথুস। অনেকক্ষণ পর মুখ তুললো সে। "অসম্ভব।" চেহারায় দৃঢ়তা ফুটে উঠলো। "সে অনুমতি আপনাকে আমি দিতে পারি না। আপনি একজন ট্যালেন্টেড ম্যান, মেজর পিট। খানিক আগে পর্যন্ত আপনি যা বলেছেন তাতে যুক্তি, বুদ্ধির প্রখরতা সবই ছিলো। আপনি আমাদের সাংঘাতিক উপকার করেছেন, সেটা সবার চেয়ে ভালোভাবে উপলব্ধি করেছি আমি। কিন্তু আপনার এই অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কিছু আমি আপনাকে করতে দিতে পারি না, যাতে ফন টিলের সাবধান হয়ে যাবার সুযোগ থাকতে পারে। আমি আবার বলছি, কোনোরকম বাধা ছাড়া অবশ্যই জাহাজটাকে শিকাগোয় পৌছতে দিতে হবে।"

"ফন টিল এরই মধ্যে সাবধান হয়ে গেছে," শান্ত গলায় বললো পিট। "আপনাদের সম্পর্কে জানে সে। সিলোন থেকে ঈজিয়ান পর্যন্ত কুইন আর্টেমেসিয়াকে অনুসরণ ক'রে এসেছে বৃটিশ ডেস্ট্রয়ার আর টার্কিশ এয়ারক্রাফট, এরপরও কি ফন টিলের জানতে বাকি থাকার কথা যে হেরোইনের গন্ধ পেয়ে গেছে ইন্টারপোল? আমার পরামর্শ, অন্য কোনো জাহাজ বেআইনী কার্গো লোড বা আনলোড শুরু করার আগে ফন টিলকে থামান। এক্ষুনি।"

"দুঃখিত, মেজর পিট। আপনার পরামর্শের মধ্যে আমি কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। শিকাগোয় কুইন না পৌছানো পর্যন্ত ফন টিলের ওপর থেকে হাত গুটিয়ে রাখার সিদ্ধান্তে আমি অবিচল থাকবো। আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন, মেজর—আমি, কর্নেল জেনো, ক্যাপ্টেন দারিউস, আমরা আমাদের কাজ বুঝি। এই কার্গো ইন্টারপোলের জুরিশডিকশনে থাকলে তারাও আমার নীতি ধরে এগোতো। দুঃখিত, মেজর। বেআইনী ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউটরদের প্রায় সবাইকে আটক করার এই সুযোগ আমি ছেড়ে দিতে পারি না। তাছাড়া, বাইরে থেকে উত্তর আমেরিকায় এই যে এতোবড় একটা হেরোইনের চালান পৌছতে যাচ্ছে সেটাও আমাকে যেভাবে হোক ঠেকাতে হবে।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটলো, তারপর বিস্ফোরিত হলো পিট।

"না হয় ঘেরাও করলেন সাবমেরিন, ক্রুদের গ্রেফতার করলেন, ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউটরদেরও আটক করলেন, একশো ত্রিশ টন হেরোইনও চলে এলো আপনাদের হাতের মুঠোয়, তাতে কি ফন টিলকে থামাতে পারবেন? পারবেন না। নতুন খদ্দের পেতে যা দেরি, আবার সে জাহাজ ভর্তি হেরোইন নিয়ে হাজির হবে।"

প্রতিক্রিয়া কি হয় দেখার জন্যে থামলো পিট। কিন্তু ইন্সপেক্টর জাসিনথুস আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলো। চেহারায় কোনো ভাব নেই।

"আমার আর জিওর্দিনোর ওপর আপনার কোনো অথরিটি নেই," রাগের সাথে বললো পিট। "এখন থেকে যা কিছু করার আপনাদের সহযোগিতা ছাড়াই করবো আমরা।"

ইন্সপেক্টরের ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে শক্তভাবে সেঁটে গেলো। চোখ নামিয়ে ডার্কের চোখে তাকালো সে। কঠিন হয়ে উঠলো চেহারা। কিছু না বলে হাতঘড়ি দেখলো সে। তারপর মুখ খুললো, "অযথা সময় নষ্ট করছি আমরা। কাভালা এয়ারপোর্ট থেকে সকালের এথেন্স ফ্লাইট ধরতে হবে আমাকে, হাতে মাত্র এক ঘণ্টার মতো সময় আছে।" হাতের পাইপটা পিস্তলের মতো করে ডার্কের দিকে তাক করলো সে। "তর্কে হেরে যাওয়াটা আমি পছন্দ করি না, কিন্তু আপনি আমার জন্যে কোনো বিকল্প রাখেন নি, মেজর পিট। আমি আপনার প্রতি ঋণী, কিন্তু আপনাদের দু'জনকে আবার গ্রেফতার না করে পারলাম না।"

"হোয়াট?" জিওর্দিনোর চেহারা দেখে মনে হলো সে হাসবে নাকি কাঁদবে ঠিক যেনো বুঝতে পারছে না।

"গ্রেফতার করার চেষ্টা করে দেখুন," ঠাণ্ডা সুরে বললো পিট, "বাধা পাবেন।"

হোলস্টারে ঢোকানো ফরটি-ফাইভ অটোমেটিকের গায়ে হাত চাপড়ালো ইন্সপেক্টর জাসিনথুস। "বাঁধা দিয়ে লাভ হবে না।"

অলসভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল অ্যাল, ডার্কের একটা হাত ধরে বললো, "তুমি না, ওস্তাদ, আমি। বাধা যদি কেউ দেয় তো সে আমি। তুমি শুধু একটা অনুমতি দাও। দেখো কেমন মন্ত্রবলে কামান হাজির করি!"

টি-শার্ট আর খাকি প্যান্ট পরে আছে অ্যাল, কোনো পকেট ফুলে নেই। অথচ পিট জানে, সিরিয়াস মুহূর্তে ঠাট্টা করার পাত্র নয় অ্যাল। বলছে কামান হাজির করবে, তার মানে কি ওর কাছে পিস্তল-টিস্তল আছে? উঁহু, তা কি ক'রে হয়! পাবে কোথায়? চোখে সন্দেহ আর প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে থাকলো ও। বললো, "বিপদের সময় আবার অনুমতি কিসের?"

হোলস্টারের ফ্ল্যাপে লাগানো বোতাম খুলে ফেললো ইন্সপেক্টর। "আমি কিন্তু সাবধান ক'রে দিচ্ছি আপনাদের..."

"দাঁড়ান!" উত্তেজিত সুরে বললো দারিউস। "মিঃ ইন্সপেক্টর, স্যার, আমিও আপনার কাছে অনুমতি চাইছি!" কদাকার চেহারায় হিংস্র একটা ভাব ফুটে উঠলো। "ওদের সাথে আমার ছোট্ট একটা হিসেব আছে! দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেলার একটা সুযোগ দিন আমাকে।"

কোনো রকম ব্যস্ত বা উত্তেজিত হতে দেখা গেলো না অ্যালকে। দারিউসের হুমকিটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলো সে। ইন্সপেক্টরের দিকেও তাকালো না। এমন শান্ত সুরে কথা বলতে শুরু করলো যেনো ডার্কের কাছ থেকে সিগারেট চাইছে। "আমার ক্রস ড্র স্রেফ একটা শিল্প, কিন্তু আসলে হিপ থেকে আরোও তাড়াতাড়ি টানতে পারি আমি। প্রথমে কোন্‌টা দেখতে চাও তুমি, ওস্তাদ?"

"বিপদেই ফেলে দিলে দেখেছি," মাথা চুলকে বললো পিট।

"থামুন আপনারা! যথেষ্ট হয়েছে!" বাঁ হাতে ধরা পাইপটা নেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করলো ইন্সপেক্টর। "আবার বলছি, বাধা দিয়ে কোনো লাভ হবে না। সহযোগিতা করুন..."

"আমাদেরকে বোধহয় তিন সপ্তার জন্যে গ্রেফতার করবেন, তাই না, ইন্সপেক্টর?" জানতে চাইলো পিট।

"হ্যা।"

"কোথায় রাখা হবে আমাদের?"

"মেইনল্যান্ডের জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যে ভালো আরামের ব্যবস্থা আছে। কর্নেল জেনো তার প্রভাব খাটিয়ে আপনাদের জন্যে এমন একটা সেলের ব্যবস্থা করতে পারে যেখান থেকে সাগর দেখতে পাওয়া যাবে..." কথার মাঝখানে ইন্সপেক্টরের মুখ ঝুলে পড়লো, কাঠের মতো শক্ত আর পাথরের মতো স্থির হয়ে গেলো সে। চেহারায় ফুটে উঠলো রাগ আর স্তম্ভিত বিস্ময়।

খুদে একটা পিস্তল দেখা গেলো জিওর্দিনোর হাতে। প্রায় পেন্সিলের মতো সরু মাজলটা নিখুঁতভাবে তাক করে ধরেছে সে ইন্সপেক্টরের দুই ভুরুর মাঝখানে। এমনকি পিটও হতভম্ব হয়ে পড়লো। নিখাদ যুক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছিলো অ্যাল ঠাট্টা করছে, ওর কাছে যে সত্যিই আগ্নেয়াস্ত্র আছে তা কেউ ভাবতেও পারে নি।

অধ্যায় ১৫

যতোই ছোটো আর নিরীহ দর্শন হোক, লোকের মনোযোগ কাড়তে আগ্নেয়াস্ত্রের তুলনা মেলা ভার। খোলা আকাশের নিচে স্ট্যাচুর মতো স্থির হয়ে থাকলো ওরা। ডান হাত সবটা বাড়িয়ে দিয়েছে অ্যাল, তালুর ভেতর প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে পিস্তলটা।

মাপা একটু হাসি স্থির হয়ে আছে তার মুখে।

অনেকক্ষণ কেটে গেলো, কেউ কথা বললো না। তারপর এক হাতের তালুর ওপর আরেক হাতের মুঠো দিয়ে টাস করে ঘুসি বসাল জেনো। ঝট ক'রে ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে বললো, "এরা যে সুবিধের লোক নয় সে তো আমি প্রথম থেকেই বলছি! আপনি আমার কথা কানেই তুললেন না!"

আরও কি বলতে যাচ্ছিলো সে, কিন্তু পিট তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, "এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্যে আমরা দায়ি নই। ঠিক আছে, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, আমরা আমাদের পথ ধরি, আপনারাও খানিক পর নিজেদের পথ ধরে ফিরে যান।"

"পিঠে গুলি খাবার কোনো মানে হয় না," বললো অ্যাল। নারকোটিক ব্যুরোর লোক তিনজনের দিকে তাকালো সে। "যাবার আগে ওদের গানগুলো ধার নিয়ে যাই, কি বলো, পিট?"

"না, তার কোনো দরকার নেই। আমরা কেউ কাউকে গুলি করতে যাচ্ছি না।" চোখের দিকে তাকালো ও, তারপর জেনোর চোখের দিকে—চিন্তা আর গভীর মনোনিবেশের ভাব রয়েছে ওদের দৃষ্টিতে। গোটা ব্যাপারটাই ভুল বোঝাবুঝি, অথবা জেদের পরিণাম—"একটা ঝোঁক আপনাদের চেপেছিলো বটে, কিন্তু তাই ব'লে আপনারা আমাদের পিঠে গুলি করবেন এ আমি বিশ্বাস করি না। কারণ আপনারা সবাই মানুষ হিসেবে অনারেবল। তাছাড়া, সেটা প্র্যাকটিকালও হবে না। আমরা খুন হয়ে গেলে তার তদন্ত হবে, বেরিয়ে পড়বে আসল তথ্য। তাতে ফায়দা হবে শুধুমাত্র ফন টিলের। সেই রকম, আপনারাও জানেন,

আমরাও গুলি করবো না। কারণ, আমাদের এমন কোনো ক্ষতি হবার ভয় নেই যে আপনাদের কাউকে খুন করে সেটা ঠেকাতে হবে।"

"কি মিষ্টি ভাষণ! বিদ্রুপের সুরে বললো জেনো। "শুনলে কলজে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তারপর?"

"ধৈর্য," বললো পিট, "আগামী দশ ঘণ্টা আপনাদেরকে আমি শুধু ধৈর্য ধরতে বলি। কথা দিচ্ছি, ইন্সপেক্টর, সূর্য ডোবার আগে আবার আমাদের দেখা হবে। কথা দিচ্ছি, তখনকার পরিবেশটা আরও বন্ধুত্বপূর্ণ হবে।"

জাসিনথুসের চেহারায় চিন্তার জায়গায় অবাক ভাব ফুটে উঠলো। আরোও কিছু বলার ছিলো ডার্কের, কিন্তু হঠাৎ উপলব্ধি করলো, তার আর সময় নেই। জাসিনথুস আর জেনোর পেশীতে ঢিল পড়লো, পরাজয় মেনে নিলো তারা, কিন্তু দারিউস ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছেড়ে মারমুখো ভঙ্গিতে দু'পা সামনে বাড়লো। মুখের শ্যামলা রঙ রাগে কালো হয়ে উঠেছে, হাত দুটো ঘন ঘন খুলছে আর মুঠো পাকাচ্ছে। পিট বুঝলো, দুর্ঘটনা এড়াতে হলে তাড়াতাড়ি কেটে পড়া দরকার।

ট্রাকের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে পিছু হটলো পিট, ওর আর দারিউসের মাঝখানে হুড আর ফেন্ডারটাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করলো ও। উঠে বসলো স্টিয়ারিঙ হুইলের পিছনে, রোদ লেগে সদ্য সেঁকা রুটির মতো গরম হয়ে আছে সিট, উদোম পিঠ আর উরুতে ছ্যাঁকা খেয়ে কুঁচকে উঠলো মুখ। স্টার্ট নিলো ট্রাক। ওকে অনুসরণ করে ক্যাবে এসে উঠলো অ্যাল, মার্সিডিজের পাশে দাঁড়ানো লোকগুলোর ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যে চোখ সরালো না, খুদে পিস্তলটা তাদের দিকে তাক্ করে ধরে আছে।"

শান্তভাবে গিয়ার বদল করলো পিট। ব্র্যাডি ফিল্ড আর ফার্স্ট এটেম্পট্-এর হোয়েলবোট ডাকের দিকে ঘুরিয়ে নিলো ট্রাকের মুখ। রিয়ার ভিউ মিররে তাকালো, তারপর রাস্তার দিকে, পরমুহূর্তে আবার রিয়ার ভিউ মিররে। ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে মার্সিডিজ আর তার পাশে দাঁড়ানো লোকগুলো। বাঁক নিলো ট্রাক, জলপাই গাছের ঝোপের আড়ালে পড়ে গেলো মার্সিডিজ আর নারকোটিক ব্যুরো।

সিটের গায়ে হেলান দিলো অ্যাল। চেহারায় রাজ্যের সন্তুষ্টি। "দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, রাগে হাত কামড়াচ্ছে জাসিনথুস।"

"তোমার পপগানটা দেখাও আমাকে," বললো পিট।

মাজল ধরে ডার্কের দিকে বাটের দিকটা বাড়িয়ে দিলো অ্যাল। "যাদুর মতো কাজ দিয়েছে, কি বলো?"

লিলিপুটিয়ান পিস্তলটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করলো পিট। মাঝে মধ্যে মুখ তুলে রাস্তা দেখে নিলো। হাতে নিয়েই পিস্তলটার পরিচয় জানতে পারলো ও ভেস্ট পকেট মাউজার, পয়েন্ট টু-ফাইভ ক্যালিবার। ইউরোপের মেয়েরা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এই ধরনের পিস্তল পছন্দ করে। মোজা বা হাতব্যাগে অনায়াসে লুকিয়ে রাখা চলে। তবে, গুলি খুব কাছ থেকে না করলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। দূরত্ব দশ ফুটের বেশি হলে লক্ষ্যভেদ করা একজন এক্সপার্টের পক্ষেও কঠিন।"

"অ্যাল, আমরা দেখছি নিতান্তই ভাগ্যবান।"

"সে আর বলতে!" আনন্দে গদগদ হয়ে উঠলো অ্যাল।

"ওরা যদি ঠাণ্ডা না হতো, তুমি কি গুলি করতে?" জানতে চাইলো পিট।

"নির্দিধায়," দৃঢ় সুরে বললো অ্যাল। "শুধু পা অথবা হাতে গুলি করতাম। খাতির করে যারা বিয়ার খাওয়ায় তাদেরকে খুন করার কোনো মানে হয় না।"

হাসি চেপে বললো পিট, "জার্মান গান সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু শিখতে বাকি আছে তোমার, অ্যাল।"

চোখ জোড়া ছোটো ছোটো হয়ে উঠলো জিওর্দিনোর। "তোমার কথার মানে?"

গাধার পিঠে রাজ্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে চলেছে এক রাখাল বালক, ওদেরকে পাশ কাটাবার সময় ট্রাকের গতি একেবারে কমিয়ে আনলো পিট। "দুটো কথা বলার আছে আমার। এক, টু-ফাইভ ক্যালিবারের কোনো গান কিন্তু মাথা বা হৃৎপিণ্ডে গুলি লাগাতে না পারলে দারিউসকে থামানো তো দুরের কথা ওর এগোবার গতিও কমাতে পারতে না। দুই, ট্রিগার টেপার পর কি ঘটতো ব'লে মনে করো তুমি? বিশ্বাস করো, দেখার মতো হতো তোমার চেহারাখানা!"

"কেন?" বোকা বোকা দেখালো অ্যালকে।

অ্যালের কোলের ওপর পিস্তলটা ফেললো পিট। সেফটি ক্যাচ এখনও অন করা রয়েছে।

বিহ্বল দৃষ্টিতে কোলের ওপর পড়ে থাকা পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে থাকলো অ্যাল। সেটা হাত দিয়ে ধরার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না তার মধ্যে। তারপর ডার্কের দিকে ফিরে অপ্রতিভাভাবে হাসলো একটু।

"ভুলে গিয়েছিলাম," মিন মিন ক'রে বললো সে।

"মাউজার তোমার কোনো কালেই ছিলো না, বাগালে কোত্থেকে?"

"তোমার এ-মাসের প্লে-মেটের কাছ থেকে। টানেলে তুমি যখন ওকে কাঁধে ক'রে বয়ে আনছিলে, তখন। পায়ের সাথে টেপ দিয়ে আটকানো ছিলো, পা ছোঁড়াছুড়ির সময় পড়ে যায়।"

"সেকি!" অবাক হলো পিট। "তার মানে আমরা যখন দারিউসের সাথে লড়ছিলাম তখনও ওটা তোমার কাছে ছিলো?"

"ছিলো।" মাথা ঝাঁকালো অ্যাল। "মোজার ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলাম। ব্যবহার করবো, তার সময় পেলাম কোথায়? আমি তৈরি হবার আগেই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তুমি। তারপর তো সব কিছু চোখের নিমিষে ঘটে গেলো। মাথায় চাপ খেয়ে সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিলো আমার। হাত বাড়িয়ে মোজা থেকে বের করবো সে শক্তি আমার ছিলো না।"

অ্যালের শেষ কথাগুলো শুনতেই পেলো না পিট। মাথার ভেতর একশো একটা সন্দেহ, একশো একটা প্রশ্ন। কোত্থেকে শুরু করবে, জানে না ও । কিন্তু বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠলো পাহাড়-পাঁচিলের নিচের দৃশ্যটা—তিন দিকে ফেনা আর ঢেউয়ের মাতামাতি, অথচ একদিকের পানি শান্ত এবং সমতল। ওখানে ডুব দিয়ে নিচটা দেখার তাগিদ অদম্য হয়ে উঠলো।

সামনে ব্র্যাডি ফিল্ডের মেইন গেট দেখে ট্রাকের স্পিড কমিয়ে আনলো পিট।

চল্লিশ মিনিট পর বোর্ডিং ল্যাডার বেয়ে ফার্স্ট এটেম্পট্-এ উঠলো ওরা। ডেকটা খালি, কিন্তু মেস-রুম থেকে পুরুষদের হসির কোরাস ভেসে এলো, সেই কোরাসের ভারি আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠলো নারী-কণ্ঠের তীক্ষ্ণ খিলখিল হাসি। ভেতরে ঢুকে ওরা দেখলো, জাহাজের সব বিজ্ঞানী আর ক্রু ঘিরে রেখেছে টেরিকে। টেরির পরনে কিছু নেই, অবশ্য বুকে আর নাভির নিচে গিট দিয়ে বেঁধে রাখা কাপড়ের খুদে টুকুরো দুটোকে যদি কিছু ব'লে ধরে নেয়া হয় তাহলে আলাদা কথা। ভাগ্যিস চার দেয়ালের ভেতর রয়েছে সে, সৈকতে থাকলে বাতাসে উড়ে যেতো কাপড়রের টুকরো দুটি। মেসরুমের মাঝখানে একটা টেবিল, তার ওপর মধ্যমণি হয়ে বসে আছে সে। ঘরের প্রতিটি প্রাণীর দৃষ্টি তার ওপর। এভাবে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরে আনন্দ আর বাঁধ মানছে না তার।

টেরিকে ঘিরে থাকা লোকগুলোর চেহারা এবং আচরণ লক্ষ্য করলো পিট। ক্রু আর বিজ্ঞানীদেরকে আলাদা করা কঠিন মনে হলো। টেরিকে খেয়ে ফেলার

কাজে কেউ কারও চেয়ে পিছিয়ে নেই, অবশ্য মুখ দিয়ে নয়, চোখ দিয়ে। টেরির অনাবৃত শরীরের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরাচ্ছে না কেউ। তবে ক্রু আর বিজ্ঞানীদের আলাদাভাবে ঠিকই চিনতে পারলো সে। ক্রুরা কথা বলছে কম, তারা টেরিকে গিলে খেতেই ব্যস্ত। তাদের খুলির ভেতর দিকের একটা দেয়াল সিনোমার পর্দার মতো কাজ করছে, একের পর এক ফুটে উঠেছে সেখানে অশ্লীল সব দৃশ্য। আর প্রায় একচেটিয়াভাবে কণ্ঠনালী ব্যবহার করছে বিজ্ঞানীরা। মেরিন বায়োলজিস্ট, মিটিয়রোলজিস্ট, জিওলজিস্ট সবাই নিজের দিকে টেরির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে স্কুল ছাত্রদের মতো হৈ-চৈ জুড়ে দিয়েছে।

এই সময় মেস-রুমে এসে ঢুকলো কমান্ডার রুডি গান। টেরি, তাকে ঘিরে থাকা লোকজন, শোরগোল ইত্যাদি লক্ষ্য করে ভুরু কুঁচকে উঠলো তার। কিন্তু কোনো মন্তব্য না করে ডার্কের সামনে এসে দাঁড়ালো সে।

"তুমি ফিরে এসেছ দেখে আমি খুশি," বললো সে। "আমাদের রেডিও অপারেটরের পাগল হতে যা বাকি আছে।"

"কেন?"

"আজ সেই ভোর থেকে একের পর এক সিগন্যাল আসছে, বেচারা লিখে কুলাতে পারছে না। বেশির ভাগই তোমার কাছে পাঠানো।"

জিওর্দিনোর দিকে ফিরলো পিট। "চেষ্টা করে দেখো মক্ষীরাণীকে ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে পারো কিনা। কমান্ডারের কেবিনে নিয়ে যেতে হবে ওকে, ব্যক্তিগত দুটো প্রশ্ন আছে আমার।" রুডির দিকে ফিরলো ও। "চলো, রেডিও রুমে যাই।"

"এক মিনিট," বাধা দিলো অ্যাল। "টেরিকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলছো, কিন্তু ওরা যদি বাধা দেয়? ওদের সাথে আমি একা পারবো? মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে না?"

"তেমন বিপদ দেখলে তোমার সাথে তো পিস্তল আছেই, ওটা দেখিয়ে কাজ উদ্ধার করবে," ঠাট্টা করে বললো পিট। "দেখো, সেফটি ক্যাচ-অপ করতে ভুলো না যেনো আবার!"

সদ্য ডাঙায় তোলা মাছের মতো মুখটা হা হয়ে গেলো জিওর্দিনোর। কিন্তু সে কিছু বলার আগে কমান্ডারকে নিয়ে মেসরুম থেকে বেরিয়ে গেলো পিট।

বিজ্ঞানী ড. নাইট বায়রনের মতো রেডিও অপারেটরও একজন নিগ্রো। ওদেরকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকালো সে। "এটা আপনার, স্যার। এই মাত্র এলো।" মেসেজটা কমান্ডারের হাতে ধরিয়ে দিলো সে।

নিঃশব্দে পড়লো রুডি গান, গম্ভীর হয়ে উঠলো চেহারা। ডার্কের দিকে তাকালো একবার। বললো, "পড়ছি শোনো। টু কমান্ডার রুডি গান, অফিসার কমান্ডিং নুমা শিপ ফার্স্ট এটেম্পট্। কি ছাই করছো তুমি ওখানে? তোমাকে আমি ঈজিয়ানে পাঠিয়েছি সিলাইফ স্টাডি করার জন্যে, পুলিশ-পুলিশ ডাকাত-ডাকাত খেলার জন্যে নয়। তোমাকে নির্দেশ দেয়া হলো, ডার্ক পিটকে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় ইন্টারপোলকে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা করবে তুমি, কিন্তু সরাসরি পুলিশি ভূমিকা নেবে না। আর ওই ছাই একটা টিজার না নিয়ে ফিরো না। অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকার, নুমা, ওয়াশিংটন।"

"অ্যাডমিরালের মেজাজ ভালোই আছে বলতে হবে," মন্তব্য করলো পিট। "মাত্র দু'বার 'ছাই' ব্যবহার করেছেন তিনি।"

"আচ্ছা, বলো তো," অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে, অভিযোগের সুরে বললো রুডি গান, "তোমাকে বা ইন্টারপোলকে কিভাবে আমি সাহায্য করতে পারি?"

"ইন্টারপোলের কথা বলতে পারি না, তবে আমাকে তুমি সাহায্য করতে পারো। কিভাবে বলছি। তার আগে ছোট্ট একটা ভূমিকা। তা না হলে সমস্যাটার গুরুত্ব তুমি বুঝতে পারবে না।" একমুহূর্ত চিন্তা ক'রে কথাগুলো গুছিয়ে নিলো পিট।

তারপর বললো, "ফন টিলকে আটক করার একটা সুযোগ বোধহয় পেয়েছি আমি। কিন্তু চালে যদি একটু ভুল ক'রে ফেলি, ফাঁদ কেটে পালাবে সে। যাতে পালাতে না পারে, তার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ যোগাড় করা দরকার। আর তা যোগাড় করতে হলে তোমাকে খানিকটা ঝুঁকি নিতে হতে পারে। কমান্ডারের সহযোগিতা দরকার ডার্কের, কিন্তু জানে সহজে সেটা আদায় করা যাবে না। সেজন্যেই ভেবেচিন্তে কথা বলছে ও। ক্ষতির তুলনায় ঝুঁকিটা কিছুই নয়..."

"ক্ষতি?"

"ফন টিলের জাহাজে একশো ত্রিশ টন হেরোইন রয়েছে, শিকাগোর পথে রয়েছে সেটা," বললো পিট। "ওই পরিমাণ হেরোইন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানডার গোটা পপুলেশনকে মাতাল ক'রে দেবার জন্যে যথেষ্ট।"

"বলো কি!" উদ্বেগ ফুটে উঠলো রুডির চোখে। কিন্তু তা মাত্র মুহূর্তের জন্যে তারপরই নির্লিপ্ত দেখালো তাকে। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে দাগ আছে কিনা পরীক্ষা করতে শুরু করলো। নেই দেখে আবার পরলো সেটা। বললো, "হ্যা অনেক হেরোইন। কিন্তু কথাটা কাল রাতে আমাকে বলো নি কেন, মেয়েটাকে যখন নিয়ে এলে?"

"কাউকে কিছু বলার আগে আরো প্রশ্নের উত্তর দরকার ছিলো আমার। সব প্রশ্নের উত্তর এখনও আমি পাই নি। কিন্তু হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ্য করে আমার ধারণা হয়েছে গোটা সমস্যার সমাধান পেতে খুব বেশি সময় লাগবে না যদি একটা ঝুঁকি নিই আমরা।"

"কি যে তুমি আশা করছো আমার কাছ থেকে তা কিন্তু এখনও আমি..."

রুডি গানকে থামিয়ে দিয়ে বললো পিট, "এটা একটা আন্ডারওয়াটার মোবাইল। স্কুবা গিয়ার এবং পানিতে ব্যবহার করা যায় এমন কিছু অস্ত্রসহ তোমার জাহাজের সব ক'টা সমর্থ লোককে দরকার হবে আমার। ডাইভিং নাইফ, স্পিয়ার গান, এই ধরনের যা কিছু আছে..."

"কেউ আহত হবে না, গ্যারান্টি দিতে পারো?" গম্ভীর সুরে জানতে চাইলো রুডি গান।

"না, পারি না।"

ঝাড়া দশ সেকেন্ড ডার্কের দিকে তাকিয়ে থাকলো কমান্ডার, চেহারায় কোনোরকম ভাব নেই। তারপর বললো, "এই রকম একটা সিরয়াস ঝুঁকি কিভাবে তুমি নিতে বলো আমাকে? আমার জাহাজে যারা রয়েছে বেশিরভাগই বিজ্ঞানী, কমান্ডো নয়। সালিনোমিটার, মাইক্রোস্কোপ দাও, যাদুর মতো কাজ দেখাতে পারবে ওরা, কিন্তু মানুষের বুকে ছুরি মারতে বললে কেঁপেই অস্থির হবে।"

"ক্রুরা?"

"নীতিগতভাবে সবাই তোমার দলে থাকতে চাইবে, কিন্তু আর সব প্রফেশনাল সি-মেনদের মতো এরাও সারফেসের নিচে লুকোচুরি খেলতে পছন্দ করে না।" একটু বিরতি নিয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়লো রুডি গান। "দুঃখিত, পিট। বড় বেশি আশা ক'রে ফেলেছো তুমি।"

"ঠাণ্ডা মাথায় আরেকবার ভেবে দেখো ব্যাপারটা," বললো পিট। "পানির নিচে ওদেরকে যুদ্ধ করতে হবে, তা আমি বলি নি। বিপদ ঘটতে পারে, তা ঠিক আবার নাও ঘটতে পারে। ঘটতে পারে মনে করে আমরা তৈরি হয়ে নামতে চাই।"

"জানতে পারি, প্রফেশনালদের সাহায্য নিচ্ছো না কেন?"

"ডুব দিতে পারে এমন প্রফেশনাল এখানে পাবো কোথায়? তাছাড়া আর যাদের সাহায্য পেতে পারতাম তারা কোনো কোনো ব্যাপারে আমার সাথে একমত হতে পারে নি, কাজেই তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার প্রশ্নই ওঠে না।"

চুপ করে থাকলো কমান্ডার, কিন্তু মাঝে মধ্যে আপন মনে মাথা নাড়াটা থামালো না।

আবার বললো পিট, "এখনও পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে রয়েছে জাহাজটা। এমন একটা কার্গো বইছে, যেটা আণবিক বোমার চেয়ে কম মারাত্মক নয়। তোমার দেশেই যাচ্ছে ওটা। যদি পৌঁছুতে পারে, তোমার নাতি-ভাতিজিরও কালচারাল শকওয়েভের ধাক্কায় খাবি খাবে। ভেবে দেখেছো?"

"কিছু যদি মনে না করো, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবো?" থম থমে গলায় জানতে চাইলো রুডি গান।

"নির্দ্বিধায়।"

"তোমার এতো মাথাব্যথার কারণ কি?"

উত্তরটা যেনো মুখে যোগানই ছিলো ডার্কের, বললো, "কারণ ফার্স্ট এটেম্পট্-এ স্যাবোটাজের যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলো বন্ধ করার জন্য পাঠানো হয়েছে আমাকে, ছয় সংখ্যার ফি দিয়ে। তদন্ত করতে এসে দেখি, এর সাথে ফন টিল জড়িত। তারপর দেখি, দুনিয়ার সেরা স্মাগলারদের একজন সে। আগে থেকেই জানা আছে, শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয় চোরা পথে এশিয়াতেও পাচার হয় হেরোইন। কে জানে, ফন টিলের এই চালানের একটা অংশ হয়তো বাংলাদেশে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। যদি তাই হয়, সেটা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে আমাদের যুবসম্প্রদায়কে আশা করি আমার মাথাব্যথার কারণটা বুঝতে পেরেছো এবার?"

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আরেকটা প্রশ্ন করলো কমান্ডার রুডি গান, "আমাদের নারকোটিক ব্যুরো আর কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট কি করছে?"

"ওরা শিকাগোয় ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করবে," বললো পিট। "সব যদি ভালোয় ভালোয় ঘটে, হেরোইন এবং স্মাগলারের দলকে আটক করবে ওরা। সেই সাথে ধরা পড়বে বেআইনী ড্রাগের মোট বিক্রেতাদের প্রায় অর্ধেক। কিন্তু আগেই বলেছি, সব যদি ভালোয় ভালোয় ঘটে, তবেই।"

"তাহলে সমস্যা কোথায়? থাসোসে বসে তোমার তো কিছুই করার নেই। পানিতে ডুব দিতে চাইছো কেন?"

"কারণ জানি, গত কয়েক যুগ ধরে নারকোটিক ব্যুরো আর কাস্টমসকে যেভাবে ফাঁকি দিয়ে আসছে ফন টিল, এবারও সেভাবেই ফাঁকি দেবে সে। তার জাহাজ কুইন আর্টেমেসিয়ায় এক কনা হেরোইনও পাবে না ওরা। আইন বলে, যুক্তরাষ্ট্রের কন্টিনেন্টাল শেলফে না পৌঁছুনো পর্যন্ত মাঝপথে কোথাও তাকে থামানো যাবে না। তার মানে তিন হপ্তা পৌঁছুবে জাহাজ। ইতিমধ্যে ফন টিল. টের পেয়ো যাবে ইন্টারপোল তার পিছনে লেগেছে। তার জাহজের হোল্ডে

হেরোইন নেই, তবে জাহাজের সাথে আছে। ইন্টারপোল পিছু লেগেছে জানার পর সে কি করবে ব'লে মনে করো তুমি?"

চুপ করে থাকলো রুডি গান।

"দুটো রাস্তা খোলা থাকবে তার সামনে," বললো পিট। "হয় শেষ মুহূর্তে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে নেবে, না হয় সমস্ত হেরোইন ফেলে দেবে আটলান্টিকে। মাথার চুল ছেড়া ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না নারকোটিক ব্যুরো আর কাস্টমস ডিপার্টমেন্টের। বুঝতে পেরেছো?" একটু বিরতি নিলো পিট, তারপর বললো, "এখন একমাত্র নিরাপদ উপায় হলো, জাহাটাকে এক্ষুনি থামানো। মেডিটেরেনিয়ান ছেড়ে যাবার আগেই।"

"কিন্তু তুমিই তো বললে, আইনের বাধা আছে, থামানো সম্ভব নয়।"

"একভাবে সম্ভব," শান্তভাবে বললো পিট। "সকালের মধ্যে ফন টিল আর মিনার্ভা লাইন্সের বিরুদ্ধে যদি নিরেট কোনো প্রমাণ যোগাড় করা যায়।"

মাথা নাড়লো কমানডার। "সেক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক জলসীমায় একটা জাহাজের ওপর চড়াও হওয়া, বিশেষ করে একটা বন্ধুদেশে রেজিস্টার করা জাহাজে চড়াও হওয়া অত্যন্ত ঝুকির ব্যাপার। রাজনৈতিক ঝুট ঝামেলায় পড়তে হবে। সাহায্য করার জন্যে কোনো দেশ এগোবে ব'লে আমি মনে করি না।"

"মাঝসাগরে থামাবার দরকার নেই," বললো পিট। "ফুয়েলের জন্যে মার্সেই'তে থামছে । দ্রুত কাজ সারতে হবে ইন্টারপোলকে। প্রয়োজনীয় প্রমাণ হাতে পেয়ে তারা যদি তাড়াতাড়ি পেপার-ওয়ার্ক সেরে ফেলতে পারে, বন্দরে থাকতেই জাহাজটাকে আটক করা সম্ভব।"

দরজার গায়ে হেলান দিলো কমান্ডার। "মোটকথা প্রমাণ যোগাড় করার আশায় আমার লোকগুলোকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চাও তুমি, এই তো?"

"বিকল্প কোনো উপায় থাকলে তোমার কাছ থেকে এই সাহায্য আমি চাইতাম না, রুডি গান।"

"কে বললো, বিকল্প উপায় নেই? মেইনল্যান্ড থেকে ডাইভার যোগাড় করা এমন কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। এটা একটা সার্চ অপারেশন, ইন্টারপোল অথবা স্থানীয় পুলিশের সাহায্যও নিতে পারো তুমি।"

চিন্তায় পড়ে গেলো পিট। বুঝলো, রুডি গানকে সহজে রাজি করানো যাবে না। তাকে রাজি করাতে হলে সব কথা খুলে বলতে হবে, বলতে হবে নাটকীয় আবেদনের সাহায্যে। চট করে রেডিও অপারেটরের দিকে একবার তাকালো ও, তারপর নিচু গলায় বললো, "তোমার কোনো ধারণা আছে, ব্র্যাডি ফিল্ডে কেন হামলা চালানো হয়েছিলো?"

"তু। ।র্স্ট এটেম্পট্‌কে থাসোস থেকে সরাবার জন্যে,

"হ্যা। কিন্তু থাসোস থেকে ফার্স্ট এটেম্পট্‌কে সরিয়ে কি লাভ ফনের?"

"তুমিই জানো!"

"জানি," দৃঢ় সুরে বললো পিট। "শোনো তাহলে।" একটু দম নিয়ে শুরু করলো ও, "ফন টিলের গোটা স্মাগলিং অপরেশন টিকে আছে একটা সাবমেরিন ঘাঁটির ওপর। তার সাবমেরিনের সংখ্যা একটা নাকি দশটা তা এখনও আমরা জানি না। এবারের এই হেরোইনের চালানটাই তার সবচেয়ে বড় চালান, এ থেকে প্রায় তিনশো মিলিয়ন ডলার রোজগার করবে সে। তার প্ল্যানটা চমৎকার, সামনে কোনো বাধাই নেই। একদিন জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেলো, মাত্র দুই মাইল দূরে একটা ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ শিপ নোঙর ফেলেছে। খোঁজ নিয়ে যখন জানলো তোমরা আদি যুগের একটা মাছ ধরার জন্যে পানি তোলপাড় করছো, ভয়ে কলেজে শুকিয়ে গেলো তার। কারণ, তোমাদের যে কোনো একজন ডাইভার পানির নিচে ডুব দিয়ে মাছের খোঁজ করার সময় তার গোপন ঘাঁটির দেখা পেয়ে যেতে পারে। সাবমেরিন ঘাঁটি আবিষ্কার হওয়া মানে সেই সাথে তার স্মাগলিঙের পদ্ধতিও জানাজানি হয়ে যাওয়া। কাজেই, মরিয়া হয়ে উঠলো ফন টিল।"

পকেট হাতড়ে ধূমপানের উপকরণ খুঁজলো কমান্ডার, না পেয়ে বেজার হয়ে উঠলো চেহারা।

"ফার্স্ট এটেম্পট্‌কে পানি থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে, সে উপায় তার ছিলো না," বলে চললো পিট। "কারণ তাহলে পানির নিচে ফুল স্কেল ইনভেস্টিগেশন চালানো হবে। কাজেই ব্র্যাডি ফিল্ডে হামলা চালাতে হলো তাকে, এই আশায় যে বিপদ হতে পারে ভেবে কর্নেল লুইস তোমাকে থাসোস ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেবে। কিন্তু ব্র্যাডি ফিল্ডে হামলা চালিয়েও যখন কোনো কাজ হলো না, অগত্যা সরাসরি ফার্স্ট এটেম্পট্-এর ওপর আঘাত করার জন্যে আবার অ্যালব্যাট্রসকে পাঠালো সে।"

"ঠিক বুঝছি না," বললো রুডি গান। "তবে তোমার কথায় যুক্তি আছে, খাপে খাপে মিলেও যাচ্ছে। শুধু সাবমেরিনের ব্যাপারটা ছাড়া। একজন সিভিলিয়ান সাবমেরিন পাবে কোত্থেকে? ওটা তো আর খোলা বাজারে বিক্রি হয় না।"

"হয় না," সায় দিয়ে বললো পিট। "কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শ্যালো ওয়াটারে যেগুলো ডুবে গেছে সেগুলো উদ্ধার করা যায়।"

"ইন্টারেস্টিং।"

উৎসাহের সাথে আবার বললো পিট, "কাজটা প্রফেশনাল ডাইভারদের। কিন্তু একটা টিম তৈরি করতে যথেষ্ট সময় দরকার, ইন্টারপোলের অতোটা সময় পাওয়া যাবে না। কথাটা পুরো নয়, অর্ধেক সত্যি। যা করার এখনই করতে হবে। এই মুহূর্তে মেডিটেরেনিয়ানে শুধু তোমার হাতেই রয়েছে দক্ষ ডাইভার আর উপযুক্ত ইকুইপমেন্ট।"

"হু," গম্ভীর সুরে বললো রুডি গান।

"ফন টিলের ভিলার নিচে, সাগরের খানিকটা খুঁজে দেখতে চাই আমি। হয়তো মিশে আশা করছি, কিছুই পাবো না। আবার জাহাজটাকে মার্সেই'তে থামাবার জন্যে ফন টিলের বিরুদ্ধে যথেষ্ট এভিডেন্স পেয়েও যেতে পারি। পাই বা না পাই, চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে আমাদের।"

কিছু বললো না রুডি গান। চেহারায় গভীর চিন্তা আর মনোনিবেশের ছাপ ফুটে উঠলো।

"হলুদ অ্যালব্যাট্রসের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি?" জানতে চাইলো পিট। "পানিতে ডুব দিতে পারলে আমরা হয়তো সেটাকেও পেয়ে যেতে পারি।"

ডার্কের দিকে তাকালো রুডি গান। মনে মনে ভাবলো, এমন মানুষ দেখি নি আর, কোনোমতে আশা ছাড়ে না! "ঠিক আছে, সাহায্য করবো। জানি, আমার কোর্ট মার্শালের সময় নিজের মাথার চুল ছিঁড়বো আর অভিশাপ দেবো তোমাকে, কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার মতো একজন নাছোড়বান্দাকে এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে, কোর্ট মার্শাল হলে একটা হৈ-চৈ পড়ে যাবে, খবরের কাগজে আমার নাম ছাপা হবে, এইটুকুই সান্ত্বনা!"

"সে ভাগ্য করে আসো নি তুমি," হেসে উঠে বললো পিট। "কিভাবে কি করলে তোমার কোর্ট মার্শাল হবে না, বলে দিচ্ছি। যাই ঘটুক না কেন, তুমি বলবে—ক্লিফের নিচে একটা শেলফ থেকে মেরিন স্পেসিমেন যোগাড় করার জন্যে ডাইভার নামিয়েছিলে তুমি। যদি কোনো অস্বস্তিকর অঘটন ঘটেই, বলবে, ওটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র।"

"ওয়াশিংটন বিশ্বাস করলেই হয়।"

"মেসেজে অ্যাডমিরাল কি বলেছেন, এরই মধ্যে ভুলে গেছো?"

"না, ভুলি নি। ডার্ক পিটকে সাহায্য করতে হবে।"

"ঠিক তাই করতে যাচ্ছো তুমি, কাজেই দুশ্চিন্তার কিছু নেই তোমার।"

পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে মুখ মুছলো কমান্ডার। "এখান থেকে কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

"কোথাও যাবার দরকার নেই তোমার। টিমটা তৈরি ক'রে ফেলো। বিকেলের মধ্যে সব ইকুইপমেন্ট ফ্যানটেইলে জড়ো করো। টিমের সাথে সময় মতো কথা বলবো আমি।"

হাতঘড়ি দেখলো কমান্ডার। "ন'টা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডাইভ দেবার জন্যে তৈরি করতে পারি ওদেরকে। তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বলছো কেন?"

"ঘুম বাক পড়েছে, এই তিন ঘণ্টায় সেটা আদায় ক'রে নিতে চাই," মৃদু হেসে বললো পিট। "সারফেসের ষাট ফুট নিচে নেমে ঢুলতে চাই না।"

"ভালো কথা, আমার একটা উপকার করো দেখি।"

"বলো?" চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো পিট।

"যতো তাড়াতাড়ি পারো মেয়েটাকে তীরে পাঠিয়ে দাও। তা না হলে আমার ক্রু আর বিজ্ঞানীদের চরিত্র ঠিক রাখা যাবে না।" কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটে উঠলো রুডির চেহারায়। "আমার নিজের কথাটা না হয় নাই বললাম!"

"ডাইভ থেকে ফিরে আসার আগে নয়," বললো পিট। "যতোক্ষণ জাহাজে আছে, ওর ওপর নজর রাখার লোক পাবো আমরা।"

"ওর ওপর নজর...মেয়েটা কে, পিট?"

"যদি বলি ফন টিলের ভাতিজি, বিশ্বাস করবে?"

"হোয়াট!" থ হয়ে গেলো রুডি গান।

"তোমার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই," আশ্বাস দিয়ে বললো পিট। "ও যে এখানে আছে ফন টিল এখনও তা জানে না।"

আকাশের দিকে চোখ তুলে বিড়বিড় ক'রে বললো রুডি গান, "কৃপা করো, যিশু!" বলে রেডিও রুম থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

ফাঁকা দরজা-পথ দিয়ে দূরে সাগরের বুকে তাকালো পিট। নীল পানিতে তুমুল ঢেউ উঠেছে। না তাকিয়েও বুঝতে পারলো ও, পিছনে নিজের সেটের ওপর ঝুঁকে ট্রান্সমিট করছে রেডিও অপারেটর। ক্লান্ত লাগলো ওর। ইচ্ছে হলো এখানেই কোথাও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

"মাফ করবেন, স্যার," পিছন থেকে বললো রেডিও অপারেটর। "এগুলো আপনার কমিউনিকেশন।"

একটু ঘুরে নিঃশব্দে হাত বাড়ালো পিট।

"এটা ছ'টার সময় এসেছে, মিউনিখ থেকে," বললো অপারেটর। "বাকি দুটো এসেছে সাতটায়, বার্লিন থেকে।"

"ধন্যবাদ। আর কিছু?"

"আর এই শেষটা, স্যার...এর ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। কলসাইন নেই, রিপিট নেই, সাইন অফ নেই—শুধু মেসেজ।"

মেসেজগুলো নিলো পিট। সবচেয়ে ওপরের কাগজে চোখ বুলালো। ধীরে ধীরে গম্ভীর একটু হাসি ফুটলো ওর ঠোঁটে। মেসেজটা হুবহু এই রকম *মেজর ডার্ক পিট, নুমা শিপ ফার্স্ট এটেম্পট্। ওয়ান আওয়ার ডাউন, নাইন টু গো। এইচ, জেড।*

"এনি...এনি রিপ্লাই, মেজর?" বলেই আঁতকে ওঠার মতো ক্ষীণ শব্দ করলো রেডিও অপারেটর।

"কি ব্যাপার?" দ্রুত জানতে চাইলো পিট। "তুমি অসুস্থ নাকি?"

"হ্যা...মানে, সকাল থেকে শরীরটা ভালো নেই, স্যার। বোধহয় ফ্লু," পেটটা খামচে ধরে মুখ বিকৃত করলো সে, "সেই সাথে পেট ব্যথা।"

"ডাক্তারকে দেখিয়ে ঠিক করে নাও," বললো পিট। "আগামী চব্বিশ ঘণ্টা রেডিওতে ভালো একজন লোক দরকার আমার।"

জোর করে একটু হাসলো অপারেটর। "হঠাৎ যদি মারা না যাই, আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন, মেজর।"

রেডিও রুম থেকে বেরিয়ে জাহাজের ডাক্তারকে খুঁজে বের করলো পিট, তাকে অপারেটরের কথা জানিয়ে ঢুকলো কমান্ডারের কেবিনে।

সব পর্দা ফেলা, ভেতরটা অন্ধকার মতো। ভেন্টিলেটর দিয়ে ঢুকে কেবিনটাকে ঠাণ্ডা করে রেখেছে বাতাস। ডেস্কের ওপর আবছা একটা মূর্তিকে বসে থাকতে দেখলো ও। টেরি। ভাঁজ করা একটা হাঁটুর ওপর থুতনি রেখেছে সে। দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে তাকালো।

"এতো দেরি করলে যে?" জানতে চাইলো সে।

"কাজ ছিলো," ঠাণ্ডা সুরে বললো পিট।

"কিন্তু কথা তো এই রকম ছিলো না!" তীক্ষ্ণ শোনালো টেরির গলা। "অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলেছিলে, কোথায় সেই অ্যাডভেঞ্চার? তোমাকে কাছে পাওয়াই মুশকিল, ফুড়ুৎ করে শুধু উড়ে বেড়াচ্ছো।"

একটা চেয়ার টেনে বসলো পিট। "কর্তব্যের ডাক পড়লে সাড়া দিতে হয়। সাথে সাথে প্রসঙ্গ বদল করলো ও। শীরের কিছুটা কাপড়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। "পেলে কোথায়?"

"লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা আমার নতুন বয়-ফ্রেন্ড মেজর ডার্কেরই করা উচিত ছিলো," বিদ্রুপের সুরে বললো টেরি। "কিন্তু সে যখন ব্যর্থ হলো, তখন বাধ্য হয়েই মাথার বালিশের সাহায্য নিতে হলো আমাকে।"

"মানে?"

"বালিশের কাভারটা পছন্দ হয়ে গেলো আমার," হাসতে হাসতে বললো টেরি। "চমৎকার ছিট। সুঁই-সুতো নেই, কাজেই গিট বেঁধে বুকে আর হিপে জড়িয়ে নিলাম।"

আবছা অন্ধকার সয়ে এলো চোখে, টেরির অনাবৃত শরীর থেকে চোখ সরিয়ে রাখা সমস্যা হয়ে দেখা দিলো ডার্কের জন্যে। চেহারায় একটু কাঠিন্য ফুটিয়ে তুলে বললো ও, "তোমার সাথে সিরিয়াস একটা আলাপ আছে আমার।"

কয়েক সেকেন্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো টেরি। কিছু বলতে গেলো, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিলো নিজেকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, "কেমন যেনো রহস্য আছে তোমার আচরণে।"

"আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও।"

"বলো।"

"তোমার চাচার স্মাগলিং অপরেশন সম্পর্কে কি জানো তুমি?"

বিস্ফারিত হলো টেরির চোখ। "তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।"

ডার্কের চেহারা আরো কঠিন হলো। "আমার ধারণা পারছো।"

"তুমি পাগল হলে নাকি?" বিস্মিত কণ্ঠে বললো টেরি। "আমার চাচা একটা শিপিং লাইন্সের মালিক। তার মতো একজন ধনী, মর্যাদাবান মানুষ চোরাচালানের মতো নোংরা কাজে জড়াবে কেন?"

"আর সবার কাছে যা নোংরা তোমার চাচার কাছে তা নোংরা নয়। একটা জিনিসই চায় সে, তা হলো—আরো টাকা। এই টাকার জন্যে করতে পারে না এমন কোনো কাজ নেই।"

হতভম্ব চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকলো টেরি।

"তুমি থাসোসে আসার আগে শেষ বার কবে ফন টিলকে দেখেছো?"

"থাসোসে আসার আগে শেষবার...সে একেবারে ছোটো বেলায়," বললো টেরি। "হঠাৎ ঝড়ের মধ্যে পড়ে শেষবার...সে একেবারে ছোটো বেলায়," বললো টেরি। হঠাৎ ঝড়ের মধ্যে পড়ে সেইলবোট উল্টে যাওয়ায় আইল অব ম্যানে আমার মা-বাবা ডুবে মারা যায়। চাচা তখন ওদের সাথেই থাকতো। আমিও। চাচাই আমাকে বাঁচায়। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে চাচা আমার সাংঘাতিক কেয়ার নিতে শুরু করে। সবচেয়ে ভালো বোর্ডিং স্কুলে পাঠায়। যখন যতো টাকা দরকার চেয়েছি, দিয়েছে। আমার বার্থ-ডের কথা কখনও ভোলে নি।"

"তোমার আপন চাচা হয় ফন টিল?"

"আসলে আমার দাদীর ভাই, সেই সূত্রে আমার চাচা। কিন্তু তোমার এসব কথার মানে...."

"আমার আরো প্রশ্ন আছে," টেরিকে বাধা দিয়ে বললো পিট। "সেই ছোটো বেলায় দেখেছো, তারপর এই দেখা হলো, তাই না?"

"হ্যা।"

"কেন? মাঝখানের লম্বা সময়টা দেখা হয় নি কেন?"

"লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম আমি," বললো টেরি। "তাছাড়া যতো বারই থাসোসে আসতে চেয়েছি, ততোবারই চিঠি লিখে চাচা জানিয়েছে, সে এখন সাংঘাতিক ব্যস্ত, ব্যবসা নিয়ে মহা ঝামেলায় আছে, পরে এক সময় নিজেই ডেকে পাঠাবে। কিন্তু পড়াশোনা শেষ ক'রে আমি ধৈর্য ধরতে পারি নি।" ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেলো টেরির ঠোঁটে। "কিছু না জানিয়ে, কোনো খবর না দিয়ে, সোজা চলে এসেছি থাসোসে।"

"ওর অতীত সম্পর্কে কি জানো তুমি?"

"কি ক'রে জানবো!" অবাক দেখালো টেরিকে। "নিজের ব্যাপারে আলাপ করলে তো! কিন্তু আমি জানি, চাচা স্মাগলার নয়।"

টেরি যে মিথ্যে কথা বলছে সে-ব্যাপারে ডার্কের মনে কোনো সন্দেহ নেই। মেয়েটাকে ব্যথা দিতে খারাপ লাগলো ওর, কিন্তু রূঢ় সত্যি কথাগুলো না বলে ও পারলো না। "তোমার চাচা একটা শয়তান। এই যে আজ দেখছো মাল্টি-মিলিওনিয়ার হয়ে বসে আছে, এর জন্যে ক'হাজার লোককে খুন করেছে সে তা একমাত্র খোদাই জানে। তার সাথে গলা পর্যন্ত তুমিও ডুবে আছো, টেরি। গত বিশ বছরে যে ক'টা ডলার খরচ করেছো, সবগুলো রক্ত-মাখা। তার মধ্যে কিছু ডলার শুধু রক্ত নয়, অবোধ শিশু আর অবলা মেয়েদের চোখের পানিতেও ভেজা।"

লাফ দিয়ে ডেস্ক থেকে নেমে দু'কোমরে হাত রাখলো টেরি। "এই গাঁজাখুরি গল্প তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো? বিংশ শতাব্দীতে এ ধরণের ঘটনা ঘটে না। তুমি মিথ্যে কথা বলছো। সব বানানো।"

এতোক্ষনে সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেছে সে। ডার্কের বিশ্বাস, চমৎকার অভিনয় করছে টেরি। "মিথ্যে কথা বলা স্বভাব নয় আমার।"

"বলেছি আমি কিছু জানি না, সেটাই সত্যি।"

"কিছুই জানো না? ভিলায় আমাকে খুন করার মতলব করেছিলো ফন টিল, তুমি জানতে না? টেরেসে বসে চমৎকার অভিনয় করলে চোখে টলমল ক'রে

উঠলো পানি। "স্বীকার করছি, বোকা বানাতে পেরেছিলে! কিন্তু খুব বেশি সময়ের জন্যে নয়। জানতে পারি, কোত্থেকে শিখেছো অভিনয়টা?"

"পিট, শুধু শুধু প্রলাপ বকছো তুমি। বিশ্বাস করো..."

মাথা নাড়লো পিট। "কিন্তু তোমার আচরণ ঠিক উল্টো কথা বলে। টানেল থেকে বেরুবার সময় টুরিস্ট গাইড আমাদেরকে যখন গ্রেফতার করলো তখনই তুমি ধরা পড়ে গেছো। আমাকে দেখে তুমি যে শুধু অবাক হয়েছিলে তাই নয়, প্রায় অক্ষত দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলে।"

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ডার্কের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো টেরি। ডার্কের একটা হাত ধরলো সে। "প্লিজ, প্লিজ...ওহ্ গড! পিট, বলো, কি করলে আমার কথা বিশ্বাস করবে তুমি...?"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো পিট। চোখ নামিয়ে দেখলো, মুখ তুলে ওর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টেরি।

"সত্যি কথা বলো, তাহলেই হবে," বললো পিট। ঢিলে হয়ে থাকা বুকের ব্যান্ডেজটা এক টানে খুলে ফেললো ও, টেরির কোলের ওপর ফেললো সেটা। "দেখেছো? তোমার ডিনারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে কতোটা লাভ হয়েছে আমার। তোমার প্রিয় চাচা তার কুকুরের খাবার হিসেবে টানেলে পাঠিয়েছিলো আমাকে।"

চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু হয়ে উঠলো টেরির। "পিট...মাথা ঘুরছে...শরীর খারাপ লাগছে আমার..."

ডার্কের ইচ্ছে হলো ঝুঁকে পড়ে বুকে তুলে নেয় ওকে, চোখ মুছিয়ে দিয়ে চুমো খায়, নরম গলায় বলে দুঃখিত—কিন্তু সেসব কিছু না করে চেহারাটা আরো কঠোর করে তোলার চেষ্টা করলো ও। "ন্যাকামি রাখো!" রূঢ় কণ্ঠে বললো ও। "ভেবেছো চোখে পানি দেখলেই গলে যাবো আমি?"

টেরির ঢুলু চোখ জোড়া হঠাৎ দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো। ডার্কের মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর ফিসফিস করে বললো, "ফন চাচার কথা বলছো, কিন্তু তুমি কি? শয়তান! পাষাণ! তুমি খুন হয়ে গেলে খুশিই হতাম আমি!"

টেরির দু'চোখে ঘৃণা ফুটে উঠতে দেখলো পিট, কিন্তু সেই সাথে মনে হলো, দৃষ্টিতে বিষাদের ছায়াও ডানা মেলেছে। "আমি না বলা পর্যন্ত এই জাহাজেই থাকছো তুমি।"

"আমাকে আটকে রাখার কোনো অধিকার নেই তোমার।"

"নেই, কিন্তু পারি। জাহাজের লোকেরা সবাই পাকা সাঁতারু, পালাবার চেষ্টা করলে ধরা পড়ে যাবে—কথাটা ভুলো না।"

"কি মনে করো নিজেকে, কদ্দিন আটকে রাখতে পারবে তুমি আমাকে?"

"আমার প্ল্যানটা যদি কাজে লেগে যায়, আজ বিকেলের মধ্যেই ঘাড় থেকে নামিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেবো তোমাকে।"

তীক্ষ্ণ হলো টেরির দৃষ্টি। "কিসের প্ল্যান?"

টেরির পটলচেরা চোখজোড়া অদ্ভুত এক মোহ বিস্তার করলো ডার্কের মনে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বললো ও। "আজ ভোরের একটু আগে তোমার চাচার একটা জাহাজে চড়েছিলাম আমি। কি পেয়েছি কল্পনাও করতে পারবে না তুমি।" বলেই টেরির দিকে তাকালো ও। কিন্তু মুখের ভাব দেখে বুঝলো না কিছুই।

"জাহাজ বলতে ফেরীতে চড়েছি বার কয়েক," বোকা বোকা দেখালো টেরিকে। "কি পেতে পারো আমার পক্ষে তা আন্দাজ করা সম্ভব নয়।"

পিছিয়ে এসে বাঙ্কের ওপর বসলো পিট। হেলান দিলো। মুখের সামনে হাত তুলে অলসভঙ্গিতে একটা হাই তুললো।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যখন দেখলো পিট কথা বলতে চাইছে না, জিজ্ঞেস করলো টেরি, "কি পেয়েছ?"

"মানে?"

"চাচার জাহাজ থেকে কি পেয়েছো তুমি?"

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হাসলো পিট। "মেয়েলী কৌতুহল, একবার জাগলে দমিয়ে রাখা কঠিন, তাই না? এতোই যখন জানতে চাইছো...একটা আন্ডারওয়াটার কেভের ম্যাপ পেয়েছি আমি।"

"কেভ?"

"হ্যা, কেভ। তোমার সাধু চাচা ওই গুহা থেকেই তো ব্যবসা চালায়।"

"এসব কথা আমাকে শোনাবার মানে কি?" টেরির চেহারায় আবার আহত ভাবটা ফিরে এলো। "এর আমি কিছুই বিশ্বাস করি না।"

সিলিঙের দিকে তাকালো পিট। "ওহ্ গড, ওর মাথায় অন্তত এইটুকু বুদ্ধি দাও যাতে বুঝতে পারে যে সব ফেঁসে গেছে!" টেরির চোখে চোখ রাখলো ও। "আমার ধারণা, এসব তোমার কাছে নতুন কোনো সত্য নয়। ইন্টাপোল, পুলিশ নারকোটিক ব্যুরো এদের সবার চোখে ধুলো দিতে পারে ফন টিল, কিন্তু তুমি তার সাথে এক বাড়িতে থেকে কিছুই জানো না এ হতে পারে না।"

"প্রলাপ বকছো..."

"তাই কি? আজ ভোর সাড়ে চারটের সময় তোমার চাচার জাহাজ কুইন আর্টেমেসিয়া ভিলার নিচে সাগরে নোঙর ফেলে। ওই জাহাজের সাথে হেরোইন ছিলো, সেটা তোমার অজানা থাকার কথা নয়। সবাই জানে!"

"জানতে পারে," মুখ কালো ক'রে বললো টেরি। "আমি জানি না।"

"বুঝলাম, তোমাকে স্বীকার করানো আমার কম্মো নয়। কিন্তু জেনে রাখো, কিছু না জানার ভান করে তোমার চাচার কোনো উপকারে লাগতে পারবে না তুমি। অ্যাদ্দিন যাদু দেখিয়েছে সে, কিন্তু তাকে বেকুব বানাবার মতো দু'একটা যাদু আমরাও এখন দেখাবো।"

কিছুক্ষণ ডার্কের মুখের দিকে চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকার পর মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইলো টেরি, "কি করতে চাও তুমি?"

"লোকজন নিয়ে পানিতে ডুব দেবো, যতোক্ষণ না কেভটা খুঁজে পাই। ভিলার ঠিক নিচে, ক্লিফ বেসের গোড়ায় থাকার কথা ওটার। ভেতরে ঢুকে ইকুইপমেন্ট আর এভিডেন্স যা কিছু পাই সিজ করবো, আটক করবো তোমার প্রিয় চাচাকে, তারপর পুলিশ ডাকবো।"

"তুমি পাগল হয়ে গেছো," অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বললো টেরি। "মরীচিকার পেছনে ছুটছো! কি ক'রে বোঝাবো, এসব কিছুই সত্যি নয়! প্লিজ, প্লিজ, পাগলামি বাদ দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করো..."

"কেঁদে ককিয়ে আমাকে বোকা বানাতে পারবে না, টেরি। তোমার চাচা আর তার টাকা, ধরে নাও সব হারিয়েছো তুমি। বেলা একটায় ডুব দিতে যাচ্ছি আমরা।" আবার একটা হাই তুললো পিট। "এখন যদি কিছুটা দয়া করো, একটু চোখ বুজতে পারি আমি।"

নিঃশব্দে কেঁদে ফেললো টেরি। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো সে। বেরিয়ে গেলো কমান্ডারের কেবিন থেকে। দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পেলো পিট।

মেয়েটা কি সত্যি কিছু জানে না? উঁহু তা কি করে হয়! হয়তো সবটা নয়, কিন্তু জানে। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো পিট।

অধ্যায় ১৬

প্রতি মুহূর্তে আকারে বড় হচ্ছে ঢেউগুলো। উঁচু হতে হতে সুন্দর ছোটোখাটো পাহাড় হয়ে উঠছে এক একটা। মাথায় গজাচ্ছে সাদা ফেনার ঝুঁটি। তারপর ঝুঁটিসহ মাথার দিকটা সাপের ফণার মতো বেঁকে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড পরপর এই আকৃতির বিশাল ঢেউ একের পর এক গুতো মারছে খাড়া নেমে আসা পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে, জোর আওয়াজ তুলে বিস্ফোরিত হচ্ছে। রোদে তাতানো বাতাস, দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঝিরঝির ক'রে বইছে। ঠিক এই দুপুর বেলা উন্মাদ সাগরে মহা-আলোড়নের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো ফার্স্ট এটেম্পট্।

শেষ মুহূর্তে হেলম ঘুরিয়ে পাথুরে ক্লিফ বেসের সমান্তরাল রেখায় কোর্স স্থির করলো কমান্ডার রুডি গান। ফ্যাদোমিটারের গ্রাফ পেপারের ওপর আসা-যাওয়া করছে কাঁটা, ঘন ঘন সেটার দিকে তাকালো সে। তার বাকি অর্ধেক মনোযোগ কেড়ে নিলো ফেনা রেখা, খুব বেশি হলে পঞ্চাশ গজ দূরে।

"কীল থেকে দশ ফ্যাদম নিচে বটম," বললো সে। শান্ত, সংযত কণ্ঠস্বর। চেহারায় উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই।

"ষাট ফুট?" অবাক দেখালো পিটকে। ফ্যাদোমিটার বা ফেনা-রেখার দিকে নয়, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে ও। "ক্লিফ বেস থেকে একশো গজ দূরেও নেই আমরা, অথচ এতো গভীরতা?"

হেলম থেকে একটা হাত তুলে মাথার নেভি ক্যাপটা নামালো রুডি গান, কপাল জুড়ে ফুটে থাকা মুক্তোর মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা গেলো। আউটার রিফ ফ্ এরিয়ায় এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।"

মাথা ঝাঁকিয়ে বললো পিট, "লক্ষণটা ভালো।"

"মানে?"

"সারফেস ডিটেকশন ছাড়াই নড়াচড়ার প্রচুর জায়গা পেতে পারে এখানে একটা সাবমেরিন।" খানিক পর মন্তব্য করলো কমান্ডার। "হয়তো, শুধু রাতে। দিনের বেলা চোখে পড়ে যাবার ভয় আছে। ওয়াটার ভিজিবিলিটি একশো ফুটের মতো। যে কোনো দিকে তাকায়, দেখতে পাবে তিনশো ফুট লম্বা একটা খোল হামাগুড়ি দিচ্ছে।"

"একই কথা একজন ডাইভার সম্পর্কেও," চিন্তিতভাবে বললো পিট। ঘাড় ফিরিয়ে ভিলার দিকে তাকালো ও। পাহাড়ের ওপর প্রকাণ্ড একটা দূর্গের মতো লাগলো দেখতে। না দেখতে পাবার কোনো কারণ নেই।

"জেনেশুনে ভয়ঙ্কর একটা ঝুঁকি নিয়েছো তুমি, পিট," ধীরে ধীরে বললো রুডি গান। "তোমার এই তৎপরতা ফন টিলের কাছে গোপন থাকবে না। আমার বিশ্বাস," ফার্স্ট এটেম্পট্ নোঙর তুলছে দেখে সেই যে চোখে বাইনোকুলার তুলেছে সে, এখনও নামায় নি।

"জানি," বিড়বিড় ক'রে বললো পিট। দৃশ্যটা এতো সুন্দর, কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেললো ও। প্রাচীন দ্বীপটাকে আদর-সোহগ দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে নীলচে-রূপালী ঈজিয়ান। মাঝ সাগরে নিঃসঙ্গ একটা দ্বীপ, তাকে ঘিরে ঢেউ, ফেনা আর স্রোতের মাতামাতি। ফেনার পাহাড় আছাড় খেয়ে ছড়িয়ে পড়ার আওয়াজকে ছাপিয়ে শোনা গেলো ফার্স্ট এটেম্পট্ ইঞ্জিনের একটানা, একঘেয়ে শব্দ। কদাচ মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলো দু'একটা সি গাল, সমস্ত আওয়াজকে ম্লান ক'রে দিলো তাদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। পাথুরে পাহাড়-প্রাচীরের মাথার কাছে, সবুজ ঢালে চরে বেড়াচ্ছে একদল গরু-ছাগল, খুদে সচল বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে ওগুলোকে। কাটো ক্লিফগুলোর মাঝখানে কিছু গুহা রয়েছে, ঝিনুক ছড়ানো মেঝেতে পড়ে আছে ভেসে আসা গাছের ডাল-পালা, শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

হঠাৎ খেয়াল হলো ডার্কের, শান্ত সমতল পানির সীমানা কাছে চলে আসছে, খুব বেশি হলে পোর্ট বো-র দিকে আর পৌনে এক মাইল দূরে। রুডির একটা কাঁধে হাত রাখলো ও অপর হাত তুলে দেখালো সেদিকটা।

"ওই যে, শান্ত পুকুর।"

মাথা ঝাঁকালো কমান্ডার। "হু। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর আবার বললো সে, "এই স্পিডে ওখানে পৌছুতে দশ মিনিট লাগবে। তোমার টিম রেডি তো?"

"রেডি। কি আশা করার আছে জানে ওরা। স্টারবোর্ড কেবিন ডেক বরাবর লাইনবন্দী দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি সবাইকে। ভিলা থেকে কেউ যদি তাকিয়েও থাকে, ওদেরকে দেখতে পাবে না।"

মাথায় আবার ক্যাপ পরলো কমান্ডার। "খোলের কাছ থেকে যতো বেশি দূরে সম্ভব পড়তে হবে ওদেরকে। লাফ দেবার আগে সবাইকে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিয়ো। প্রপেলারের সাথে একবার জড়িয়ে পড়লে হাড়-মাংসের টুকরো ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

"সবাই জানে, বলে দিতে হবে না। তুমিই বলেছো, ওরা সবাই দক্ষ ডাইভার।"

"তা ঠিক।" ডার্কের দিকে ফিরলো কমান্ডার। "আরো তিন মাইল শোর-লাইনের গা ঘেঁষে এগোবো আমি, তাতে ফন টিলকে একটা ভুল ধারণা পাইয়ে দেয়া যেতে পারে। অতোদূর এগোতে দেখে সে হয়তো ভাববে সাগরের নিচেটা চার্ট করার জন্যে এটা আমাদের রুটিন সাউন্ডিং কোর্স।" অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো সে। "হয়তো মিছেই আশা করছি। হয়তো ফন টিল এরই মধ্যে আমাদের উদ্দেশ্য টের পেয়ে গেছে।"

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলো পিট। ঝুঁকিটা নিয়ে নিজেই কেমন একটু দ্বিধায় পড়ে গেছে ও। কি ভাবছে সে কথা বলে রুডির উদ্বেগ বাড়াতে চায় না। জানতে চাইলো, "কখন ফিরে আসছো তুমি?"

"ফেরার পথে এখানে সেখানে থামবো, তারপর এখানে পৌঁছুবো দুটো দশে। তার মানে সাবমেরিনটাকে খুঁজে বের ক'রে বেরিয়ে আসতে পঞ্চাশ মিনিট সময় পাবে তোমরা।" ব্রেস্ট পকেট থেকে একটা সিগার বের করে ধরালো কমান্ডার।

"তুমি আর সবাইকে নিয়ে জাহাজের অপেক্ষায় থাকবে, মনে আছে তো?"

সাথে সাথে উত্তর দিলো না পিট। তারপর ধীরে ধীরে হাসি ছড়িয়ে পড়লো ওর সারা মুখে।

অবাক দেখালো রুডি গানকে। "হাসির কিছু বলেছি কি?"

"তুমি আমাকে এক বুড়োর কথা মনে করিয়ে দিলে," বললো পিট। মেজর জেনারেল রাহাত খানের চেহারাটা ভেসে উঠলো ওর চোখের সামনে। "আমাকে কোথাও পাঠাতে হলে দুশ্চিন্তায় কাহিল হয়ে পড়ে। যদিও চেহারায় বা কথায় সেটার কোনো প্রকাশ থাকে না।"

"হেঁয়ালির সময় নয় এটা," গম্ভীর সুরে বললো রুডি গান। কয়েক সেকেন্ড চুপ ক'রে থাকার পর আবার বললো সে, "তোমরা যদি ফিরে না আসো, অন্তত জানি কোথায় খোঁজ করতে হবে।" ডার্কের দিকে ফিরলো সে। "নাও, তৈরি হও। ডাইভিং গিয়ারের ভেতর ঢোকো।"

হুইলহাউস থেকে স্টারবোর্ড কেবিন ডেকে নেমে এলো পিট। ওর নির্দেশের জন্যে পাঁচজন লোক অপেক্ষা করছে এখানে। বুদ্ধিমান, উৎসাহী লোক এরা। ডার্কের মতোই, শুধু কালো বিকিনি সুইম ট্রাঙ্ক পরে আছে সবাই। এয়ারট্যাংকের স্ট্র্যাপ বাঁধতে আর বৃদিং রেগুলেটর অ্যাডজাস্ট করতে ব্যস্ত সবাই। তারপর প্রত্যেকে যার যার ইকুইপমেন্ট রি চেক ক'রে নিলো।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সবচেয়ে কাছের ড্রাইভার ড. বায়রন নাইট, পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে তাকালো ডার্কের দিকে। "আপনার ডাইভিং গিয়ার রেডি ক'রে রেখেছি, মেজর। আশা করি সিঙ্গেল হোস রেগুলেটরই যথেষ্ট হবে। এই ট্রিপে নুমা আমাদেরকে জোড়া হোস ইসু করে নি।"

"সিঙ্গেলেই হবে," বললো পিট। পায়ে একজোড়া ফিন পরে নিলো ও, গোড়ালির ওপর স্ট্যাপ দিয়ে বেঁধে নিলো একটা ছুরি। মাস্কটা মাথায় আটকে রেখে স্নরকেল অ্যাডজাস্ট করলো। ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল টাইপ মাস্ক, দৃষ্টিসীমার রেঞ্জ একশো আশি ডিগ্রি। এরপর এয়ারট্যাংক আর রেগুলেটর। চল্লিশ পাউন্ড ওজনের ট্যাংক হারনেস নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে যাবে ও, এই সময় লোমশ দুটো হাত এক ঝটকায় সেটাকে ওর পিঠের উপর তুলে ধরলো।

"আমি থাকতে তুমি কেন এতো কষ্ট করতে যাবে?" এক গাল হেসে বললো অ্যাল।

"ভাবছিলাম কোথাও পড়ে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছো বোধহয়!"

"কি যে বলো! তোমাকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছি, ঘুম কি আসে!" নিচের পানির দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলো অ্যাল। "আরে, একবারে কাঁচের মতো!"

"হ্যা।" ছয় ফুটি পোল স্পিয়ারের কাঁটা লাগানো প্রান্তটা খাপ-মুক্ত করে বাঁটের দিকে ফিট করা রাবার স্লিঙের ইলাস্টিসিট পরীক্ষা করলো পিট। "পড়া যা দিয়েছি, সব মুখস্থ করেছো তো?"

"সন্দেহ থাকলে ধরো, দেখো পারি কিনা!"

"তোমার আত্মবিশ্বাস দেখে আমি সন্তুষ্ট।"

"কিন্তু তোমার সাথে আমি যেতে পারছি না বলে..."

"সেজন্যে মন খারাপ করো না বৎস!" বললো পিট। "এখানেও তোমাকে ব্যস্ত রাখার জন্যে অনেক কাজ পড়ে আছে।"

"ওসব ব্যাপারে মোটেও দুশ্চিন্তা করো না ওস্তাদ। সব দেখবো আমি। এনজয় ইওর সুইম অ্যান্ড ফান।"

দু'বার বাজলো জাহাজের বেল। "তার মানে," কমান্ডার পিটকে জানালো, "আর এক মিনিট বাকি আছে।" ফিন পরা পা নিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ছোটো একটা প্ল্যাটফর্মে চলে এলো পিট, খোলের কিনারা ছাড়িয়ে পানির ওপর খানিকটা ঝুলে আছে সেটা। আবার বেল বাজলেই আমরা ঝাঁপ দেবো।" আর কিছু বললো না পিট, কারণ কি করতে হবে সবার তা জানা আছে।

আরো একটু জোরে চেপে ধরলো ডাইভাররা তাদের স্পিয়ারগান, তাকালো পরস্পরের দিকে। সবার মনেই এক চিন্তা—যথেষ্ট দূরে পড়তে না পারলে

চিরকালের জন্যে প্রপেলারের কাছে একটা হাত বা পা জমা রাখতে হবে। ডার্কের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে প্ল্যাটফর্মের পিছনে সার বেঁধে দাঁড়ালো সবাই।

মাস্ক নামিয়ে চোখ ঢাকার আগে আরেকবার ওর সামনে দাঁড়ানো লোকগুলোকে ভালো ক'রে দেখে নিলো পিট। পানির নিচে প্রত্যেককে যাতে আলাদাভাবে চেনা যায় সেজন্যে ওদের শারীরক কাঠামো, আকৃতি ইত্যাদি গভীর মনোযোগের সাথে মনের পর্দায় টুকে রেখেছে সে। ওর সবচেয়ে কাছে রয়েছে কেন নাইট, জিওফিজিসিস্ট দলের একমাত্র সোনালী-চুলো। স্ট্যান টমাস, ছোটোখাটো পেটা শরীর জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার, তার ফিনের রঙ নীল। ডার্কের বিশ্বাস, ঘুসোঘুসি মারামারি ভালোই পারে সে। এরপর লাল দাড়ি লি স্পেন্সার, মেরিন বায়োলজিস্ট। গুস্তাভ হারসং ওদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা, ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি, মেরিন বায়োলজিস্ট। এরপর ওমর উডসন, দলের ক্যামেরাম্যান। স্পিয়ারগানের বদলে ফ্ল্যাশসহ থারটি ফাইভ এম এম ক্যামেরা নিয়েছে সে।

মাস্ক নামিয়ে চোখ ঢেকে নিলো পিট। পানির ওপর চোখ বুলালো আরেকবার। প্ল্যাটফর্মের নিচে দিয়ে আগের চেয়ে মন্থর গতিতে ছুটছে পানি। জাহাজের স্পিড কমিয়ে তিন ন'টে নামিয়ে এনেছে কমান্ডার। বো ছাড়িয়ে জাহাজের সামনে চলে গেলো ডার্কের দৃষ্টিতে। পানি গায়ে কোথাও কোনো চিহ্ন নেই, তবু চোখের দৃষ্টি স্থির রেখে বিশেষ একটা স্পট বেছে নিতে চেষ্টা করলো ও, এখন থেকে যে কোনো মুহূর্তে লাফ দিয়ে পড়বে সেখানে।

ঠিক এই সময় হুইলহাউসে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো ফ্যাদোমিটারের কাঁটা আর এবড়োথেবড়ো পাহাড়-প্রাচীরের দিকে তাকালো কমান্ডার রুডি গান। ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠলো তার একটা হাত, রেল লাইনটা হাতড়ালো, স্পর্শ পেয়ে মুঠোর ভেতর নিলো সেটা, অপেক্ষা করলো এক সেকেন্ড, তারপর খুব দ্রুত টান দিলো একবার। দুপুরের গরম বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো ধাতব আওয়াজটা, ফেনার ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে বাড়ি খেলো পাহাড়-প্রাচীরে, নিস্তেজ প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসতে শুরু করলো আবার জাহাজের দিকে।

পিট কিন্তু প্রতিধ্বনি ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো না। মাস্কটা এক হাত দিয়ে জায়গামতো ধরে রেখে, অপর হাতে পোল স্পিয়ার নিয়ে প্ল্যাটফর্ম থাকে সাগরে লাফ দিলো ও। মাথার ওপর সারফেস আবার জোড়া লাগার আগেই ফিন ছুড়তে শুরু করলো। পাঁচ সেকেন্ডে পনেরো ফুট এগোলো। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাতে জাহাজের খোলটাকে গাঢ় একটা ছায়ার মতো দেখতে পেলো, মাথার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। যতোটা কাছে, তার চেয়ে অনেক বেশি কাছে ব'লে মনে হলো ভয়ালদর্শন জোড়াপ্রপেলারকে।

বাকি সবাইও নিরাপদ দূরত্বে সরে এসেছে, নাইট, টমাস, স্পেন্সার, হারসং আর উডসন। চারজন একসাথে রয়েছে, একা পিছিয়ে পড়েছে শুধু উডসন।

স্বচ্ছ পানি, অনেক দূর পর্যন্ত পরিস্কার দেখতে পাওয়া গেলো। একজোড়া কদাকার ড্র্যাগোনেট মাছ সাগর তলার কাছে অলস ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের উজ্জ্বল নীল আর গাঢ় হলুদ গায়ের রঙ অবাক হয়ে দেখার মতো। আশি ফুট দূরে পরিস্কার দেখা গেলো একটা পর্তুগিজ ম্যান ও'ওয়র।

সাগরতলা ভারি রহস্যময় জগৎ। এখানে কোনো শব্দ নেই। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বিপদের ভয় আছে। নিরীহ দর্শন জেরা মাছের মারাত্মক বিষ অথবা ভয়ালদর্শন হাঙরের তীক্ষ্ণ দাঁত মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। নিচের দিকে ডাইভ দিয়ে নামতে শুরু করলো পিট। ত্রিশ ফুট নিচে পানির রঙ নীলচে সবুজ। আরও বিশ ফুট নামলো ও। এদিকের তলায় কোনো পাথর নেই, দেখতে অনেকটা মরুভূমির মতো। ঢেউ খেলানো খুদে বালিয়াড়ি আছে, গায়ে লম্বা লম্বা দাগ কাটা, দেখতে সাপের মতো। স্টার গেজার মাছ দেখা গেলো, একজোড়া পাথুরে চোখ আর ঠোঁট ছাড়া শরীরের বাকি অংশ বালির নিচে সেঁধিয়ে আছে। ওগুলো ছাড়া আর কিছু নেই।

ফার্স্ট এটেম্পট্ ছেড়ে আসার ঠিক আট মিনিট পর সাগরের মেঝে ক্রমশ উঁচু হতে শুরু করলো। এদিকে পানি ততো স্বচ্ছ নয়। সামনে একটা অন্ধকার অন্ধকার ভাব। তার ভেতর সিউইড ঢাকা রক ফরমেশনের আভাস টের পাওয়া গেলো। এর একটু পরই হঠাৎ করে একটা পাহাড়-প্রাচীরের সামনে এসে পড়লো ওরা। পাঁচিলের গা মসৃণ, কোথাও কোনো ভাঙচুর নেই, সোজাভাবে খাড়া উঠে গেছে সারফেসের দিকে। দলের লোকদের পাঁচিলের দু'দিকে ছড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত দিলো পিট। নিশ্চয়ই এই পাঁচিলের গায়ে কোথাও গুহা আছে। সেটাকে সাবমেরিনের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে ফন টিল। অন্তত ডার্কের তাই ধারণা।

খুঁজে পেতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগলো না। ক্যামেরাম্যান উডসন ডান দিকে একশো ফুটের মতো এগিয়ে গিয়েছিলো, সেই প্রথম দেখতে পেলো। এয়ারট্যাংকের গায়ে ছুরির ডগা ঘষে সিগন্যাল দিলো সে, বাকি সবাইকে সাথে নিয়ে পাঁচিলের উত্তর মুখ বরাবর এগোলো পিট। আগাছা ভর্তি একটা ফাটল পড়লো সামনে, সেটাকে পেরিয়ে এসে হঠাৎ করেই থামলো পিট, একটা হাত তুলে বাকি সবাইকে থামার নির্দেশ দিলো। দেখতে পেয়েছে ও। সারফেস থেকে মাত্র বারো ফুট নিচে কালো রঙের একটা ফাঁক। ঠিক এই আকারের একটা ফাঁকই আশা করেছিলো ও—অনায়াসে একটা সাবমেরিন ঢুকে যেতে পারে। গুহার মুখের কাছে ভাসতে থাকলো ওরা, সবাই তাকিয়ে আছে গুহার ভেতর,

কিন্তু ভেতরটা অন্ধকার ব'লে দেখতে পেলো না কিছু। সবার মধ্যেই একটা ইতস্ত ত ভাব লক্ষ্য করলো পিট, পরস্পরের দিকে চোরা চোখে তাকাচ্ছে।

কাউকে কিছু না বলে গুহা-মুখের দিকে এগোলো পিট। পিছন থেকে ওরা দেখলো টানেলে ঢুকলো পিট, ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলো অন্ধকারে।

ফিন লাগানো পা জোড়া ধীরেসুস্থে, মাঝে মধ্যে ছুঁড়লো পিট, পানির স্রোতই ওকে টানেলের ভেতর দিয়ে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। উজ্জ্বল নীলচে সবুজ পানি পিছনে ফেলে এসেছে ও, এদিকের পানি গাঢ় টোয়াইলাইট ব্লু-র মতো। প্রথম দিকে কিছুই দেখতে পেলো না পিট, তারপর অন্ধকার ভাবটা চোখে সয়ে এলো, নিজের চারদিকের খুঁটিনাটি অনেক কিছু ধরা পড়তে শুরু করলো চোখে।

তাজ্জব বনে গেলো পিট। টানেলের দেয়ালে গিজ গিজ করার কথা কাঁকড়া, শামুক, ওগলি, চিংড়ি—অথচ সেসব কিছুই দেখতে পেলো না ও। শেলফিশ, তাও নেই। জলজ প্রাণীদের চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও। তা কি করে হয়? দেয়ালের গায়ে লালচে একটা পদার্থ রয়েছে, হাত দিতেই আশপাশের পানি ঘোলা হয়ে গেলো। চিৎ হলো পিট, ওপর দিকে তাকালো। ছাদটা খিলান আকৃতির, দু'দিকের দেয়াল ক্রমশ বেঁকে পরস্পরের সাথে মিলেছে। ওর বুদ্বুদগুলো এগজস্ট থেকে বেরিয়ে রূপালী বলের মতো এঁকেবেঁকে ছুটলো গুহাপথ ধরে উপর দিকে। অন্ধকারে হারিয়ে গেলো সেগুলো।

ভয় ভয় করলো ডার্কের, কিন্তু সেটাকে গ্রাহ্য না করে ওপর দিকে উঠতে শুরু করলো ও। খানিকটা ওঠার পর ভাবলো, টানেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে কাউকে ডেকে নিয়ে আসবে কিনা। কিন্তু তাতে সময়ের অপচয় হবে ভেবে চিন্তাটা বাতিল করে দিলো ও। হঠাৎ কিছু দূর খাড়াভাবে ওঠার পর বাতাসে বেরিয়ে এলো মাথা। চারদিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলো না ও। ধূসর রঙের কুয়াশা সবকিছু ঢেকে রেখেছে। হতভম্ব হয়ে পড়লো ও। তাড়াতাড়ি ডুব দিলো আবার। নেমে এলো দশ ফুট পানির নিচে। নিচের দিকে চেয়ে বুঝলো, আসল টানেল ছেড়ে একটা শাখা পথ ধরে উঠে এসেছে সে ওপরে। টানেলের প্রবেশ-পথ দিয়ে আসা আলোয় এ গুহার সবটুকু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একটা অ্যাকোয়ারিয়াম। এর শুধু এই একটাই বর্ণনা দিতে পারে পিট। কিংবা বিশাল একটা ট্যাঙক বলেও চালানো যায় এটাকে। নিচের টানেলের সাথে এই গুহার কোনো মিল নেই। চারদিকে জলজ প্রাণীর ভিড় দেখতে পেলো পিট। কাঁকড়া, শামুক, গুগলি, এমনকি একদিকে সামুদ্রিক আগাছা আর গুল্মের বিস্তারও দেখা

গেলো। উজ্জ্বল রঙের অনেক মাছের ঝাঁকও দেখলো পিট, ওকে নড়াচড়া করতে দেখে ছুটে পালাচ্ছে চারদিকে।

পানির ওপর আরেকবার মাথা তুলে দেখবে ব'লে উঠতে শুরু করলো পিট, এই সময় কে যেনো ওপর একটা পা ধরে ফেললো। ঝট করে তাকাতেই নাইটকে দেখতে পেলো ও। ইঙ্গিতে সারফেসের দিকটা দেখালো ওকে। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো পিট। পিছনে নাইটকে নিয়ে আবার পানির ওপর মাথা তুললো ও। কিন্তু এবারও সেই ঘন কুয়াশা ছাড়া কিছু দেখতে পেলো না।

মাউথপিস খুলে নাইটের দিকে ফিরলো পিট। "কি বুঝছো বলো দেখি?" পাথুরে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে চারগুণ শব্দ কচলো ওর গলার আওয়াজ।

"এর মধ্যে অবাক হবার মতো কিছু নেই," বললো নাইট। প্রতিটি ঢেউ বা স্রোত গুহা মুখে আছড়ে পড়লে টানেলের ভেতর দিয়ে তীব্রগতিতে ছুটতে শুরু করে পানি। গুহার ভেতর আগেই বন্দী হয়ে থাকে বাতাস, পানির চাপে সংকুচিত হয়ে পড়ে সেটা। এরপর কমতে শুরু করে পানির চাপ, সেইসাথে আলগা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভিজে বাতাস, ঠাণ্ডা হয়ে যায়, এবং মিহি কুয়াশায় পরিণত হয়। নাক থেকে পিচ্ছিল কিছু সরাবার জন্যে এক সেকেন্ড বিরতি নিলো সে, তারপর আবার বললো ঢেউগুলো বারো সেকেন্ড পর পর ঢুকছে টানেলে, কাজেই যে কোনো মুহূর্তে কুয়াশা কেটে।

নাইটের কথা শেষ হলো না, হালকা হতে শুরু করলো কুয়াশা। দেখতে দেখতে স্বচ্ছ হয়ে গেলো বাতাস। প্রায় ষাট ফুট উঁচু হবে সিলিংটা। আবছাভাবে হলেও, প্রায় সমস্ত খুঁটিনাটি দেখতে পাওয়া গেলো। গুহার আকৃতি গম্বুজের মতো। শ্যাওলা, পাথরের শেলফ ইত্যাদি সবই আছে, নেই শুধু মানুষের তৈরি কোনো ইকুইপমেন্ট। দেয়ালগুলো এবড়োথেবড়ো, অসমতল। গোড়ার কাছে খসে পড়া পাথর স্তূপ হয়ে আছে। দেয়ালের গা ঘেঁষে কিছু ঝুল-পাথরও দেখা গেলো, যে কোনো মুহূর্তে খসে পড়তে পারে। একটু পরই আবার ফিরে এলো কুয়াশা। আবার সব ঢাকা পড়ে গেলো।

নিরাশায় ছেয়ে গেলো ডার্কের মন। গুহাটা পরীক্ষা করে পরিষ্কার বুঝেছে ও, এটা সাবমেরিনের ঘাঁটি হতে পারে না। তবে কি ওর ধারণা ঠিক নয়? "চলো, ফেরা যাক," মৃদু গলায় বললো ও। "আমার বোধহয় ভুল হয়েছে।"

"আমি তা মনে করি না, মেজর," পিটের কাঁধে হাত রাখলো নাইট। "জিওলজি বলছে, আপনার সন্দেহের ভিত্তি আছে। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারি, এটাই সবচেয়ে লজিকাল স্পট।"

মাথা নাড়লো পিট। "জানি না কেন বলছো এ-কথা। আমি তো দেখছি, এই গুহা থেকে টানেল ছাড়া বেরুবার আর কোনো পথ নেই।"

"গুহার শেষ মাথায়, ওদিকে একটা কার্নিস দেখেছি আমি, হয়তো..."

"একটা কার্নিস কিছু প্রমাণ করে না," বললো পিট। "এখনই বেরিয়ে টানেল ধরে আরও এগিয়ে দেখা দরকার।"

এই সময় ডার্কের সামনে ভুস করে ভেসে উঠলো মেরিন বোটানিস্ট গুস্তাভ হারসং। "মাফ করবেন, মেজর পিট। আমি একটা জিনিস পেয়েছি, আপনি হয়তো দেখতে চাইবেন।"

কুয়াশা সরে গেল আবার।

ভুরু কুঁচকে মেরিন বোটানিস্টের দিকে তাকালো পিট। "যা বলার তাড়াতাড়ি বলো, গুস্তাভ। আমাদের হাতে সময় কম।"

"বলুন তো, টানেলের উল্টোদিকের দেয়ালে ম্যাকরো সিস্টিস পাইরিফেরার গ্রোথ আছে, আপনার চোখে পড়েছে কি?"

"হয়তো পড়েছে," বললো পিট। "কিন্তু জিনিসটা কি তা যদি বোঝাতে পারো, তাহলে হয়তো মনে পড়বে।"

"সবাই ওটাকে কেল্প বলে।"

মাথা ঝাঁকালো পিট। কৌতূহল ফুটে উঠলো চেহারায়।

আবার বললো গুস্তাভ, "এটা একটা বিশেষ জাতের কেল্প, শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক কোস্টে দেখতে পাওয়া যায়। মেডিটেরেনিয়ানের এই অংশের ওয়াটার টেমপারেচার এই জাতের কেল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে উপযোগী নয়। তাছাড়া, কেল্প সূর্যের মুখ বা আলো দেখতে চায়। পানির তলায় একটা গুহার ভেতর কেল্প থাকবে, এ বিশ্বাস্য নয়। অথচ ঠিক তাই দেখছি আমরা। তার মানে এর মধ্যে কোথাও কোনো কিন্তু আছে।"

"সেই কিন্তুটা কি হতে পারে, কোনো ধারণা আছে?"

কুয়াশা ফিরে এলো আবার, গুস্তাভের মুখ পরিস্কার দেখতে পেলো না পিট। কিন্তু তার দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনতে কোনো অসুবিধে হলো না। "কেল্প নয়, মেজর, আমরা ওটা শিল্প দেখেছি—চমৎকার আর্ট প্লাস্টিকের তৈরি, নকল কেল্প।"

"প্লাস্টিক?" আঁতকে উঠলো নাইট। তার গলার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো। "তুমি ঠিক জানো?"

"দেখো, ডক্টর, আমি কখনও তোমার কোর স্যাম্পল অ্যানালিসিস সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করি না, সেইরকম আমিও আশা করবো..."

"টানেল ওয়ালে লাল জিনিসটা, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো?" ওদেরকে থামিয়ে দিয়ে দ্রুত জানতে চাইলো পিট, "বলতে পারো কি ওটা?"

"সঠিক বলতে পারবো না, মেজর," গুস্তাভ বললো। "কোনো ধরনের পেইন্ট বা কোটিং হবে।"

"আমি বলতে পারবো ব'লে মনে হয়, মেজর, কুয়াশা সরে যেতে নিজেদের মধ্যে টমাসকে দেখতে পেলো ওরা। "জিনিসটা পেইন্টই, রেড অ্যান্টি-ফাউলিং পেইন্ট, জাহাজের খোল রঙ করার জন্যে ব্যবহার করা হয়। এতে আর্সেনিক থাকে, সেজন্যেই টানেলে কিছু গজায় নি।"

হাতঘড়ির ডায়ালে চোখ বুলালো পিট। "সময় শেষ হয়ে আসছে। সম্ভবত এটাই সেই জায়গা!"

"কেল্লের পিছনে আরেকটা টানেল, মেজর?" উত্তেজিত গলায় জানতে চাইলো নাইট।

"তাই তো মনে হচ্ছে," বললো পিট। "আরেকটা ক্যামোফ্লেজড টানেল, আরেকটা গুহা," সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো পিট। "এখন আমি বুঝতে পারছি থাসোসের স্থানীয় লোকদের চোখে ফন টিলের অপারেশন কেন ধরা পড়ে নি।"

"এখন তাহলে কি করবো আমরা?"

"তার আগে সবাই যে যার ইকুইপমেন্ট চেক করে নাও," বললো পিট। "আমাদের মধ্যে নেই কে?"

"ইকুইপমেন্ট ও.কে।" একই কথা বললো ওরা ক'জন। সবশেষে নাইট জানালো, "শুধু উডসন নেই এখানে।"

আচমকা গুহাটা উজ্জ্বল নীলচে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

হাসলো না কেউ! তিক্ত কণ্ঠে দুঃখ প্রকাশ করলো ক্যামেরাম্যান উডসন। সম্ভাব্য প্রশস্ত লেন্স অ্যাঙ্গেল পাবার জন্যে গুহার শেষপ্রান্তে চলে গিয়েছিলো সে, এখন ফিরে আসতে শুরু করলো।

"এরপর যখন শাটার টিপবে, তার আগে সেক্স শব্দটা উচ্চারণ করতে বলো।" পরামর্শটা এলো স্পেন্সারের কাছ থেকে।

"সেক্স শব্দটার অর্থ তোমরা জানো?" কৌতুক করে বললো উডসন। "জানলে জানে আমাদের রেডিও অপারেটর! মেজর ডার্কের গার্লফ্রেন্ড এতো থাকতে সেবা যত্ন করার জন্যে বেছে নিয়েছে ওই ব্যাটা নীরস..."

"ঠিক," সমর্থন করলো স্পেন্সার। "আমিও লক্ষ্য করেছি। রেডিও অপারেটরকে পাঁচ মিনিট পর পর কফি তৈরি ক'রে খাওয়াচ্ছিলো..."

ডার্কের ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেলো। কাউকে ছু না বলে নিচের দিকে ডাইভ দিলো ও। বাকি সবাই অনুসরণ করলো ওকে, পরস্পরের মাঝখানে দশ ফুট ক'রে ব্যবধান।

নকল কেল্পের জঙ্গল এতোই ঘন যে একরকম দুর্ভেদ্যই বলা যায়। মোটা মোটা শাখা নিচে থেকে সারফেসের দিকে উঠে গেছে, পথে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ঠিকই বলেছে গুস্তাভ, শিল্পকর্মই বটে। একহাত দূর থেকে ওগুলো আসল নাকি প্লাস্টিক বোঝা অসম্ভব। স্ট্র্যাপ থেকে ছুরি খুলে জঙ্গল কেটে ভেতরে ঢুকতে শুরু করলো পিট। কঠোর পরিশ্রম করে দ্বিতীয় আরেকটা টানেলে ঢুকলো ও ডায়ামিটারে প্রথমটার চেয়ে এটা বড়, কিন্তু লম্বায় ছোটো। চারবার জোরে পা ছুঁড়ে পানি থেকে নতুন একটা গুহায় মাথা তুললো ও। এখানেও সেই কুয়াশা, প্রথমে কিছুই দেখতে পেলো না। একমুহূর্ত পর ভূস করে আওয়াজ তুলে ডার্কের পাশে আরেকজন মাথা তুললো।

"মেজর, সব ঠিক আছে?" নাইটের গলা।

এরপর একে একে স্পেন্সার, উডসন আর গুস্তাভ পানির ওপর মাথা তুললো।

"কিছু দেখতে পেলেন, মেজর?" জানতে চাইলো স্পেন্সার।

"এখনও পাই নি," মৃদু কণ্ঠে বললো পিট। চোখে পলক নেই ওর, ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে গম্বুজ আকৃতির গুহার চারদিকে দৃষ্টি বুলালো। কুয়াশা সরে যেতে শুরু করেছে, কিন্তু আবছা অন্ধকার ভাবটা টুরোপুরি কাটে নি। মনে হলো, অস্পষ্ট কি যেনো দেখতে পেলো ও। সত্যি নাকি কাল্পনিক ঠিক ঠাহর করতে পারলো না। আকৃতিটা ক্রমশ, একটু একটু ক'রে গাঢ় হয়ে উঠলো। তারপ হঠাৎ করেই পরিষ্কার চেনা গেলো জিনিসটাকে। নিরেট একটা গড়ন, চিনতে অসুবিধে হলো না—মসৃণ, কালো ধাতব খোল, নিঃসন্দেহে একটা সাবমেরিনের। মাউথপিস খুলে সাঁতরাতে শুরু করলো পিট, কাছে পৌছে সাবমেরিনের বো-প্লেন আঁকড়ে ধরলো, ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে উঠে বসলো ডেকে।

সাবমেরিনটা পাওয়া গেলে ওর প্রতিক্রিয়া কি হবে তা নিয়ে কম করেও বার দশেক চিন্তা-ভাবনা করেছে পিট। এখন সেটার ওপর উঠে বসে অনুভব করলো, রাগ এবং ঘৃণায় সারা শরীর রি রি করছে ওর। এই সাবমেরিন কতো শত টন বেআইনী ড্রাগস্ বহন করেছে তার হিসেব করা অসম্ভব ব্যাপার। পানির তলার এই ডুবোজাহাজ যদি কথা বলতে পারতো! তাহলে হয়তো ফন টিলের অনেক গোপন দুষ্কর্মের কথা জানা যেতো এখন।

"নড়বেন না!" শিরদাঁড়ার ওপর ধাতব স্পর্শ পেলো পিট। "স্পিয়ারটা ডেকে নামিয়ে রাখুন। ভারি, গম্ভীর কণ্ঠস্বর। চেনা চেনা লাগলো।

এক চুল নড়লো না পিট। দু'সেকেন্ড পর ধীরে ধীরে ডেকের ওপর নামিয়ে রাখল স্পিয়ার গান।

"গুড। এবার, আপনার লোকদের বলুন, তারা যেনো যে যার অস্ত্র হাত থেকে ছেড়ে দেয়। কোনোরকম চালাকি করতে নিষেধ করে দিন। পানিতে কংকাশন গ্রেনেড ফাটলে কাছে পিঠে যারা থাকে তাদের মাংস কাদার মতো হয়ে যায়।"

ভাসমান পাঁচটা মাথার দিকে এক এক ক'রে তাকালো পিট। "সবাই শুনেছো। স্পিয়ার গান ছেড়ে দাও... ছুরিও। এরা লোক ভালো নয়, কাজেই এদের সাথে লাগতে যাওয়া ঠিক হবে না। দুঃখিত, নাইট! আমার জন্যেই তোমাদের আজ এই বিপদ।"

মাথার ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে ডার্কের। মুহূর্তের জন্যেও নিজের বিপদের কথা ভাবলো না ও। ওর চিন্তা ফার্স্ট এটেম্পট্-এর পাঁচজন বিজ্ঞানীকে নিয়ে। ফন টিলের সাথে ওর ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে, কিন্তু এই পাঁচজনের সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই। অথচ ওর সাথে তারা এই ঘাঁটিতে এসেছ, সেটাকেই মস্ত অপরাধ ব'লে মনে করবে ফন টিল, এবং শাস্তি হিসেবে এদেরকে অবশ্যই খুন করার চেষ্টা করবে সে। পাঁচজন নিরীহ লোক আর হয়তো বেরুতেই পারবে না এই গুহা থেকে। এর জন্যে সম্পূর্ণ দায় তার নিজের। কিন্তু তাই বলে দিশেহারা হয়ে পড়লো না ও। বরং সমস্ত ভাবাবেগ দূর হয়ে গেলো ওর মন থেকে, সব কথা ভুলে গিয়ে শুধু সময়ের ব্যাপারে সচেতন থাকার চেষ্টা করলো।

"মেজর পিট," পিছন থেকে এবার অন্য একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। "তোমার মতো ত্যাঁদোড় লোক আমি আর দেখি নি। ইচ্ছে করলে ঘাড় ফেরাতে পারো তুমি। তবে মাথার ওপর হাত তুলে।"

ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরালো পিট।

ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ফন টিল। মুখ টিপে হাসছে সে। তার পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো পিট। ফন টিলের হাতে কিছু আছে কিনা বোঝা গেলো না, দুটো হাতই জ্যাকেটের পকেটে ঢোকানো। পিস্তল রয়েছে তার পাশে দাঁড়ানো লোকটার হাতে। বিশাল শরীর লোকটার।

"তোমার সাথে এর আর পরিচয় করিয়ে দিলাম না," পাশের লোকটাকে দেখিয়ে বললো ফন টিল। "ক্যাপ্টেন দারিউসকে তুমি তো চেনোই।"

অধ্যায় ১৭

খিক খিক করে হেসে উঠলো দৈত্য। "আমাকে দেখে অবাক হলেন নাকি, মেজর পিট?" হঠাৎ হাতটা বাড়িয়ে ডার্কের গলার ওপর চেপে ধরলো পিস্তলের মাজল। ফন টিলের দিকে তাকালো না, কিন্তু জিজ্ঞেস করলো তাকেই, "দেবো নাকি ট্রিগার টিপে, স্যার? ফুটো গলা থেকে হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে আসুক, দেখতে ভারি মজা হবে!"

"ধীরে, বৎস, ধীরে!" একগাল হাসলো ফন টিল, অসংখ্য ভাঁজ ফুটে উঠলো তার মুখে। "ধরলাম আর মারলাম, এতে আনন্দ কোথায়? একটু রয়ে-সয়ে, নাচিয়ে-খেলিয়ে যদি মারতে না পারলাম, তাহলে যে লোকে স্রেফ খুনি বলবে আমাকে। আমি কি তাই? না, দারিউস, না! আমি শুধু খুনি নই। আমার ভেতর কিছুটা শিল্পবোধ আছে, সবকিছু আর্টিস্টিক ওয়েতে করতে ভালোবাসি। তা, মিঃ পিট, ধরা পড়ে গিয়ে কেমন লাগছে তোমার।"

জোর করে একটু হাসলো পিট। মাথার ওপর হাত তুলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ও। "ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেছে। ভাবছি, আপনার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইবো কিনা!"

"নাহ! তোমার গাটসের প্রশংসা না ক'রে উপায় নেই," কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো ফন টিল। "মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এমন রসিকতা ক'জন করতে পারে?" হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে উঠলো তার চেহারা। "আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি কি জানো, মেজর পিট? অনেক অসমসাহসী যুবকের দেখা পেয়েছি আমি, তাদের যোগ্যতা আমাকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের সংকল্প ছিলো আমার বিরোধিতা করা। কাজেই সরিয়ে দিতে হয়েছে তাদেরকে। বিশ্বাস করো, সেজন্যে দুঃখের সীমা নেই আমার। তোমার কথাই ধরো। তোমাকে আমি শাস্তি না দিতে পারলেই খুশি হতাম।" অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো সে। "তোমার মতো বুদ্ধিমান যুবক আমার দরকার। কিন্তু তোমাদের মতো জেদি, একগুঁয়েদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া আমার ভাগ্যে নেই। কাজেই শাস্তি না দিয়েও কোনো উপায় থাকে না। জানি, জড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে না পারলে আমার সর্বনাশ করবে তোমরা।"

"আপনার সর্বনাশ শুধু সময়ের ব্যাপার, ফন টিল," বললো পিট। "সেই সময়ও ঘনিয় এসেছে।" ডার্কের নিজের কানেই কথাগুলো অর্থহীন শোনালো।

"শুভ কাজে দেরি করতে নেই," অধৈর্যের সাথে বললো দারিউস। "একে আমার হাতে ছেড়ে দিন, স্যার। একে মজা বুঝিয়ে তারপর এর বন্ধুটাকে ধরবো।"

"তুমি বোধহয় জিওর্দিনোর কথা বলছো?" ঠোঁট বাঁকা ক'রে হাসলো পিট। "তোমার কপাল খারাপ, এবার তাকে নিয়ে বেরুই নি আমি।"

"তাহলে তার পাওনাটুকুও আপনাকে ভোগ করতে হবে," শান্তভাবে হাসতে হাসতে পিটকে লক্ষ্য ক'রে গুলি করলো দারিউস। পাথুরে দেয়াল ঘেরা গুহার ভেতর গুলির আওয়াজটা বজ্রপাতের মতো শোনালো।

পিট অনুভব করলো, গরম একটা লোহার রড ঢুকে গেলো ওর গায়ের ভেতর। তাল সামলাবার চেষ্টা করলো ও। টলমল করতে করতে পিছিয়ে গেলো দু'পা। কিভাবে যেনো দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো ও। নাইন মিলিমিটারের বুলেট ঊরুর মাংস ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। আধ ইঞ্চির জন্যে ছুঁতে পারে নি হাড়। অনুভব করলো, পায়ে যেনো আগুন ধরে গেছে। কিন্তু অনুভূতিটা দ্রুত মিলিয়ে গেলো, অসাড় লাগলো গোটা পা। সত্যিকার যন্ত্রণা শুরু হবে একটু পর, জানে ও।

"আহ, দারিউস!" হালকা তিরস্কারের সুরে বললো ফন টিল। "তোমাকে নিয়ে আর পারা গেলো না! চোখের বদলে চোখ, এই তোমার নীতি, তাই না? অনেক সময় পাবে। একটু সবুর করো। তার আগে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সারতে হবে আমাদের।" ডার্কের দিকে ফিরে আবার একগাল হাসলো সে। "দুঃখিত, মেজর পিট। কিন্তু এসবের জন্যে যে তুমিই দায়ি, সেটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে? দারিউস যে রেগে আছে, সেজন্যে ওকে তুমি দোষ দিতে পারো না। ওর এমন এক জায়গায় লাথি ঝেড়েছো তুমি, আরও হপ্তা দুয়েক ল্যাংচাতে হবে বেচারিকে।"

দাঁতে দাঁত চাপলো পিট। হিস হিস শব্দ বেরুলো ওর গলা থেকে। "আরো জোরে মারি নি, সেজন্যে নিজের ওপর রাগ হচ্ছে আমার।"

পানিতে ভেসে থাকা লোকগুলোর দিকে তাকালো ফন টিল। "যে যার ডাইভিং ইকুইপমেন্ট খুলে ফেলে দাও। তারপর ডেকে উঠে এসো সবাই। জলদি, আমাদের হাতে সময় নেই।"

সে থামতেই টমাস মাস্ক খুলে কটমট ক'রে বললো, "এখানে আমরা ভালোই আছি।"

কাঁধ ঝাঁকালো ফন টিল। "হ্যানস, লাইট!"

হঠাৎ এক জোড়া ওভারহেড ফ্লাড লাইট জ্বলে উঠলো। উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেলো সবার। হুগার ভেতরটা সিলিং থেকে পানির সারফেস পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠলো। আলোটা চোখে সয়ে এলো ধীরে ধীরে, পিট দেখলো, একটা ভাসমান ডেকে নোঙর করা রয়েছে সাবমেরিনটা। একটা টানেলের মুখ থেকে শুরু হয়েছে কাঠের ডক, প্রায় চৌকো আকৃতি, লম্বায় দুশো ফুট, চওড়ায় কিছু কম। ছোটোখাটো একটা ফুটবল খেলার মাঠ। ডকের ওপর, ডান দিকে দেয়ালে ঝুলে আছে একটা কার্নিস, তার ওপর স্টেনগান হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচজন সবুজ ইউনিফর্ম পরা লোক—মূর্তির মতো স্থির, স্টেনগান তাক করে আছে নিচে, ওদের দিকে।

"যা বলছে শোনো," মৃদু গলায় বললো পিট।

আবার ফিরে এলো কুয়াশা। কিন্তু ফ্লাডলাইটের আলোয় দেখা গেলো সব। বুঝতে অসুবিধে হলো না, এতোগুলো চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাবার কোনো উপায় নেই। সবার আগে স্পেন্সার আর গুস্তাভ উঠে এলো ডেকে। তারপর নাইট আর টমাস। সব শেষে উডসন, যথারীতি তার হাতে এখনও ঝুলছে ক্যামেরাটা।

ডার্কের এয়ারট্যাংক খুলতে সাহায্য করলো নাইট। "পা'টা দেখতে দিন আমাকে, মেজর।" পিটকে ধরে ধীরে ধীরে ডেকের ওপর বসালো সে। ওয়েট বেল্ট থেকে লেডওয়েট সরিয়ে নাইলন ওয়েবিং দিয়ে ক্ষতটা জড়ালো, সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেলো রক্ত পড়া। নিঃশব্দে হাসলো সে। "ব্যাপারটা কি বলুন তো? আপনার দিকে ফিরলেই দেখি, রক্ত ঝরছে।"

"মার খাওয়া কুত্তার মতো স্বভাব হয়ে গেছে..."

কথার মাঝখানে থেমে গেলো পিট। আবার সরে যাচ্ছে কুয়াশা। ডকের অপর প্রান্তটা দেখা গেলো। ওদিকে আরেকটা সাবমেরিন রয়েছে, এতোক্ষণ চোখে পড়ে নি। দুটো সাবমেরিন, একটার সাথে আরেকটাকে মিলিয়ে দেখলো ও। ওরা যেটায় রয়েছে সেটার গায়ে কোথাও কোনো প্রজেকশন নেই। দ্বিতীয় সাবটা অন্য রকম। প্রথমটার মতো ওটার কোনিং টাওয়ার সরিয়ে ফেলা হয় নি। ওদের দিকে পিছন ফিরে নিজেদের কাজে ব্যস্ত দেখা গেলো তিনজন লোককে। ডেকের ওপর বিধ্বস্ত একটা প্লেন রয়েছে, সেটা থেকে মেশিনগান বের করছে তারা।

"কোত্থেকে উদয় হয়েছিলো হলুদ অ্যালব্যাট্রস, বোঝা গেলো," বললো পিট। "পুরনো জাপানি আই-বোট, ছোটো স্কাউট প্লেন অনায়াসে ওঠানামা করতে পারে ডেক থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ওগুলো ব্যবহার করা হয় নি বলেই আমার ধারণা।"

"হ্যা, দারুণ জিনিস," মুচকি হেসে বললো ফন টিল। "তুমি ওটাকে আইডেনটিফাই করতে পেরেছো দেখে গর্ব অনুভ করছি আমি। ওটার ব্যক্তিগত ইতিহাস জানতে চাও?"

"আপত্তি নেই।"

"উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে আইয়ো জিমার কাছে একটা মার্কিন ডেস্ট্রয়ার ডুবিয়ে দিয়েছিলো ওটাকে। উনিশশো একান্ন সালে মিনার্ভা লাইন্স ওটাকে উদ্ধার করে। দুর্গম, অথবা প্রবেশাধিকার নেই এমন সব এলাকায় ছোটোখাটো কার্গো পৌছে দেবার জন্যে এই সাবমেরিন আর খুদে এয়ারক্রাফটের তুলনা হয় না।"

"আপনি আমার অনেক প্রশংসা করেছেন," বিদ্রুপের সুরে বললো পিট। "এবার আমি আপনার কিছু প্রশংসা করতে চাই। এই রকম একটা অ্যান্টিক এয়াক্রাফট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ঘাঁটি আক্রমণ করা, সাংঘাতিক নার্ভ দরকার। আপনি একটা প্রতিভা, তা না হলে এই রকম একটা আশ্চর্য বুদ্ধি আপনার মাথায় এলো কিভাবে?"

"ধন্যবাদ," মুখ টিপে হাসলো ফন টিল। "সেদিন আমার সাথে ডিনারে বসে তুমি আন্দাজ করেছিলে, প্লেনটা সাগরের কোথাও থেকে উদয় হয়েছিলো—সত্যের প্রায় কাছাকাছি ধারণা করতে পেরেছিলে তুমি।"

টানেলের মুখের পাশে ছোটো একটা কার্নিস, সেখানেও দু'জন সশস্ত্র লোককে দেখা গেলো। তাদের দিকে চোখ রেখে শুরু করলো পিট, "অ্যান্টিক অ্যালব্যাট্রস..."

"উহুঁ, ওটাকে তুমি ঠিক আসল অ্যালব্যাট্রস বলতে পারো না," ভুল ধরিয়ে দেবার সুরে বললো বুড়ো ফন টিল। "বলতে পারো অ্যালব্যাট্রসের নকল এয়ারক্রাফট। ছোটো একটা জায়গা থেকে ওঠা-নামা করতে পারে এমন একটা প্লেন দরকার ছিলো আমার। অ্যালব্যাট্রস ডি-থ্রি'র ডিজাইনটা ব্যবহার করেছি আমি, কিন্তু ইঞ্জিন লাগিয়েছি আরো আধুনিক। ডিজাইনটা ব্যবহার করার উদ্দেশ্য, ওই রকম পুরনো একটা খোলস দেখে কারো মনে অহেতুক কোনো সন্দেহের উদ্রেক করবে না। দুঃখ এই যে ওটা আর আকাশের মুখ দেখবে না।"

মাথাটা একটু কাত ক'রে ফন টিলের দিকে তাকালো পিট। "একটা প্লেনের জন্যে এতো দুঃখ, নিজের সর্বনাশ দেখে যে দুঃখটা পাবেন সেটা রাখবেন কোথায়?"

খোঁচাটা গ্রাহ্য করলো না ফন টিল। বললো, "ওটা আমার ডেলিভারি প্লেন ছিলো। অস্ত্র দিয়ে সাজাবো, বা যুদ্ধে পাঠাবো, এই রকম কোনো প্ল্যান আমার ছিলো না।"

"প্ল্যানটা তাহলে মাথায় গজালো কেন?"

"ব্র্যাডি ফিল্ড আর রিসার্চ শিপে হামলা চালাবার জন্যে বাধ্য হয়ে মেশিনগান ফিট করতে হলো," বলে চললো ফন টিল। "স্যাবোটাজের সাহায্য নিলাম, কিন্তু বোকা কমান্ডার রুডি গান বিপদটা টের পেলো না। থাসোস ছেড়ে যাবার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না তার মধ্যে। পানির নিচে আমার কর্মকাণ্ড টুরিস্ট ডাইভার বা স্থানীয় সাঁতারুদের চোখে ধরা পড়ার কোনো ভয় ছিলো না। কিন্তু ট্রেনিং পাওয়া এক একজন ওশেন সায়েন্টিস্টের কথা আলাদা। বুঝতেই পারছো, আমার পক্ষে ঝুঁকিটা নেয়া সম্ভব ছিলো না। হামলার প্ল্যানটা, আমি এখনও মনে করি, চমৎকার ছিলো। ফার্স্ট এটেম্পট্‌কে থাসোস ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিলো না কর্নেল জেমস লুইসের। ব্র্যাডি ফিল্ডে হামলা চালিয়ে ফেরার পথে ফার্স্ট এটেম্পট্-এও কিছু বুলেট ছোঁড়ার প্ল্যান ছিলো আমাদের। কিন্তু তুমি হঠাৎ কোত্থেকে যে উড়ে এলে! সব ভণ্ডুল হয়ে গেলো!"

জিভ আর টাকরা দিয়ে চুক চুক আওয়াজ করলো পিট। "এটা যদি উনিশশো উনিশ-বিশ সাল হতো, অ্যালব্যাট্রসটাকে ঘায়েল করার জন্যে বীরশ্রেষ্ঠ পদক পেয়ে যেতাম আমি, কি বলেন?"

"বেচারা উইলি!" ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ফন টিল।

"তাই তো! সেই পিপিং টমকে দেখছি না কেন?"

মাথাটা এক সেকেন্ডের জন্যে নিচু ক'রে রাখলো ফন টিল, ভাব দেখে মনে হলো শোকে কাতর হয়ে পড়েছে। তারপর মাথা তুলে বিড় বিড় ক'রে বললো, "সেই তো পাইলট ছিলো। সাগরে যখন পড়লো অ্যালব্যাট্রস, বেচারা উইলি ওটার ভেতর আটকা পড়ে গেছিলো। আমরা পৌঁছুবার আগেই মারা যায় সে।" আচমকা কঠোর, বীভৎস হয়ে উঠলো বুড়ো জার্মানের চেহারা। "তুমি আমার প্রিয় শোফার-কাম-পাইলট এবং একটা কুকুরকে খুন করেছো, মেজর পিট। জানো, এর জন্যে তোমাকে আমি কি শাস্তি দিতে পারি?"

"আগুনে পোড়াতে পারেন, পানিতে চোবাতে পারেন, কেটে টুকরো টুকরো করতে পারেন," ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি ঝুলিয়ে রেখে বললো পিট। "কিন্তু তবু উইলি বা আপনার কুকুর ফিরে আসবে না। এইটুকুই আমার সান্ত্বনা।" একটু থেমে জানতে চাইলো, "উইলিকে কিভাবে ফাঁদে ফেললাম জানেন কি?"

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো ফন টিল।

"বৃটিশরা যে কৌশল খাটিয়ে ফাঁদে ফেলেছিলো লেফটেন্যান্ট কার্ট হেইবার্টকে, আমিও সেই একই কৌশল, অর্থাৎ ওয়েদার বেলুন দেখিয়ে ফাঁদে

ফেলেছি উইলিকে। এরপর নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন, কুকুরটাকে কিভাবে মারলাম?"

কিভাবে চোখ দুটো জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো ফনের ।

হাসলো পিট। এক সেকেন্ড চুপ ক'রে থাকার পর বললো, "এরপর কারো পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়ার আগে তাকে নিয়ে যদি ডিনারে বসেন, টেবিল ইউটেনসিলগুলো গুণে ঠিক আছে কিনা দেখে নিতে ভুল করবেন না।"

কৌতুহল এবং বিস্ময় নিয়ে পিটকে কয়েক সেকেন্ড লক্ষ্য করলো ফন টিল, তারপর ধীরে ধীরে ওপর-নিচে মাথা দোলালো কয়েক বার। "চমৎকার, ভারি চমৎকার! আমার কুকুরকে আমারই টেবিলের ছুরি দিয়ে খুন করেছো তুমি।" আবার মাথা ঝাঁকালো সে। "তোমার সত্যি তুলনা হয় না। কিন্তু বিপদে পড়তে যাচ্ছো সেটা তুমি আগে থেকে কি দেখে টের পেলে?"

"প্রিমনিশন," বললো পিট। "নো মোর, নো লেস। আমাকে খুন করতে চাওয়াই উচিত হয় নি আপনার। ওটাই আপনার প্রথম ভুল হয়েছে।"

"ভুল বলছো কেন? টানেল থেকে পালিয়ে গিয়ে কি লাভ হলো তোমার? না হয় আরও কয়েক ঘণ্টা বেশি বাঁচলে, সেটাকে তুমি লাভ বলো?"

ফন টিল আর দারিউসকে ছাড়িয়ে সামনে চলে গেলো ডার্কের দৃষ্টি। টানেলের কাছে কার্নিসটা খালি হয়ে গেছে। সশস্ত্র দু'জন গার্ড ছিলো ওখানে, তাদেরকে এখন দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ঝুলে থাকা কার্নিসে এখনও দাঁড়িয়ে আছে পাঁচজন স্টেনগানধারী।

প্রসঙ্গ বদল করলো পিট। বললো, "আপনাদের প্রস্তুতি দেখে বোঝা যায়, আমাদেরকে আশা করছিলেন।"

"অবশ্যই!" ব্রেস্ট পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করলো ফন টিল। "তোমরা যে আসছো, আভাসটা দারিউসের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। ফার্স্ট এটেম্পট্‌কে সন্দেহজনকভাবে ঘোরা-ফেরা করতে দেখে নির্দিষ্ট সময়টা জেনে নিলাম। থাসোস ক্লিফের অতো কাছে কোনো ক্যাপ্টেন তার জাহাজকে নিয়ে আসে না।"

ফন টিল থামতেই আবার প্রসঙ্গ বদলে নতুন আরেকটা প্রশ্ন করলো পিট, "দারিউসকে কিনে নিতে কতো খরচ পড়লো আপনার?"

"তা জেনে তোমার কোনো লাভ নেই। দশ বছর ধরে আমার চাকরি করছে দারিউস। বলতে পারো, এতে আমরা দু'জনেই সাংঘাতিক লাভবান হয়েছি।"

কয়লার মতো কালো চোখে চোখ রাখলো পিট। তারপর তাকালো ফন টিলের দিকে। "আপনার দু'নম্বর ভুল, দারিউসকে ভাড়া করা। ওর চেহারাতেই

লেখা রয়েছে, ও একটা মস্ত বিপদ। একটা অশুভ লক্ষণ। এ ধরণের চরিত্র শুধু শত্রুর নয়, প্রভুরও সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসে।"

ডার্কের নাভি লক্ষ্য ক'রে পিস্তল তাক করলো দারিউস। রাগে থর থর ক'রে কেঁপে উঠলো সে। "আপনি আর আমাকে বাধা দেবেন না, স্যার।" ফন টিলের দিকে ফিরে কাঁপা গলায় বললো সে। "একবার শুধু হ্যা বলুন, বজ্জাতটাকে আমি..."

"কি?" ভুরু নাচিয়ে পিটকে জিজ্ঞেস করলো ফন টিল, "হ্যা বলবো?"

ডার্কের শিরদাঁড়া বেয়ে ঘামের ধারা নেমে এলো। পাঁজরে ধড়াস ধড়াস শব্দে বাড়ি খেলো হার্ট। অনেক কষ্টে চেহারাটা শান্ত ক'রে রাখলো ও। বললো, "ইচ্ছে হচ্ছে বলুন। আমার কাছে এখন মরাও যা একটু পরে মরাও তাই।"

"বলেছি শাস্তি দেবো, মেরে ফেলবো তা তো বলি নি। বুঝলে কিভাবে? আবার সেই প্রিমনিশন, মেজর পিট?"

সাথে সাথে বললো পিট, "হঠাৎ কিছু ঘটে যাওয়া আমার পছন্দ নয়। বলতে পারেন সারপ্রাইজের ওপর আমার সাংঘাতিক ঘৃণা। বলুন-কিভাবে, কখন?"

বা হাতটা ঝাঁকি দিয়ে চোখের সামনে তুললো ফন টিল, রিস্টওয়াচের ডায়ালে চোখ বুলালো। "ঠিক এগারো মিনিট পর। তার বেশি দেবার মতো সময় আমার হাতে সত্যি নেই, মেজর পিট। আমি দুঃখিত।"

"এগারো মিনিট পরে কেন? এখনই নয় কেন?" ঘড় ঘড় ক'রে উঠলো দারিউসের গলা। "স্যার, কি লাভ অপেক্ষা করে? কতো কাজ আমাদের হাতে..."

"ঠিক, অনেক কাজ পড়ে আছে," দারিউসের দিকে ফিরে বললো ফন টিল। "সেই কাজের কিছুটা ওদেরকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারলে মন্দ কি? সাবমেরিনে সাপ্লাই লোড করতে হবে, ভুলে গেছো?" ডার্কের দিকে ফিরলো সে। "তুমি পালের গোদা, তোমার একটা সম্মান আছে, তার ওপর জখম হয়েছো, কাজেই তোমাকে রেহাই দেয়া হলো। লোডিং শুরু করতে বলো ওদেরকে। ডকে ওই যে ইকুইপমেন্ট দেখছো, ফরওয়ার্ড হ্যাচে তুলতে হবে ওগুলো।"

"যদি না বলি?" শান্তভাবে প্রশ্ন করলো পিট। যদিও মনে মনে খুশি হয়েছে ও। একটা কিছু কাজে লাগতে পারলে ফন টিলের কাছ থেকে আরো কিছু সময় পাওয়া যাবে।

ডার্কের দিকে নয়, দারিউসের দিকে তাকালো ফন টিল। "কাজটা ওরা যদি করতে না চায়," কথা শেষ না করে মুখ টিপে একটু হেসে নিলো সে। "প্রথমে মেজর ডার্কের কানে গুলি করবে, তারপর পাশ থেকে নাকে।"

"ইয়েস, স্যার!" উৎসাহে ঝিক ক'রে উঠলো দারিউসের চোখ।

"ঠিক আছে, লোড করবো আমরা," তাড়াতাড়ি বললো উডসন।

ডকের ওপর পাহাড় হয়ে আছে কাঠের ভারি বাক্স, স্পেন্সার আর গুস্তাভ এক একটা ক'রে তুলে ধরিয়ে দিলো নাইট আর স্পেন্সারের হাতে। হ্যাচের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে উডসন, শুধু বাক্স ধরার সময় হ্যাচের ভেতর থেকে উঠে এলো তার হাত।

এই সময় হঠাৎ ক'রে আবার যন্ত্রণা শুরু হলো ডার্কের পায়ে। মনে হলো, খুদে একটা লোক জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ক্ষতের ভেতর ছুটোছুটি করছে। অসহ্য ব্যথায় কয়েকবারই জ্ঞান হারাবার মতো অবস্থা হলো ওর। শুধু ইচ্ছেশক্তির জোরে গলার আওয়াজটাকে স্বাভাবিক রাখতে পারলো ও।

"প্রশ্নের সবটা উত্তর কিন্তু আমি পাই নি। কিভাবে?"

"কখন মরতে হবে সেটা জানাই কি যথেষ্ট নয়?"

"আগেই বলেছি, চমক আমি পছন্দ করি না।"

কয়েক সেকেন্ড স্থির দৃষ্টিতে ডার্কের চোখে তাকিয়ে থাকলো ফন টিল। মুচকি একটু হাসলো সে। সিগারেট ধরালো। আরেকবার রিস্টওয়াচ দেখলো। তারপর বললো, "আমার পদ্ধতিটা নিষ্ঠুর নয়। মানুষকে ধরে ধরে যারা জ্যান্ত কবর দেয় তারা আমার এই পদ্ধতি দেখে বলতে বাধ্য হবে, আমি দয়ার সাগর, আমর মনটা ভারি নরম। ভাবছো, কি সেই পদ্ধতি, তাই না?" ঠোঁট টিপে হাসলো আবার। "তোমার খুব চেনা সেটা। একেবারে সহজ।" একটু থেমে ধীরে ধীরে, নাটকীয় সুরে বললো সে, "তোমাদেরকে পিস্তলের গুলি দিয়ে মারা হবে!"

ঝেড়ে একটা লাথি কষলো পিট বুড়ো তলপেটে, শয়তানটা কোঁক ক'রে একটা আওয়াজ তুলেই ডেকের ওপর ছটফট করতে করতে মারা গেলো দেখে অদ্ভুত এক তৃপ্তি আর আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠলো ওর শরীর আর মন। আসলে এটা কল্পনা। লাথি মারা তো দূরের কথা, এক চুল নড়তে পর্যন্ত পারলো না ও। একমূহূর্ত চিন্তা ক'রে বললো ও, "সাপ্লাই আর ইকুইপমেন্ট লোড করছেন, বিধ্বস্ত অ্যালব্যাট্রস থেকে মেশিনগান খুলে নিলেন, এসব দেখে বুঝতে পারা যায়, আপনারা কেটে পড়ছেন। পাততাড়ি গুটিয়ে কোথাও পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাই না?" ফন টিলের চেহারায় ভাবের কোন প্রকাশ লক্ষ্য করা গেলো না। আবার বললো পিট, "আপনার কেটে পড়ার পাঁচ দশ কি ত্রিশ মিনিট পর এক্সপ্লোসিভ চার্জ ডিটোনেট করা হবে। টন টন পাথরের নিচে চিরকালের জন্যে

চাপা পড়ে যাবে টানেল, গুহা, অর্থাৎ আপনার গোপন সাবমেরিন ঘাঁটি আর আন্ডারওয়াটার স্মাগলিং অপারেশনের অস্তিত্ব।"

ক্ষীণ একটু বিমূঢ়ভাব লক্ষ্য করা গেলো ফন টিলের চেহারায়। "বলে যাও, মেজর। তোমার আন্দাজের বহর দেখে তাজ্জব বনে গেছি আমি।"

"আপনার ভেতর ভয় বাসা বেঁধেছে," ফন টিল। "এই ডেকের নিচে একশো ত্রিশ টন হেরোইন হয়েছে। সাংহাই বন্দর থেকে সাবমেরিনে লোড করা হয়েছে ওটা। ভারত মহাসাগর হয়ে, সুয়েজ ক্যানেলের ভেতর দিয়ে ওটাকে বলে নিয়ে এসেছে মিনার্ভা লাইন্সের ফ্রেটার।" হঠাৎ মুচকি একটু হাসলো পিট। "এর মধ্যে কিন্তু ভারি একটা মজার ব্যাপার আছে।"

ভুরু কুঁককে তাকালো ফন টিল। "মজার ব্যাপার?"

"হেরোইন বহন করছে এই খবর দুনিয়ার কারো জানতে বাকি নেই—মজাটা এখানেই, যুক্তরাষ্ট্রের নারকোটিক ব্যুরো জানে, ইন্টারপোল জানে। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরে নোঙর ফেলবে। ফেলতে যা দেরি, সাথে সাথে সার্চ করা হবে কুইন আর্টেমাসকে। মজার ব্যাপারটা হলো, আপনিও ঠিক তাই চান। কারণ, আর্টেমাসকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেললেও তার ভেতর থেকে এক ছটাক হেরোইন বেরুবে না।" একটু থেমে নাটকীয় ভঙ্গিতে শেষ ঢিলটা ছুঁড়লো পিট, "এবং কুইন আর্টেমেসিয়ায় যে হেরোইন আছে সেটা আপনিই রটিয়েছেন। তাই খবরটা জানে সবাই।"

পরিস্কার বিহ্বল ভাব ফুটে উঠলো ফন টিলের চেহারায়। কিন্তু কোনো কথা বললো না সে।

নড়েচড়ে বসে আহত পায়ের ওপর থেকে চাপ একটু কমালো পিট। লক্ষ্য করলো, নাইট আর ডিকের সাথে হ্যাচে নেমে গেছে। "আপনার আস্ত টোপটা গিলে ফেলেছে ইন্টারপোল। তারা জানে না, সাবমেরিন আর হেরোইন কাল রাতে এখানে রেখে যাওয়া হয়েছে। মিনারভা লাইন্সের পরের জাহাজ কুইন জোকাস্তা আসছে, হেরোইনসহ সাবমেরিনটাকে সেটার সাথে পাঠানো হবে। কুইন জোকাস্তা যাবে নিউ অরলিয়ন্সে তার হোল্ডে আছে টার্কিশ টোবাকো।" রিস্টওয়াচ দেখলো পিট। "এখন থেকে ঠিক দশ মিনিট পর তীর থেকে এক মাইল দূরে নোঙর ফেলবে কুইন জোকাস্তা। সেজন্যেই আপনি এতো ব্যস্ত, ফন টিল। সেজন্যেই ভয় বাসা বেঁধেছে আপনার মনে। কারণ, এই প্রথমবার দিনে উজ্জ্বল আলোয় স্মাগলিং অপারেশন চালাতে বাধ্য হচ্ছেন আপনি।"

"তোমার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হয়," মৃদু গলায় বললো বুড়ো জার্মান। চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো তার চেহারায়। "কিন্তু যা বললে তার কিছুই তুমি প্রমাণ করতে পারবে না।"

"প্রমাণ করার চেষ্টাই বা করবো কি করে? কতোক্ষণই বা বেঁচে আছি?"

"ঠিক মেজর। ঠিক বলেছো। তুমি কি জানো না জানো তাতে আমার কিছু আসে যায় না। মরতে তোমাকে হচ্ছেই। আর সেজন্যেই তোমার কাছে সত্য গোপন করারও কোনো মানে হয় না। যা যা আন্দাজ করেছো, সবই সত্যি। শুধু একটা তথ্যে ভুল আছে। কুইন জোকাস্তা নিউ অরলিয়ন্সে নয়, শেষ মুহূর্তে কোর্স বদলে ভিড়বে টেক্সাসের গালভেস্টনে।"

দ্বিতীয় সাবমেরিনের ডেকে দাঁড়িয়ে অ্যালব্যাট্রস থেকে মেশিনগান নামাচ্ছিলো তিনজন লোক, কাজ শেষ ক'রে কোথায় যেনো অদৃশ্য হয়ে গেছে তারা। ডক থেকে নেমে হ্যাচের ভেতর দিয়ে একটা কাঠের বাক্স স্পেন্সারের হাতে ধরিয়ে দিলো গুস্তাভ। নাইট আর ডিকের সাথে স্পেন্সারও এখন হ্যাচের ভেতর নেমে পড়েছে। তাড়াতাড়ি কথা বললো পিট, এখন ওর প্রতিটি সেকেন্ড দরকার।

"আমাদেরকে দারিউসের হাতে তুলে দেবার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর আশা করি আমি," বললো ও। "স্রেফ কৌতুহল থেকে জানতে চাইছি গালভেস্টনে আনলোড করার পর কিভাবে বিলি করা হবে হেরোইন?"

সিগারেটে টান দিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলো ফন টিল। "ছোটো একটা ফিশিং বোট ফ্লিটেরও মালিক আমি। তেমন আয় হয় না, তবে মাঝেমধ্যে ভারি কাজে লাগে। ঠিক এই মুহূর্তে গালফ অব মেক্সিকোয় জাল ফেলছে ওগুলো। আমার সিগন্যালের অপেক্ষায় আছে ওরা। সিগন্যাল পেলেই জাল গুটিয়ে নিয়ে পোর্টে পৌছুবে, কুইন জোকাস্তার সাথে একই সময়ে। বাকিটা পানির মতো সহজ। জাহাজ থেকে খসে যাবে সাবমেরিন, ফিশিং-বোটগুলো তাকে সাথে ক'রে নিয়ে যাবে একটা ক্যানারিতে। তারপর বিল্ডিঙের নিচে কার্গো খালাস করা হবে। ক্যাটফুড লেবেল সাঁটা ক্যানে ভরা হবে হেরোইন। ওখান থেকে ট্রাকে ক'রে যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশটা রাজ্যে পৌছে যাবে ক্যানগুলো। নারকোটিক ব্যুরো কিছু সন্দেহ করার আগেই কেল্লা ফতে।"

"মাত্র কিছু ডলারের জন্যে এ রকম একটা জঘন্য পেশা কেন আপনি বেছে...."

"মাত্র? হাফ বিলিয়ন ডলারকে তুমি মাত্র কিছু বলবে?" আহত দেখালো ফন টিলকে।

"কিন্তু ডলারগুলো গোণার সময় আপনি পাবেন ব'লে মনে করেন?" বিদ্রুপের পর হাসি দেখা গেলো ডার্কের ঠোঁটে।

"কে বাধা দেবে আমাকে? তুমি, মেজর পিট? সম্ভবত আকাশ থেকে নেমে এসে আমার মাথায় বাজ হয়ে পড়বে?"

"অভিশাপে বিশ্বাস করেন না?" জানতে চাইলো পিট।

"যথেষ্ট হয়েছে, স্যার! এবার অনুমতি দিন, আমি শোধ তুলি!" এক পা এগিয়ে এলো দারিউস।

"উঁহু," মাথা নেড়ে বললো পিট। তাকিয়ে আছে ফন টিলের দিকে। "এগারো মিনিট পুরো হয় নি এখনও।"

ডার্কের দিকে নয়, হাতের জ্বলন্ত সিগারেটের দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মৃদু কণ্ঠে বললো ফন টিল, "একটা ব্যাপারে মনটা খুঁত খুঁত করছে। মেজর পিট, তুমি আমার ভাতিজিকে কিডন্যাপ করলে কেন?"

সাথে সাথে উত্তর দিলো পিট। "আপনি টেরির কথা বলছেন? কে বললো সে আপনার ভাতিজি?"

বিস্ময়ে ঝুলে পড়লো মুখ। "ভাতিজি নয়, আপনি জানলেন কিভাবে?"

"আপনার সাম্রাজ্যে স্পাই ঠিকই ঢুকিয়েছিলো ইন্সপেক্টর জাসিনথুস," ফন টিলকে বললো পিট। "কিন্তু জাসিনথুসের প্ল্যানটা আগাগোড়াই ব্যর্থ হয়। আসল ভাতিজিকে ইংল্যান্ডের নিরাপদ কোথাও সরিয়ে ফেলে সে, অনেকটা তার মতো দেখতে আরেকটা মেয়েকে খুঁজে বের করে। আসল টেরিকে আপনি বিশ বছর দেখেন নি, কাজেই তার চেহারা আপনার মনে থাকার কথা নয়।"

নির্লিপ্ত দেখালো ফন টিলকে। শুধু পিটকে সমর্থন করে মৃদু একটু মাথা ঝাঁকালো সে।

"মেয়েটা যে আসল নয়, নকল, সেটা আপনি জানতে পারেন দারিউসের কাছ থেকে," বললো পিট। "সে-সময় আপনার সামনে দুটো পথ খোলা ছিলো। নকল ব'লে তিরস্কার করে ভিলা থেকে তাকে বের করে দেয়া, অথবা সব জেনেও চুপ ক'রে থাকা। আপনি দেখলেন, চুপ ক'রে থাকাই ভালো, তাতে ইন্সপেক্টর জাসিনথুসকে ভুল তথ্য সরবরাহ করার সুবর্ণ একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।"

"নিজেদের পাতা ফাঁদে ওরা নিজেরাই ধরা পড়লো, অথচ সেটা জানতেও পারলো না, তাই নয় কি?" ঠোঁট মুচড়ে হাসলো ফন টিল।

"মেয়েটা ভিলায় পা রাখার পর থেকেই তার ওপর নজর রাখতে শুরু করলো উইলি। রোজ সকালে সৈকতে সাঁতার কাটতে যেতো টেরি, আসল উদ্দেশ্য

ইন্সপেক্টর সাথে যোগাযোগ করা। ইচ্ছে করেই সুযোগটা তাকে দেয়া হতো, কারণ জাসিনথুসকে তথ্য সরবরাহ করার ওটাই একমাত্র পথ ছিলো। কিন্তু এমন কোনো একটা ঘটনা ঘটে, যার ফলে সেন্দহ দেখা দিলো মনে। সম্ভবত উইলিকে দেখতে পেয়েছিলো সে। বুঝতে পেরেছিলো, টেরিকে উইলি অনুসরণ করছে। টেরির সাথে তার আগের সাক্ষাৎকারগুলোও উইলির চোখে পড়েছে, ধরে নেয় সে। বুঝতে পারে, তার প্ল্যানটা ভেস্তে গেছে।"

"জাসিনথুসের মন থেকে সন্দেহ দূর করতে পারতাম আমরা," বললো ফন টিল। "কিন্তু তুমি এসে সব গোলমাল করে দিলে।"

কাঁধ ঝাঁকালো পিট। "সেদিন সৈকতে আমাকে দেখলো মেয়েটা। দিনের আলো তখনও ফোটে নি, আমাকে সে ইন্সপেক্টর জাসিনথুস ব'লে মনে করেছিলো। সৈকতে শুয়ে ছিলাম আমি, দেখে ধরে নয় আপনার কোনো লোক জাসিনথুসকে খুন ক'রে ফেলে রেখে গেছে। হঠাৎ আমাকে নড়তে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিলো সে।"

পায়ের ব্যথাটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, ক্ষতের ওপরটা দু'হাত দিয়ে খামচে ধরে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করলো পিট। "ইন্সপেক্টর জাসিনথুস সৈকতে আসে নি সেদিন। আমাকে নড়তে দেখে টেরি ধরে নিলো, আমি আপনারই লোক। মেয়েটার মাথা ভালো, দ্রুত চিন্তা করতে পারে। শেখানো বুলি আওড়ে নিজের পরিচয় দেয় সে, তারপর ভিলায় গিয়ে চাচার সাথে ডিনার খাবার আমন্ত্রণ জানায়। ইচ্ছে, যেনো কিছুই জানে না এই রকম একটা ভাব ক'রে আপনার নিজের ভাড়া করা লোকের সাথে আপনারই পরিচয় করিয়ে দেবে।"

"মজার ব্যাপার কি জানো? তুমি ব্র্যাডি ফিল্ডের গারবেজ কালেক্টর, কথাটা টেরি বিশ্বাস না করলেও আমি কিন্তু বিশ্বাস করেছিলাম।"

"বিশ্বাস করেছিলেন, তার কারণ আপনি জানতেন, কোনো সুস্থ, ট্রেনিং পাওয়া এজেন্ট এ ধরনের কাভার ব্যবহার করে না। তাছাড়া আপনার আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ ছিলো না। দারিউসের কাছ থেকে আপনি কোনো সতর্ক সংকেত পান নি।"

বেল্টটা অ্যাডজাস্ট ক'রে নিয়ে ক্ষতের ওপর থেকে চাপ একটু কমালো পিট। "ডিনার খেতে এসে যখন বললাম, আমি একজন মেজর, সাথে সাথে আপনি আমাকে এজেন্ট ব'লে ধরে নিলেন। আপনার সন্দেহ আরো দৃঢ় হলো ব্র্যাডি ফিল্ডে হামলা চালাবার জন্যে আমি যখন দায়ি করলাম আপনাকে। কাজেই আমাকে মেরে ফেলার প্ল্যান করলেন আপনি। জানতেন, টানেলে আমার দেহের

যেটুকু অবশিষ্ট থাকবে তা কারো চোখে পড়বে না কোনোদিন। ইতিমধ্যে টেরি টের পেয়ে যায়, আমাকে ডিনার খেতে আনিয়ে মারাত্মক ভুল ক'রে ফেলেছে সে। বুঝতে পারে, আমি আপনার ভাড়া করা লোক নই। কিন্তু যা হবার হয়ে গিয়েছিলো, তার আর কিছু করার ছিলো না।"

চিন্তিত দেখালো ফন টিলকে। "নিশ্চয়ই তখনও তুমি ওকে আমার ভাতিজি বলেই জানতে। তা না হলে কিডন্যাপ করবে কেন?"

"ওকে কিডন্যাপ করার পিছনে আরো একটা উদ্দেশ্য ছিলো আমার, তথ্য আদায় করা," বললো পিট। "কেউ যদি আমাকে খুন করার চেষ্টা করে, কারণটা জানতে চাই আমি। কিন্তু মেয়েটাকে নিয়ে টানেল থেকে বেরুতে যাবো, এই সময় বাধা দিলো কর্নেল জেনো। সে যাই হোক, মেয়েটাকে বের করে নিয়ে এসে উপকারই করি আমি।"

"কি রকম?"

"জাসিনথুস বুঝতে পারছিলো, মেয়েটাকে ভিলায় রাখার আর কোনো মানে হয় না। বরং যতোক্ষণ সেখানে থাকবে ও ততোক্ষণ তার প্রাণের এক কানাকড়িও দাম নেই।"

"অনেক কথা বলছো তুমি, মেজর পিট," গম্ভীর শোনালো ফন টিলের কণ্ঠস্বর।

"আমিও আগ্রহ নিয়ে শুনছি। কিন্তু এসবে লাভ আছে কিছু?"

"আমি দু'জনেরই লাভের কথা বলছি।"

"ঠিক বুঝলাম না।"

"আমি যদি তোমাকে একটা লোভনীয় প্রস্তাব দিই, তুমি সেটা বিবেচনা ক'রে দেখবে?" জানতে চাইলো ফন টিল। "আগেই বলেছি, বুদ্ধিমান, যোগ্য সাহসী লোক দরকার আমার। উত্তর দেবার আগে ভালো ক'রে ভেবে দেখো ব্যাপারটা। শুধু প্রাণে বেঁচে যাবে তাই নয়, আমার ডান হাত হিসেবে কাজ করার দুর্লভ সুযোগও পাবে।"

"আপনি আমাকে দারিউস মনে করবেন না," বললো পিট। ফন টিলকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আগের প্রসঙ্গে ফিরে এলো পিট। "...কিন্তু সামনে নতুন একটা সমস্যা দেখা দিলো—আমি আর অ্যাল। সে জানতো, আমরা আপনার পেছনে লেগেছি। সেও অনেক দিন থেকে লেগেই আছে। অথচ আমাদেরকে বাধা না দিয়ে তার উপায় ছিলো না। লিগ্যালি, জোর করে আমাদেরকে আটকে রাখার অধিকার তার ছিলো না। কাজেই প্রস্তাব দিলো

আমরা যেনো ইন্টারপোলের সাথে সহযোগিতা করতে রাজি হই। তাহলে আমাদের ওপর নজর রাখতে তার সুবিধে হবে।"

"ঠিক বলেছো, মেয়োটাকে খুন করার প্ল্যানই করেছিলাম আমি," গম্ভীর গলায় বললো ফন টিল।

"সেজন্যেই আমি যখন প্রস্তাব দিলাম মেয়েটাকে ফার্স্ট এটেম্পট্-এ আমার হেফাজতে রাখবো, জাসিনথুস কোনো আপত্তি তোলে নি। দুটো সুবিধো দেখতে পাচ্ছিলো সে। আমার আর জিওর্দিনোর ওপর নজর রাখতে পারবে টেরি, সেই সাথে আপনার নাগালের বাইরেও থাকতে পারবে। তখনও আমি মেয়েটার আসল পরিচয় আন্দাজ করতে পারি নি। পারলাম এই আজ সকালে।"

"আশ্চর্য!" অবিশ্বাসের সাথে মাথা নাড়লো দারিউস। "এতো কথা আপনি জানলেন কিভাবে?"

"সবটা জেনেছি তা নয়," বললো পিট। "কিছু কিছু জেনেছি, বাকিটা আন্দাজ ক'রে নিতে হয়েছে। নিরীহ একটা মেয়ের পায়ে টেপ দিয়ে আটকানো টু-ফাইভ ক্যালিবারের অটোমেটিক মাউজার থাকে না। এ থেকেই বোঝা গিয়েছিলো, মেয়েটা প্রফেশনাল। সৈকতে আমার সাথে যখন দেখা হলো, তখন তার কাছে ছিলো না ওটা। ভিলার স্টাডি থেকে তাকে আমি যখন কাঁধে নিই তার খানিক পর ওপর পা থেকে ওটা পড়ে যেতে দেখে তুলে নেয় অ্যাল। তার মানে, ভেতরের কাউকে জয় করছিলো সে, ভিলার বাইরের কাউকে নয়।"

"তুমি দেখছি আমাকে মুগ্ধ করে ছাড়লে, হে।" ভারি গলায় বললো ফন টিল। "তুমি যে এতোটা ধুরন্ধর, তা বুঝি নি। যদিও যতোই কিনা মুগ্ধ করো আমাকে, তোমার তাতে কোনো লাভ নেই।"

ফন টিলের কথা পিট যেনো শুনতেই পায় নি, বললো, "আমরা যে এখানে এসেছি তা কিন্তু ইন্সপেক্টর জাসিনথুস জানে।"

"জানে নাকি?" মুচকি একটু হাসি দেখা গেলো ফন টিলের ঠোঁটে। "কিভাবে জানে, বলবে?"

"মেয়েটাকে আমি সুযোগ দিয়েছিলাম, যাতে জাসিনথুসকে মেসেজ পাঠাতে পারে সে। জাহাজের রেডিও অপারেটরকে কফির সাথে ড্রাগ খাইয়ে রেডিও রুম থেকে কিছুক্ষণের জন্যে বের করে আনি, তারপর জাসিনথুসকে জানায় আমরা এখানে আসার প্ল্যান করছি।"

"মেসেজটা রিসিভ করে জাসিনথুস নয়, আমাদের দারিউস," আবার সেই মুচকি হাসি দেখা গেলো ফন টিলের ঠোঁটে। "জাসিনথুসকে কথাটা বলতে ভুলে গেছে ও।"

পায়ের ব্যাথাটা আবার বাড়তে শুরু করেছে। এখনই উচিত সময় কিনা ভাবলো পিট। ওর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে আসছে, এখনই ঝাপসা দেখতে শুরু করেছে ও। ব্যাথা এর চেয়ে বাড়লে হয়তো কথাই বলতে পারবে না। মাথাটা একটু কাত করে দারিউসের দিকে তাকালো ও। হাতের পিস্তলটা এখনও ওর নাভি লক্ষ্য করে ধরে আছে সে। না, আর দেরি করার কোনো মানে হয় না।

"কিন্তু অ্যাডমিরাল হেইবার্ট, আপনার সময় ঘনিয়ে এসেছে।"

প্রথমে কোনোরকম সাড়া দিলো না ফন টিল। আগের মতোই ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলো, ভাবলেশহীন চেহারা। তারপর ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠতে শুরু করলো নিখাদ বিস্ময় আর অবিশ্বাস। ডার্কের দিকে এক পা বাড়ালো সে, চোখ দুটো কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেনো। "কি—কি নামে ডাকলে আমাকে?" কেউ যেনে গলা চেপে ধরেছে তার, বোজা গলা থেকে হিস হিস করে আওয়াজ বেরিয়ে এলো।

"অ্যাডমিরাল হেইবার্ট," আবার বললো পিট। "অ্যাডমিরাল এরিখ হেইবার্ট, নাজি জার্মানির ট্রান্সপোর্টেশন ফ্লিটের কমান্ডার। অ্যাডলফ হিটলারের ফ্যানাটিক অনুসারী। এবং প্রথম মহাযুদ্ধের একজন হিরো, কার্ট হেইবার্টের আপন ভাই।"

"তুমি, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!"

"ইউ-নাইনটিন। ওটাই আপনার চরম ভুল।"

"প্রলাপ—অর্থহীন প্রলাপ!" বিড়বিড় ক'রে বললো বুড়ো জার্মান।

"ইউ-নাইনটিনের মডেলটা আপনার স্টাডিতে আছে," বললো পিট। "দেখেই মনটা খুঁত খুঁত ক'রে উঠেছিলো। একজন এক্সকমব্যাট পাইলটের ঘরে একটা প্লেন আশা করতে পারি আমরা, সাবমেরিন নয়। মজার ব্যাপার কি জানেন? আপনার ভাড়া করা লোক দারিউসকে দিয়েই বার্লিনের জার্মান ন্যাভাল আর্কাইভের সাথে যোগাযোগ করি আমি। ও তো আর আপনার সত্যিকার পরিচয় জানে না, কাজেই কিছুই সন্দেহ করে নি। রেডিও ব্যবহার করে ও।"

বোকার মতো ডার্কের দিকে তাকিয়ে আছে দারিউস। "ও, তাহলে এই মতলব ছিলো আপনার!"

"সাধারণ রুটিন এনকোয়্যারি ছিলো ওটা। ইউ-নাইনটিনের ক্রুদের তালিকা চাই আমি। মিউনিখে আমার এক বুড়ো বন্ধু আছে, তাঁর সাথেও যোগাযোগ করি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফন টিল নামে কোনো পাইলট ছিলো কিনা খোঁজ নিয়ে জানাতে বলি আমাকে। যে উত্তরটা পেলাম, ভারি মজার। জার্মান ইমপিরিয়াল এয়ার সার্ভিসে ব্রুনো ফন টিল নামের একজন ফ্লায়ার ছিলো বটে," বুড়ো

জার্মানের দিকে তাকালো পিট। "কিন্তু আপনি বলেছিলেন কার্ট হেইবার্টের সাথে জাস্টা থৃতে পোস্টেড ছিলেন, প্লেন নিয়ে উঠতেন ম্যাসেডোনিয়ার জান্তি অ্যারোড্রোম থেকে। অথচ আমার যোগাড় করা তথ্যে দেখা যাচ্ছে আসল ফন টিল পোস্টেড ছিলো ফ্রান্সে, জাস্টা নাইনে-এ ক'দিনের জন্যেও ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট ছেড়ে যায় নি সে। ইউ নাইনটিনের ক্রুদের তালিকায় প্রথম নামটা ছিলো কমান্ডার কার্ট হেইবার্ট। মনটা খুঁত খুঁত করতে থাকায় আবার বার্লিনের সাথে যোগাযোগ করলাম, এবার জাহাজ থেকে। উত্তরে কার্ট হেইবার্ট সম্পর্কে এমন সব তথ্য পেলাম, যা দিয়ে জার্মান অথরিটিকে কাঁপিয়ে দেয়া যায়।"

"উদ্ভট, ভিত্তিহীন প্রলাপ!" হাত দুটো শক্ত মুঠো করে পিট মুখের সামনে নাড়লো বুড়ো জার্মান। "তোমার এই রূপকথায় কেউ কান দেবে না। শুধু একটা মডেল সাবমেরিন—আমার আর হেইবার্টের মাঝখানে ওটা কোনো ভ্যালিড কানেকশন হতে পারে না।"

"কিছু প্রমাণ করার দরকার নেই আমার," বললো পিট। "ফ্যাক্টগুলো নিজেরাই কথা বলছে। হিটালার যখন ক্ষমতায় এলো, আপনি তার অন্ধ অনুসারী হয়ে উঠলেন। আপনার বিশ্বস্ততা লক্ষ্য করে, সেই সাথে মূল্যবান কমব্যাট অভিজ্ঞতা আছে দেখে, পদোন্নতি ঘটিয়ে আপনাকে সে ট্র্যান্সপোর্টেশন ফ্লিটের কমান্ডিং অফিসার বানিয়ে দেয়। এই টাইটেল যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত, জার্মানির আত্মসমর্পণের ঠিক আগে পর্যন্ত ব্যবহার করেন আপনি। কিন্তু তারপরই গায়েব হয়ে যান।"

"এসবের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই!" গর্জে উঠলো বুড়ো জার্মান।

তার কথায় কান না দিয়ে বললো পিট, "এবার আসল ফন টিলের কথায় ফিরে আসি। ধনী এক জার্মান ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করে ফন টিল। ব্যবসায়ী শ্বশুরের অনেক ব্যবসার মধ্যে একটি ছিলো সওদাগরী জাহাজের ছোটো একটা বহর—গৃসের পতাকা উড়িয়ে চলাচল করতো। স্বার্থ উদ্ধারের সম্ভাবনা কোথাও দেখতে পেলে সেটাকে সহজেই চিনতে পারতো ফন টিল। গৃক নাগরিকত্ব যোগাড় করে মিনার্ভা লাইন্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে বসলো সে। তার আগে পর্যন্ত কোম্পানিটা লোকসান দিচ্ছিলো, কিন্তু তার ছোঁয়া পেয়ে ব্যবসাটা যেনো রাতারাতি জমে উঠলো। জার্মানিতে বেআইনী আর্মস স্মাগল করতে শুরু করলো সে। সেই সূত্রেই তার সাথে পরিচয় ঘটে গেলো আপনার। অপারেশনটা নিখুঁতভাবে চালাবার ব্যাপারে তাকে আপনি সাহায্য করেন। কিন্তু ফন টিল বোকা ছিলো না, সে বুঝতে পারে, শেষ পর্যন্ত জার্মানি হেরে যাবে। তাই জার্মানির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মিত্রপক্ষের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে।"

"কিন্তু যোগাযোগটা কোথায়?" প্রশ্নটা এলো দারিউসের কাছ থেকে।

তার দিকে তাকালোই না পিট, বলে চললো, "আর কেউ হলে যুদ্ধের শেষে পালিয়ে যেতো। কিন্তু আপনি, অ্যাডমিরাল এরিখ হেইবার্ট অন্য ধাতুতে গড়া। যেভাবেই হোক ইংল্যান্ডে চলে যান আপনি। ওখানে বাস করছিলো আমাদের আসল ফন টিল। তাকে আপনি খুন করেন, খুন ক'রে তার জায়গায় বসিয়ে দেন নিজেকে।"

"তা কিভাবে সম্ভব?" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো দারিউস।

"আকার এবং গড়ন দু'জনের প্রায় একই রকম ছিলো," বললো পিট। "বিস্তর টাকা খরচ করে একজন সার্জেনের সাহায্য নেন আপনি। সে আপনার চোখ, কান, ঠোঁট, মুখের চামড়া ইত্যাদি বদলে ফন টিলের মতো করে দেয়। এবং নিজের চেষ্টায় আপনি আপনার বাচনভঙ্গি, অভ্যেস ব্যবহার, আচরণ এই সব বদলে ফেলেন। প্র্যাকটিস করে এসব নিখুঁত ক'রে তোলেন আপনি। লোকজন আপনাকে সন্দেহ করে নি। কে করবে? ফন টিল শুধু যে ঘরকুনো, নিঃসঙ্গ, বন্ধুহীন পুরুষ ছিলো তাই নয়, লোকটার কোনো আত্মীয়-স্বজনও ছিলো না। এক কথায়, কেউ তাকে ব্যাক্তিগত ভাবে চিনতো না। ছেলেপিলে হওয়ার আগেই মারা যায় তার স্ত্রী। থাকার মধ্যে ছিলো এক ভাগ্নী, জন্ম এবং মানুষ হয়েছে গৃসে। এমনকি অনেক দিন পর্যন্ত সেও নকল ফন টিলকে সন্দেহ করে নি। যখন একটু একটু সন্দেহ হতে শুরু করলো, ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলেন আপনি, এবং তাকে ও তার স্বামীকে খুন করলেন। কিন্তু সবাই জানলো বোট অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে ওরা। টেরি ছিলো ওদের একমাত্র মেয়ে। সে তখন শিশু। ভাগ্যগুণে বেঁচে গেলো সে, কিন্তু আপনি রটালেন আপনিই তাকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছেন। পরে তাকেও মেরে ফেলার ইচ্ছে হয়েছিলো আপনার, এ আমি হলপ করে বলতে পারি, কিন্তু আরেকটা মিথ্যে দুর্ঘটনা সাজাতে সাহস পান নি।"

চোখে ঘৃণা নিয়ে ডার্কের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বুড়ো।

"ফন টিলের চোরাকারবারের ব্যবসা আপনার হাতে পড়ে আরো ফুলে ফেঁপে উঠলো, নদীর স্রোতের মতো আসতে শুরু করলো টাকা। কিন্তু আপনি স্বস্তি পেলেন না। মনে আপনার শান্তি এলো না। কারণ, আপনার অতীতটা বড় ভয়ঙ্কর। নুরেমবার্গ ওয়ার ট্রাইব্যুনালে যাদের বিচার হবার কথা, তাদের মধ্যে আপনিও ছিলেন। মার্টিন বোরম্যানের নিচেই ছিলো আপনার নাম। কিন্তু আপনাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। যাবে কিভাবে? আপনি ইতিমধ্যে গৃসে পালিয়ে এসে থাসোসে গা ঢাকা দিয়েছেন, মস্ত একটা ভিলা তৈরি করে লুকিয়ে আছেন

সবার চোখের আড়ালে। আপনার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ ছিলো, তাও জানতে পেরেছি। বন্দীদেরকে ভাঙাচোরা জাহাজে ভরে গভীর সাগরে পাঠিয়ে দিতেন আপনি, মিত্রপক্ষের পাইলটরা ওগুলোকে ডুবিয়ে দিতো। ওদেরকে দিয়েই ওদের খুন করাতেন আপনি। আপনার অবর্তমানেই বিচার হয়, শাস্তি হয় মৃত্যুদণ্ড। সেই দণ্ড এতোদিনে কার্যকর হতে যাচ্ছে।"

ভয়ঙ্কর অসুস্থ, দুর্বল বোধ করছে পিট। একটানা এতো কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছে। ক্লান্ত চোখে গার্ডদের দিকে, তারপর টানেল আর জাপানি আই-বোটের দিকে তাকালো ও। জানে, শেষ তাসটা খেলা হয়ে গেছে ওর, সময় পাবার আর কোনো উপায় নেই। বললো, যা বললাম তার সবটুকু সত্য সে দাবি করি না, এর সাথে যুক্তি দিয়ে তৈরি করা কিছু অনুমানও আছে। জার্মানদের ফাইলে সব তথ্য পাওয়া যায় নি। খুঁটিনাটি বিবরণ কোনোকালেই জানা সম্ভব নয়। অবশ্য আপনি যদি স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন তাহলে আলাদা কথা।"

শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন চোখে ডার্কের দিকে তাকালো বুড়ো। "ওর কথায় কান দিয়ো না, দারিউস। যা বললো, সবটাই গাঁজাখুরি গল্প..."

এই সময় আবার ফিরে আসতে শুরু করলো কুয়াশা। ডকের ওপর দিয়ে কেউ একজন এগিয়ে আসছে। ভারি বুট জুতোর আওয়াজ পেলো ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকালো বুড়ো জার্মান। সবুজ ইউনিফর্ম পরা একজন লোককে দেখা গেলো। এগিয়ে এসে বুড়োর সামনে থামলো সে। "এইমাত্র মিনারভা নোঙর ফেললো, স্যার।"

"ব্যাটা, বুদ্ধু!" রাগে কেঁপে উঠলো বুড়ো। "পোস্ট ছেড়ে কে আসতে বলেছে তোকে?"

ছুটে চলে গেলো সবুজ ইউনিফর্ম।

"আরো দেরি করবেন, স্যার?" জানতে চাইলো দারিউস। ডার্কের নাভি লক্ষ্য করে ধরা লুগারটা তার হাতে একটুও কাঁপলো না। "দিই শালার পেট ফুটো করে?"

"দুঃখিত, মেজর," ডার্কের চোখে চোখ রেখে বললো বুড়ো জার্মান। "তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো ইচ্ছে বা উপায় নেই আমার।"

গুলি হবে, বুঝতে পারলো পিট। কোথায় লাগবে বুঝতে পেরে সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো শরীরটা।

অধ্যায় ১৮

গুলি হলো। লুগারের তীক্ষ্ণ শব্দ নয়, শোনা গেলো ফরটি-ফাইভ কোল্ট অটোমেটিকের ভরাট, ভারি আওয়াজ। ব্যাথায় ককিয়ে উঠলো দারিউস, তার হাত থেকে ছিটকে পানিতে পড়লো লুগারটা। গায়ে ফিট করে নি, খুবই ঢোলা একটা সবুজ ইউনিফর্ম পরা অ্যাল জিওর্দিনো লাফ দিয়ে ডক থেকে নামলো সাবমেরিনের ডেকে। হাতের কোল্টটা বুড়ো জার্মানের কানের ওপর চেপে ধরলো সে। উঁকি দিয়ে ডার্কের দিকে তাকালো, বললো, "বিশ্বাস করো, এবার সেফটি ক্যাচ অফ করতে ভুল হয় নি আমার!"

"এতো দেরি করছো দেখে ভাবলাম দুনিয়ার মায়া বুঝি ছাড়তেই হলো..."

হতভম্ব দেখালো বুড়ো জার্মান আর দারিউসকে। ঝুল-কার্নিসে দাঁড়ানো গার্ডরা একযোগে স্টেন তুললো ডেকের দিকে।

"বোকামি করো না!" সাবধান ক'রে দিলো অ্যাল। "তোমরা মেজর পিটকে গুলি করলে আমিও তোমাদের বসের মগজ উড়িয়ে দেবো। তোমাদেরও মরতে হবে। বিশ্বাস না হয়, টানেলের দিকে তাকাও।"

দেখা গেলো, টানেলের মুখে দশজন লোক বিভিন্ন পজিশনে দাঁড়িয়ে, বসে, হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছে। প্রত্যেকের হাতে একটা ক'রে মেশিন পিস্তল।

"এবার আমার পিছনে, সাবমেরিনের দিকে তাকাও," বললো অ্যাল।

জাপানি আইবোটের কোনিং টাওয়ারে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল জেনো। মেশিনগানের ট্রিগারে রয়েছে তার হাত। দেখে গুলি করার সাধ মিটে গেলো গার্ডদের। হাতের স্টেন পানিতে ফেলে দিলো তারা। কাউকে কিছু বলতে হলো না, সাবই হাত তুললো মাথার ওপর। টানেলের মুখ থেকে জিওর্দিনোর লোকেরা এগোলো তাদের দিকে।

"এতো দেরি করলে কেন?"

"কি আশ্চর্য, দেরি হবে না? সাঁতরে তীরে যেতে হলো, খুঁজে বের করতে হলো কর্নেল জাসিনথুস আর কর্নেল জেনোকে, ওদের কমান্ডো বাহিনীকে তৈরি

হবার জন্যে সময় দিতে হলো, তারপর অ্যাম্ফিথিয়েটার হয়ে টানেলের ভেতর দিয়ে এলাম, দেরি হবে না? রোম কি একদিনে গড়ে উঠেছিলো?" ঝাঁঝের সাথে, কিন্তু মুখে হাসি নিয়ে এক দমে কথাগুলো বলে গেলো অ্যাল।

"আমি যেভাবে ডিরেকশন দিয়েছিলাম তাতে কি সমস্যা হয়েছিলো?"

"কোনো সমস্যাই হয় নি। তুমি যেখানে বলেছিলে ঠিক সেখানেই পেয়েছি।"

ভন টিল শীতল চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে পিটের কাছে চলে এলো। "এলিভেটরের কথা কে বললো তোমাকে?"

"কেউ বলে নি," জানালো পিট। "টানেল থেকে বেরুবার চেষ্টা করছিলাম, এই সময় শাখা প্যাসেজে একটা ভেন্টিলেটর শ্যাফট দেখতে পাই। ফাঁকটার ওদিক থেকে জেনারেটরের আওয়াজও শুনতে পেয়েছিলাম। পরে যখন আন্দাজ করলাম আপনি আন্ডাওয়াটার ঘাঁটি ব্যবহার করছেন, তখনই এলিভেটরের সম্ভাবনাটা জাগলো মনে। ভিলা থেকে পানির তলার ঘাঁটিতে নামার একমাত্র উপায় এলিভেটর ছাড়া আর কি হতে পারে?"

ডকে কি যেনো নড়ে উঠলো, মুখ তুলে সেদিকে তাকালো পিট। এগিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়ালো ইন্সপেক্টর জাসিনথুস। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে পিটকে দেখলো সে, তারপর জানতে চাইলো, "পায়ের কি অবস্থা?"

"দিন দশেক বিছানায় পড়ে থাকতে হতে পারে," কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো পিট।

"জেনো স্ট্রেচার নিয়ে আসার জন্যে লোক পাঠিয়েছে। এখুনি পৌছে যাবে।"

"আমাদের আলাপ বোধহয় আড়ি পেতে শুনেছেন?"

"হ্যা। সব।"

"কিন্তু কিছুই আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ করতে পারবে না তোমরা," তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো অ্যাডমিরাল এরিখ হেইবার্ট। ঠোঁটের কোণে ঘৃণার ভাব, কিন্তু মুখের চেহারায় পরাজয়ের ছায়া ফুটে উঠেছে।

"আগেই বলেছি, ফ্যাক্ট নিজেই কথা বলবে, কথার জাল বুনে কিছু প্রমাণ করার দরকার হবে না। চারজন ওয়ার ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেটর জার্মানি থেকে এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌছে যাবে তারা। তাদের চোখকে ফাঁকি দেবার কোনো উপায় নেই। আপনার প্লাস্টিক সার্জারি ধরে ফেলবে তারা। গলার আওয়াজ বদলেছেন, সেটাও ধরা পড়বে। আপনি খামোখা

এখনও আশা করছেন, অ্যাডমিরাল। মেনে নিন। শেষ হয়ে গেছে আপনার শয়তানী।"

"আমি গৃক নাগরিক," জেদের সুরে বললো হেইবার্ট। "আমাকে জোর করে জার্মানিতে নিয়ে যাবার কোনো অধিকার নেই ওদের।"

"গৃক নাগরিক ছিলো ফন টিল, আপনি নন," মুচকি হেসে বললো পিট। "কর্নেল জেনো তুমি কি দয়া করে এ্যাডমিরালকে সব বুঝিয়ে বলবে?"

"সানন্দে, মেজর।" জেনো জাসিনথুসের পাশে এসে দাঁড়ালো। চওড়া হাসি তার মুখে লেগে রয়েছে। "আমাদের দেশে যারা অবৈধভাবে প্রবেশ করে তাদের ব্যাপারে আমরা খুব কঠোর। আর কোনো যুদ্ধাপরাদীকে নিজের দেশে আপ্যায়ন করাটা একদম পছন্দ করি না আমরা। মেজর পিটের কথা মতো আপনি যদি সত্যি এ্যাডমিরাল এরিখ হেইবার্ট হয়ে থাকেন তবে জার্মানির উদ্দেশ্যে প্রথম যে প্লেনটা ছাড়বে সেটাতে করেই আপনাকে ওয়ার ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেটরদের কাছে আপনাকে হস্তান্তর করবো আমরা। আর তারা আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারবে, সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

"আর সেটাই হবে যথার্থ সমাপ্তি," জাসিনথুস আস্তে করে বললো। "এতে করে ট্যাক্সপেয়ারদের মূল্যবান পয়সা খরচ করে দিনের পর দিন আর আপনাকে জেলে রাখার দরকার হবে না। অন্য দিকে আমরা উত্তর আমেরিকার অর্ধেক মাদক ব্যবসায়ীকে পাকড়াও করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবো।"

"আপনি কি ভুলে গেলেন, সুযোগই চুরির জন্ম দেয়," পিট দাঁত বের করে হেসে বললো।

"এ দিয়ে আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন?"

"সহজ অঙ্ক, জাস্। এখন আপনি জেনে গেছেন হেরোইন কোথায় এবং কিভাবে পাচার করা হবে। মেডিটেরেনিয়ানের টেনথ ফ্লিটকেও সতর্ক ক'রে দেয়া হয়েছে, কুইন জোকাস্তা কোর্স বদলে অন্য কোনো দিকে চলে যাবার চেষ্টা করলে বাধা দেয়া হবে। কুইন জোকাস্তা গালভেস্টনে পৌছুলে ড্রাগস সাপ্লাইয়াররাও ভিড় করে আসবে, তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্যেও ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে।"

"হ্যা," জাসিনথুস সায় দিয়ে বললো। "তা ঠিক বলেছেন। এই শিপ আর সাবমেরিনটা চালানোর মতো ক্রু পেয়ে গেলে চালানটা খুব সহজেই আমি ধরতে পারবো।"

"মেডিটেরিয়ান টেনথ্ ফ্লিট," পিট প্রস্তাব করলো। "আপনার প্রভাব খাটিয়ে আমাদের নেভির কাছে অনুরোধ করুন এ ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে কিছু ক্রু দিয়ে সাহায্য করার জন্যে। তাদেরকে খুব সহজেই ব্র্যাডি ফিল্ডে নামিয়ে দেয়া যাবে।"

জাসিনথুস পিটের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। "আপনার দেখি সব দিকেই নজর থাকে, তাই না?"

পিট কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেসে বললো, "চেষ্টা করি আর কি।"

"ভালো কথা, মেজর পিট, আমার একটা কৌতুহল আছে," জাসিনথুস বললো।

"বলুন।"

"দারিউস যে একজন ইনফরমার, সেটা আপনি জানালেন কিভাবে?"

"খুঁত খুঁতে ভাবটা আসে সার্চ করার সময় রেডিও কেবিনের ট্র্যান্সমিটার, এবং আপনার অফিসের ট্র্যান্সমিটার একই ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট করা ছিলো। তখন মনে হয়েছিলো, আপনাদের তিনজনের যে কেউ ইনফরমার হতে পারেন। কিন্তু অ্যাল জানালো, কুইন আর্টেমেসিয়ার নোঙর ফেলা থেকে নোঙর তোলা পর্যন্ত সারাটা সময় আপনার রেডিওর সামনে একা বসে ছিলো দারিউস। আপনি আর কর্নেল জেনো যখন মশার কামড় খেয়ে ভিলার ওপর চোখ রাখছেন, দারিউস তখন আরামে বসে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে আর অ্যাডমিরাল হেইবার্টকে আপনাদের গতিবিধির সমস্ত খবর পাচার করছে। সেজন্যেই জাহাজটাকে সম্পূর্ণ খালি দেখতে পাই আমি। জাহাজ থেকে সাবমেরিনকে ছাড়াবার কাজে ব্যস্ত ছিলো সবাই। ক্যাপ্টেন কোনো পাহারা বসায় নি, কারণ দারিউস তাকে গ্যারান্টি দিয়ে জানিয়েছিলো আপনারা ভিলার ওপর নজর রাখছেন, জাহাজে ওঠার কোনো পরিকল্পনা করেন নি। আর আমরা আপনাকে বলেছিলাম তীর থেকে জাহাজের ওপর নজর রাখবো, ওটাতে চড়ার কথা বলি নি। বললে অবশ্যই বাধা দিতেন আপনি।"

"দুঃখিত দুঃখিত, মেজর পিট। বুঝতে ভুল হয়েছিলো আমার।" দুঃখ প্রকাশ করতে হলো তাও একজন মেজরের কাছে, তাই চেহারাটা বেশ খানিকটা ম্লান দেখালো।

"আরো একটা কৌতুহল, মেজর পিট। কুইন জোকাস্তা-র কথা কোত্থেকে জানলেন আপনি?"

"এয়ারফোর্সের ট্রাকটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে ব্র্যাডি ফিল্ডে যেতে হয়েছিলো আমাদের," বললো পিট। "গিয়ে দেখি, কর্নেল লুইস আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। মর্নিং পেট্রলের চোখে ধরা পড়েছিলো কুইন জোকাস্তা, তথ্যটা জানিয়ে দিলো সে আমাকে। এরপর আমরা মিনার্ভা লাইন্সের এথেন্স এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করি। সাথে সাথে কার্গো আর ডেসটিনেশন জানা হয়ে গেলো। কুইন

আর্টেমেসিয়ার মতো কুইন জোকাস্তাও থাসোস হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছে শুনে অ্যাডমিরাল হেইবার্টের কৌশলটা ধরে ফেললাম। বুঝলাম, আর্টেমেসিয়া থেকে ছাড়িয়ে সাবমেরিনটাকে কুইন জোকাস্তার সাথে জোড়া লাগানো হবে।"

"এসব কথা আমাকে জানানো উচিত ছিলো," একটু গম্ভীর হয়ে বললো ইন্সপেক্টর।

"মিঃ অ্যাল আমার অফিসে এসে বললেন, টানেল হয়ে আন্ডারওয়াটার ঘাঁটিতে নামার একটা এলিভেটর পাওয়া গেছে। বিশ্বাস করুন, দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম। একবার ভাবুন তো, মিঃ জিওর্দিনোর কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে তাকে আমি যদি গ্রেফতার করতাম, কি হতো? আমাকে জানানো উচিত ছিলো না?"

"যতো কম লোক জানে ততোই ভালো, আমার কাজের এটাই ধারা। আপনাকে জানালে দারিউস কিছু একটা সন্দেহ করতে পারতো। সাবধান হয়ে যেতো সে।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকিয়ে যুক্তির কাছে হার মানলো জাসিনথুস। "তা অবশ্য ঠিক।"

ইতিমধ্যে ফন টিল ওরফে অ্যাডমিরাল এরিখ হেইবার্টকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিয়েছে লোকেরা। নির্দিষ্ট কারো দিকে না তাকিয়ে বিড় বিড় ক'রে কী যেনো বকছে বুড়ো জার্মান, কেউ শুনতে পেলো না। জিওর্দিনো গুলি করার পর থেকে দারিউসও তার জায়গা থেকে নড়ে নি। তার হাতেও হ্যান্ডকাফ পরানো হয়েছে। বিশাল দৈত্যটা মাথা নিচু ক'রে আছে।

তাকে দেখিয়ে জানতে চাইলো পিট, "ওর কি দশা হবে?"

"বিচার শেষ হতে পাঁচ-সাতদিনের বেশি লাগে না," বললো জাসিনথুস। "এখুনি লিখে দিতে পারি, ওর কপালে ফায়ারিং স্কোয়াড ঝুলছে।"

জাসিনথুসের লোকেরা বুড়ো শয়তান হেইবার্ট আর দারিউসকে নিয়ে চলে গেলো।

অ্যাল বললো, "পিট, চোখের মণি বিজ্ঞানীদের কি হলো ভেবে কমান্ডার রুডি গান বোধহয় নিজের মাথার চুল ছিড়ছেন। তুমি বললে, ওদেরকে নিয়ে আমি না হয়..."

ডেক হ্যাচ থেকে উঠে এলো নাইট। তার পিছু পিছু উডসন, স্পেন্সার আর গুস্তাভ।

"ইশ্," দাঁত দিয়ে জিভ কাটলো পিট। "একটা কথা একদম ভুলে গেছিলাম।"

"কি?"

বিজ্ঞানীদের দিকে ফিরলো পিট। "স্পেন্সার, তুমি এদিকে এসো।"

দ্রুত এগিয়ে এসে ডার্কের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো মেরিন বায়োলজিস্ট। "বলুন, মেজর।"

"আমার শুভেচ্ছা আর উপহার কমান্ডার রুডি গানকে পৌঁছে দিতে হবে তোমার," বললো পিট।

"অবশ্যই, মেজর!"

"ওদিকের গুহায়, বিশ ফুট নিচে, উত্তর দেয়ালের গোড়া বরাবর কয়েকটা ছোটো ফাটল আছে। একটা ফাটলের মুখে দেখতে পাবে সমতল পাথর। এরমধ্যে যদি বেরিয়ে গিয়ে না থাকে, ওর ভেতর একটা টিজার মাছ দেখতে পাবে তুমি। সেটাই আমার উপহার।"

হতভম্ব দেখালো স্পেন্সারকে। "টিজার আছে! আপনি সিরিয়াস, মেজর?"

"টিজারের এতো ছবি দেখেছি, জ্যান্ত একটা দেখে চিনতে পারবো না সেটা একটা কথা হলো?" ঠাট্টার সুরে পাল্টা প্রশ্ন করলো পিট। "দেখো, ধরতে গিয়ে ওটাকে যেনো পালিয়ে যেতে দিও না।"

"এখন আমি নেট পাই কোথায়!" সবার দিকে অসহায়ভাবে তাকালো স্পেন্সার।

"নেটের কোনো দরকার নেই," হেসে উঠে বললো পিট। "টিজার বন্দী করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, ওটার ফিন চেপে ধরা।"

পায়ের ব্যাথাটা আবার কমতে শুরু করেছে। অসাড় ভাবটা ফিরে আসে ধীরে ধীরে। খানিক পর মনে হলো পা-টা যেনো ওর শরীরের কোনো অংশ নয়।

স্ট্রেচার নিয়ে আসা হলো। তাতে তোলা হলো পিটকে।

"ইন্সপেক্টর জাসিনথুস," হঠাৎ জানতে চাইলো ও, "মেয়েটার আসল নাম?"

"অ্যামি," মৃদু হেসে বললেন জাস্।

"অ্যামি," বিড়বিড় ক'রে পুনরাবৃত্তি করলো পিট। "এই নামে কোনো মেয়ের সাথে এই প্রথম পরিচয় আমার।" বলেই চোখ বুজলো সে। অচেতন হয়ে যাওয়ার আগে দূরাগত একটা গুলির আওয়াজ পেলো, আর তারপর— আরামদায়ক আঁধারের আচকান যেনো জড়িয়ে ধরলো ডার্ক পিটকে।

শেষ কথা

যেদিকে চোখ যায়, শুধু নীলাভ সুন্দর। আগুন-গরম সূর্যটা গরল ঢালছে, যোগ হয়েছে ভ্যাপসা বাষ্প। লম্বা সাদা বাসভবনগুলো এক একটি যেনো তাপ বিকিরন করে করে কালো ক'রে ফেলেছে রাস্তার অ্যাসফল্ট। দারুণ ট্রাফিক জ্যাম রাস্তায়। ফুটপাতে লাঞ্চ করতে বের হওয়া মানুষের ভিড়ে পথ করে হাঁটছে ডার্ক। অবশেষে, কাঁচের দরোজা ঠেলে ব্যুরো অব নারকোটিকস্-এর এসি রুমে প্রবেশ করলো সে।

একজন ব্যাচেলরের জন্যে ওয়াশিংটন ডিসি সেরা জায়গা—পিট ভাবে—এখানে কখনো মেয়ের অভাব হয় না! যে কোনো বয়সের, আকারের, স্টাইলের মেয়েরা ইতিউতি ঘোরাফেরা করছে সরকারী অফিসগুলোতে। রাস্তার চকলেটের দোকানের সামনে দাঁড়ানো লোভী ছেলের মতো যতো পারো দেখে নাও। সবচেয়ে সুন্দরী, চওড়া হাসির একটাকে নির্বাচন করলো পিট, মনে মনে। তিনজনের একটা দলে করে এলিভেটরের দিকে এগুচ্ছে। উষ্ণ হাসির সঙ্গে ওর হাসির প্রত্যুত্তর করলো চারজনাই!

যুদ্ধাহত যোদ্ধার ভুমিকায় চমৎকার উৎরে যাচ্ছে ডার্ক। আঠারোতম ফ্লোরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পা রাখলো সে। রুমের ঠিক মধ্যিখানে এক দঙ্গল মেয়ে তাদের নাইলন মোজা পরা পায়ের শো করছে মনে হলো। আক্রমণ শানাচ্ছে সামনের টাইপ-রাইটারে, যার যার ডেস্কে বসে। একবারও কারো দিকে তাকাচ্ছে না। সোনালীচুলো, সুবক্ষা এক তরুনীর উদ্দেশ্যে ধীরে এগুলো পিট। ওর ডেস্কে লিখা আছে "তথ্য।"

"মাপ করবেন।"

মুখ তুলে তাকায় না তবু রমনী।

"মাপ করবেন," এবারে আরো জোরে বলে পিট।

ঘুরে তাকিয়ে মেয়েটা বলে, "জ্বী বলুন।"

শান্ত, নিরাবেগ গলা। বড়ো বড়ো দু'চোখে সন্দেহের দৃষ্টি। পিট মনে মনে ভাবে, না, এর সাথে কিছু করে কোনো লাভ হবে না। এ ওয়াশিংটনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যুরোক্রেট নয়।

"আমি ব্যুরো পরিচালকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"দুঃখিত," টাইপরাইটারে ফিরে যায় মেয়েটা। "উনি অত্যন্ত ব্যস্ত, কারো দর্শন দেয়া এখন সম্ভব নয়।"

রাগ জ্বলে উঠলো পিটের গভীরে। "ইন্সপেক্টর জাসিনথুসের সঙ্গে আজ আমার এপয়েন্টমেন্ট..."

"ইন্সপেক্টর জাসিনথুসের অফিস ফোর্থ ফ্লোরে," সাথে সাথে বিমর্ষ স্বরে প্রত্যুত্তর করে মেয়েটা।

হাতের ছড়িটা দিয়ে এতো জোরে ডেস্কে বাড়ি মারলো পিট, ঠিক পিস্তল ফোটার মতো শব্দ হলো। চোখ বড়ো বড়ো ক'রে, আঁতকে উঠলো মেয়েটা—পুরো কক্ষে এখন পিনপতন নীরবতা। বিশাল বক্ষা সোনালীচুলো দৃষ্টিতে আতঙ্ক নিয়ে চেয়ে আছে পিটের দিকে।

"ঠিক আছে, ডিয়ার," ভয়ংকর কণ্ঠে বলে পিট। "তোমার চমৎকার সুডৌল পাছাটা এবারে গদি থেকে তুলো, এবং পরিচালক সাহেবকে জানাও মেজর ডার্ক পিট তার কাছে এসেছে। এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন ইন্সপেক্টর জাসিনথুস।"

"পিট...মেজর পিট...মানে নুমা থেকে," টেনে টেনে শ্বাস নেয় সোনালী চুলো উন্নত বক্ষা। "দুঃখিত স্যার। মানে, আমি ভেবেছিলাম..."

"বুঝতে পারছি। আমি ইউনিফর্ম পরে নেই।"

ঝট ক'রে ডেস্ক ছেড়ে উঠলো মেয়েটা। "এইদিকে, স্যার। এই পথে আসুন।"

ওর এবং বাকি সবার উদ্দেশ্যে একগাল হাসলো পিট। চব্বিশ জোড়া চোখ সমীহের দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। সেলিব্রেটি এবং মুভি স্টারের দিকে এমন চোখে তাকায় লোকে। দারুণ গর্বে বুক ফুলে উঠে ওর।

"টাইপ করো, মেয়েরা," ভদ্রস্বরে বললো পিট। "কিছুতেই যেনো ব্যুরোর কাজে কোনো গাফিলতি না হয়!"

লম্বা একটা হল ধরে ওকে নিয়ে চলে সোনালী-চুল, ধীরে ধীরে হেঁটে পিটকে এগুনোর সময় ক'রে দিচ্ছে। "মেজর পিট," ঘোষণা ক'রে একটা দরোজা টেনে সরে দাঁড়ালো সে।

পিট ভেতরে প্রবেশ করতেই তিনজন লোক উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু জিওর্দিনো মুখ হাড়ি রেখে নিজের চেয়ারে বসেই থাকে।

সহাস্যে লাল-চুলো অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকার বলেন, "অভিনন্দন, ডার্ক! দারুণ!"

জাসিনথুস এগিয়ে এসে বললেন, "হেই পিট! আপনাকে হাঁটতে দেখে খুশি হলাম।"

পরিচালক ভদ্রলোক গলা পরিষ্কার করে বলে উঠেন, "বেশ আগ্রহ নিয়ে ইন্সপেক্টর জাসিনথুসের রিপোর্ট পড়েছি আমি। একটা ব্যাপার তিনি পরিষ্কার করে বলেন নি। যদিও ব্যাপারটা অনেকটা ব্যক্তিগত কৌতুহল, কিন্তু তবু জানতে চাই। বলুন তো মেজর, আপনি কি ক'রে বুঝলেন মিনার্ভা লাইন্স শিপের সাবমেরিন বহন করার ব্যবস্থা আছে?"

চোখ হাসলো পিটের। "আপনি বলতে পারেন, স্যার, বালুতে লিখা ছিলো ব্যাপারটা!"

ঠোঁট মুড়ে হাসলেন পরিচালকও। "খুবই চমৎকার। কিন্তু সরাসরি উত্তর হলো না ওটা।"

"অদ্ভুত শোনালেও, কথাটা সত্যি," পিট বলে চলে। "কুইন আর্টেমেসিয়ায় কোনো হেরোইন খুঁজে না পেয়ে সাঁতরে তীরে উঠে মনের দুঃখে কাঠি দিয়ে বালুতে আঁকি-বুকি কাটছিলাম আমি। প্রথমে, আলাদা করে নেওয়ার ব্যবস্থা সহ সাবমেরিনের আইডিয়াটা আজব লাগলেও চিন্তা করে দেখলাম—সম্ভব ব্যাপারটা।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে দুঃখের সাথে মাথা নাড়লেন পরিচালক। "বারোটা দেশের এজেন্ট, চল্লিশ বছর—কেউ ফন টিলের এই চাতুরি ধরতে পারলো না! তিন জন এজেন্ট তো মারাই গেলো ওর শেষ দেখতে গিয়ে।" ডেস্কের উপর দিয়ে কঠোর চোখে পিটের দিকে চাইলেন তিনি। "কি অদ্ভুত—আমাদের কারো মাথাতেই খেললো না ব্যাপারটা!"

নিশ্চুপ বসে থাকে পিট।

"যা হোক," নিমিষেই আমুদে হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। "গ্যালভস্টোন-এ কি হয়েছে জানেন?"

"না, স্যার। থাসোসের পর থেকে ইন্সপেক্টর জাসিনথুসের সঙ্গে আমার আর দেখা বা কথা হয় নি। সেও তিন সপ্তাহ হতে চললো। জানি না, আমার সামান্য সাহায্য গ্যালভস্টোনে আপনাদের কোনো উপকারে এসেছে কি না।"

পরিচালকের দিকে তাকালেন এবারে জাসিনথুস। "মেজর পিটকে সমস্ত খুলে বলবো, স্যার?"

"বলুন।"

"সবকিছু পরিকল্পনা মতো হয়েছে, ডার্ক। বন্দর পাঁচ মাইল দূরে থাকতে ফন টিলের এক ঝাঁক মাছ ধরা নৌকার দেখা পেয়ে যাই আমরা। প্রথমে ধরতে

পারি নি। পরে কুইন জোকাস্তার ক্যাপটেনকে খোঁজ করার ভয় দেখিয়ে দলে ভেরাই।"

"আর কেউ এসেছিলো জাহাজে?"

"না, এমন কোনো বিপদ হয় নি। জেলেরা সাবমেরিন আলাগা করার সংকেত দেয় আমাদের কিছু না টের পেয়ে। দারুণ এক জিনিস ওই সাবমেরিন। নেভি ইঞ্জিনিয়ার তো মহা অবাক।"

"এতো অবাক হওয়ার কি?"

"সম্পূর্ণ অটোম্যাটিক বাহন।"

"মৌমাছির ঝাঁক?" পিটের কণ্ঠে কৌতুক।

"আরে হ্যা! ফন টিলের আরো এক চমক। যদি বন্দরে পৌঁছার আগে ধরা খেয়েও যেতো সাবটা, অথবা অ্যাকসিডেন্টে পরতো, তারপরেও ওটা আটকানোর কোনো বন্দোবস্ত ছিলো না। কোনো ক্রু নেই, কেউ নেই—কে ওকে জুড়বে মিনার্ভা লাইন্সের সঙ্গে?"

পিট এবারে চমকে গেছে। "তার মানে, জেলে নৌকা থেকে চালানো হতো ওটা?"

"ঠিক বন্দর থেকে, আমাদের নাকের ডগায় বসে!"

কামরার তৃতীয় ব্যক্তি অ্যাল জিওর্দিনো, এবারে মুখ খোলে, "তবে তো ভালো চক্করেই পরেছিলেন আপনারা!"

একগাল হাসেন জাসিনথুস। "তা আর বলতে। কিন্তু এখন আমরা খুবই সতর্ক। এমনকি কোনো চিনির চালানও এখানে আর সহজে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না।"

"চিনি কেন?" পিটের প্রশ্ন।

"চিনি মিশিয়ে হেরোইন সবচেয়ে বেশি আড়াল করা হয়, তাই। তুমি আর অ্যাল থাসোসে না এলে আমরা এতোদিনে পরে পরে আহাম্মক বনতাম।"

চওড়া হাসলো পিট। "আমার ভাগ্য ভালো বলতে পারেন।"

"যা ইচ্ছে বলো," জাসিনথুস বলেন। "সত্যি কথা হলো কেবল অর্ধেকেরও কম অবৈধ ড্রাগসের ব্যবসা আমরা ধরতে পারছি। অনেকে এখনো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।"

লম্বা শীষ দেয় অ্যাল। "এবারে তবে অ্যাডিক্টদের জন্যে খারাপ বৎসর যাবে!"

"তা সত্যি," জ্যাক বলে চলেন। "এখন যখন একটা পালের গোদাকে ধরেছি—লোকাল আইন ওদের পেছনে লেগেছে, বিশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে নাজুক অবস্থানে পড়বে ড্রাগ ডিলারেরা।"

রুমের চারধারে চোখ বুলিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় পিট। "একটামাত্র প্রশ্ন আমার আছে, জ্যাক?"

"বলো?" চোখ তুলে তাকান জাসিনথুস।

সাথে সাথে কোনো কথা বলে না পিট। এক মুহূর্ত নিজের ছড়িটা নিয়ে খোঁচা-খুঁচি শেষে বলে, "আমাদের পুরনো দোস্তের কোনো খবর তো পত্রিকায় পড়লাম না।"

"কেউ কিছু বলার আগে, এখানে এসো, এইটা দ্যাখো," আহ্বান জানালেন জাস্। পিটের সামনে কতোগুলো ছবি রাখলেন তিনি।

ছবিগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাইস বীর অ্যাডমিরাল এরিখ ফন স্ট্রোহেইম-এর।

"তেমন কোনো মিল কিন্তু নেই," ছবি দেখতে দেখতে মন্তব্য করে পিট।

"সব মিলে গেছে—" জাসিনথুস বললেন। "জন্মদাগ, দাঁতের গঠন—সবকিছু মিলেছে অ্যাডমিরাল হেইবার্ট এবং ফন টিলের।"

"ফিঙ্গারপ্রিন্ট?"

"ওটা এখনো পাওয়া যায় নি। আসল ফন টিলের কোনো ফিঙ্গার প্রিন্টের রেকর্ড নেই।"

পিট অবাক হলো। "তো, প্রমাণ কি করে করবেন?"

"দরকার নেই। চারদিন আগে জার্মানরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। নিজেদের নাৎসি ঐতিহ্য নিয়ে ওদের লজ্জার শেষ নেই। সবকিছু তাই নীরবে সেরেছে। আর তাছাড়া, হেইবার্টের এমন কোনো বিশেষ সম্মানও নেই।"

"ভাবছি, আরো কতো এমন ঝানু অপরাধী কোথায় কোথায় মুখ লুকিয়ে আছে," দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিট বলে।

ডেস্কে ফোন বেজে উঠতে ধরলেন পরিচালক। "হ্যা? আচ্ছা, আমি খবর পৌঁছে দেবো।" টেলিফোনটা রিসিভারে রেখে, কামরার চতুর্থ ব্যক্তি অ্যাডমিরাল স্যানডেকারে দিকে তাকালেন তিনি। "আপনার অফিস থেকে, অ্যাডমিরাল। প্রথমেই অভিনন্দন জানাই!"

"কেন?"

তখনো হাসছেন পরিচালক, একটু ঝুঁকে স্যানডেকারের কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "আপনার টিজার মা হয়েছে! আপনি এখন গর্বিত এক পিতা, অ্যাডমিরাল, স্যার! বাচ্চা টিজার হয়েছে একটা!"

* * *

ততোক্ষণে কমে এসেছে সূর্যের আঁচ। দীর্ঘ হয়েছে ছায়ার সারি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাস্তায় বেরিয়ে এলো ডার্ক পিট। একটু থেমে দাঁড়িয়ে দেখলো শহরটা। এবা'র ঘরমুখো মানুষের ভিড়ে রাস্তায় চলা দায়। কিছু সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বে অফিস পাড়া। যেনো অনেক বছর আগে কোনো এক বিচে গায়ে বালু মেখে শুয়েছিলো—এমন মনে হলো পিটের।

জাসিনথুস এবং অ্যাল যোগ দেয় ওর সঙ্গে।

জাসিনথুস সানন্দে বলে উঠেন, "জেন্টলম্যান! যেহেতু আমরা তিনজনই সুস্থ, একাকী, সুপুরুষ—চলুন তবে একটু মজা করা যাক আজ!"

"তা যা বলেছেন," অ্যাল সায় দেয়।

কপট গাম্ভীর্যে মাথা নাড়ে পিট। "দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার আগেই একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। যেতে পারছি না।"

হা হা করে হাসেন জাসিনথুস। "এবারে ভুল করলে হে! আমার কাছে ওয়াশিংটনের সমস্ত নামকরা মডেল—"

নিঃশব্দে বিরাট একটা কালো-রপালী রাজকীয় গাড়ি ওদের পাশে ফুটপাতে এসে দাঁড়ায়। যেনো ম্যাজিক, স্টিয়ারিংকে বসে রুপবতী, উদ্ভিন্ন-যৌবনা এক তরুণী।

"খোদা!" জাসিনথুস গুঙিয়ে উঠেন। "এ যে ফন টিলের বাগানের ফুল! কেমন ক'রে যোগাড় করলেন"?"

"বিজয়ের গলায় মাল্য!" লজ্জিত স্বরে পিট বলে।

"ও, তাই বলি, তখন থেকেই বলছে কি একটা সুভেন্যির নাকি আছে!" জিওর্দিনো বললো।

গাড়ির সামনের দরোজা মেলে ধরে ডার্ক পিট এবারে বলে, "আশা করি আমার লাস্যময়ী শোফারের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় আছে?"

"আরে, ঈজিয়ানে দেখা একটা মেয়েকে মনে পরে যাচ্ছে ওকে দেখে!" অ্যাল বলে মজা করে। "তবে দেখতে আগেরটার চেয়ে একটু ভালো, বলতে বাধ্য হচ্ছি।"

"যাক্," টেরি বলে এবারে। "এই প্রশংসার জন্যে গলিপথে আমাকে কোলে নিয়ে ওই জঘন্য দৌড়ের জন্যে মাপ ক'রে দিলাম।"

পিট কিছুটা সিরিয়াস চেহারা নিয়ে জাসিনথুসের দিকে ফিরলো।

"জাস্, তোমার দু'জন এজেন্ট আগামী দু'সপ্তাহ আমাকে একটু প্রটেকশন দিতে পারবে না?"

এক গাল হেসে গাড়ির মেয়ে দুটোর দিকে তাকায় জাসিনথুস। "তা পারে ওরা। আমার মনে হয়, ব্যুরোর কাছে অন্তত এতোটুকু পাও তুমি।" গাড়িতে চড়ে, জিওর্দিনোর হাতে ছড়িটা হস্তান্তর করে পিট।

"ওটার আর দরকার নেই আমার।"

কিন্তু অ্যাল প্রত্যুত্তর করার আগেই সাঁ করে বেরিয়ে যায় গাড়িটা। যতোক্ষণ পর্যন্ত দৃষ্টিসীমায় রইলো, তাকিয়ে দেখলো ও গাড়িটা।

"ইন্সপেক্টর, রান্নাঘরে স্যালাড আর পেঁয়াজ কাটার অভিজ্ঞতা কেমন আপনার?"

"দুঃখিত, খুবই খারাপ রাঁধি আমি।"

"সেক্ষেত্রে, এখন আমাকে ড্রিঙ্ক কিনে খাওয়াবেন আপনি, ঠিক আছে?"

করুণ চেহারায় জাসিনথুস বলেন, "আপনাকে মনে রাখতে হবে, আমি একজন দরিদ্র সিভিল সার্ভেন্ট মাত্র!"

"তাহলে, বরঞ্চ বিলটা আমিই দেবো।" চেহারায় সিরিয়াস ভাব ধরে রাখতে পারলো না অ্যাল। হেসে ফেললো ও।

"ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

অতঃপর, কোমরে হাত রেখে দুই হরিহর আত্মার মতো হেঁটে চললো গালিভার ইন্সপেক্টর, আর লিলিপুট অ্যাল; জানলোই না, রাস্তার লোকজন হেসে খুন হচ্ছে ওদের মুখ-ভঙ্গি দেখে।

দুঃসাহসিক অভিযাত্রী ডার্ক পিট উভচর প্লেনে ক'রে যখন ঈজিয়ান সাগরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো ঠিক তখনই কাছের একটি এয়ারফিল্ড থেকে তার কাছে বার্তা এলো-মে ডে! মে ডে! আচমকা এক বিমান আক্রমণে দিশেহারা হয়ে সাহায্য চাইছে তারা। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সাহায্য করতে গেলে ঘটতে থাকে একের পর এক ঘটনা। সেইসব ঘটনা একসূত্রে গেঁথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রহস্যের সমাধানে নামে ডার্ক পিট। মে ডে! উপন্যাসটি *মেডিটেরিনিয়ান কেইপার* নামেও পরিচিত। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়েই সূচনা ঘটে ক্লাইভ কাসলারের জনপ্রিয় চরিত্র ডার্ক পিট-এর।

"একটি চমৎকার রোমাঞ্চ উপন্যাস"

—নিউইয়র্ক ডেইলি নিউজ

"সাগরতলের অ্যাডভেঞ্চারের পথিকৃত ক্লাইভ কাসলারের সেরা একটি উপন্যাস...দারুণ সমাপ্তি"

—প্রেস এন্টারপ্রাইজ

"সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে চৎকার উপন্যাসের জন্ম দিয়েছেন কাসলার"

—ওকালা স্টার

"একের পর এক মাথার চুল দাঁড় করিয়ে দেয়ার মতো উত্তেজনাকর ঘটনাবলীর আগমন... চমৎকার"

—ফ্রি প্রেস

"ক্লাইভ কাসলারের একটি নতুন বই যেনো পুরোনো বন্ধু সঙ্গে দেখা করবার মতোই"

—টম ক্ল্যান্সি

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984865917-6

9 789848 659198